মরমনের পুস্তক হইতে নির্বাচিত কিছু অংশ
যীশু খ্রীষ্টের আরেকটি প্রামাণিক সাক্ষ্য

মরমনের পুস্তক হইতে নির্বাচিত কিছু অংশ যীশু খ্রীষ্টের আরেকটি প্রামাণিক সাক্ষ্য

মরমনের পুস্তক হইতে নির্বাচিত কিছু অংশ এই পুস্তকটির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। মরমনের সম্পূর্ণ পুস্তকটি বাংলা ভাষায় অনূদিত এবং প্রকাশিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত, সাময়িক ভাবে ব্যবহার করিবার জন্য, এই পুস্তকটি প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ পুস্তকটি প্রকাশিত হইবার পর, এই পুস্তকের কাজ শেষ হইয়া যাইবে।

মরমনের পুস্তকে, যীশু খ্রীষ্টের শাস্ত্রের পরিপূর্ণতা রহিয়াছে। এই পুস্তক মিশনারীদের এবং বর্তমান যুগের যীশু অনুশরণকারী সাধু সম্প্রদায়ের সদস্যদের এবং অন্য আর যাহারা যীশু খ্রীষ্টের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র সম্বন্ধে জানিতে আগ্রহী, তাহাদের ব্যবহারের জন্য, মরমনের পুস্তক নামক পবিত্র শাস্ত্র হইতে কিছু নির্বাচিত অংশ লইয়া রচিত হইয়াছে।

© 1985 by Intellectual Reserve, Inc.
All rights reserved
Printed in the United States of America 07/2011
Selections from the Book of Mormon
Bengali
ISBN 978-1-59297-663-1 (Paperback 33568 242)

মরমনের পুস্তক মরমনের হস্ত দ্বারা নেফাইয়ের ফলক হইতে সংগৃহীত, মরমনের হস্ত দ্বারা লিখিত একটি বিবৃতি

সুতরাং, ইহা হইল ঐ সকল বিবৃতি সমূহের সংক্ষিপ্ত সংকলন, যাহা নেফাইয়ের লোকদিগের দ্বারা,এবং ইসরায়েলের অধিবাসীদের একটি অংশ লেমানাইটদের দ্বারা, লেমানাইটদের নিকট লিখিত বিবরণ। ইহা ভিন্ন, ইহুদি ও অইহুদিদের নিকট প্রকাশিত আদেশ সমূহ, ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ সমূহ যাহা লিখিত এবং বন্ধ অবস্থায়, প্রভুর নিকট লুক্কায়িত রহিয়াছে, যাহাতে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইতে পারে এবং সময়মত ঐশ্বরিক ক্ষমতার এবং দক্ষতার সাহায্যে অনূদিত হইতে পারে।

অতঃপর ইহা মরনির হস্ত দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে, এবং প্রভুর নিকট লুক্কায়িত অবস্থায় রহিয়াছে যাহাতে সময়মত উহা অইহুদি কর্তৃক ঈশ্বরের ক্ষমতার দ্বারা অনূদিত হইতে পারে।

ইথারের পুস্তক হইতেও একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন গ্রহণ করা হইয়াছে; ইহা জারেদের অধিবাসীদের ইতিহাস। জনগণ দুর্গ নির্মাণ করিয়া যখন স্বর্গে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিল, তখন প্রভু তাহাদিগের ভাষাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহা ইসরায়েলের অবশিষ্টাংশ জনগণকে প্রদর্শন করিবার জন্য যে, প্রভু তাহাদের পূর্বপুরুষদের জন্য কত মহৎ কিছু করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা প্রভুর চুক্তি সমূহ জানিতে পারে যে, তাহারা চিরকালের জন্য ধ্বংস হয় নাই। এবং ইহুদি ও অইহুদিদের এই ধারণা বদ্ধমূল করিবার জন্য যে, যীশুই ত্রাণ কর্তা, অনন্ত ঈশ্বর তাহাকে মানবজাতির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এখন কোন দোষ হইলে, তাহা জনগণেরই দোষ। তাহার জন্য ঈশ্বরের কোন বস্তুকে দোষারোপ করিও না, এইরূপে তোমরা ত্রাণ কর্তার বিচার আসনের সম্মুখে নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিবে।

যোসেফ স্মিথ জুনিয়র কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত

মরমনের পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মরমনের পুস্তকের নাম পত্রে তিন ধরনের ঐতিহাসিক ফলকের উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন:

১. নেফাইয়ের ফলক সমূহ, পুস্তকে পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, এই ফলকগুলি দুই ধরনের ছিল (ক) বৃহত্তর ফলক, (খ) ক্ষুদ্রতর ফলক। প্রথমটিতে বিশেষ রূপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনাধ্যাত্মিক বিষয়গুলির ইতিহাসের প্রতি মনোনিবেশ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, শেষেরটিতে বেশীর ভাগই ধর্মগত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

২. মরমনের ফলকে, মরমন কর্তৃক লিখিত, নেফাইয়ের ফলকের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন ইহাতে তাঁহার নিজস্ব বহু মন্তব্য এবং নিজ হস্তে লিখিত, বর্দ্ধিত ইতিহাসও রহিয়াছে, এবং তাঁহার পুত্র মরনি ইহাতে আরো কিছু ঘটনা যোগ করিয়াছেন।

৩. জারেদের বংশধরদের ইতিহাস লিখিত ফলক সমূহ, মরনি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে এবং তিনি নিজে ইহার সহিত তাঁহার নিজস্ব মন্তব্য যোগ করিয়া, ইহাকে সাধারণ ইতিহাসের সহিত একত্রিত করিয়া, তাহার নামকরণ করিয়াছেন 'ইথারের পুস্তক'।

ইহার সহিত আরো এক ধরনের ফলক যোগ করা যাইতে পারে, মরমনের পুস্তকে প্রায়ই ইহাদের উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন : লেবানের পিতলের ফলক, লিহাইয়ের লোকেদের দ্বারা ইহা জেরুজালেম হইতে আনীত হইয়াছিল। ইহাতে হিব্রু শাস্ত্র, বংশবৃত্তান্ত এবং নেফাইয়ের ইতিহাসে যাহার বিবরণ রহিয়াছে, এরূপ অনেক উদ্ধৃতি ছিল।

মরমনের পুস্তকে পুস্তক হিসাবে একটি ব্যতিক্রম সহ, পনেরটি প্রধান ভাগ বা অংশ রহিয়াছে। প্রতিটি পুস্তক ইহার প্রধান লেখকের নামে, নামকরণ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয়টি পুস্তক হইল, প্রথম নেফাই, দ্বিতীয় নেফাই যেকব, ইনস, সেরম এবং অমনি। এইগুলি নেফাইয়ের ক্ষুদ্রতর ফলকের যথাযথ অংশ হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে। অমনি এবং মসায়াহর মধ্যবর্ত্তী সময়টিতে আমরা মরমনের বাণীগুলি পাইয়া থাকি। ইহাতে নেফাইয়ের ক্ষুদ্রতর ফলকে লিখিত ইতিহাসের সহিত, মরমন কর্তৃক পরবর্ত্তী কালে বৃহত্তর ফলকের সংক্ষিপ্ত সংকলনের সংযোগ সাধন করা হইয়াছিল। মরমনের লেখায় ইতিহাসের পূর্ববর্তী অংশের জন্য সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং পরবর্তী অংশের জন্য ভূমিকা রহিয়াছে।

মসায়াহ হইতে মরমন পর্যন্ত মরমনের পুস্তকের এই অংশটিতে, ৭ম অধ্যায় পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইহা মরমন কর্তৃক নেফাইয়ের ফলকের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলনের অনুবাদ। ৮ম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত পুস্তকের শেষের এই অংশটি, মরমনের পুত্র মরনি কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমে তাঁহার পিতার জীবন ইতিহাস সমাপ্ত করিতে শুরু করেন এবং পরে জারেদের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংকলন করিয়া, তাহার নামকরণ করেন, ইথারের

পুস্তক। পরে তিনি আরো যে অংশ যোগ করেন তাহা আমাদের নিকট মরনির পুস্তক নামে পরিচিত।

মরমনের পুস্তকের ঘটনা বিবরণীগুলি খ্রীষ্ট পূর্ব ৬০০ বৎসর হইতে লইয়া ৪২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়টাকে অন্তর্ভুক্ত করে। পরবর্ত্তী বৎসর অথবা ঐরূপ সময় নেফাইয়ের ঐতিহাসিকদের শেষ ঐতিহাসিক মরনি। ঐ পবিত্র বিবরণীগুলি বন্ধ করেন, এবং প্রভুর নিকট লুক্কায়িত অবস্থায় রাখেন যাহাতে, প্রাচীন কালে মহাপুরুষদের মাধ্যমে ঈশ্বর যে, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন সেই বাণী অনুযায়ী, সময়মত উহা প্রকাশিত হইতে পারে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এই একই মরনি পুনরুত্থিত ব্যক্তি হিসাবে, এই সকল লিখিত ফলকসমূহ যোসেফ স্মিথকে প্রদান করেন।

মরমনের পুস্তকের উৎস

যোসেফ স্মিথ, যাহার মাধ্যমে, ঐশ্বরিক শক্তি এবং ক্ষমতার বলে, মরমনের পুস্তক নামক প্রাচীন শাস্ত্রটি পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, তিনি ঐ বিষয় নিজস্ব এবং আনুষঙ্গিক বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, ১৮২৩ সালে ২১শে সেপ্টেম্বরের রাতে তিনি একান্তভাবে প্রার্থনার মাধ্যমে, প্রভুর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে তিনি অলৌকিক কোন বস্তু লাভ করিবার, স্বর্গীয় আভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা এইরূপ ছিল:

"অতঃপর, যখন আমি ঈশ্বরের প্রার্থনায় নিমগ্ন ছিলাম, তখন আমি আমার ঘরে একটি জ্যোতির আবির্ভাব আবিষ্কার করিলাম, ঘরটি মধ্যাহ্নের অপেক্ষা বেশী আলোকিত হওয়া পর্যন্ত, সেই জ্যোতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিল তখন হঠাৎ আমার পার্শ্বে একজন মহিমময় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিল। তিনি শূন্যে দন্ডায়মান ছিলেন, কারণ, তাহার পা মেঝে স্পর্শ করে নাই।

"তাঁহার পরিধানে ছিল অপূর্ব শুভ্র একটি ঢিলা পোশাক। ইহার শুভ্রতার সহিত আমার কখনও দেখা পৃথিবীর কোন বস্তুর তুলনা হয় না; আমি বিশ্বাস করিতে পারিনা যে, পার্থিব কোন বস্তু এরূপ উজ্জ্বল এবং শুভ্র আকার ধারণ করিতে পারে। তাহার হাত, এবং কব্জির একটু ওপর পর্যন্ত বাহুও অনাবৃত ছিল; সেইরূপ পায়ের গোড়ালি হইতে একটু ওপর পর্যন্ত তাহার পাও অনাবৃত ছিল। তাহার মস্তক এবং গলাও অনাবৃত ছিল। আমি আবিষ্কার করিলাম যে সেই ঢিলা পোশাকটি ভিন্ন তাঁহার গায়ে আর কোন আচ্ছাদন ছিল না, ইহা খোলা ছিল বলিয়া, আমি তাহার বক্ষ পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছিলাম।

"তাহার পোশাকটিই কেবলমাত্র ভীষণ শুভ্র ছিল না, বরং তাহার সমস্ত অবয়বটি বর্ণনাতীত উজ্জ্বল ছিল এবং মুখটি সত্য সত্যই বিদ্যুতের মত ছিল এবং সমস্ত ঘরটি ভীষণভাবে উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু উহা সেই ব্যক্তির চারিপাশের মত এত উজ্জ্বল ছিল না। তাঁহার দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত করিয়া আমি ভীত হইয়াছিলাম, কিন্তু শীঘ্রই আমার সেই ভয় কাটিয়া গেল।

"তিনি আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং আমাকে বলিলেন যে; তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে দূত হিসাবে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার নাম হইল মরনি; আমাকে দিয়া সম্পন্ন করাইবার জন্য, ঈশ্বরের কিছু কার্য রহিয়াছে; এবং সকল জাতি, গোত্র এবং ভাষাভাষির পক্ষে ভাল এবং মন্দের জন্য আমার নাম লওয়া হইবে, অথবা সকল লোকের ভিতর ভাল এবং মন্দ উভয় রূপে ইহা আলোচিত হইবে।

"তিনি বলিয়াছিলেন, স্বর্ণ ফলকে লিখিত এই মহাদেশের প্রাচীনকালের অধিবাসীদের ইতিহাস, এবং কখন হইতে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল তাহার উৎস সম্বলিত একটি পুস্তক গচ্ছিত রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালের অধিবাসীদের নিকট যে ভাবে ত্রাণ কর্তা চিরন্তর শাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পরিপূর্ণ ভাবে উহাতে রহিয়াছে।

"ইহা ভিন্ন রৌপ্য পাতে মোড়া দুইটি পাথর রহিয়াছে উহা একটি উরস্ত্রাণের সহিত সংযুক্ত ছিল। ইহাদিগকে ইউরিম এবং থুম্মিম বলা হয়, ফলকগুলির সহিত ইহারাও রক্ষিত অবস্হায় আছে: অতীতকাল অথবা প্রাচীন কালে মহাপুরুষগণ কর্তৃক, এই পাথরগুলিকে গঠন করা এবং স্হাপন করা হইয়াছিল। এবং ঈশ্বর উহাদিগকে পুস্তকটির অনুবাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

"আবার তিনি আমাকে বলিলেন যে, যে সমস্ত ফলকের কথা তিনি আমাকে বলিয়াছেন তাহা আমি লাভ করিবার পর যদি নির্ধারিত সময় পরিপূর্ণ না হইয়া থাকে তাহা হইলে কেবল মাত্র যাঁহাদের নিকট উহা প্রদর্শন করিতে আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হইব, তাহারা ভিন্ন অন্য আর কাহাকেও উহা প্রদর্শন করা আমার উচিৎ হইবে না। ইউরিম এবং থুম্মিম সহ উরস্ত্রাণটিও নয়। ঐরূপ করিলে, আমি ধ্বংস প্রাপ্ত হইব। যখন তিনি আমার সহিত ফলকগুলি সম্বন্ধে কথা বলিতেছিলেন, তখন এক দিব্যদৃষ্টিতে আমার অন্তর খুলিয়া গেল, কোথায় সেই ফলকগুলি গচ্ছিত রহিয়াছে তাহা আমি দেখিতে পাইলাম, এবং এত পরিষ্কার স্পষ্ট ভাবে দেখিয়াছিলাম যে, সেই স্হান পুনরায় পরিদর্শন কালে, আমি উহা চিনিতে পারিলাম।

"ইহার পরে আমি দেখিলাম, ঘরের সেই জ্যোতি, তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি যিনি আমার সহিত কথা বলিতেছিলেন তাহার প্রতি কেন্দ্রীভূত হইতে শুরু করিল এবং এইরূপ হইতেই থাকিল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার ঘরটি পুনরায় অন্ধকার হইল, উহা কেবল মাত্র তাঁহাকেই ঘিরিয়া রহিল। অতঃপর হঠাৎ আমি দেখিলাম, এরূপ অবস্হায় একটি আলোক রশ্মি স্বর্গ পর্যন্ত উঠিয়া গেল, এবং সম্পূর্ণ রূপে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত তিনি তাহাতে উঠিতে থাকিলেন, এবং ঘরটি সেই স্বর্গীয় আলো আবির্ভাবের পূর্বে যেরূপ ছিল আবার সেইরূপ হইল।

"আমি সেই স্হানে শুইয়া শুইয়া গভীরভাবে সেই অপূর্ব দৃশ্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। এবং স্বর্গের সেই বিশিষ্ট দূত আমাকে যাহা বলিলেন; তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমার সেই গভীর ধ্যানের মাঝে, হঠাৎ আমি আবিস্কার করিলাম, আমার ঘরটি পুনরায় আলোকিত হইতে শুরু করিয়াছে। পরক্ষণেই সেই একই রূপে, সেই একই স্বর্গীয় দূত পুনরায় আমার বিছানার পার্শ্বে আবির্ভূত হইলেন।

"তিনি তাঁহার প্রথম দর্শন দান কালে যাহা বলিয়াছিলেন কোন ব্যতিক্রম না করিয়া, সেই একই কথা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় তিনি আমাকে শেষ বিচারের বিষয়ও অবগত করিলেন যাহা দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং মহামারীর ফলে পৃথিবীতে চরম দুঃসময় ঘনাইয়া আসিবার কালে, পৃথিবীতে আসিবে। এবং এই চরম বিচারের দিন এ যুগেই পৃথিবীতে আসিবে। এই কথাগুলি বর্ণনা করিবার পর, তিনি পূর্বের মতই উর্ধ্বে আরোহণ করিলেন।,

"এই সময়ের মধ্যে,এই বিষয়গুলি আমার মনে এত গভীর ভাবে রেখা পাত করিয়াছিল যে, আমার চক্ষু হইতে ঘুম সরিয়া গেল এবং আমি দুইবার যাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম তাহাতে বিস্মিত এবং আচ্ছন্ন হইয়া শুইয়া রহিলাম। কিন্তু আমার বিছানার পার্শ্বে আবার যখন আমি সেই একই স্বর্গীয় দূতের দর্শন পাইলাম তখন আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম। তিনি আগের কথাগুলি পুনরায় বলিলেন। এবং আমার জন্য একটি সাবধানতার কথা যোগ করিলেন, আমাকে তিনি বলিলেন যে, (আমার পিতার পরিবারের অভাবগ্রস্ত অবস্থার কারণে) শয়তান আমাকে ফলকগুলির সাহায্যে ধনী হইবার জন্য, প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিবে। তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া উহা করিতে বারণ করিলেন যে, কেবলমাত্র ঈশ্বরের মহিমা বিকাশ করা ভিন্ন, ঐ ফলক গুলিকে আমার অন্য কোন কার্য্যে ব্যবহার করা উচিত হইবে না; এবং তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়া আমার জন্য কখনই উচিত হইবেনা। অন্যথায় আমি সেগুলিকে লাভ করিতে সক্ষম হইব না।

"এই তৃতীয়বার দর্শন দান করিবার পর, তিনি আবার পূর্বের মত স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং আমি পুনরায় এই মাত্র যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিলাম, তাহার সম্বন্ধে ভাবিতে থাকিলাম। সেই স্বর্গীয় দূতের তৃতীয় বার স্বর্গে আরোহণ করিবার পর পরই মোরগ ডাকিয়া উঠিল, এবং দেখিলাম, ভোর হইতে শুরু করিয়াছে। কাজেই, আমাদের সাক্ষাৎকারেই সেই রাত্রের সবটুকু সময় পার হইয়া গিয়াছিল।

"ইহার কিছুক্ষণ পরেই আমি প্রতিদিনের মত বিছানা ছাড়িয়া উঠিলাম; দিনের প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পন্ন করিতে গেলাম। কিন্তু অন্য দিনের মত কার্য ক্ষেত্রে গিয়া বুঝিলাম, আমি অতিরিক্ত পরিমাণে পরিশ্রান্ত। এই কারণে আমি প্রায় কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার পিতা, আমার পার্শ্বেই কার্যে রত ছিলেন তিনি বুঝিতে পারিলেন আমার কোন অসুবিধা হইতেছে। তিনি আমাকে বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। আমি বাড়ি ফিরিবার উদ্দেশ্যে, রওনা হইলাম; কিন্তু আমরা যে স্থানে ছিলাম সেই ক্ষেতের বেড়া পার হইবার নিমিত্ত যখনই আমি অগ্রসর হইলাম, সেই সময় আমার সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইল, আমি অসহায় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম, এবং কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান হারাইলাম।

"প্রথম কথা যাহা আমি মনে করিতে পারিলাম তাহা হইল একটি কণ্ঠস্বর, আমার নাম লইয়া কেহ আমাকে ডাকিতেছে। আমি ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই একই স্বর্গীয় দূতকে আমার মাথার ঠিক ওপরে দণ্ডায়মান দেখিলাম। পূর্বের মতই তিনি আলোক রশ্মি পরিবৃত হইয়া ছিলেন। তিনি আমাকে আগের রাত্রে যে সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেই কথাগুলি পুনরায় বলিলেন এবং আমার পিতার নিকট গমন পূর্বক, যে দিব্যদৃষ্টি এবং আদেশসমূহ আমি লাভ করিয়াছি, সেইগুলি তাহাকে বলিতে আদেশ করিলেন।

"আমি নির্দেশ পালন করিয়া, ক্ষেতে আমার পিতার নিকট ফিরিয়া গেলাম, এবং সম্পূর্ণ ঘটনাটি তাহার নিকট পুনরাবৃত্তি করিলাম। তিনি উত্তরে আমাকে বলিলেন যে, ইহা ঈশ্বরের বাণী, এবং স্বর্গীয় দূত আমাকে যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন, তিনি আমাকে তাহা পালন করিতে বলিলেন। আমি সেই মাঠ পরিত্যাগ করিয়া, যে স্থানে ফলকগুলি গচ্ছিত রহিয়াছে বলিয়া, স্বর্গীয় দূত বর্ণনা করিয়াছেন সেই স্থানে গেলাম, এবং দিব্য দৃষ্টিতে সেই স্থানটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাইবার ফলে, সেই স্থানে যাওয়া মাত্রই আমি স্থানটি চিনিতে পারিলাম।

"নিউ ইয়র্কের অণ্টারিও কাউণ্টিতে, ম্যানচেষ্টার নামক গ্রামের নিকটে, বেশ বড় আকারের একটি পাহাড় রহিয়াছে, এবং সেই এলাকায় ঐটিই সর্বাপেক্ষা উচ্চ পাহাড়। শিখর হইতে অল্প দূরে, পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটি বিরাট পাথরের নিচে পাথরের একটি বাক্সে, ফলকগুলি গচ্ছিত অবস্থায় রক্ষিত আছে। পাথরটি ভারি ছিল, এবং ওপারের দিকে মাঝের জায়গাটি গোল আকৃতির, এবং ধারগুলি পাতলা ছিল যাহাতে মাঝখানটি জমির উপরে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, এবং চারিপার্শ্বে ধারগুলি মাটি দ্বারা আবৃত ছিল।

"চারিপার্শ্বের মাটি সরাইবার পর, আমি একটি দণ্ড যোগাড় করিলাম। উহাকে পাথরটির ধার দিয়া নিচে আঁটিয়া দিয়া সামান্য চাড়া দিয়া উহাকে উঠাইয়া ফেলিলাম। আমি অতঃপর উহার ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া সত্য সত্যই সেই ফলকগুলি, ইউরিম, এবং থুম্মিম এবং উরস্ত্রাণটি, যাহা সেই স্বর্গীয় দূত বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দেখিতে পাইলাম। যেই বাক্সটির মধ্যে এগুলি রক্ষিত ছিল তাহা পাথরের উপর পাথর সাজাইয়া, এক জাতীয় সিমেণ্ট দিয়া বাঁধাইয়া তৈয়ারী করা হইয়াছিল। বাক্সের তলার দিকে আড়াআড়ি ভাবে পাথর দুইটিকে রাখা হইয়াছিল এবং এই পাথরগুলির উপর অন্যান্য ফলকগুলি এবং তাহাদের সহিত অন্যান্য বস্তুগুলি রক্ষা করা হইয়াছিল।

"আমি ঐগুলি বাহির করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু স্বর্গীয় দূত আমাকে উহা করিতে বারণ করিলেন এবং পুনরায় তিনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ঐগুলি বাহির করিয়া আনিবার সময় এখনও হয় নাই। এবং সেই সময় হইতে লইয়া চারি বৎসর পর্যন্ত উহা বাহির করিবার সময় হইবে না। কিন্তু তিনি আমাকে বলিলেন যে সেই সময় হইতে প্রায় ঠিক এক বছর পর আমাকে সেইস্থানে আসিতে হইবে, এবং তিনি সেইস্থানে আমাকে দর্শন দান করিবেন, এবং সেই ফলকগুলি লাভ করিবার সময় আসিবার পূর্ব পর্যন্ত আমাকে এইরূপ করিতে হইবে।

"সেইরূপে তাঁহার আদেশ অনুযায়ী প্রতি বছরের শেষে, আমি সেই স্থানে গিয়াছিলাম। এবং প্রতি বারই আমি সেই একই স্বর্গীয় দূতকে সেইস্থানে দেখিতে পাইতাম, এবং আমাদের প্রতিটি সাক্ষাৎকারে আমি তাহার নিকট হইতে প্রভু কি করিতে যাইতেছেন, এবং কি রূপে শেষের দিন গুলিতে তাহার রাজ্য পরিচালিত হইবে, সেই বিষয় নির্দেশ এবং জ্ঞান লাভ করিতাম।

"অবশেষে আমার সেই ফলকগুলি, ইউরিম, থুম্মিম এবং উরস্ত্রাণটি লাভ করিবার সময় হইল। আঠারশ সাতাইশ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বাইশ তারিখে, সেই গচ্ছিত বস্তুগুলি যে স্থানে রক্ষা করা হইয়াছে, সেই স্থানে স্বাভাবিক ভাবে আরো একটি বৎসর শেষ হইল। সেই একই স্বর্গীয় দূত সেদিন আমাকে সেগুলি প্রদান করিলেন, এবং এই দায়িত্ব প্রদান করিলেন যে, আমি উহাদের জন্য দায়ী থাকিব। আমার অসাবধানতার জন্য অথবা আমার অবহেলার জন্য, সেগুলি হারাইয়া গেলে, আমি ধ্বংস প্রাপ্ত হইব। কিন্তু আমি যদি আমার সমস্ত শক্তি দিয়া যে পর্যন্ত না স্বর্গীয় দূত উহা ফেরত লইতে আগমন করেন ততদিন পর্যন্ত, উহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে ঐ সকল বস্তু রক্ষা পাইতে পারিবে।

"শীঘ্রই আমি বুঝিতে পারিলাম কেন আমি ঐগুলি সাবধানে রক্ষা করিবার জন্য, কঠিন দায়িত্ব লাভ করিয়াছিলাম। এবং কেন স্বর্গীয় দূত বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তে যে কর্তব্যভার অর্পণ করা হইয়াছে তাহা সম্পন্ন হইলে, তিনি ঐগুলি ফিরাইয়া লইবেন। কারণ যেই মাত্র লোকের নিকট প্রচারিত হইল যে আমার নিকট ঐগুলি রহিয়াছে, তখন ঐগুলি আমার নিকট হইতে লইয়া যাইবার জন্য তীব্র চেষ্টা চলিতে থাকিল। ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য যত রকম উপায় আবিষ্কার করা সম্ভব, তাহা করা হইল । অত্যাচার পূর্বাপেক্ষা, আরো বেশী ভীষণ এবং তিক্ত হইল, এবং দলবদ্ধ হইয়া অনবরত চেষ্টা চলিতে থাকিল, কি ভাবে আমার নিকট হইতে ঐগুলি ছিনাইয়া লওয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়, যে পর্যন্ত আমি ঐগুলির সাহায্যে যাহা সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল তাহা করিয়াছিলাম, ততদিন পর্যন্ত ঐগুলি আমার হস্তে নিরাপদ ছিল। পূর্ব ব্যবস্হা অনুযায়ী যখন স্বর্গীয় দূত ঐগুলি ফিরাইয়া লইতে আসিলেন, তখন আমি তাহার নিকট উহা প্রদান করিলাম, এবং তখন হইতে আজ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৩৮ সালের দোসরা মে পর্যন্ত সেগুলি তাঁহার নিকটই রহিয়াছে।"

সম্পূর্ণ ইতিহাসের জন্য মহামূল্যবান মুক্তা ৫০-৫৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, এবং বর্তমান যুগের যীশু অনুসরণকারী সাধু সম্প্রদায়ের ইতিহাসের প্রথম গ্রন্হের ১ হইতে ৬ অধ্যায় দেখ।

প্রাচীন ইতিহাস, অতঃপর ধুলাবালি হইতে কথা বলিতেছে এমন কোন এক লোকের কণ্ঠস্বরের মত মাটিতে রাখা এই বস্তু বাহির করা হইল, এবং ঈশ্বরের শক্তি এবং ক্ষমতার এবং স্বর্গীয় স্বীকৃতির দ্বারা উহা অনূদিত হইল এবং ১৯৩০ সালে মরমনের পুস্তক হিসাবে পৃথিবীর লোকের নিকট প্রথম প্রকাশিত হইল।

তিনজন সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্য

ইহা, সকল জাতি সকল গোত্র এবং সকল ভাষা এবং লোক যাহাদের নিকট এই পুস্তকটি পৌঁছাইবে তাহারা সকলে জানিতে সক্ষম হউক যে, আমরা পিতা ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমার দ্বারা এই ইতিহাস সম্বলিত এই ফলকগুলি দেখিয়াছি, যাহা নেফাইয়ের লোকেদের বিবৃতি এবং লামানাইতদের, তাহাদের ভ্রাতাদিগের এবং জারেদের লোকদের যাহারা সেই কথিত অত্যুচ্চ দুর্গ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের বিবৃতিও দেখিয়াছি। আমরা আরো জানি যে, উহা ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং শক্তির সাহায্যে অনূদিত হইয়াছে: ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর আমাদিগের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছে, কাজেই আমরা এই পুস্তকের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত। আমরা আরো সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, ফলকগুলিতে খোদাই করা লেখাগুলি আমরা দেখিয়াছি, এবং মানুষের নয়, ঈশ্বরের ক্ষমতার সাহায্যেই ঐগুলি আমাদিগকে প্রদর্শন করানো হইয়াছে। এবং আমরা বিনীত ভাষায় ঘোষণা করিতেছি যে, একজন স্বর্গীয় দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ফলকগুলি খুলিয়া ধরিলে আমরা উহা দেখিতে পাইলাম, এবং উহার উপরে লেখাগুলি দেখিলাম। এবং আমরা জানি পিতা ঈশ্বর, এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমার দ্বারাই, ইহা সম্ভব হইয়াছে, যাহাতে আমরা ঐগুলি যে সত্য সেই সাক্ষ্য বহন করিতে পারি। আমাদের চক্ষুর নিকট ইহা অবিশ্বাস্য মনে হয়। যাহা হউক প্রভুর কণ্ঠস্বর আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদিগকে ঐ সাক্ষ্য বহন করিতে হইবে। কাজেই ঈশ্বরের আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নিমিত্ত আমরা এই ঘটনাগুলির সাক্ষ্য বহন করিতেছি।

এবং আমরা জানি, ত্রাণ কর্তার প্রতি আস্থাবান হইলে আমরা আমাদের আচ্ছাদনকে, সকল ব্যক্তির রক্ত হইতে মুক্ত রাখিব, এবং ত্রাণ কর্তার বিচার আসনের সম্মুখে নিষ্কলঙ্ক ভাবে, উপস্থিত হইব। এবং সর্বকালের জন্য, স্বর্গে তাঁহার সহিত বসবাস করিব। এবং সকল সম্মান পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার, ইহাই একমাত্র ঈশ্বর। আমেন।

অলিভার কাউড্রে
ডেভিড হুইটমার
মার্টিন হ্যারিস

আরো আটজন সাক্ষীর সাক্ষ্য

সকল জাতি, সকল গোত্র, সকল ভাষা এবং লোক যাহাদের নিকট এই পুস্তকটি পৌঁছাইবে তাহারা জানুক যে, এই পুস্তকের অনুবাদক যোসেফ স্মিথ জুনিয়ার, যে ফলকগুলির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং যাহা স্বর্ণ নির্মিত ছিল, সেই ফলকগুলি, আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং যতগুলি পৃষ্ঠা সেই স্মিথ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা আমরা আমাদের স্বহস্তে ধারণ করিয়াছি, এবং আমরা ফলকের মুদ্রণগুলিও দেখিয়াছি, তাহাদের সবগুলিতেই প্রাচীন কালের লেখা এবং অদ্ভুত কারুকার্য ছিল। এবং বিনীত ভাষায় আমরা এই ইতিহাস বহন করিতেছি যে, কথিত স্মিথ আমাদিগকে উহা দেখাইয়াছেন, কারণ আমরা উহা দেখিয়াছি, উত্তলন করিয়াছি, এবং নিশ্চয় করিয়া জানি যে, কথিত স্মিথ, যে ফলকগুলির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং পৃথিবীর লোকের নিকট আমরা যাহা দেখিয়াছি সেই বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, এবং সেই কারণে পৃথিবীর লোকেদের নিকট আমাদের নাম প্রকাশ করিতেছি এবং আমরা মিথ্যা বলিতেছি না, কারণ ঈশ্বর ইহার সাক্ষী রহিয়াছেন।

ক্রিসটিয়ান হুইটমার,
হিরাম পেজ,
জেকব হুইটমার,
যোসেফ স্মিথ সিনিয়র,
পিটার হুইটমার জুনিয়র,
হাইরাম স্মিথ,
জন হুইটমার,
স্যামুয়েল এইচ স্মিথ।

মরমনের পুস্তকসমূহের নাম এবং উহাদের ধারাবাহিক তালিকা

নাম	এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত অধ্যায় সমূহ
নেফাইয়ের প্রথম পুস্তক	১–৭, ১৬–১৮
নেফাইয়ের দ্বিতীয় পুস্তক	১–৪, ৫:১–২০,৯,২৯,৩১–৩৩
জেকবের পুস্তক	অন্তর্ভুক্ত নহে
ইনসের পুস্তক	সম্পূর্ণ
জেরোমের পুস্তক	অন্তর্ভুক্ত নহে
মরমনের বাণীসমূহ	অন্তর্ভুক্ত নহে
মসায়াহর পুস্তক	২–৫,১৭,১৮
আলমার পুস্তক	৫,১১,১২,৩২,৩৪,৩৯–৪২
হেলাম্যানের পুস্তক	১৩–১৬
তৃতীয় নেফাই	১, ৮, ১১–৩০
চতুর্থ নেফাই	সম্পূর্ণ
মরমনের পুস্তক	১,৪,৬–৯
ইথারের পুস্তক	অন্তর্ভুক্ত নহে
মরনির পুস্তক	সম্পূর্ণ

মরমনের পুস্তক হইতে নির্বাচিত কিছু অংশ

নেফাইয়ের প্রথম পুস্তক, তাঁহার আধিপত্য এবং যাজকত্ব

লেহাই, তাঁহার স্ত্রী সারিয়াহ, এবং তাঁহার (প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া) লেমান, লেমুয়েল, স্যাম এবং নেফাই নামক চার পুত্রের ইতিহাস: প্রভু লেহাইকে জেরুজালেমের মাটি হইতে চলিয়া যাইবার জন্য, সাবধান করিয়াছিলেন কারণ তিনি জনগণের নিকট তাহাদের অন্যায় অবিচারের বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, ফলে তাহারা তাঁহার জীবন নাশ করিতে চাহিল। তিনি তাঁহার পরিবার সহ তিন দিন ধরিয়া বনভূমির ভিতর দিয়া পথ চলিলেন। নেফাই তাঁহার ভ্রাতাদিগকে লইয়া ইহুদিদিগের ইতিহাস, অনুসন্ধান করিবার জন্য জেরুজালেমে ফিরিয়া গেলেন। ইসমায়েলের কন্যাদিগকে তাঁহার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের পরিবার লইয়া বনভূমিতে প্রস্থান করিল। বনভূমিতে তাহাদের কষ্ট এবং দুর্দশাগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল। ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা বিশাল জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। নেফাইয়ের ভ্রাতাগণ তখন বিদ্রোহ করিল। তিনি তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন এবং একটি জাহাজ নির্মাণ করিলেন। তাঁহারা ঐ স্থানটিকে ঐশ্বর্যময় স্থান বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন। সেই বিশাল জলাশয় পার হইয়া তাহার প্রতিশ্রুত ভূমিতে আসিলেন ইত্যাদি। ইহাই নেফাইর বিবৃতি অনুযায়ী ইতিহাসে অথবা অন্যভাষায় আমি নেফাই এই ইতিহাস লিখিয়াছি, তাহাদের দুঃখ কষ্টের বিবরণ।

পরিচ্ছেদ ১

লেহাইয়ের অগ্নি স্তম্ভ সম্বন্ধে দিব্য দৃষ্টি, এবং তাহার ভবিষ্যদ্বাণীর পুস্তক–তিনি জেরুজালেমের আসন্ন ভাগ্যের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের কথা পূর্বেই বলিয়াছিলেন–ইহুদিগণ তাঁহার প্রাণ হরণ করিতে চাহিয়াছিল।

১। আমি, নেফাই, সহৃদয় মাতা পিতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব আমি আমার পিতার সকল শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। জীবনে আমি বহু দুর্দশার সম্মুখিন হইয়াছি, এবং সর্বদা আমার সকল সময় আমি প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। এবং সত্যই ঈশ্বরের অপার মহিমা এবং রহস্য সম্বন্ধে, জ্ঞান লাভ করিয়াছি বলিয়াই, আমি আমার দিনগুলির কার্যবিবরণীর ইতিহাস প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি।

২। হ্যাঁ, আমি আমার পিতার ভাষা যাহা ইহুদিদিগের ভাষা এবং মিশরীদিগের ভাষা সেই ভাষায় এই ইতিহাস রচনা করিতেছি।

৩। এবং আমি জানি যে যে ইতিহাস আমি রচনা করিতেছি তাহা সত্য, ইহা আমি স্বহস্তে রচনা করিতেছি, এবং আমি আমার অভিজ্ঞতার সাহায্যে ইহা রচনা করিতেছি।

৪। কারণ ইহুদি রাজা জেদেকিয়াহর রাজ্যের প্রথম বৎসরের প্রারম্ভে এই রূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল (আমার পিতা লেহাই তাঁহার জীবনের সকল সময় জেরুজালেমে বসবাস করিয়া আসিতেছিল); এবং সেই একই বৎসর, সেইস্থানে অনেক জনগণের নিকট এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে থাকেন যে, তাহাদিগকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে, অন্যথায় এই বিরাট সহর জেরুজালেম ধ্বংশপ্রাপ্ত হইবে।

৫। ইহার পর এরূপ ঘটিল যে, আমার পিতা লেহাই প্রভুর নিকট, হ্যাঁ এমনকি তাহার সমস্ত অন্তর দিয়া জনগণের হইয়া, প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন।

৬। যখন তিনি প্রভুর নিকট প্রর্থনা করিতেছিলেন তখন এরূপ ঘটিল, একটি অগ্নিস্তম্ভ তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহার সম্মুখে একটি পাথরের উপর দন্ডায়মান হইয়া রহিল। এবং তিনি অনেক কিছু দেখিতে ও শ্রবণ করিতে পাইলেন। এবং তিনি যাহা দেখিলেন, এবং শ্রবণ করিলেন, তাহার ফলে তিনি সাংঘাতিক রূপে শিহরিত এবং কম্পিত হইতে লাগিলেন।

৭। এবং, এইরূপ ঘটিল যে, তিনি জেরুজালেমে তাঁহার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজেকে বিছানায় নিক্ষেপ করিলেন, এবং যে শক্তি তিনি দেখিয়াছিলেন তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন।

৮। ঐরূপ শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হইবার ফলে, তিনি একটি দিব্য দৃষ্টি লাভ করিলেন, এমনকি তিনি স্বর্গগুলিকে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখিলেন, এবং তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরকে অগণিত স্বর্গীয় দূতের ভিরে তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলেন। তাঁহারা গাহিতেছিলেন, এবং তাঁহাদের ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করিতেছিলেন।

৯। অতঃপর এরূপ ঘটিল, তিনি দেখিলেন স্বর্গের মধ্যবর্তী স্হান হইতে একজন নামিয়া আসিতেছেন এবং তিনি দেখিলেন তাঁহার ঔজ্জ্বল্য মধ্যাহ্নের সূর্য অপেক্ষাও প্রখর ছিল।

১০। এবং তিনি আরো দেখিলেন যে, আরো বারোজন তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছেন, এবং তাঁহাদের ঔজ্জ্বল্য মহাকাশের তারকারাজির ঔজ্জ্বল্যকে ছাপাইয়া যায়।

১১। তাঁহারা নামিয়া আসিলেন, এবং পৃথিবীর বুকে অবতরণ করিলেন, এবং প্রথমে তাঁহারা আমার পিতার সম্মুখে আসিয়া দন্ডায়মান হইলেন, এবং তাঁহাকে একটি পুস্তক প্রদান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে ইহা পাঠ করা তাঁহার কর্তব্য।

১২। এবং এইরূপ ঘটিল যে, উহা পাঠ করিবার পর তিনি প্রভুর শক্তি দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছন্ন হইলেন।

১৩। তিনি পাঠ করিলেন, এবং জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে বলিতে থাকিলেন, ওহে, আমি তোমার নিদারুণ অবস্হা দেখিতে পাইতেছি, এবং জেরুজালেমের বিষয় আমার পিতা আরো অনেক কিছু পাঠ করিয়াছিলেন–যেমন ইহা এবং ইহার অধিবাসীগণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে। অনেকে যুদ্ধ বিগ্রহে ধ্বংশ হইবে, এবং অনেককে বন্দী অবস্হায় ব্যাবিলনে লইয়া যাওয়া হইবে।

১৪। এবং এইরূপ ঘটিল যে, যখন আমার পিতা অনেক মহান এবং বিস্ময়কর বিষয় পাঠ করিলেন, এবং দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি প্রভুর উদ্দেশ্যে আনন্দে চিৎকার করিয়া অনেক কিছু বলিলেন; যেমন: হে প্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মহান এবং বিস্ময়কর তোমার মহিমা ঐ উচ্চ স্বর্গে তোমার সিংহাসন, এবং তোমার ক্ষমতা, মহত্ত্ব এবং দয়া বিশ্ব জুড়িয়া সকল বস্তু এবং সকল অধিবাসীর প্রতি রহিয়াছে। যাহারা তোমার পথে থাকিবে তাহারা ধ্বংশ হউক, ইহা তুমি সহ্য করিবে না।

১৫। আমার পিতা এইরূপে ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করিয়া এই ভাষাগুলি ব্যবহার করিবার কারণ, তাহার আত্মা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহার সমস্ত অন্তর, যে বস্তু তিনি দেখিয়াছেন তাহার জন্য, পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছিল। হাঁ, যে বস্তু ঈশ্বর তাহাকে দেখাইয়াছেন তাহার জন্যই এরূপ হইল।

১৬। এখন আমি নেফাই, আমার পিতা যে, যে, বিবরণ দান করিয়াছেন, সেই পূর্ণ বিবরণ দান করিতে সক্ষম হইতেছি না; কারণ, তিনি এরূপ অনেক বিষয় লিখিয়াছেন, যাহা তিনি দিব্য দৃষ্টিতে এবং স্বপ্নে পাইয়াছেন, এবং তিনি আরো এরূপ অনেক বিষয়ের কথা লিখিয়াছেন, যাহা তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, এবং তাহার সন্তানদিগের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সকল বস্তুর পূর্ণ বিবরণ আমি দিব না।

১৭। কিন্তু আমি আমার দিনগুলির পূর্ববর্তী কিছুদিনের বিবরণ দান করিব। দেখ, আমি নিজ হস্তে ফলকের উপর, আমার পিতার বিবরণের সংক্ষিপ্ত সংকলন করিয়া, উহা লিখিয়া রাখিতেছি। আমার পিতার বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া অতঃপর আমি আমার নিজের জীবন ইতিহাস রচনা করিব।

১৮। কাজেই আমি তোমাদিগকে এই কথা অবগত করিব যে, জেরুজালেমের দুরবস্থার বিষয় প্রভু আমার পিতা লেহাইকে অনেক অদ্ভুত বস্তু প্রদর্শন করিবার পর দেখ, তিনি জনগণের মাঝে গমন করিলেন এবং তাহাদের নিকট যে বস্তু দেখিয়াছেন, এবং শুনিয়াছেন, সেই বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিলেন, এবং ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

১৯। এবং এরূপ ঘটনা ঘটিল যে, তিনি যে বিষয় তাহাদের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিলেন, ইহুদিরা তাহার জন্য তাঁহাকে পরিহাস করিল। কারণ তিনি তাহাদের অন্যায় এবং জঘন্য কার্যের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলিয়াছিলেন; যে সকল বস্তু তিনি দেখিয়াছেন; এবং শুনিয়াছেন, এবং পুস্তকে তিনি যে বিষয়গুলি পাঠ করিয়াছেন, তাহার পক্ষে সাক্ষ্য তিনি প্রদান করিলেন। একজন ত্রাণকর্তার আগমনের কথা, এবং পৃথিবীর মুক্তির কথা, পরিস্কার ভাবে ঘোষণা করিলেন।

২০। ইহুদিরা এই সকল বিষয় শুনিতে পাইয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। হাঁ, প্রাচীন মহাপুরুষদের সহিত যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদিগকে ধ্বংশ করিয়াছিল, তাঁহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছিল, সেইরূপ তাহারা তাঁহার জীবন নাশ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দেখ, আমি নেফাই তোমাদিগকে ইহাই প্রদর্শন করিব যে, প্রভু যাহাদিগকে নির্বাচন করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের প্রতি তাঁহার স্নেহপূর্ণ করুণা রহিয়াছে, তাহাদের বিশ্বাসের জন্য তাঁহাদিগকে উদ্ধার পাইবার মত ক্ষমতা তিনি প্রদান করিয়াছেন।

পরিচ্ছেদ ২

লেহাই তাঁহার পরিবার সহ লোহিত সাগরের ধারে বনভূমিতে প্রস্থান করিলেন–তাহার জ্যেষ্ঠ দুই পুত্র লেমান এবং লেমুয়েল তাহার বিরুদ্ধে অসন্তোষ জানাইল–নেফাই এবং স্যাম তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল–নেফাইয়ের প্রতি প্রভুর অঙ্গীকার সমূহ।

১। দেখ ঘটনা এরূপ ঘটিল যে, প্রভু আমার পিতার সহিত কথা বলিলেন, হাঁ এমনকি তাহার স্বপ্নের মাঝেও তিনি তাঁহাকে বলিলেন: "যে যে কার্যগুলি তুমি সম্পন্ন করিয়াছ; এবং তোমাকে যে আদেশ করিয়াছিলাম তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, জনগণের নিকট তুমি তাহা ঘোষণা করিয়াছ; তাহার জন্য, লেহাই তুমি আশীর্বাদ লাভ করিয়াছ। দেখ লোকেরা তোমার জীবন নাশের চেষ্টা করিয়াছিল।"

২। এবং ঘটনা এরূপ ঘটিল, প্রভু আমার পিতাকে আদেশ করিলেন এবং এমনকি স্বপ্নের মাঝেও নির্দেশ দিলেন যে, তাঁহার এখন উচিত হইবে, পরিবার লইয়া বনভূমিতে প্রস্থান করা।

৩। তাহার পর এরূপ হইল যে, যেহেতু তিনি ঈশ্বরের আদেশের প্রতি অনুগত ছিলেন, সেই কারণে প্রভু যেরূপ আদেশ করিলেন তিনি তাহাই করিলেন।

৪। তাহার পরের ঘটনা এরূপ ছিল যে, তিনি বনভূমিতে প্রস্থান করিলেন। এবং পশ্চাতে পড়িয়া রহিল তাঁহার বাড়ি, জমি, পৈত্রিক সম্পত্তি, তাঁহার স্বর্ণ রৌপ্য এবং আরো অনেক মূল্যবান বস্তু। তাঁহার নিজের পরিবার, কিছু খাদ্যবস্তু এবং তাঁবু ভিন্ন আর কিছুই না লইয়া, তিনি বনভূমিতে প্রস্থান করিলেন।

৫। এবং তিনি উচ্চস্থান হইতে নিম্নে লোহিত সাগরের তীরবর্তী এলাকার নিকট নামিয়া আসিলেন, এবং তিনি লোহিত সাগরের উপকূলের নিকটে অবস্থিত বনভূমিতে ভ্রমণ করিতে থাকিলেন। এবং তাহার পরিবার লইয়া, তিনি উহাতে ভ্রমণ করিলেন ইহার মধ্যে আমার মাতা সারিয়াহ এবং আমার অগ্রজ ভ্রাতাগণ লেমান, লেমুয়েল এবং স্যাম ছিলেন।

৬। অতঃপর ঘটনা এরূপ ছিল যে, তিন দিন বনভূমিতে ভ্রমণ করিবার পর, তিনি একটি নদীর জলের পার্শ্বে একটি উপত্যকায় তাঁবু খাটাইলেন।

৭। ইহার পরের ঘটনা হইল, প্রস্তর দ্বারা তিনি একটি বেদি প্রস্তুত করিয়া, সেই স্থানে প্রভুর নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিলেন এবং আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৮। ইহার পরের ঘটনা হইল; তিনি ঐ নদীটির নামকরণ করিলেন লেমান; এবং ইহা লোহিত সাগরে পতিত হইতেছিল। ইহার মুখের নিকট কিনারার দিকেই উপত্যকাটি অবস্থিত ছিল।

৯। এবং যখন আমার পিতা দেখিলেন যে, নদীটির জল লোহিত সাগরের ঝরণায় পতিত হইতেছে তখন তিনি লেমানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন: "তোমার

শক্তি যেন এই নদীটির মত হইয়া সর্বদা সকল ধার্মিকতার ঝরণার প্রতি বহিতে থাকে।

১০। এবং তিনি লেমুয়েলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন: "তোমার শক্তি যেন, ঈশ্বরের আদেশ রক্ষার বিষয় এই উপত্যকার মত দৃঢ়, অবিচল, এবং অটল হয়!"

১১। লেমান এবং লেমুয়েলের একগুঁয়েমীর জন্যই তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন। কারণ দেখ, তাহাদের পিতা দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া, এবং তিনি তাহাদের জমি জমা, পৈত্রিক সম্পত্তি, স্বর্ণ রৌপ্য এবং মূল্যবান বস্তু পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে জেরুজালেম হইতে এই বনভূমিতে সর্বনাশের জন্য আনয়ন করিয়াছেন মনে করিয়া, তাঁহারা পিতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। এবং তাহারা বলিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার অন্তরের বিচার-বুদ্ধিহীন কল্পনার জন্যই এরূপ করিয়াছিলেন।

১২। অতএব লেমান এবং লেমুয়েল পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও, তাঁহারা তাহাদের পিতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল কারণ, তাঁহাদিগকে যে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার পরিকল্পনার কথা তাঁহারা জানিত না।

১৩। এবং তাহারা এই কথাও বিশ্বাস করিল না যে, এইযে বিরাট শহর জেরুজালেম, ইহা মহাপুরুষদের বাণী অনুযায়ী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। এবং তাঁহারা জেরুজালেমবাসী ইহুদিদের মতই ছিল, যাহারা আমার পিতার জীবন নাশ করিতে চাহিয়াছিল।

১৪। অতঃপর এরূপ ঘটিল, আমার পিতা লেমুয়েল উপত্যকায়, ঐশ্বরিক শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁহারা কম্পিত হইতে থাকিল ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিতে থাকিলেন। তিনি তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন, এবং তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে আর কিছু উচ্চারণ করিতে সাহস করিল না।

১৫। আমার পিতা তাঁবুতে বসবাস করিতে লাগিলেন।

১৬। ইহার পর এরূপ হইল, আমি নেফাই খুব অল্প বয়স্ক থাকিলেও, দৈহিক আকারে বড় ছিলাম এবং ঈশ্বরের রহস্য সমূহ জানিতে অতিশয় আগ্রহী ছিলাম, কাজেই আমি আকুল ভাবে প্রভুকে ডাকিলাম, এবং দেখ, তিনি আমাকে দর্শন দিলেন; এবং আমার অন্তরকে বিনীত করিলেন যাহাতে, আমার পিতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই আমি বিশ্বাস করিলাম। আমার ভ্রাতাদিগের মত আমি তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলাম না।

১৭। এবং আমি স্যামের সহিত আলোচনা করিয়া, প্রভু তাহার পবিত্র শক্তি দ্বারা আমাকে যাহা জ্ঞাত করিয়াছেন, সেই বিষয় তাহাকে জানাইলাম। ঘটনাক্রমে সেও আমার কথা বিশ্বাস করিল।

১৮। কিন্তু দেখ, লেমান এবং লেমুয়েল আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। এবং তাহাদের অন্তরের কাঠিন্যের জন্য, আমি দুঃখ পাইলাম। আমি তাহাদের জন্য, ঈশ্বরের নিকট আকুল আবেদন জানাইলাম।

১৯। এবং ঘটনা এরূপ ঘটিল, ঈশ্বর আমার সহিত কথা বলিলেন, তিনি বলিলেন: নেফাই তুমি তোমার বিশ্বাসের জন্য আশীর্বাদ লাভ করিয়াছ, কারণ হৃদয়ের নম্রতা দ্বারা, অধ্যবসায়ের সহিত তুমি আমার অনুসন্ধান করিয়াছ।

২০। এবং যতই তুমি আমার আদেশ রক্ষা করিয়া চলিবে, ততই তুমি উন্নতি করিবে এবং একটি প্রতিশ্রুত দেশে তুমি গমন করিবে। হাঁ, এমনই একটি স্থানে তুমি যাইবে, যাহা আমি তোমার জন্যই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি এবং হ্যাঁ এমনই একটি স্থান, যাহা অন্য সকল স্থানের মধ্য হইতে নির্বাচন করা হইয়াছে।

২১। এবং তোমার ভ্রাতাগণ যতই তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকিবে, ততই তাহারা প্রভুর সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া যাইবে।

২২। এবং যতই তুমি আমার আদেশ রক্ষা করিয়া চলিবে, ততই তুমি তোমার ভ্রাতাদিগের নিকট একজন শাসনকর্তা এবং একজন শিক্ষকে পরিণত হইবে।

২৩। দেখ, যেদিন তাহারা আমার বিরুদ্ধে যাইবে সেদিন আমি তাহাদিগকে অভিশাপ দিব, এমনকি, আমি তাহাদিগকে নিদারুণভাবে অভিশপ্ত করিব। এবং তোমার সন্তানদিগের অনিষ্ট করিবার মত কোন ক্ষমতাই তাহাদের থাকিবেনা। তাহারা কেবল মাত্র আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে।

২৪। এবং যদি তাহারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলে, তাহারা তোমার সন্তানদিগের যন্ত্রণার কারণ হইবে। এবং তাহাদিগকে স্মরণীয় হইয়া থাকিবার পথে সক্রিয় করিয়া তুলিবে।

পরিচ্ছেদ ৩

লেহাইয়ের পুত্রগণ পিতলের ফলকগুলিকে লাভ করিবার জন্য জেরুজালেমে প্রেরিত হইল। লাবান সেই ফলকগুলি প্রদান করিতে অস্বীকার করিল–লেমান এবং লেমুয়েল একজন স্বর্গীয় দূত কর্তৃক তিরস্কৃত হইল।

১। অতঃপর ঘটনা এরূপ ঘটিল যে, আমি নেফাই ঈশ্বরের সহিত কথা বলিবার পর, আমার পিতার তাঁবুতে ফিরিয়া গেলাম।

২। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন যে দেখ আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি, উহাতে প্রভু আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, তুমি এবং তোমার ভ্রাতাদিগকে জেরুজালেমে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

৩। কারণ দেখ, লাবানের নিকট ইহুদিদিগের ইতিহাস, এবং তোমার পূর্বপুরুষের বংশবৃত্তান্ত রহিয়াছে এবং ঐগুলি পিতলের ফলকের উপর খোদাই করা রহিয়াছে।

৪। অতএব ঈশ্বর আমাকে এইরূপ আমাকে করিয়াছেন যে, তুমি এবং তোমার ভ্রাতাগণকে লাবানের গৃহে যাইতে হইবে, এবং সেই ইতিহাসগুলির সন্ধান করিয়া; তাহা এই বনভূমিতে লইয়া আসিতে হইবে।

৫। এখন দেখ, তোমার ভ্রাতাগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে, তাহারা বলিতেছে যে, আমি তাহাদিগকে যাহা করিতে বলিতেছি, উহা খুবই কষ্টকর কার্য; কিন্তু দেখ, আমি নিজে তাহাদিগকে ইহা করিতে বলি নাই, ইহা হইল প্রভুর আদেশ।

৬। অতএব হে আমার পুত্র, তুমি গমন কর। এবং যেহেতু তুমি অসন্তোষ প্রকাশ কর নাই, সেই হেতু ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।

৭। তাহার পরের ঘটনা এইরূপ, আমি নেফাই আমার পিতার নিকট বলিলাম, আমি গমন করিব এবং প্রভু যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা পালন করিব, কারণ, আমি জানি, প্রভু যে আদেশ প্রদান করেন, তাহা পালন করিবার জন্য, তাহাদের নিমিত্ত পথ প্রস্তুত না করিয়া, তিনি কখনও মানব সন্তানকে কোন আদেশ প্রদান করেন না।

৮। তাহার পরের ঘটনা হইল, আমার নিকট হইতে এইসকল কথা শুনিয়া আমার পিতা অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে আমি প্রভুর আশীর্বাদ লাভ করিয়াছি।

৯। অত:পর আমি নেফাই, এবং আমার ভ্রাতাগণ আমাদের তাঁবু লইয়া, জঙ্গলময় পথে, জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করিলাম।

১০। তাহার পরের ঘটনা এইরূপ, জেরুজালেমে আগমন করিবার পর, আমি এবং আমার ভ্রাতাগণ একে অন্যের সহিত আলোচনা করিলাম।

১১। ইহার পর আমরা ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, কে আমাদের ভিতর হইতে লাবানের গৃহে গমন করিবে। অতঃপর লেমানের ভাগ্যেই সেই ঘটনা ঘটিল। লেমান লাবানের গৃহে গমন করিল। এবং তাহার গৃহে বসিয়া, তাহার সহিত আলোচনা করিল।

১২। এবং সে, যে পিতলের ফলকগুলিতে আমার পিতার বংশবৃত্তান্ত খোদাই করা আছে সেই ইতিহাস গুলি, লাবানের নিকটা কামনা করিল।

১৩। এবং দেখ, তাহার পরের ঘটনা হইল লাবান ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া, তাহাকে তাহার সম্মুখ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিল, এবং সেই ইতিহাস সে আর পাইল না। ইহার পর সে তাহার উদ্দেশ্যে বলিল, তুমি একটি ডাকাত, আমি তোমাকে হত্যা করিব।

১৪। কিন্তু লেমান তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া আসিল, এবং লাবান যাহা বলিয়াছে তাহা আমাদের নিকট বর্ণনা করিল। ইহাতে আমরা অতিশয় দু:খ পাইলাম এবং আমার ভ্রাতাগণ বনভূমিতে আমার পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

১৫। কিন্তু দেখ, আমি তাহাদিগকে বলিলাম, যেহেতু ঈশ্বর আছেন, এবং আমরা জীবিত আছি, সেইহেতু প্রভু আমাদিগকে যে কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন না করিয়া, আমরা আমাদের পিতার নিকট বনভূমিতে ফিরিয়া যাইব না।

১৬। কাজেই ঈশ্বরের আদেশ রক্ষা করিবার জন্য, আমাদের নিষ্ঠাবান হইতে হইবে। অতএব চল আমরা আমাদের পিতার পৈত্রিক ভূমিতে ফিরিয়া যাই, কারণ দেখ, তিনি সকল স্বর্ণ রৌপ্য এবং সকল প্রকার মূল্যবান বস্তু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এবং প্রভুর আদেশ রক্ষার জন্যই তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন।

১৭। কারণ তিনি জানিতেন জনগণের পাপে জেরুজালেম অবশ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

১৮। দেখ, তাহারা মহাপুরুষদের বাণী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কাজেই যদি আমার পিতা প্রস্থান করিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইবার পরেও, সেই দেশে বসবাস করিতেন তাহা হইলে দেখ তিনিও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেন। কাজেই সেই ভূমির বাহিরে প্রস্থান করিবার তাঁহার নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল।

১৯। এবং দেখ, ইহা ঈশ্বরেরই সুবিচার যে, আমাদের ঐ ইতিহাসগুলি লাভ করা প্রয়োজন, যাহাতে আমরা আমাদের সন্তানদিগের জন্য, আমাদের পূর্বপুরুষের বাণীগুলি, রক্ষা করিতে সমর্থ হই।

২০। ইহা ভিন্ন, আরো যাহাতে আমরা তাহাদের জন্য, সেই সকল বাণী যাহা মহাপুরুষদের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে এবং যাহা পৃথিবীর প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত, ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং শক্তির দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, সেইগুলি রক্ষা করিতে সমর্থ হই।

২১। তাহার পরের ঘটনা এইরূপ ছিল যে, আমি আমার ভ্রাতাগণকে এই রূপ ভাষায় রাজী করাইবার পর, তাহারা ঈশ্বরের আদেশ রক্ষা করিবার বিষয় আস্থাবান হইল।

২২। তাহার পর এইরূপ হইল যে, আমরা আমাদের পৈত্রিক ভূমিতে ফিরিয়া গেলাম, এবং আমাদের স্বর্ণ রৌপ্য এবং মূল্যবান বস্তু সকল একত্রিত করিলাম।

২৩। ঐ সকল বস্তু সংগ্রহ করিবার পর, আমরা পুনরায় লাবানের গৃহে গমন করিলাম।

২৪। ইহার পর আমরা লাবানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, এবং তাহার নিকট আমাদের এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম যে, যে পিতলের ফলকে ইতিহাস খোদাই করা রহিয়াছে, সে যদি সেগুলি আমাদিগকে প্রদান করে তাহা হইলে, আমরা তাহাকে আমাদের সকল স্বর্ণ রৌপ্য এবং মূল্যবান বস্তু প্রদান করিব।

২৫। ইহার পরের ঘটনা এইরূপ ছিল। লাবান আমাদের প্রচুর পরিমাণ ধন সম্পদ দেখিল; এবং উহার প্রতি তাহার লোভ হইল। তাহার এতই লোভ হইল যে, সে আমাদের ধন সম্পদ লাভ করিবার জন্য, আমাদিগকে তাহার নিকট হইতে দূর করিয়া দিল এবং আমাদিগকে হত্যা করিবার জন্য, একজন ভৃত্য প্রেরণ করিল।

২৬। ইহার ফলে আমরা লাবানের ভৃত্যের সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেলাম; এবং আমাদের ধন সম্পদ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। এইরূপে উহা লাবানের হস্তগত হইল।

২৭। ইহার পর আমরা বনভূমিতে পলাইয়া গেলাম, এবং লেবানের ভৃত্যগণ আমাদের নাগাল ধরিতে পারিল না। আমরা একটি প্রস্তরের গহ্বরে, আমাদের নিজেদেরকে লুকাইয়া রাখিলাম।

২৮। এই ঘটনার পর, লেমান আমার এবং আমার পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। লেমুয়েলও তদ্রূপ হইল, কারণ, সে লেমানের কথা অনুযায়ী চলিত।অতঃপর লেমান এবং লেমুয়েল আমাদের অর্থাৎ তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের উদ্দেশ্যে অনেক গালিগালাজ করিল, এবং এমনকি লাঠি দ্বারা আঘাত পর্যন্ত করিল।

২৯। তাহার পরের ঘটনা হইল, আমাদিগকে লাঠিদ্বারা প্রহার করিবার পর, দেখ, একজন স্বর্গীয় দূত প্রভুর নিকট হইতে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন: কেন তোমরা তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়াছ? তোমরা কি জ্ঞাত নও যে, প্রভু তোমাদের অন্যায়পরতার জন্য, তাহাকে তোমাদের শাসক হইবার জন্য নির্বাচন করিয়াছেন? দেখ, তোমরা পুনরায় জেরুজালেমে গমন করিবে, এবং প্রভু লেবানকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিবেন।

৩০। আমাদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলিয়া স্বর্গীয় দূত প্রস্থান করিলেন।

৩১। স্বর্গীয় দূতের প্রস্থান করিবার পর, লেমান এবং লেমুয়েল পুনরায় অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিতে লাগিল: ইহা কিরূপে সম্ভব যে, প্রভু লেবানকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিবেন। দেখ সে অতিশয় শক্তিশালী ব্যক্তি, সে ৫০ জন লোককে আদেশ করিতে সক্ষম এমনকি পঞ্চাশ জনকে হত্যা করিতেও সক্ষম, তাহা হইলে কেন সে আমাদিগকে হত্যা করিবে না?

পরিচ্ছেদ ৪

নেফাই রণ-কৌশল দ্বারা সেই ফলকগুলি হস্তগত করিল-লেবান তাহার নিজের অসি দ্বারা নিহত হইল-জোরাম নেফাই এবং তাহার ভ্রাতাদিগের সহিত বনভূমিতে গমন করিল।

১। ইহার পর আমি আমার ভ্রাতাদিগের উদ্দেশ্যে বলিলাম: চল আমরা আবার জেরুজালেমে ফিরিয়া যাই, এবং প্রভুর আদেশ রক্ষা করিবার জন্য, বদ্ধপরিকর হই। কারণ দেখ, তিনি সকল পৃথিবী অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী তবে কেনইবা তিনি লেবানের পঞ্চাশ জন অপেক্ষা, হাঁ, এমন কি তাহার দশ সহস্র অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী হইবেন না।

২। কাজেই চল, আমরা মুসার মত শক্তিশালী হইয়া, সেইস্থানে গমন করি। কারণ তিনি সত্য সত্যই লোহিত সাগরের জলকে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং জল এদিক সেদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং আমার পূর্বপুরুষেরা বন্দী অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া, তাহার মধ্য দিয়া শুষ্ক ভূমিতে আসিয়াছিলেন। এবং ফেরোর সৈন্যেরা যখন তাহাদিগের পশ্চাতে অনুধাবন করিল, তখন তাহারা লোহিত সাগরের জলে নিমজ্জিত হইল।

৩। এখন দেখ, তোমরা সকলেই জান ইহা সত্য ঘটনা, এবং তোমরা আরো জান যে, একজন স্বর্গীয় দূত তোমাদের সহিত কথা বলিয়াছেন। তাহা হইলে কি জন্য তোমরা সন্দেহ প্রকাশ করিতেছ? চল আমরা ফিরিয়া যাই। প্রভু যে রূপে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপে আমাদিগকেও উদ্ধার করিতে, এবং যেরূপে মিশরীয়গণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন সেইরূপে লেবানকে ধ্বংস করিতে সক্ষম।

৪। যখন তাহাদের উদ্দেশ্যে আমি এই কথাগুলি বলিলাম তখনও তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, এবং অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল। যাহা হউক আমি জেরুজালেমের প্রাচীরের সীমানা পর্যন্ত আসিবার সময়, তাহারা আমাকে অনুসরণ করিল।

৫। তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আমি আমার ভ্রাতাদিগকে প্রাচীরের বাহিরে লুকাইয়া থাকিতে নির্দেশ দিলাম। এবং তাহারা নিজেদেরকে লুক্কায়িত করিবার পর, আমি নেফাই, সংকীর্ণ পথে হামাগুড়ি দিয়া, শহরের ভিতর প্রবেশ করিলাম এবং লেবানের বাড়ির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

৬। আমার কি করা উচিত তাহা পূর্ব হইতেই অবগত না হইয়াই, আমি ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলাম।

৭। যাহা হউক আমি আগাইয়া চলিলাম, লেবানের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া আমি এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। সে মদ্য পান করিয়া মাতাল হইয়া মাটিতে আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।

৮। তাহার সম্মুখে যখন আমি উপস্থিত হইলাম তখন দেখিলাম, সেই ব্যক্তিই ছিল লেবান।

৯। আমি তাহার তরবারি দেখিতে পাইলাম, এবং খাপ হইতে তাহা টানিয়া বাহির করিলাম। তরবারির হাতলটি ছিল নিখাদ স্বর্ণের তৈয়ারী, ইহার কারুকার্য অতিশয় নিঁখুত ছিল এবং আমি দেখিলাম, ইহার ফলা অতি মূল্যবান ইস্পাত নির্মিত ছিল।

১০। ইহার পর ঐশ্বরিক আত্মা আমাকে লেবানকে হত্যা করিবার জন্য, জোর করিতে লাগিল। কিন্তু আমি মনে মনে ভাবিলাম কখনও কোন সময়ই আমি মনুষ্যের রক্তপাত করি নাই। আমি এরূপ সংকুচিত হইলাম যে, আমি হয়ত বা তাহাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইব না।

১১। সেই আত্মা আবার আমাকে বলিল, দেখ, ঈশ্বর তাহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এবং হাঁ আমি নিজেও জানিতাম যে সে আমার প্রাণ লইতে চাহিয়াছিল, এবং হাঁ, সে কখনওই প্রভুর আদেশের প্রতি কর্ণপাত করে নাই, এবং সে আমাদের সকল ধনসম্পদও ছিনাইয়া লইয়াছিল।

১২। তাহার পর এইরূপ ঘটিল সেই আত্মাটি পুনরায় আমাকে বলিল, উহাকে হত্যা কর, কারণ প্রভু তাহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

১৩। দেখ, প্রভু তাঁহার ন্যায় উদ্দেশ্য বজায় রাখিবার জন্য অন্যায়কারীদের হত্যা করিয়াছেন। সমস্ত জাতি অবিশ্বাসের দ্বারা অধঃপাতে যাওয়া এবং ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা একজন ব্যক্তি ধ্বংস হইয়া যাওয়া শ্রেয়।

১৪। অতঃপর আমি যখন এই কথাগুলি শুনিতে পাইলাম, তখন আমার সেই কথাগুলি স্মরণ হইল, যাহা, প্রভু আমাকে বনভূমিতে বলিয়াছিলেন: তিনি বলিয়াছিলেন যে, তোমার সন্তানেরা যতখানি আমার আদেশ রক্ষা করিয়া চলিবে, প্রতিশ্রুত ভূমিতে তাহারা ততখানি উন্নতি করিতে পারিবে।

১৫। এবং হাঁ আমিও ভাবিলাম তাহারা মুসার আইন অনুযায়ী প্রভুর আদেশগুলি রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না, যদিনা, তাহারা সেই আইনগুলি লাভ করিতে সক্ষম হয়।

১৬। এবং আমি ইহাও জানিতাম যে, সেই আইনগুলি পিতলের ফলকগুলির উপরে খোদাই করা রহিয়াছিল।

১৭। এবং আমি আরো জানিতাম যে, ঈশ্বর এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই লেবানকে আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন যে, আমি যেন তাঁহার আদেশ অনুযায়ী ইতিহাসগুলি লাভ করিতে সক্ষম হই।

১৮। কাজেই আমি সেই পবিত্র আত্মার কথা শ্রবণ করিলাম, এবং লেবানের মাথার চুলে ধরিয়া তাহাকে নিকটে আনিলাম, এবং তাহার নিজের তরবারি দ্বারা আমি তাহার মস্তক ছেদন করিলাম।

১৯। তাহার নিজের তরবারি দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া অতঃপর আমি তাহার পোষাক খুলিয়া লইলাম এবং নিজ দেহে তাহা ধারণ করিলাম। হ্যাঁ এমনকি প্রতিটি বিন্দু পর্যন্ত, এবং আমি তাহার অস্ত্র আমার কোমরে বাঁধিয়া লইলাম।

২০। এরূপ করিবার পর আমি লেবানের কোষাগারের নিকটে গমন করিলাম। এবং কোষাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখ, আমি লেবানের ভৃত্যকে দেখিতে পাইলাম। তাহার নিকটেই কোষাগারের চাবি ছিল। এবং আমি তাহাকে লেবানের স্বরে আমার সহিত কোষাগারে যাইতে আদেশ করিলাম।

২১। সে আমাকে তাহার প্রভু লেবান মনে করিল। কারণ সে পোষাক দেখিল এবং আমার কোমরে বন্ধ তরবারিও দেখিল।

২২। এবং সে আমার সহিত ইহুদি পাদরিগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিল, কারণ সে জানিত যে, তাহার প্রভু লেবান রাত্রে তাহাদিগের সহিত বাহিরে ছিল।

২৩। এবং আমি লেবানের মত হইয়া তাহার সহিত কথা বলিলাম।

২৪। এবং আমি তাহাকে আরো বলিলাম যে আমাকে পিতলের ফলকের উপর খোদাই করা বস্তুগুলি, আমার পাদরি ভ্রাতাগণের নিকটে লইয়া যাইতে হইবে, তাহারা প্রাচীরের বাহিরে রহিয়াছে।

২৫। এবং আমি তাহাকে, আমাকে অনুসরণ করিতে আদেশ করিলাম।

২৬। এবং সে, আমি সম্প্রদায়ের পাদরিদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি এই কথা মনে করিয়া, এবং আমাকে, সত্যই যে লেবানকে আমি হত্যা করিয়াছি সেই লেবান বলিয়া ভুল করিল। কাজেই সে আমাকে অনুসরণ করিল।

২৭। আমি আমার ভ্রাতা যাহারা প্রাচীরের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের কাছে পৌঁছান পর্যন্ত, সে আমাকে ইহুদি পাদরিদিগের সম্বন্ধে বহুবার জিজ্ঞাসা করিল।

২৮। অতঃপর যখন লেমান আমাকে দেখিল সে, লেমুয়েল এবং স্যাম অতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। এবং তাহারা আমার সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেল, কারণ তাহারা মনে করিল, ইহা লেবান, এবং, সে আমাকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহাদের প্রাণও লইতে আসিয়াছে।

২৯। ইহার পর আমি তাহাদিগকে চিৎকার করিয়া ডাকিলাম। তাহারা আমার ডাক শুনিতে পাইল এবং আমার সম্মুখ হইতে পলায়ন করা হইতে বিরত হইল।

৩০। তাহার পরের ঘটনা এইরূপ, আমার ভ্রাতাদিগকে দেখিতে পাইবার পর লেবানের ভৃত্য কাঁপিতে শুরু করিল, এবং আমার সম্মুখ হইতে পলাইয়া গিয়া, জেরুজালেম শহরে প্রত্যাবর্তন করিতে উদ্যত হইল।

৩১। এবং আমি নিফাই, যেহেতু দৈহিক উচ্চতায় বড় ছিলাম, এবং প্রভুর নিকট হইতে অনেক শক্তি লাভ করিয়াছিলাম সেইহেতু, আমি লেবানের ভৃত্যকে ধরিয়া ফেলিলাম। এবং সে যাহাতে পালাইতে সক্ষম না হয়, সেই জন্য তাহাকে ধরিয়া রাখিলাম।

৩২। ইহার পর আমি তাহার সহিত কথা বলিলাম। আমি তাহাকে বলিলাম যদি সে আমার কথামত চলে, এবং যেমন ঈশ্বর আছেন এবং আমি জীবিত রহিয়াছি, সেইরূপ আমাদের কথামত চলিলে আমরা তাহাকে হত্যা করিব না।

৩৩। অতঃপর আমি তাহার নিকট শপথ করিয়া এই কথা বলিলাম যে, তাহার ভয় করিবার কোন কারণ নাই, এবং সে আমাদের মতই স্বাধীন মানুষ হিসাবে থাকিতে পারিবে, যদি সে আমাদের সহিত বনভূমিতে গমন করে।

৩৪। আমি তাহাকে আরো বলিলাম যে, নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদিগকে এই রূপ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। এবং আমরা কি ঈশ্বরের আদেশ রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইব না। অতএব তুমি যদি আমাদের সহিত আমার পিতার নিকট বনভূমিতে গমন কর, তাহা হইলে, তুমি সেই স্হানে আমাদের সহিত থাকিতে পারিবে।

৩৫। ইহার পরের ঘটনা এইরূপ ছিল যে, জোরাম আমার কথায় সাহস ফিরিয়া পাইল। সেই ভৃত্যের নাম ছিল জোরাম। এবং সে আমাদের সহিত বনভূমিতে

আমার পিতার নিকট যাইতে রাজী হইল। এবং সে আমাদের নিকট এরূপ একটি শপথও করিল যে, তখন হইতে অস্থায়ী ভাবে সে আমাদের সহিত বাস করিবে।

৩৬। আমরা এই কারণে তাহার সাময়িক ভাবে বসবাস কামনা করিলাম যাহাতে, ইহুদিগণ আমাদের বনভূমিতে গমন করিবার বিষয় জানিতে না পারে কারণ, পাছে তাহারা আমাদিগকে অনুসরণ করে, এবং হত্যা করে।

৩৭। এবং যখন জোরাম আমাদের নিকট শপথ করিল, তখন তাহাকে লইয়া আমাদের যে ভয় ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল।

৩৮। ইহার পর আমরা পিতলের ফলকগুলি এবং লেবানের ভৃত্যকে লইয়া, বনভূমির পথে প্রস্থান করিলাম এবং আমাদের পিতার তাঁবুর নিকটে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত যাত্রা করিতে থাকিলাম।

পরিচ্ছেদ ৫

লেহাইয়ের বিরুদ্ধে সারিয়াহর অভিযোগ–পুত্রগণের প্রত্যাবর্তনে তাহাদের উভয়ের আনন্দ উল্লাস–পিতলের ফলকগুলির বিষয় বস্তু–লেহাই যোসেফের বংশধর লেবানও সেই একই বংশের–লেহাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি।

১। ইহার পর আমরা বনভূমিতে আমার পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, দেখ, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আমাদের মাতা সারিয়াহও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন কারণ, আমাদের জন্য তিনি সত্যই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২। কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে আমরা বনভূমিতে প্রাণ হারাইয়াছি। এবং তিনি আমার পিতার বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, তিনি একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি; তিনি বলিয়াছিলেন: দেখ তুমি আমাদিগকে আমাদের পৈত্রিক ভূমি হইতে এখানে লইয়া আসিয়াছ, আমার পুত্রগণও আর জীবিত নাই, এবং আমরা এই বনভূমিতেই প্রাণ হারাইব।

৩। এবং এই ভাষায় আমার মাতা আমার পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন।

৪। ইহার পর, আমার পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: আমি জানি আমি একজন দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি; কারণ দিব্যদৃষ্টি দিয়া আমি যদি ঈশ্বরের কার্যকলাপ দেখিতে না পাইতাম তাহা হইলে, আমি ঈশ্বরের মঙ্গলের কথা জানিতে সক্ষম হইতাম না, ফলে, আমি সাময়িক ভাবে জেরুজালেমে থাকিতাম এবং আমার ভ্রাতাগণের সহিত ধ্বংস হইয়া যাইতাম।

৫। কিন্তু দেখ আমি একটি প্রাচুর্যময় ভূমি লাভ করিয়াছি, এবং ইহার জন্য আমি আনন্দিত এবং হাঁ, আমি জানি, প্রভু লেবানের হাত হইতে আমার পুত্রগণকে উদ্ধার করিবেন। এবং তাহাদিগকে এই বনভূমিতে আমাদের নিকট পুনরায় ফিরাইয়া আনিবেন।

৬। আমার পিতা লেহাই যখন এইরূপ ভাষায় আমার মাতা সারিয়াহকে আমাদের জন্য সান্ত্বনা প্রদান করিতেছিলেন, সেই সময় আমরা ইহুদিদিগের ইতিহাস লাভ করিবার জন্য, বনভূমির পথে, জেরুজালেমের দিকে গমন করিতেছিলাম।

৭। এবং যখন আমরা আমার পিতার তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন দেখ, তাহারা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন এবং আমার মাতা শান্তি লাভ করিলেন।

৮। এবং তিনি বলিলেন এখন আমি নিশ্চিত রূপে জানিতে পারিলাম যে, প্রভু সত্যই আমার স্বামীকে এই বনভূমিতে পলাইয়া আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এবং হাঁ, ইহাও আমি নিশ্চিত রূপে জানি যে, প্রভু আমার পুত্রগণকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে লেবানের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, যাহার দ্বারা, তাঁহারা প্রভু তাহাদিগকে যে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কার্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এবং এই ভাষায় তিনি কথা বলিতেছিলেন।

৯। ইহার পর তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ উল্লাস করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর উদ্দেশ্যে বলি দান করিলেন এবং দান প্রজ্জ্বলিত করিলেন, এবং তাঁহারা ইসরায়েলের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

১০। ইসরায়েলের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর আমার পিতা পিতলের ফলকগুলি যাহার উপর ইতিহাস খোদাই করা ছিল তাহা লইয়া প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া সেগুলি খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন।

১১। এবং তিনি দেখিলেন মুসার পাঁচটি পুস্তক, যাহাতে পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস রহিয়াছে এবং আমাদের প্রথম পিতা মাতা আদম এবং হবার কথাও রহিয়াছে, তাহা এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে।

১২। এবং ইহা ভিন্ন প্রথম হইতে শুরু করিয়া ইহুদিগের রাজা জেদেকিয়াহ্ রাজ্য গ্রহণ করা পর্যন্ত, ইহুদিদিগের ইতিহাসও ইহাতে রহিয়াছে।

১৩। এবং প্রথম হইতে শুরু করিয়া জেদেকিয়াহর রাজ্য গ্রহণ পর্যন্ত, পবিত্র মহাপুরুষদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ইহাতে রহিয়াছে। এবং জেরেমায়াহর মুখনিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণীও ইহাতে আছে।

১৪। ইহার পর আমার পিতা লেহাই পিতলের ফলকগুলির উপরে তাহার পূর্বপুরুষদের বংশ তালিকাও দেখিতে পাইলেন। ইহা হইতেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, তিনি যোসেফের একজন বংশধর, এবং হাঁ এমনকি তিনি সেই যোসেফেরই বংশধর যিনি যেকোবের পুত্র ছিলেন, যাহাকে মিশরে বিক্রয় করা হইয়াছিল এবং যাহাকে ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি তাহার পিতা যেকোবকে রক্ষা করিতে, এবং তাহাদের সকল পরিবারকে, দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হন।

১৫। এবং তাহারা সেই একই ঈশ্বর, যিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার দ্বারাই বন্দী অবস্থা হইতে, এবং মিশরের ভূমি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন।

১৬। এইরূপে, আমার পিতা লেহাই তাহার পূর্বপুরুষের বংশবৃত্তান্ত আবিস্কার করিলেন। এবং যেহেতু লেবানও যোসেফের একজন বংশধর ছিল সেই কারণে সে এবং তাহার পূর্বপুরুষেরা এই ইতিহাস রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

১৭। যখন আমার পিতা এই সকল জানিতে পারিলেন তখন তিনি ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার সন্তানদিগের বিষয় এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিলেন।

১৮। যে, এই পিতলের ফলকগুলিকে সকল জাতি, সকল গোত্র, সকল ভাষা এবং তাঁহার বংশধর সকল জনগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

১৯। অতএব আমার পিতা বলিলেন যে, এই পিতলের ফলকগুলিকে কখনই ধংস হইতে দেওয়া চলিবে না, এবং কালের গতিতে ম্লান হইতে দেওয়া যাইবে না। তিনি তাঁহার বংশধরদিগের সম্বন্ধে অনেক কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন।

২০। ইহার পর, তখন হইতেই আমি এবং আমার পিতা, প্রভু আমাদিগকে যে আদেশ করিয়াছেন, সেই আদেশগুলি রক্ষা করিয়া চলিলাম।

২১। যে ইতিহাস লাভ করিবার জন্য প্রভু আমাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন, উহা আমরা লাভ করিলাম, এবং ঐগুলি খুঁজিয়া দেখিয়া জানিতে পারিলাম ঐগুলি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল। হাঁ ঐগুলি আমাদের কাছে এতই মূল্যবান ছিল যে, উহার দ্বারা, আমরা আমাদের বংশধরদের জন্য প্রভুর আদেশগুলি রক্ষা করিতে পারিতাম।

২২। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা এরূপ ছিল যে, আমরা প্রতিশ্রুত সেই ভূমির পথে বনভূমিতে চলিবার কালে উহা আমাদের সহিত বহন করিয়া লইয়া যাইব।

পরিচ্ছেদ ৬

নেফাইয়ের উদ্দেশ্য–ঈশ্বরকে যাহা তুষ্ট করে তাহাই তিনি লিখিলেন।

১। এখন, আমি নেফাই, আমার বিবরণের এই অংশে, আমার পিতার বংশ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি। এবং যে ফলকগুলিতে আমি লিখিতেছি তাহাতে কোন সময়ই উহার উল্লেখ থাকিবে না; কারণ আমার পিতা যে ইতিহাস রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার মধ্যেই উহা রহিয়াছে; কাজেই আমার এই পুস্তকে আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি না।

২। কারণ ইহাই আমার বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট যে, আমরা যোসেফের বংশধর।

৩। আমার পিতার ইতিহাসের সকল বস্তুর পূর্ণ বিবরণ প্রদান করা, আমার নিকট কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কারণ ঈশ্বরের বিষয় আমি যাহা লিপিবদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছি, তাহার জন্য জায়গার সংকুলান করিতে হইলে, ঐগুলি, এই ফলক সমূহে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

৪। কারণ আমার উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা হইল, আমি যেন জনগণকে আব্রাহামের ঈশ্বর, আইসাক এর ঈশ্বর এবং যেকোবের ঈশ্বরের পথে ফিরাইয়া আনিতে পারি, এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারি।

৫। অতএব পৃথিবীর জন্য যাহা আনন্দদায়ক সেইরূপ বস্তু আমি লিখিব না। বরং ঈশ্বরের নিকট, এবং যাহারা এই পৃথিবীর কেহ নয় তাহাদের নিকট যাহা আনন্দদায়ক, তাহাই আমি রচনা করিব।

৬। অতএব আমি আমার বংশধরদের জন্য এই আদেশ প্রদান করিব যে, তাহারা যেন মানুষের সন্তানের উপকারে আসিবেনা এমন কোন উদ্দেশ্যে, এই ফলকগুলিকে দখল করিয়া না রাখে।

পরিচ্ছেদ ৭

লেহাইয়ের পুত্রগণ পুনরায় জেরুজালেমে প্রেরিত হইল–ইসমায়েল এবং তাহার পরিবার লেহাইএর দলের সহিত যোগদান করিতে সম্মত হইল–মত বিরোধ–দড়ি দ্বারা পরিবেষ্টিত নেফাই বিশ্বাসের জোরে মুক্ত হইল–তাহার বিদ্রোহী ভ্রাতাগণ অনুতপ্ত হইল।

১। এখন তোমরা হয়ত জান, আমার পিতা লেহাই তাঁহার বংশধরদিগের বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করা সমাপ্ত করিয়াছিলেন, ইহার পর প্রভু আবার তাঁহার নিকট এই কথা বলিলেন যে, কেবল মাত্র নিজের পরিবারকে বনভূমিতে আনয়ন করা তাহার অর্থাৎ লেহাইএর জন্য পর্যাপ্ত নয়। কারণ তাহার সন্তান দিগকেও স্ত্রী হিসাবে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে তাহারা প্রতিশ্রুত দেশে প্রভুর পথে, সন্তান লালন পালন করিতে সক্ষম হয়।

২। ইহার পর প্রভু তাঁহাকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন যে, আমি নেফাই, আমার ভ্রাতাদিগকে লইয়া পুনরায় জেরুজালেমে গমন করিব, এবং ইসমায়েল ও তাহার পরিবারকে এই বনভূমিতে আনয়ন করিব।

৩। ইহার পর, আমি নেফাই, পুনরায় আমার ভ্রাতাদিগের সহিত বনভূমির পথ ধরিয়া জেরুজালেমের পথে যাত্রা করিলাম।

৪। ইহার পর আমরা ইসমায়েলের গৃহ পর্যন্ত গমন করিলাম। আমরা ইসমায়েলের নিকট হইতে এত বেশী ভাল ব্যবহার লাভ করিলাম যে, আমরা প্রভুর বাণী তাহার নিকট খুলিয়া বলিলাম।

৫। ইহার পরের ঘটনা হইল, প্রভু ইসমায়েল এবং তাহার পরিবারের সকলের অন্তর এত কোমল করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা বনভূমির পথে আমার পিতার তাঁবুর উদ্দেশ্যে আমাদের সহিত যাত্রা করিল।

৬। ইহার পর, দেখ, আমরা যখন বনভূমির পথে যাত্রা করিতেছিল, সেই সময় লেমান লেমুয়েল এবং ইসমায়েলের দুইজন কন্যা এবং ইসমায়েলের দুই পুত্র এবং তাহাদের পরিবার আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। হাঁ আমি নেফাই, স্যাম এবং তাহাদের পিতা ইসমায়েল, তাহার স্ত্রী এবং আর তিন কন্যার বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহ করিল।

৭। ঘটনা এইরূপ ছিল, তাহারা বিদ্রোহ করিল, কারণ তাহারা জেরুজা
ভূমিতে ফিরিয়া যাইতে আকাঙ্ক্ষী ছিল।

৮। অতঃপর আমি নেফাই তাহাদের অন্তরের এই কাঠিন্য দেখিয়া, অতি
দু:খিত হইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে, হাঁ, এমনকি লেমান এবং লেমুয়েলকেও বি
লাগিলাম: দেখ, তোমরা আমার অগ্রজ ভ্রাতাগণ: এখন কিরূপে তোমাদের অ
এত কঠিন হইল, এবং মন এত অন্ধ হইল, যে, আমি তোমাদের অনুজ ভ্রাতা হই
আমাকেই তোমাদের নিকট এই সকল কথা বলিতে হইতেছে, এবং হাঁ, তোমা
জন্য আদর্শ স্থাপন করিতে হইতেছে?

৯। ইহা কিরূপে সম্ভব, যে, তোমরা প্রভুর আদেশের প্রতি কর্ণপাত করি
না?

১০। ইহা কিরূপে সম্ভব যে, তোমরা ঈশ্বরের প্রেরিত যে স্বর্গীয় দূ
দেখিয়াছিলে সেই কথাও তোমরা ভুলিয়া গেলে?

১১। এবং হাঁ, কিরূপে ইহা সম্ভব হইল যে, আমাদিগকে লেবানের হস্ত হ
উদ্ধার করিয়া, এবং আমাদিগকে ইতিহাসগুলি লাভ করিতে দিয়া, ঈশ্বর যে
আমাদের প্রতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও তোমরা ভুলিয়া গেলে?

১২। এবং হাঁ কিরূপে ইহা সম্ভব হইল যে, তোমরা এই কথাও ভুলিয়া গে
মানব সন্তানেরা যদি প্রভুর প্রতি আস্থা রাখে তাহা হইলে; তিনি তাঁহার
অনুযায়ী তাহাদের জন্য সকল কিছুই করিতে সক্ষম? অতএব চল আমরা ত
প্রতি আমাদের আস্থা স্থাপন করি।

১৩। এবং যদি আমরা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হই,
হইলে আমরা প্রতিশ্রুত সেই ভূমি লাভ করিব। এবং ভবিষ্যতে তোমরা দেখি
জেরুজালেমের ধ্বংস সম্বন্ধে ঈশ্বরের যে বাণী রহিয়াছে, তাহা সত্যে প
হইয়াছে: কারণ জেরুজালেম ধ্বংসের বিষয় প্রভু যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা অ
সত্যে পরিণত হইবে।

১৪। কারণ দেখ, প্রভুর ক্ষমতা অচিরেই তাহাদিগের জন্য কঠোর ভাবে
করা হইতে বিরত হইবে: কারণ দেখ, তাহারা প্রেরিত পুরুষদিগকে অস্বী
করিয়াছে, এবং জেরেমায়াহকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে। এবং তাহারা অ
পিতার প্রাণ হরণের জন্য এরূপ চেষ্টা করিতে শুরু করে যে, তাহার ফলে তা
ভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছে।

১৫। এখন দেখ আমি তোমাদিগকে এই কথা বলিতেছি যে, যদি তে
জেরুজালেমে ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে তোমরাও তাহাদের সহিত ধ্বংস
যাইবে। এখন তোমরা ইচ্ছা করিলে, ঐ ভূমিতে ফিরিয়া যাইতে পার। কিন্তু
তোমাদিগকে যাহা বলিলাম তাহা স্মরণ রাখিও যে, যদি তোমরা সেইস্থানে
কর, তাহা হইলে তোমরাও ধ্বংস হইয়া যাইবে। কারণ ঈশ্বরের শক্তি আমাকে
কথাগুলি বলিতে আদেশ করিয়াছেন।

১৬। ইহার পর, আমি যখন আমার ভ্রাতাদিগকে এই কথাগুলি বলিলাম তখন তাহারা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার পর, তাহারা হস্ত দ্বারা আমাকে আঘাত করিল, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা আমাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, তাহারা আমার প্রাণ হরণ করিতে চাহিল কারণ তাহা হইলে, বন্য জন্তুর ভোজনের জন্য তাহারা আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে পারিবে।

১৭। ইহার পর আমি এই কথা বলিয়া প্রভুর নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিলাম: হে প্রভু, তোমার প্রতি আমার যে বিশ্বাস রহিয়াছে, সেই বিশ্বাস ক্রমে তুমি আমাকে আমার ভ্রাতাগণের হাত হইতে মুক্ত কর, এবং হাঁ, আমাকে এমনই শক্তি দান কর যাহার দ্বারা আমি আমার চারিপার্শ্বে এই বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে সক্ষম হই।

১৮। আমি এইরূপ প্রার্থনা জানাইবার পর, দেখ, আমার হস্ত এবং পায়ের বন্ধন আল্‌গা হইয়া গেল, এবং আমি আমার ভ্রাতাগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহাদের উদ্দেশ্যে আবার বলিতে লাগিলাম।

১৯। ইহার পর, তাহারা পুনরায় আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইল, এবং পুনরায় আমার উপর হস্ত উত্তোলন করিতে চাহিল। কিন্তু দেখ, ইসমায়েলের এক কন্যা হাঁ এবং তাহার মাতাও, এবং ইসমায়েলের এক পুত্র আমার ভ্রাতাগণকে এরূপ ভাবে বুঝাইতে লাগিল যাহার ফলে, তাহাদের অন্তর কোমল হইল এবং তাহারা আমার প্রাণ হরণের চেষ্টা হইতে বিরত হইল।

২০। অতঃপর তাহারা তাহাদের অন্যায়ের জন্য এতই দু:খিত হইল যে, তাহারা আমার নিকট মাথা নত করিল, এবং আমার বিরুদ্ধে তাহারা যাহা করিয়াছে, তাঁহার জন্য যাহাতে আমি তাহাদিগকে মার্জনা করি, সেই জন্য আমাকে অনুরোধ জানাইল।

২১। অতঃপর আমি সর্বান্তকরণে, তাহারা যাহা করিয়াছে সেই সকল কিছুর জন্য, তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম। এবং আমি তাহাদিগকে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য, উৎসাহিত করিলাম। এবং তাহারা উহা করিল। এবং তাহাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা নিবেদন সমাপ্ত হইবার পর, আমরা আমাদের পিতার তাঁবুর উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা পুনরায় শুরু করিলাম।

২২। অতঃপর আমরা আমাদের পিতার তাঁবুর নিকট আসিয়া পৌঁছাইলাম। আমি, আমার ভ্রাতাগণ, এবং ইসমায়েলের পরিবারের সকল সদস্য আমার পিতার তাঁবুতে পৌঁছাইবার পর, তাহারা তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল এবং তাহারা বলিদান করিল এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান প্রজ্জ্বলিত করিল।

পরিচ্ছেদ ১৬

লেহাইএর পুত্রগণ এবং ইসমাইলের কন্যাগণ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইল–যাত্রা চলিতে থাকিল–গোলাকার বস্তু অথবা নির্দেশক প্রদান করা হইল–ইসমায়েলের মৃত্যু

১। অতঃপর আমি নেফাই, আমার ভ্রাতাদিগের উদ্দেশ্যে বক্তব্য সমাপ্ত করিবার পর: দেখ, তাহারা আমাকে বলিল: আমরা যতটুকু সহ্য করিতে সক্ষম তাহার অপেক্ষাও বেশী শক্ত কথা তুমি আমাদিগকে বলিয়াছ।

২। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে আমি জানি যে, সত্য অনুযায়ী আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত কথা বলিয়াছি, ন্যায়কে আমি সমর্থন করিয়াছি, এবং এই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছি যে, শেষ দিনে সবার উপরে ইহার স্থান হওয়া উচিত। অতএব, পাপীগণ সত্যকে শক্ত বলিয়া ধরিয়া লইবে, কারণ ইহা তাহাদের অন্তর ছেদ করিবে।

৩। এখন আমার ভ্রাতাগণ, তোমরা যদি ন্যায়পরায়ণ হও, এবং সত্যের প্রতি কর্ণপাত করিতে ইচ্ছা কর, ইহার প্রতি মনোযোগ দাও, তাহা হইলে তোমরা সৎ হিসাবে ঈশ্বরের সম্মুখে গমন করিতে পারিবে। তখন তোমরা সত্যের কারণে অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না। এবং এরূপ বলিবেনা যে, তুমি আমাদিগকে শক্তকথা বলিয়াছ।

৪। ইহার পর, আমি নেফাই, আমার সকল অধ্যবসায় দিয়া আমার ভ্রাতাগণকে প্রভুর আদেশ সমূহ রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য, মিনতি জানাইলাম।

৫। অতঃপর তাহারা ঈশ্বরের প্রতি এত বেশী বিনয় প্রকাশ করিল যে, আমি আনন্দিত হইয়া উঠিলাম, এবং তাহাদের সম্বন্ধে এই আশা পোষণ করিলাম যে, তাহারা ধর্মের পথে চলিবে।

৬। এখন, এই সকল ঘটনাই সেই উপত্যকা, আমার পিতা যাহার নামকরণ করিয়াছিলেন লেমুয়েল, সেইখানে আমার পিতা যখন তাঁবুতে বাস করিতেন, তখন ঘটিয়াছিল।

৭। ইহার পর, আমি ইসমাইলের এক কন্যাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিলাম, আমার ভ্রাতাগণও ইসমাইলের কন্যাদিগকে তাহাদের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিল, এবং জোরাম ইসমাইলের প্রথম কন্যাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিল।

৮। এইরূপে আমার পিতা, প্রভু তাহাকে যে আদেশগুলি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সবগুলি পূর্ণ করিলেন। এবং আমি নেফাইও, প্রচুর পরিমাণে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলাম।

৯। ইহার পর একদা রাত্রে প্রভু আমার পিতার উদ্দেশ্যে কথা বলিলেন, এবং তাহাকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, আগামী কল্য তাহাকে বনভূমির পথে যাত্রা করিতে হইবে।

১০। ইহার পরের ঘটনা হইল যে, আমার পিতা ভোরে জাগিয়া উঠিলেন, এবং তাঁবুর দরজার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি অতিশয় অবাক হইয়া মাটির উপর একটি অদ্ভুত গঠনের গোলাকার বস্তু দেখিতে পাইলেন; বস্তুটি খাঁটি পিতলের তৈয়ারী ছিল। সেই গোল বস্তুটির ভিতরে দুইটি কাঁটা ছিল, এবং একটি বনভূমিতে কোন পথে আমাদিগকে যাইতে হইবে, তাহার নির্দেশ দান করিতেছিল।

১১। অতঃপর যে সকল বস্তু বনভূমির পথে যাত্রা করিতে হইলে আমাদিগকে সঙ্গে লইতে হইবে, তাহা আমরা একত্রিত করিলাম এবং ঈশ্বর আমাদিগকে যে খাদ্য ভাণ্ডার প্রদান করিয়াছেন, তাহার অবশিষ্টাংশ এবং যেগুলি বনভূমিতে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব, সেই প্রতিটি বস্তুর বীজ আমরা সঙ্গে লইয়া লইলাম।

১২। অতঃপর আমরা আমাদের তাঁবু লইয়া, লেমান নদী পার হইয়া, বনভূমির পথে প্রস্থান করিলাম।

১৩। অতঃপর প্রায় দক্ষিণ–দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চারিদিন ধরিয়া যাত্রা করিয়া, অত:পর আমরা আমাদের তাঁবু গাড়িলাম এবং সেই স্থানের আমরা নামকরণ করিলাম সাজের।

১৪। আমাদের সহিত আমরা, তীর, ধনুক লইয়া আসিয়াছিলাম, উহা লইয়া আমরা আমাদের পরিবারের জন্য খাদ্য শিকার করিতে, বনভূমিতে বাহির হইলাম। খাদ্য শিকার করিয়া আমরা বনভূমিতে সাজের নামক স্থানে, আমাদের পরিবারের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। পুনরায় আমরা বনভূমির পথে, সেই একই দিকে লোহিত সাগরের ধার ঘেষিয়া বনভূমির সর্বাপেক্ষা উর্বর ভূমি রাখিয়া, আগাইয়া চলিলাম।

১৫। এইরূপে আমরা বহুদিন যাত্রা করিলাম। আমাদের তীর, ধনুক, পাথর এবং গুলতি দ্বারা, আমরা খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করিলাম।

১৬। আমরা সেই গোলাকার বস্তুর নির্দেশ অনুযায়ী, পথ চলিতে লাগিলাম। উহা আমাদিগকে বনভূমির আরো উর্বর স্থানের দিকে লইয়া গেল।

১৭। বহুদিন ধরিয়া যাত্রা করিবার পর, অল্প কিছু সময়ের জন্য আমরা আমাদের তাবু গাড়িলাম যাহাতে, আমরা কিছু বিশ্রাম লইতে এবং আমাদের পরিবারের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে, সক্ষম হই।

১৮। ইহার পর, আমি নেফাই খাদ্য শিকার করিবার উদ্দেশ্যে গমন করিলাম, এবং দেখ, ইস্পাতের দ্বারা তৈয়ারী আমার ধনুক আমি ভাঙিগয়া ফেলিলাম। আমি আমার ধনুক ভাঙিগয়া ফেলিবার পর, দেখ, আমার ভ্রাতাগণ আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইল; কারণ আমার ধনুক না থাকার ফলে, আমরা কোন খাদ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম না।

১৯। অতঃপর, আমরা আমাদের পরিবারের জন্য, কোন খাদ্য না লইয়াই, ফিরিয়া আসিলাম। যাত্রার ফলে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহারা সকলে খাদ্যের অভাবে খুবই কষ্ট পাইতে লাগিল।

২০। ইহার ফলে লেমান, লেমুয়েল এবং ইসমায়েলের পুত্রগণ বনভূমিতে তাহাদের কষ্ট এবং দুর্দশার জন্য, অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং আমার পিতাও, তাঁহার ঈশ্বর, প্রভুর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং হাঁ, তাহারা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইল, এতই দু:খিত হইল যে, তাহারা, এমনকি প্রভুর বিরুদ্ধেও অসন্তোষ প্রকাশ করিল।

২১। এখন, আমি নেফাই, আমার ভ্রাতাগণের সহিত দুঃখিত হইলাম, কারণ আমার ধনুক নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহাদের ধনুকের স্প্রিং নষ্ট হইয়া গেল। ফলে এতই কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হইল যে, হাঁ আমরা কোন খাদ্য বস্তুই সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম না।

২২। তখন, আমি নেফাই, আমার ভ্রাতাগণের উদ্দেশ্যে কথা বলিলাম, কারণ তাহারা পুনরায় তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া ফেলিয়াছিল, এমনকি তাহারা তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধেও অভিযোগ করিতেছিল।

২৩। ইহার পর, আমি নেফাই, কাষ্ঠ দ্বারা একটি ধুনক, এবং সোজা একটি ছড়ি দ্বারা একটি তীর প্রস্তুত করিলাম। এইরূপে আমি নিজেকে, একটি ধনুক, একটি তীর, একটি গুলতি এবং পাথর দ্বারা সশস্ত্র করিলাম। এবং আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: খাদ্য সংগ্রহের জন্য, আমাকে কোথায় যাইতে হইবে ?

২৪। ইহার পর, তিনি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন; কারণ আমি আমার আত্মার সর্বশক্তি দিয়া অনেক কথাই তাহাদের কাছে নিবেদন করিয়াছিলাম, যাহার ফলে তাহারা বিনীত হইয়া ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হইল।

২৫। অতঃপর, আমার পিতার নিকট ঈশ্বরের নির্দেশ বাণী পৌঁছিল। যাহার ফলে তিনি সংযত হইলেন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তিনি যে অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

২৬। ঈশ্বরের নির্দেশটি ছিল এই রকম:– গোলকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং উহার উপর যাহা লিখিত আছে তাহার প্রতি মনোনিবেশ কর।

২৭। আমার পিতা গোলকের উপর লিখিত বার্তা দেখিবা মাত্র ভীতগ্রস্হ হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং আমার ভ্রাতাগণ, ইসমাইলের পুত্রগণ ও আমাদের বধূগণও আতঙ্কগ্রস্হ হইল।

২৮। অতঃপর, আমি, নেফাই, গোলকের নির্দেশকগুলির প্রতি মনোযোগ দিলাম। প্রকৃত পক্ষে, আমরা গোলকের নির্দেশকগুলির উপর যতটুকু বিশ্বাস স্হাপন করি এবং উহাদের প্রতি যতটুকু মনোযোগ দেই, উহারা ততটুকুই কার্য্য করে।

২৯। গোলকের উপর একটি নূতন বিষয় লেখা ছিল যাহা অতি সরল ও সহজ পাঠ্য। ইহা আমাদিগকে ঈশ্বরের পথ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিয়াছিল। গোলকের উপরের লিপি অনেকবার লিখিত হইয়াছে এবং অনেকবার তাহার পরিবর্তন হইয়াছে যাহা আমাদের বিশ্বাস ও আত্মিক উন্নতি–অবনতির ফলস্বরূপ। সুতরাং আমরা দেখিতে পারি যে, সামান্য বিষয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদিগকে বৃহৎ বিষয়ের ব্যাখ্যা দেন।

৩০। এবং ইহার পর, আমি নেফাই, সেই গোলাকৃতি বস্তুর নির্দেশ অনুযায়ী পাহাড়ের উপরে, ইহার শিখরে গমন করিলাম।

৩১। অতঃপর, আমি এত বেশী পরিমাণে বন্য জন্তু শিকার করিলাম যে, তাহার দ্বারাই আমি আমাদের পরিবারের সকলের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম।

৩২। অতঃপর, যে সকল জন্তু আমি শিকার করিলাম সেগুলিকে বহন করিয়া আমি আমাদের ৩।বুতে ফিরিয়া আসিলাম। যখন তাহারা দেখিল, আমি খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি, তখন তাহারা অত্যধিক আনন্দ লাভ করিল। এবং তাহার পর, তাহারা পুনরায় প্রভুর প্রতি বিনয় প্রকাশ করিল, এবং তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল।

৩৩। অতঃপর আমরা পুনরায় আমাদের যাত্রা আরম্ভ করিয়া প্রথম বারের মত, সেই একই গতিতে বলিতে শুরু করিলাম। এবং বহুদিন চলিবার পর, আমরা কিছু সময় অস্থায়ী ভাবে বসবাস করিবার জন্য, পুনরায় আমাদের তাঁবু গাড়িলাম।

৩৪। ইহার পরের ঘটনা হইল, ইসমায়েল মৃত্যু বরণ করিল, এবং তাহাকে নাহোম নামক স্থানে কবর দেওয়া হইল।

৩৫। এই ঘটনার পর ইসমায়েলের কন্যাগণ তাহাদের পিতার মৃত্যুতে, এবং বনভূমিতে তাহাদের দুরবস্হার জন্য, তাহারা অতিশয় শোকার্ত হইয়া পড়িল। এবং যেহেতু আমার পিতা তাহাদিগকে জেরুজালেমের ভূমি হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেইহেতু, তাহারা এই বলিয়া আমার পিতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল: আমার পিতা আজ মৃত এবং হাঁ, আমরা বহুদিন এই বনভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি আমরা অনেক কষ্ট, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, এখন এই সকল দুঃখ কষ্টের পর আমরা নিশ্চয়ই ক্ষুধায় এই বনভূমিতেই প্রাণ হারাইব।

৩৬। এবং এইরূপে, তাহারা আমার এবং আমার পিতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ করিল, এবং তাহারা পুনরায় জেরুজালেমে ফিরিয়া যাইবার বাসনা প্রকাশ করিল।

৩৭। এবং লেমান, লেমুয়েল এবং ইসমায়েলের পুত্রগণের উদ্দেশ্যে বলিলেন চল, আমরা আমাদের পিতা, এবং আমাদের ভ্রাতা নেফাই যে আমরা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়া সত্ত্বেও, নিজে আমাদের শাসন করিবার, এবং শিক্ষাদান করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে হত্যা করি।

৩৮। সে এরূপ বলিল যে: ঈশ্বর তাহার সহিত কথা বলিয়াছেন এবং স্বর্গীয় দূত তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু দেখ, সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সে এইরূপ বলিয়াছে, এবং তাহার সুদক্ষ চাতুরির সাহায্যে, সে এরূপ অনেক কিছু করিয়াছে, যাহাতে আমাদের চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারে, এবং আমাদিগকে একটি বিদেশী বনভূমিতে লইয়া যাইতে পারে। সে মনে করিয়াছে, এইরূপে সে নিজেকে রাজায় পরিণত করিবে, এবং আমাদিগকে শাসন করিবে, যাহাতে আমাদের দিয়া সে তাহার খেয়াল খুশী মত সব কিছু করিতে পারে। এবং এই রূপে, আমার ভ্রাতা লেমান তাহাদিগের হৃদয়কে ক্রোধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

৩৯। কিন্তু দেখা গেল ঈশ্বর আমাদের সহিত রহিয়াছেন। এবং হাঁ এমনকি, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত ঈশ্বরের বাণী শোনা গেল। তিনি তাহাদিগকে ভীষণভাবে দমন করিলেন। প্রভুর স্বর দ্বারা সংযত হইবার পর, তাহারা তাহাদের ক্রোধ পরিত্যাগ করিল, এবং তাহাদের পাপের জন্য এত বেশী অনুতাপ করিল যে প্রভু আমাদিগকে পুনরায় খাদ্য দ্বারা আশীর্বাদ করিলেন, এবং আমরা ধ্বংস প্রাপ্ত হইলাম না।

পরিচ্ছেদ ১৭

ইরিয়েনটাম অথবা প্রচুর জল–প্রভু নেফাইকে একটি জাহাজ নির্মাণ করিতে আদেশ দিলেন–তাহার ভ্রাতাগণ তাহার বিরোধিতা করিল এবং তাহারা পরাভূত হইল।

১। অতঃপর আমরা বনভূমির পথে, আবার আমাদের যাত্রা শুরু করিলাম। তখন হইতে আমরা প্রায় পূর্ব দিকে যাত্রা করিতে থাকিলাম। আমরা চলিতে থাকিলাম এবং বনভূমির পথে, অনেক বাধা বিপত্তি এবং দুঃখ কষ্ট পার হইয়া চলিলাম, এবং আমাদের স্ত্রীগণ সেই বনভূমিতেই সন্তান ধারণ করিল।

২। এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের উপর এতই বেশী ছিল যে, আমরা যখন বনভূমিতে কাঁচা মাংসের উপর জীবন ধারণ করিয়াছিলাম, তখন আমাদের স্ত্রীগণ তাহাদের সন্তানদিগকে প্রচুর পরিমাণে স্তন্যদান করিয়াছিল, তাহারা শক্ত সমর্থ ছিল হাঁ এমনকি, পুরুষগণের মতই শক্ত ছিল, এবং তাহারা কোন অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়াই, তাহাদের যাত্রাকে সহ্য করিয়া লইয়াছিল।

৩। অতঃপর আমরা বুঝিতে পারিলাম, ঈশ্বরের আদেশ অবশ্য পূর্ণ হইবে। এবং মানব সন্তান যদি ঈশ্বরের আদেশ রক্ষা করিয়া চলে, তাহা হইলে, তিনি তাহাদিগকে লালন করিবেন, শক্তি যোগাইবেন এবং তাহাদিগকে যে আদেশ তিনি প্রদান করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিবার উপায় করিয়া দিবেন। কাজেই আমরা যখন বনভূমিতে কিছুকালের জন্য বাস করিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাদের জন্য উপায় ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন।

৪। এবং আমরা বহুবছর হাঁ এমনকি প্রায় আট বছর বনভূমিতে সাময়িক ভাবে বসবাস করিয়াছিলাম।

৫। অতঃপর, আমরা একটি স্হানে আসিয়া পৌঁছাইলাম। ইহার প্রচুর ফল ও বন্য মধুর জন্য আমরা ইহার নামকরণ করিলাম ঐশ্বর্যময়। এবং আমরা যাহাতে ধ্বংস না হই, সেই কারণেই প্রভু আমাদের জন্য, এইগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা সমুদ্র দেখিলাম এবং ইহার নামকরণ করিলাম ইরিয়েনটাম, যাহার অর্থ করিলে দাঁড়ায় প্রচুর জল।

৬। ইহার পর, আমরা সমুদ্রের ধারে আমাদের তাঁবু গাড়িলাম। আমরা যদিও দুঃখ কষ্ট দ্বারা, এবং হাঁ অতিরিক্ত অসুবিধা যাহা লিখিয়া শেষ করা যাইবে না তাহার দ্বারা, কষ্ট পাইয়াছিলাম তথাপি সমুদ্রের উপকূল দেখিয়া আমরা অত্যধিক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। এবং ইহার প্রচুর ফলের জন্য, আমরা ঐ স্হানের নামকরণ করিলাম ঐশ্বর্যময়।

৭। অতঃপর আমি নেফাই, এই ঐশ্বর্যময় ভূমিতে বহুদিন বাস করিবার পর, আবার ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিলাম, তিনি বলিলেন: ওঠ এই পাহাড়ের উপর গমন কর। এবং ইহার পর আমি ঐ পাহাড়ের উপর উঠিলাম, এবং প্রভুর নিকট আকুল আবেদন জানাইলাম।

৮। অতঃপর ঈশ্বর আমার সহিত কথা বলিলেন, তিনি বলিলেন: আমি তোমাকে যেরূপ ভাবে নির্দেশ প্রদান করিব, ঠিক সেইরূপ ভাবে তুমি একটি জাহাজ নির্মাণ করিবে, যাহাতে আমি তোমার লোকজনদিগকে এই জলাশয় পার করিয়া দিতে পারি।

৯। এবং আমি বলিলাম: প্রভু তুমি যেভাবে নির্দেশ দিয়াছ, সেইরূপে জাহাজ নির্মাণ করিবার যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য, যে ধাতু প্রয়োজন হইবে সেই ধাতু খুঁজিতে আমাকে কোথায় যাইতে হইবে?

১০। অতঃপর প্রভু আমাকে কোথায় গেলে, যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার জন্য ধাতু পাওয়া যাইবে, তাহা বলিলেন।

১১। ইহার পর আমি নেফাই আগুন জ্বালাইবার জন্য জন্তুর চামড়া দ্বারা একটি হাপর প্রস্তুত করিলাম এবং এই হাপর, যাহার দ্বারা আগুন জ্বালান সম্ভব উহা প্রস্তুত করিবার পর, আমি যাহাতে আগুন উৎপাদন করা যায়, তাহার জন্য দুইটি পাথর একত্রিত করিয়া উহাদিগকে ঘষা দিলাম।

১২। আমরা যতদিন বণভূমিতে ভ্রমণ করিয়াছি, ততদিন প্রভু আমাদিগকে প্রচুর আগুন জ্বালাইবার অনুমতি প্রদান করেন নাই; কারণ তিনি বলিয়াছিলেন: যাহাতে রান্না করিতে না হয়, তাহার জন্য আমি তোমাদের খাদ্য সুস্বাদু করিয়া দিব।

১৩। এবং যদি তোমরা আমার আদেশ রক্ষা করিয়া চল, তাহা হইলে, আমি বনভূমিতে তোমাদের আলোর কার্যও করিব, এবং তোমাদের সম্মুখে পথ প্রস্তুত করিয়া দিব। কাজেই যতই তোমরা আমার আদেশ পালন করিবে, ততই তোমরা প্রতিশ্রুত ভূমির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে, এবং তোমরা জানিবে যে, আমার দ্বারা তোমরা পরিচালিত হইতেছ।

১৪। এবং হাঁ, প্রভু আরও বলিয়াছিলেন: প্রতিশ্রুত ভূমিতে তোমরা যখন পৌঁছাইবে, তখন তোমরা জানিবে যে, এই আমি প্রভুই ঈশ্বর, এবং আমি প্রভু, তোমাদিগকে ধ্বংসের পথ হইতে উদ্ধার করিয়াছি; হাঁ আমি তোমাদিগকে জেরুজালেমের ভূমি হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি।

১৫। কাজেই আমি নেফাই, প্রভুর আদেশ সমূহ পালন করিবার জন্য, কঠোর পরিশ্রম করিলাম এবং আমার ভ্রাতাদিগকে বিশ্বাসী, এবং পরিশ্রমী হইবার জন্য, অনুরোধ করিলাম।

১৬। ইহার পর পাথর দ্বারা আগুন জ্বালাইয়া, উহা দ্বারা ধাতু গলাইয়া যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিলাম।

১৭। যখন আমার ভ্রাতাগণ আমাকে জাহাজ প্রস্তুত করিতে দেখিল, তাহারা পুনরায় তখন এই বলিয়া আমার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে শুরু করিল: আমাদের ভ্রাতা একটি বোকা, সে মনে করিয়াছে, সে একটি জাহাজ নির্মাণ করিতে পারিবে; এবং হাঁ সে আরো মনে করে যে, সে এই বিশাল জলাশয় পার হইতে সক্ষম হইবে।

১৮। এইরূপে, আমার ভ্রাতাগণ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে শুরু করিল; এবং তাহারা পরিশ্রম না করিতে মনস্থ করিল কারণ তাহারা ইহা বিশ্বাস করিল না যে, আমি জাহাজ প্রস্তুত করিতে পারিব। এবং তাহারা এই কথাও বিশ্বাস করিল না যে, ঈশ্বর আমাকে নির্দেশ দান করিয়াছেন।

১৯। অতঃপর আমি নেফাই, তাহাদের অন্তরের নির্মমতায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম; আমাকে দুঃখিত হইতে দেখিয়া তাহারা এত বেশী আনন্দিত হইল যে, তাহারা উল্লসিত হইয়া আমার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল: আমরা জানিতাম যে, তুমি জাহাজ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবে না, তোমার বিচারবুদ্ধির অভাব রহিয়াছে, কাজেই এতবড় একটি কার্য তুমি কখনই সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

২০। এবং আমাদের পিতা যেমন বুদ্ধিহীন কল্পনার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন, তুমিও সেই একই রূপ। হাঁ তিনি আমাদিগকে জেরুজালেমের ভূমি হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এবং এই এতগুলি বৎসর আমরা বনভূমিতে ঘুরিয়া কাটাইয়াছি; এবং আমাদের স্ত্রীগণ সন্তান ধারণ করিয়া, ভারী হইয়া, কষ্ট সহ্য করিয়াছে এবং বনভূমিতেই সন্তানের জন্মদান করিয়াছে, এবং এক মাত্র মৃত্যু ভিন্ন, সকল রকম কষ্টই তাহারা সহ্য করিয়াছে। এবং এত দু:খ কষ্ট সহ্য না করিয়া জেরুজালেম হইতে বাহির হইবার পূর্বে মৃত্যু বরণ করাই তাহাদের জন্য শ্রেয় ছিল।

২১। দেখ, যে সময়টা আমরা দুঃখ কষ্টের মধ্যে বনভূমিতে কাটাইলাম, সেই সময়টা আমরা আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি এবং আমাদের নিজস্ব ধন সম্পদ ভোগ করিতে পরিতাম: এবং হাঁ, আমরা সুখী হইতে পারিতাম।

২২। এবং আমরা জানি, জেরুজালেমের ভূমিতে যাহারা বাস করিতেছিল, তাহারা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কারণ তাহারা প্রভুর আইনগুলি, ও বিচারগুলি এবং মুসার আইন অনুযায়ী তাঁহার সকল আদেশসমূহ রক্ষা করিয়াছিল; অতএব আমরা জানি, তাহারা ধার্মিক ব্যক্তি ছিল। এবং আমাদের পিতা তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন, এবং আমাদিগকে ঐ ভূমি হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন, কারণ আমরা তাহার কথা মানিয়া লইয়াছিলাম; আমাদের ভ্রাতাও তাঁহারই মত হইয়াছে। এবং এইরূপ ভাষায়, তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে এবং অভিযোগ করিতে শুরু করিল।

২৩। অতঃপর আমি নেফাই, তাহাদের উদ্দেশ্যে এরূপ বলিলাম: তোমরা কি একথা বিশ্বাস কর যে, ইসরায়েলের সন্তান আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রভুর বাণীর প্রতি কর্ণপাত না করিলে, তাহারা মিশরবাসীগণের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া, বাহির হইয়া আসিতে সক্ষম হইত?

২৪। হাঁ, তোমরা কি মনে কর যে, যদি ঈশ্বর তাহাদিগকে বন্ধন মুক্ত করিবার জন্য, মুসাকে আদেশ না করিতেন, তাহা হইলে তাহারা বন্ধন মুক্ত হইতে পারিত?

২৫। তোমরা জান যে, ইসরায়েলের সন্তানগণ বন্দী অবস্থায় ছিল, এবং তোমরা ইহাও জান যে, তাহাদিগকে এরূপ কার্যভার প্রদান করা হইয়াছিল, যাহা সহ্য করা খুবই কষ্টকর ছিল। অতএব তোমরা জান সেই বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করা, তাহাদের জন্য নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাপার ছিল।

২৬। এখন, তোমরা ইহা জান যে, মুসা এই মহৎ কর্তব্য সমাধা করিবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং তোমরা জান, তাঁহার নির্দেশ লোহিত সাগরের জল, এদিক ওদিক সরিয়া গিয়াছিল এবং তাহারা শুষ্ক ভূমির উপর দিয়া উহা পার হইয়াছিলেন।

২৭। কিন্তু তোমরা জান, ফেরেওর সৈন্যগণ যাহারা মিশরের অধিবাসী ছিল তাহারা লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

২৮। এবং তোমরা আরো জান যে, বনভূমিতে তাহাদিগকে মান্না খাদ্য ভোজন করান হইয়াছিল।

২৯। এবং হাঁ তোমরা আরো জান যে, মুসা ঈশ্বরের ক্ষমতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, তাঁহার কথার দ্বারা, প্রস্তরে আঘাত করিয়াছিলেন এবং তখন উহা হইতে জল নিঃসৃত হইতে থাকে, এবং ইসরায়েলের সন্তানগণ সেই জলে, তাহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সক্ষম হন।

৩০। যদিও তাহাদের প্রভু ঈশ্বর, তাহাদের মুক্তিদাতা তাহাদিগকে পথ দেখাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলেন, রাত্রে তাহাদের জন্য আলো প্রদান করিয়াছিলেন, জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি, তাহারা তাহাদের হৃদয়কে নির্মম এবং মনকে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল এবং মুসা, ও তাহাদের সদা সত্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করিতে শুরু করিয়াছিল।

৩১। অতঃপর তাঁহার কথা অনুযায়ী তিনি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা অনুযায়ী তিনি তাহাদিগকে পরিচালনা করিয়াছিলেন; কথা অনুযায়ী তিনি তাহাদের জন্য সকল ব্যবস্হা করিয়াছিলেন, এবং এমন কিছুই ঘটে নাই যাহাতে তাঁহার নির্দেশ ছিল না।

৩২। অতঃপর জর্ডাণ নদী পার হইবার পর, তিনি তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। সেই ভূমির সন্তানদিগকে সেই স্হান হইতে বহিষ্কার করিবার মত, এবং হাঁ, তাহাহিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ধ্বংস করিবার মত শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন।

৩৩। এবং এখন তোমরা কি এরূপ মনে কর যে প্রাচুর্য্যের দেশের এই সন্তানগণ যাহারা এই স্হানে বাস করিত, এবং যাহারা আমাদের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক বিতারিত হইয়াছিল, তাহারা ধার্মিক ছিল? দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহারা সেরূপ ছিল না।

৩৪। তোমরা কি মনে কর, তাহারা ধার্মিক হইলে আমাদের পূর্বপুরুষদের অন্য কোন পথ ছিল? আমি তোমাদিগকে বলিব, না ছিল না।

৩৫। দেখ, প্রভু সকল দেহকে একই রূপে মূল্যায়ন করিয়াছেন; যে ব্যক্তি ধার্মিক, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের প্রিয়। কিন্তু দেখ, এই লোকগুলি ঈশ্বরের প্রতিটি নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, এবং তাহারা পাপে পূর্ণ হইয়াছিল। কাজেই, ঈশ্বরের রোষ সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের উপর গিয়া পড়িল। প্রভুর সেই ভূমি তাহাদের বিরুদ্ধে অভিশপ্ত করিয়া তুলিলেন, এবং আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নিকট, উহা আশীর্বাদ করিয়া তুলিলেন। হাঁ তিনি তাহাদের ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত, উহা তাহাদের জন্য অভিশপ্ত করিয়া রাখিলেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নিকট তাহারা উহার উপর ক্ষমতা লাভ করা পর্যন্ত, উহা আশীর্বাদ করিয়া রাখিলেন।

৩৬। দেখ, ঈশ্বর এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাতে বসবাস করিবার জন্য, এবং তিনি তাঁহার সন্তান সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তাহারা ইহার দখল লইতে পারে।

৩৭। এবং তিনি একটি ধার্মিক জাতি গঠন করিয়া তুলিয়াছেন, এবং পাপে পূর্ণ জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন।

৩৮। তিনি ধার্মিক লোকদিগকে ঐশ্বর্যময় ভূমিতে পরিচালনা করিয়া লইয়া গেছেন, এবং পাপীদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন, এবং তাহাদের নিকট সেই ভূমিকে অভিশপ্ত করিয়াছেন।

৩৯। তিনি উচ্চে স্বর্গে অবস্থান করিয়া শাসন করিয়া থাকেন, কারণ, উহাই তাঁহার সিংহাসন এবং এই পৃথিবী হইল তাঁহার পা রাখিবার স্থান।

৪০। তাহাদিগকেই তিনি ভালবাসেন, যাঁহারা তাঁহাকে, তাহাদের ঈশ্বর রূপে গ্রহণ করে। দেখ তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে ভালবাসিতেন, তাই তিনি তাহাদের সহিত একত্রিত হইয়াছিলেন; হাঁ এমনকি আব্রাহাম, আইশাক এবং যেকবের সহিতও, এবং তাঁহাদের সহিত যে চুক্তি তিনি করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্মরণ রাখিয়াছেন, সেই কারণেই তিনি তাহাদিগকে মিশরের ভূমি হইতে, উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন।

৪১। এবং তাঁহার শাসনদন্ড দ্বারা, বনভূমিতে তিনি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন, কারণ তাহারা তাহাদের হৃদয়কে তোমরা যেরূপ করিয়াছ, সেইরূপ নির্মম করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহাদের অন্যায়ের জন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে হিংস্র সর্প প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা সর্প দ্বারা দংশিত হইবার পর, তিনি তাহাদের নিরাময়ের জন্য, একটি পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এবং যে পরিশ্রম তাহাদিগকে করিতে হইয়াছিল, তাহা হইল দৃষ্টিপাত করা। এবং ইহা এত সরল ছিল বলিয়া, অথবা এত সহজ ছিল বলিয়া, অনেকে ধ্বংস হইয়া গেল।

৪২। সময় সময়, তাহারা তাহাদের হৃদয়কে নির্মম করিয়া তুলিয়াছে, এবং মুসা ও ঈশ্সরের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করিয়াছে, যাহা হউক তোমরা জান যে, তাঁহার তুলনাহীন ক্ষমতা দ্বারা, তিনি তাহাদিগকে প্রতিশ্রুত রাজ্যের দিকে পরিচালনা করিয়াছিলেন।

৪৩। এখন এত কিছু ঘটিবার পর, তাহাদিগের পাপী হইয়া উঠিবার সময় হইয়াছে, হাঁ, প্রায় পরিপূর্ণ রূপে; আমি ইহা ভিন্ন আর কিছু জানিনা যে, তাহারা ধ্বংসের পথে চলিয়াছে; কারণ আমি জানি এমন একদিন আসিবে, যেদিন তাহারা অবশ্যই ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিছু রক্ষা পাইবে এবং তাহারা বন্দী হইবে।

৪৪। সেই জন্যই প্রভু, আমার পিতাকে বনভূমির পথে প্রস্থান করিতে আদেশ করিয়াছেন। এবং ইহুদিগণ তাহার প্রাণ হরণের চেষ্টা করিয়াছিল, এবং হাঁ, তোমরাও তাহার জীবন নাশের চেষ্টা করিয়াছিলে। কাজেই অন্তরে তোমরা সকলেই এক একজন হত্যাকারী, এবং তোমরা উহাদেরই অনুরূপ।

৪৫। হাঁ, তোমরা খুব শীঘ্রই পাপ কাজে লিপ্ত হইয়া যাও, কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর, প্রভুর নাম স্মরণ করিবার সময় তোমরা বিলম্ব করিতে থাক। তোমরা একজন স্বর্গীয় দূতের দর্শন লাভ করিয়াছ। সময় সময়, তোমরা তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়াছ এবং শান্ত ও মৃদুস্বরে তিনি তোমাদের উদ্দেশ্যে কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তোমরা এরূপ মনোভাবে প্রকাশ করিয়াছিলে যে তোমরা তাহার কথা বুঝিতে পারিতেছ না। কাজই তিনি তোমাদের উদ্দেশ্যে বজ্রগম্ভীর স্বরে কথা বলিয়াছিলেন যাহাতে পৃথিবী এরূপ কম্পিত হইয়াছিল যে, মনে হইতেছিল ইহা ভাঙিগয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে।

৪৬। এবং তোমরা আরো জানো যে, তাঁহার সর্বশক্তিমান কথার ক্ষমতার দ্বারা তিনি পৃথিবী ধ্বংস করিতে পারেন, এবং হাঁ, তোমরা জান তাহার কথায় উচ্চ ভূমি সমতল ভূমিতে পরিণত হয়, এবং সমতল ভূমি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিগয়া যায়। অতএব কিরূপে তোমরা এরূপ নিষ্ঠুর হৃদয় হইতে পার?

৪৭। দেখ তোমাদের জন্য, আমার হৃদয় যন্ত্রণায় ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, এবং আমার অন্তরে কষ্ট হইতেছে; আমি আশঙ্কা করিতেছি তোমরা চিরকালের জন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। দেখ ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা আমি এতই পূর্ণ হইয়াছি যে, আমার দেহে নিজস্ব কোন শক্তি নাই।

৪৮। **অতঃপর**, আমি তাহাদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলিবার পর, তাহারা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইল এবং আমাকে সমুদ্রের গভীর জলে নিক্ষেপ করিতে চাহিল। তাহারা আমার গায় যখন হাত দিতে আসিল, আমি তখন তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলাম: সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি, তোমরা আমার দেহ স্পর্শ করিও না। কারণ আমার দেহ, এমনকি আমার শরীরের সকল মাংস ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, কাজেই যে আমার দেহে হস্ত স্থাপন করিবে সে নল-খাগড়া যেরূপ শুষ্ক হয়, সেইরূপ শুষ্ক হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের ক্ষমতার নিকট সে নগণ্য হইবে, কারণ ঈশ্বর তাহাকে আঘাত করিবেন।

৪৯। **অতঃপর**, আমি নেফাই, তাহাদিগকে বলিলাম যে তাহাদের পিতার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা তাহাদের উচিত নয়, এবং আমার সহিত একত্রে পরিশ্রম করা হইতে বিরত হওয়াও তাহাদের উচিত নয় কারণ, ঈশ্বর আমাকে জাহাজ নির্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

৫০। আমি তাহাদিগকে বলিলাম: ঈশ্বর যদি আমাকে সকল কার্য করিতে আদেশ করেন, আমি তাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইব। তিনি যদি আমাকে এরূপ আদেশ করেন যে, জলের উদ্দেশ্যে আমাকে বলিতে হইবে উহা স্থলে পরিণত হউক, তাহা হইলে উহা স্থলে পরিণত হইবে। যদি আমাকে উহা উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে উহা সত্যে পরিণত হইবে।

৫১। এখন, ঈশ্বর যখন এইরূপ বিরাট ক্ষমতার অধিকারী, এবং মানব সন্তানগণের মাধ্যমে তিনি অনেক অলৌকিক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে কেন তিনি আমাকে একটি জাহাজ নির্মাণ করিবার জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবেন না?

৫২। এবং আমি নেফাই, আমার ভ্রাতাদিগের উদ্দেশ্যে এত কিছু বলিলাম যে, তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং তাহারা আমার বিরুদ্ধে আর বিতর্ক করিতে সক্ষম হইল না। আমার দেহে তাহারা হস্ত স্থাপন করিল না এবং আমার দেহ স্পর্শ পর্যন্ত করিল না, এমনকি বহুদিন পর্যন্ত তাহারা ঐরূপ করে নাই। এখন, আমার সম্মুখে শুষ্ক হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা ঐরূপ করে নাই। ঈশ্বরের শক্তি এত ক্ষমতাশালী ছিল যে এইরূপে উহা তাহাদের উপর কার্য করিয়াছিল।

৫৩। অতঃপর প্রভু আমাকে বলিলেন: তোমার ভ্রাতাদিগের প্রতি তুমি পুনরায় হস্ত প্রসারণ কর, এবং তাহারা তোমার সম্মুখে শুষ্ক হইয়া যাইবে না। কিন্তু আমি তাহাদিগকে আঘাত করিব, প্রভু বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিব যাহাতে তাহারা জানিতে পারে যে, আমি প্রভু, তাহাদের ঈশ্বর।

৫৪। ইহার পর, আমি আমার ভ্রাতাদিগের প্রতি আমার হস্ত প্রসারণ করিলাম, তাহারা আমার সম্মুখে শুষ্ক হইয়া গেল না কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে আঘাত করিলেন, যেরূপ ভাবে তিনি বলিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ ভাবে।

৫৫। এখন তাহারা বলিল: আমরা এখন নিশ্চিত হইলাম যে, প্রভু তোমার সহিত রহিয়াছেন, কারণ আমরা জানি, যে ক্ষমতা আমাদিগকে আঘাত করিয়াছে, তাহা প্রভুরই শক্তি। তাহারা আমার সম্মুখে পতিত হইয়া, প্রায় আমাকে উপাসনা করিতে উদ্যত হইল: কিন্তু আমি তাহাদিগকে সেই কষ্ট করিতে দিলাম না, এবং বলিলাম: আমি তোমাদের ভ্রাতা, এবং তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের আরাধনা কর, তোমাদের পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা কর, যাহাতে, প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর তোমাদিগকে যে ভূমি দান করিবেন, সেই স্থানে তোমরা বে শীদিন বসবাস করিতে সক্ষম হও।

পরিচ্ছেদ ১৮

জাহাজ নির্মাণ সমাপ্ত হইল–যেকব এবং যোসেফ–আনন্দ উৎসব এবং বিদ্রোহ–সমুদ্রে ঝড়–প্রতিশ্রুত ভূমিতে আগমন।

১। **অতঃপর** তাহারা ঈশ্বরের আরাধনা করিল, এবং আমার সহিত যোগদান করিল: আমরা অদ্ভুত দক্ষতার সহিত কার্যের যোগ্য কাষ্ঠ নির্মাণ করিলাম। এবং প্রভু সময় সময় কিরূপে আমরা সেই কাষ্ঠ জাহাজ নির্মাণ করিবার কার্যে লাগাইব তাহার জন্য নির্দেশ প্রদান করিলেন।

২। আমি নেফাই, যেরূপে লোকে কাষ্ঠ দ্বারা কার্য করিতে শেখে, সেই রূপে উহা করি নাই এবং যেরূপে লোকে জাহাজ প্রস্তুত করে, আমি সেই রূপেও উহা করি নাই। যেরূপে প্রভু আমাকে নির্দেশ দান করিয়াছেন, আমি ঠিক সেইরূপেই উহা করিয়াছি, কাজেই লোকে যেরূপে প্রস্তুত করে উহা সেইরূপ হয় নাই।

৩। এবং আমি নেফাই, প্রায়ই পাহাড়ের উপর গমন করিতাম, এবং প্রভুর নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিতাম; এইরূপে প্রভু আমাকে এই বিরাট বস্তু প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দান করিলেন।

৪। **অতঃপর**, আমি প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী জাহাজটি নির্মাণ সমাপ্ত করিবার পর, আমার ভ্রাতাগণ দেখিতে পাইল যে, ইহা সুন্দর হইয়াছিল, এবং ইহার গঠন প্রণালী অতিশয় চমৎকার ছিল। কাজেই, তাহারা পুনরায় তাহাদের নিজেদেরকে প্রভুর নিকট বিনীত করিল।

৫। ইহার পর প্রভু আমার পিতাকে নির্দেশ দান করিলেন। যাহাতে আমরা সকলে উঠিয়া জাহাজের মধ্যে গমন করি।

৬। **অতঃপর**, ভোর বেলা, আমাদের সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়া লইলাম। অনেক ফল, বনভূমি হইতে মাংস, এবং প্রচুর পরিমাণে মধু এবং প্রভু আমাদিগকে যে সকল বস্তুর জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন, সেই সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়া আমাদের সকল বোঝা, এবং সকল প্রকার বীজ লইলাম, এবং সকলেই তাহাদের বয়স অনুযায়ী সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়া লইল; ইহার পর আমরা আমাদের স্ত্রী, এবং সন্তানগণকে লইয়া জাহাজে উঠিয়া বসিলাম।

৭। আমার পিতা বনভূমিতে দুই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠের নাম ছিল যেকব এবং কনিষ্ঠের নাম যোসেফ।

৮। এবং আমরা সকলে জাহাজে প্রবেশ করিবার পর, আমাদের সকল বস্তু এবং ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা আদেশ করিয়াছেন সেই সকল বস্তু ভিতরে লইয়া যাইবার পর, আমরা সমুদ্রের মধ্যে দিয়া চলিতে থাকিলাম, এবং বায়ু কর্তৃক, আমরা প্রতিশ্রুত ভূমির প্রতি চালিত হইতে থাকিলাম।

৯। এইরূপে, বহুদিন বায়ু কর্তৃক পরিচালিত হইবার পর দেখ, আমার ভ্রাতাগণ, ইসমায়েলের পুত্রগণ, এবং তাহাদের স্ত্রীগণও এত আনন্দিত এবং উল্লসিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা নৃত্য করিতে, গান গাহিতে শুরু করিল এবং অভদ্র ভাষায় কথা বলিতে লাগিল এমনকি কোন্ শক্তির সাহায্যে, তাহারা ঐ স্থানাভিমুখে আনীত হইয়াছে তাহাও, তাহারা বিস্মৃত হইল: হাঁ, তাহারা অতিমাত্রায় অভদ্র হইয়া উঠিল।

১০। এবং আমি নেফাই, এই আশঙ্কায় অতিশয় ভীত হইয়া উঠিলাম যে, প্রভু আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন, এবং আমাদের পাপের জন্য আমাদিগকে আঘাত হানিবেন যাহাতে, আমরা সমুদ্র গহ্বরে নিমজ্জিত হইব। অতএব আমি নেফাই, অনেক নম্রভাবে তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু দেখ, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলিল: আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগকে শাসন করিবে, তাহা আমরা সহ্য করিব না।

১১। অত:পর, লেমান এবং লেমুয়েল, আমাকে ধরিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিল, এবং আমার সহিত অতিশয় খারাপ ব্যবহার করিতে থাকিল। যাহা হউক ঈশ্বর উহা সহ্য করিয়াছিলেন, অন্যায়কারীদিগের বিষয় তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা পরিপূর্ণ করিবার জন্য, তিনি তাঁহার ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

১২। অতঃপর আমি যাহাতে নড়িতে না পারি এরূপ শক্ত করিয়া আমাকে বাঁধিবার পর, ঈশ্বরের নির্দেশে যে দিক-নির্ণয় যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

১৩। কাজেই, কোন দিকে জাহাজ পরিচালিত করিতে হইবে, তাহারা তাহা বুঝিতে পারিল না। যেহেতু সেইস্থানে একটি বড় ঝড় দেখা গেল, হাঁ একটি বিরাট এবং সাংঘাতিক ঝড়, এবং আমরা জলে তিন দিনের পথ পিছাইয়া গেলাম; তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া গেল এই আশঙ্কায় যে, তাহারা সমুদ্রে তলাইয়া যাইবে; যাহা হউক তাহারা আমাকে বন্ধন মুক্ত করিল না।

১৪। এবং চতুর্থ দিন, যখন আমরা পিছনের দিকে পরিচালিত হইতেছিলাম, তখন ঝড় ভীষণ আকার ধারণ করিতে লাগিল।

১৫। এইরূপ আমরা প্রায় সমুদ্র গর্ভে তলাইয়া যাইতে লাগিলাম। চতুর্থদিন আমাদের জাহাজ পশ্চাতদিকে পরিচালিত হইবার পর, আমার ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিল যে, ঈশ্বরের শাস্তি তাহাদের উপর পতিত হইয়াছে এবং তাহাদের পাপের জন্য অনুতাপ না করিলে, তাহারা অবশ্যই ধ্বংস হইয়া যাইবে; কাজেই তাহারা আমার নিকট আসিয়া আমার কব্জির বাঁধন খুলিয়া দিল, এবং দেখ, উহা কি ভীষণ ভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছিল এবং আমার পায়ের গোড়ালিও ঐরূপ ভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছিল, এবং উহাতে অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল।

১৬। যাহা হউক, আমি আমার ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগী হইলাম, এবং সমস্তদিন ধরিয়া আমি তাঁহার মহিমাকীর্তন করিলাম, এবং আমার যন্ত্রণার জন্য আমি প্রভুর বিরুদ্ধে কোন অসন্তোষ প্রকাশ করি নাই।

১৭। আমার পিতা লেহাই তাহাদের উদ্দেশ্যে, এবং ইসমায়েলের পুত্রগণের উদ্দেশেও অনেক কিছু বলিয়াছিলেন; কিন্তু দেখ, তাহারা আমার পক্ষে যাহাতে কেহ কিছু না বলে, সেইজন্য সকলকে অনেক ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল। এবং আমার পিতামাতা বহুবছর ধরিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তাহাদের সন্তানদিগের জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, এমনকি তাহাদিগকে তাহাদের রোগশয্যায় পর্যন্ত হীন করা হইয়াছিল।

১৮। তাহাদের শোক দুঃখ, এবং আমার ভাইদের পাপের জন্য তাহাদিগকে এইবার একেবারে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে প্রায় এরূপ অবস্থায় আনিয়া ফেলা হইল। হাঁ তাহাদের পক্ক কেশ প্রায় নিচে ধুলায় আনিয়া ফেলা হইয়াছিল, এমনকি তাহাদিগকে দুঃখের সহিত জলে নিক্ষেপ করিয়া সলিল সমাধির ব্যবস্হা করা হইয়াছিল।

১৯। যেকব এবং যোসেফ ছোট ছিল, তাহাদের পুষ্টির দরকার ছিল তাহারও তাহাদের মাতার কষ্টে শোকাচ্ছন্ন ছিল; এবং আমার স্ত্রীও তাহার অশ্রু, এবং তাহার প্রার্থনা লইয়াছিল এবং আমার সন্তানগণও তাহাই ছিল, ইহারা কেহই আমার ভ্রাতাদিগের হৃদয় কোমল করিতে সক্ষম হয় নাই, যাহাতে তাহারা আমার বাঁধন খুলিয়া দেয়।

২০। তখন ঈশ্বরের ক্ষমতা ভিন্ন এমন আর কোন পথ ছিল না। যাহা তাহাদিগকে ধংসের ভয়ে ভীত করিয়া তাহাদের হৃদয়কে নম্র করিয়া তুলিতে পারিত; কাজেই যখন তাহারা দেখিল যে, তাহারা সমুদ্র গহ্বরে নিমজ্জিত হইতে যাইতেছে, তখন তাহারা তাহাদের কৃত কর্মের জন্য এতই অনুতাপ করিল যে, তাহারা আমার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল।

২১। অতঃপর আমাকে বন্ধন মুক্ত করিবার পর দেখ, আমি দিক দর্শন যন্ত্রটি হাতে তুলিয়া লইলাম, এবং আমি যে ভাবে ইচ্ছা করিলাম, সেই ভাবেই ইহা চলিতে লাগিল। ইহার পর, আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিলাম। আমার প্রার্থনা শেষ হইলে বাতাস বন্ধ হইল, এবং ঝড় বন্ধ হইল, এবং বিরাট প্রশান্তি নামিয়া আসিল।

২২। অতঃপর, আমি নেফাই, জাহাজ পরিচালনা করিতে লাগিলাম যাহার ফলে পুনরায় আমরা প্রতিশ্রুত ভূমির দিকে জলযাত্রা শুরু করিলাম।

২৩। ইহার পর, অনেকদিন জলপথে যাত্রা করিবার পর, অবশেষে, আমরা প্রতিশ্রুত ভূমিতে আসিয়া পৌঁছিলাম; আমরা সেই ভূমিতে অবতরণ করিয়া, সেই স্হানে আমাদের তাঁবু গাড়িলাম। এবং আমরা উহার নামকরণ করিলাম প্রতিশ্রুত ভূমি।

২৪। অতঃপর আমরা ভূমি কর্ষণ করিতে, এবং বীজ বপন করিতে শুরু করিলাম; হাঁ আমরা আমাদের সকল বীজ, যেগুলি আমরা জেরুজালেম হইতে আনয়ন করিয়াছিলাম, তাহা ভূমিতে বপন করিলাম। উহারা প্রচুর পরিমাণে জন্মিল; কাজেই আমরা প্রাচুর্যের আশীর্বাদ লাভ করিলাম।

২৫। অতঃপর, প্রতিশ্রুত দেশের বনভূমিতে ভ্রমণ করিয়া, আমরা দেখিলাম সেখানকার বনে সকল রকম জীব জন্তু রহিয়াছে। সেখানে গাভী বলদ, গাধা, ঘোড়া, ছাগল এবং বন্য ছাগল এবং মানুষের কাজে লাগে এরূপ সর্ব প্রকার বন্য জীব জন্তু দেখিতে পাইলাম। এবং আমরা স্বর্ণ এবং রৌপ্য ও তাম্র এইরূপ সকল প্রকার ধাতু খুজিয়া পাইলাম।

নেফাইয়ের দ্বিতীয় পুস্তক

লেহাইয়ের মৃত্যুর একটি বিবরণ। নেফাইয়ের ভ্রাতাগণ তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। প্রভু নেফাইকে বনভূমিতে প্রস্থান করিবার জন্য সাবধান করিলেন। বনভূমির পথে তাহার যাত্রা।

পরিচ্ছেদ ১

ধার্মিক ব্যক্তিদিগের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ, এবং পাপীদের জন্য অভিশাপ স্বরূপ, একটি স্বাধীন দেশ।...লেহাইএর উপদেশ দান।

১। অতঃপর, আমি নেফাই, আমার ভ্রাতাদিগকে শিক্ষাদান করিবার পর, আমার পিতা লেহাইও তাহাদের উদ্দেশ্যে অনেক কিছু বলিলেন, যেমন জেরুজালেমের ভূমি হইতে তাহাদিগকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া ঈশ্বর কত মহান কার্য করিয়াছেন।

২। তিনি তাহাদিগকে সমুদ্রে তাহাদের বিদ্রোহ করিবার কথা, এবং ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা যাহা তাহাদিগকে সমুদ্রের বুকে নিমজ্জিত হইবার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, সেই বিষয় বলিলেন।

৩। তিনি তাহাদিগকে, যে প্রতিশ্রুত ভূমি তাহারা লাভ করিয়াছে তাহার সম্পর্কেও বলিলেন–আমাদিগকে জেরুজালেমের ভূমি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিবার জন্য সাবধান করিয়া, প্রভু, আমাদিগকে কত দয়া দেখাইয়াছেন সেই কথা বলিলেন।

৪। কারণ, তিনি বলিলেন: দেখ, আমি একটি দিব্য দৃষ্টি দেখিয়াছি তাহা হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, জেরুজালেমের ভূমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; আমরা জেরুজালেমে থাকিলে ঐ সাথে আমরাও ধ্বংস হইয়া যাইতাম।

৫। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমাদের এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও, আমরা একটি প্রতিশ্রুত ভূমি লাভ করিয়াছি, যে ভূমি অন্য সকল ভূমির উপরে নির্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে; যে ভূমি আমার বংশধরদিগকে বংশ পরম্পরায় প্রদান করিবেন বলিয়া, প্রভু আমার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন। হাঁ ঈশ্বর আমার নিকট আমার বংশধরদিগের জন্য, এবং অন্য আর যাহারা অন্যান্য দেশ হইতে ঈশ্বর কর্তৃক এই স্থানে পরিচালিত হইবে তাহাদের জন্য, এই ভূমির বিষয় চুক্তি করিয়াছিলেন।

৬। অতএব ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে, এই ভূমিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হওয়া ভিন্ন অন্য কেহ আগমন করিবে না।

৭। কাজেই এই ভূমি, তিনি যাহাদের এই স্থানে আনিবেন, তাহাদের ব্যবহার করিবার জন্যই তিনি প্রদান করিয়াছেন। এবং যদি তাহারা; তিনি যে আদেশগুলি প্রদান করিয়াছেন সেই ভাবে তাঁহার সেবা করে, তাহা হইলে, এই ভূমি তাহাদের

জন্য একটি স্বাধীন ভূমিতে পরিণত হইবে, যাহাতে তাহারা কোনদিনই আর বন্দীদশা প্রাপ্ত হইবে না। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তাহাদের পাপের ফলেই তাহা ঘটিবে। কেহ পাপে পূর্ণ হইলে, এই ভূমি তাহার নিকট অভিশপ্ত ভূমিতে পরিণত হইবে, এবং ধার্মিক ব্যক্তির জন্য ইহা সর্বকাল আশীর্বাদরূপে অবস্থান করিবে।

৮। দেখ ইহা প্রভুরই ইচ্ছা যে, এই ভূমি এতদিন সকল জাতির জ্ঞানের বাহিরে থাকিবে। কারণ দেখ, তাহা হইলে অনেক জাতিই এই দেশ ছাইয়া ফেলিত, এবং একটি নির্দিষ্ট জাতির বংশগতির স্থান হইত না।

৯। এই কারণে, আমি লেহাই এই অঙ্গীকার লাভ করিয়াছিলাম যে, প্রভু ঈশ্বর যাহাদিগকে জেরুজালেমের ভূমি হইতে বাহির করিয়া আনিবেন, তাহারা যে পরিমাণে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিবে, সেই পরিমাণই তাহারা এই ভূমির উপর উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে; এবং তাহাদিগকে অন্য সকল জাতি হইতে রক্ষা করা হইবে, যাহাতে, তাহারা এই ভূমি তাহাদের দখলে রাখিতে পারে। এবং তাহারা যদি ঈশ্বরের আদেশ পালন করে, তাহা হইলে তাহারা এই ভূমিতে আশীর্বাদ লাভ করিবে, এবং তাহাদিগকে নির্যাতন করিবার জন্য, অথবা তাহাদের পৈত্রিক সম্পদ দখল করিবার জন্য, কেহ আসিবে না এবং তাহারা চিরকাল নিরাপদে বসবাস করিবে।

১০। কিন্তু দেখ, এমন দিন যদি কখন আসে, যখন তাহারা প্রভুর হস্ত হইতে এত বড় আশীর্বাদ লাভ করিয়া,–পৃথিবী সৃষ্টির এবং সকল মানবের আস্বাদ জানিতে পারিয়া, পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল হইতে প্রভুর মহান এবং চমৎকার কার্যের বিষয় জানিয়া, বিশ্বাসের দ্বারা তাহাদিগকে সকল কার্য করিবার জন্য যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে তাহা লাভ করিয়া, আদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল আদেশসমূহ লাভ করিয়া, এবং তাহার অতিশয় করুণার সাহায্যে এই প্রতিশ্রুত ভূমিতে আনীত হইয়া, তাহার পরও তাহারা অবিশ্বাসে, অধঃপাতে পতিত হয়, দেখ, আমি বলিতেছি যদি এমন দিন আসে যেদিন তাহারা ইসরায়েলের পবিত্র জন্য, সত্যিকারের ত্রাণকর্তা তাহাদের মুক্তি দাতা, এবং ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে, দেখ, তাঁহার শাস্তি তাহাদের উপর অবশ্যই নামিয়া আসিবে।

১১। হাঁ, তিনি তাহাদের নিকট অন্য জাতিকে আনয়ন করিবেন, এবং সেই জাতিকে সকল ক্ষমতা প্রদান করিবেন, এবং তাহাদের দখলে যে ভূমি ছিল তাহা তিনি ছিনাইয়া লইবেন, এবং তাহাদিগকে তিনি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং আঘাতে চূর্ণ করিবেন।

১২। হাঁ এক জাতি যখন অন্য জাতি দ্বারা স্থানান্তরিত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে প্রচুর রক্তপাত হয় এবং তাহাদের উপর দৈব অসন্তোষ বর্ষিত হয়। অতএব আমার পুত্রগণ আমি তোমাদিগকে এইকথা বলিব যে, তোমরা স্মরণ রাখিও; হাঁ আমি আরো বলিব, তোমরা আমার কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিও।

১৩। যাহাতে তোমরা জাগ্রত হইতে সক্ষম হও; গভীর নিদ্রা, হাঁ এমন কি, নরকের গভীর নিদ্রা হইতে তোমরা জাগ্রত হইয়া ওঠ, এবং যে ভয়ঙ্কর শৃঙ্খল দ্বারা, তোমরা পরিবেষ্টিত হইয়া আছ, যে শৃঙ্খল মানব সন্তানকে বন্দী করিয়া রাখে, যাহাতে তাহারা বন্দীরূপে অনন্ত দুঃখ এবং দুর্দশার সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যায়, তোমরা সেই শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হও।

১৪। জাগ্রত হও, এবং আবর্জনা হইতে মুক্ত হও, তোমাদের কম্পিত পিতা মাতা, যাহাদের শরীরের অংশগুলিকে তোমরা খুব শীঘ্রই শীতল এবং শান্ত সমাধিতে স্থাপন করিবে, যে স্থান হইতে কোন ভ্রমণকারীই আর ফিরিয়া আসিতে পারে না, তাহাদের কথাগুলি শ্রবণ কর। অল্প কিছুদিনের ভিতরই আমি, যে স্থানে পৃথিবীর সকলকেই যাইতে হইবে, সেই স্থানে গমন করিব।

১৫। কিন্তু দেখ, প্রভু আমার অন্তরকে নরক হইতে মুক্ত করিয়াছেন; আমি তাঁহার মহিমা দেখিতে পাইয়াছি এবং তাহার স্নেহের বন্ধনে আমি চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইয়াছি।

১৬। এবং আমি কামনা করি তোমরা ঈশ্বরের আদেশগুলি পালন করিবার কথা, এবং তাঁহার বিচারের কথা স্মরণ রাখিবে; দেখ শুরু হইতে ইহাই আমার অন্তরের একমাত্র চিন্তা।

১৭। আমার হৃদয় সময় সময়, দুঃখের ভারে অবনত হইয়া গিয়াছে, আমি তোমাদের অন্তরের নির্মমতায় এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিয়াছি যে, প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের উপর সম্পূর্ণরূপে ক্রুদ্ধ হইবেন, যাহাতে তোমরা শেষ হইয়া যাইবে, এবং চিরকালের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

১৮। অথবা, অনেক পুরুষ পর্যন্ত তোমাদের উপর অভিশাপ নামিয়া আসিবে, এবং তোমরা যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ দ্বারা দন্ড প্রাপ্ত হইবে, এবং ঘৃণ্য হইবে, আর শয়তানের ইচ্ছামত তাহার বন্দী হিসাবে পরিচালিত হইবে।

১৯। হে আমার পুত্রগণ, এই সকল বস্তু যেন তোমাদিগের উপর না আসিতে পারে, পক্ষান্তরে, তোমরা যেন প্রভুর নির্বাচিত এবং প্রিয় ব্যক্তি হইতে পার। দেখ, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে, কারণ তাঁহার পথ চিরকালের জন্যই ধার্মিকতার পথ।

২০। এবং তিনি বলিয়াছেন : যতই তোমরা আমার আদেশ পালন করিতে থাকিবে, ততই তোমরা এই ভূমিতে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে। কিন্তু যতই তোমরা আমার আদেশ অমান্য করিবে, ততই তোমরা আমার সম্মুখ হইতে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

২১। এখন আমার হৃদয় যাহাতে তোমাদের জন্য আনন্দিত হইতে পারে, এবং আমার আত্মা যাহাতে তোমাদের জন্য শান্তিতে এই পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারে, আমাকে যাহাতে দুঃখ এবং কষ্ট লইয়া সমাধিস্থ না হইতে হয়, সেই কারণে হে আমার পুত্রগণ, তোমরা আবর্জনা মুক্ত হও এবং মানুষ হও, এবং এক অন্তর এবং এক আত্মা দ্বারা সিদ্ধান্ত লও। এবং সকল কার্যে সংঘবদ্ধ হও যাহাতে তোমরা কখনও বন্দীদশা প্রাপ্ত না হও।

২২। যাহাতে তোমরা নিদারুণ অভিশাপে অভিশপ্ত না হও; এবং আরও, যাহাতে তোমাদের উপর সদয় ঈশ্বরের অসন্তোষ না আসিয়া পড়ে, যাহাতে তোমাদের বিনাশ ঘটে, হাঁ দেহ এবং আত্মা উভয়েরই চিরন্তন বিনাশ।

২৩। আমার পুত্রগণ, তোমরা জাগ্রত হও:ধার্মিকতার অস্ত্র দেহে ধারণ কর। যে শৃঙ্খলে তোমরা আবদ্ধ রহিয়াছ, উহা পরিত্যাগ কর এবং অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আস এবং আবর্জনা মুক্ত হও।

২৪। তোমাদের ভ্রাতা, যাহার চিন্তাধারা গৌরবময়, এবং যে, আমরা জেরুজালেম পরিত্যাগ করিবার পর হইতেই প্রভুর আদেশসমূহ পালন করিয়া আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে আর বিদ্রোহ করিও না। এবং যে ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র হইয়া, আমাদিগকে এই প্রতিশ্রুত ভূমিতে আনয়ন করিয়াছে, যে না থাকিলে আমরা বনভূমিতে ক্ষুধায় শেষ হইয়া যাইতাম তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিও না; যাহা হউক তোমরা তাহার প্রাণ নাশের চেষ্টা করিয়াছিলে এবং হাঁ, তোমাদের জন্য সে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছে।

২৫। আমি তোমাদের জন্য অতিশয় ভীত এবং কম্পিত হইয়াছিলাম এই আশঙ্কায়, যে, সে আবার কষ্ট ভোগ করিবে, কারণ দেখ, তোমরা তাহাকে এই বলিয়া দোষারোপ করিলে যে সে ক্ষমতা গ্রহণ করিতে, এবং তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আমি জানি, সে ক্ষমতা চাহে নাই, এবং তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিতেও চাহে নাই সে ঈশ্বরের মহিমা, এবং তোমাদের নিজেদের অনন্তকালের সুখ শান্তি কামনা করিয়াছিল।

২৬। এবং সে তোমাদের উদ্দেশ্যে সত্য কথা বলিয়াছিল বলিয়া, তোমরা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলে; তোমরা বলিয়াছিলে যে সে তোমাদের প্রতি কঠোর হইয়াছিল; তোমরা আরো বলিয়াছিলে সে তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু দেখ তাহার সেই কঠোরতা ছিল, ঈশ্বরের যে আদেশ তাহার মধ্যে ছিল সেই ক্ষমতার কঠোরতা এবং যাহাকে তোমরা ক্রোধ বলিয়াছিলে, তাহা ছিল সত্য। ঈশ্বরের সেই ইচ্ছা অনুযায়ী, সে ঐগুলিকে সাহসের সহিত তোমাদের নিকট, তোমাদের পাপের জন্য প্রকাশ করা হইতে বিরত হয় নাই।

২৭। এবং নিশ্চয়ই তোমাদিগকে আদেশ করিবার ক্ষমতা, যাহা তোমাদের অবশ্য পালনীয় ছিল তাহা, এবং ঐশ্বরিক শক্তি তাহার ভিতরে অবস্থান করিবার প্রয়োজন ছিল। কারণ দেখ, ইহা সে নিজে নয়, বরং ইহা ঐশ্বরিক শক্তি, যাহা তাহাকে মুখ খুলিয়া কথা বলিতে সাহায্য করিয়াছিল, এবং যাহা সে বন্ধ করিতে সক্ষম ছিল না।

২৮। এখন, আমার পুত্র লেমান, লেমুয়েল এবং স্যাম এবং ইসমায়েলের পুত্রগণ, যাহারা আমার নিকট পুত্রতুল্য দেখ, যদি তোমরা মনোযোগ দিয়া নেফাইয়ের কথা পালন করিয়া চল, তাহা হইলে, তোমরা কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। এবং যদি তোমরা তাহার কথামত চল, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিব, হাঁ, এমন কি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ আমি তোমাদিগকে প্রদান করিব।

২৯। কিন্তু যদি তোমরা তাহার কথামত না চল, তাহা হইলে আমি আমার আশীর্বাদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ফিরাইয়া লইব, এবং উহা তাহার প্রতি প্রদত্ত হইবে।

৩০। জোরাম, আমি এখন তোমরা উদ্দেশ্যে বলিতেছি: দেখ তুমি লেবানের ভৃত্য ছিলে, যাহা হউক তোমাকে জেরুজালেম হইতে আনয়ন করা হইয়াছে, এবং আমি জানি তুমি চিরকালের জন্য, আমার পুত্র নেফাইয়ের সত্যিকারের বন্ধু।

৩১। কাজেই, যেহেতু তুমি বিশ্বাসী ছিলে, সেই হেতু, তোমার সন্তানগণ, তাহাদের সন্তান সহ এই ঐশ্বর্যময় ভূমিতে বহু বৎসর উন্নতি সহকারে বসবাস করিবে। এবং একমাত্র পাপ ভিন্ন, আর কিছুই চিরকালের জন্য এই ভূমিতে তাহাদের উন্নতির পথে, বাধা অথবা ক্ষতির সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

৩২। অতএব তুমি যদি ঈশ্বরের আদেশ সমূহ পালন কর, তাহা হইলে প্রভু, এই ভূমিতে আমার পুত্রগণের সন্তানদিগের সহিত তোমার সন্তানদিগেরও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।

পরিচ্ছেদ–২

পুত্র যেকবের উদ্দেশ্যে লেহাইয়ের বক্তব্য–সকল বস্তুর জন্যই বিপরীত বস্তুর প্রয়োজন রহিয়াছে–নিষিদ্ধ ফল এবং জীবন বৃক্ষ–আদমের পতন, যাহাতে মানব জাতির পতন হইতে পারে–মানবজাতির মুক্তিদাতা, মহান শান্তিসংস্থাপক, ত্রাণকর্তা।

১। এখন যেকব, আমি তোমার উদ্দেশ্যে বলিতেছি : বনভূমিতে আমার কঠোর দুঃখ দুর্দশার দিনগুলির মাঝে, তুমি আমার প্রথম জাত সন্তান। দেখ, তোমার শৈশবকালে তুমি তোমার ভ্রাতাদিগের নির্মমতায় অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছ।

২। যাহা হউক, বনভূমিতে আমার প্রথম জাত সন্তান যেকব, তুমি ঈশ্বরের মহিমার কথা জানিতে পারিয়াছ, তিনি তোমার দুঃখ কষ্টের বিনিময়ে তোমাকে উন্নতি প্রদান করিবেন।

৩।কাজেই তোমার হৃদয়কে আশীর্বাদ সিক্ত করা হইবে, এবং তুমি তোমার ভ্রাতা নেফাইয়ের সহিত নিরাপদে বসবাস করিবে। এবং তোমার দিনগুলি তোমার ঈশ্বরের সেবায় তুমি অতিবাহিত করিবে। কাজেই আমি জানি তোমার মুক্তি দাতার দয়ায়, তুমি মুক্ত; কারণ তুমি জানিতে সক্ষম হইয়াছ যে, সময় পরিপূর্ণ হইলে, তিনি জনগণের উদ্ধার কল্পে নামিয়া আসিবেন।

৪। তোমার শৈশব হইতেই তুমি ঈশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছ। কাজেই তুমি আশীর্বাদ লাভ করিয়াছ, এমনকি তাহাদের অনুরূপ আশীর্বাদ লাভ করিয়াছ, যাহাদের দেহকে তিনি আরাম দান করিবেন; কারণ আত্মা গতকাল, আদ্য এবং চিরকাল একইরূপ থাকিবে। মানবের পতন হইতেই পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে, এবং মুক্তি হইল স্বাধীনতা।

৫। এবং মানব সমাজকে এই বিষয় প্রচুর নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, যাহাতে তাহারা অন্যায় হইতে ন্যায়কে নির্বাচন করিয়া লইতে সক্ষম হয়। এবং সেই কারণে মানব জাতিকে আইন প্রদান করা হইয়াছে। আইন অনুযায়ী কোন মানুষই সৎ নয়, অথবা আইন দ্বারাই মানবজাতিকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। হাঁ পার্থিব আইন দ্বারা তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, এবং আধ্যাত্মিক আইন দ্বারা তাহারা যাহা মঙ্গলজনক তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং চিরকালের জন্য দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

৬। কাজেই পবিত্র ত্রাণকর্তার মাধ্যমে মুক্তির আগমন ঘটিয়াছে; কারণ তিনি হইলেন মহিমা, এবং সত্য দ্বারা পরিপূর্ণ।

৭। দেখ, ভগ্ন হৃদয় এবং অনুতপ্ত আত্মার অধিকারীদের জন্য, তিনি সকল আইনের শেষ উত্তর দানের নিমিত্ত, তাহাদের পাপের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। আর অন্য কাহারও নিকট আইনের শেষ উত্তর লাভ করা যাইবে না।

৮। কাজেই, পৃথিবীর জনগণকে ইহা জ্ঞাত করা কত বেশী প্রয়োজন যে, পবিত্র ত্রাণকর্তার সাহায্য, করুণা, এবং মহিমা ভিন্ন কোন দেহই ঈশ্বরের সম্মুখে বসবাস করিতে সক্ষম হইবে না। তিনি মানুষ হিসাবে তাঁহার প্রাণ ত্যাগ করিয়া, আত্মার সাহায্যে পুনরায় উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাতে মৃতদিগের মধ্য হইতে প্রথমে উত্থিত হইয়া, তিনি মৃতদিগের জন্য পুনরুত্থানের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

৯। যেহেতু তিনি সকল মানব সন্তানের হইয়া মধ্যস্থতা করিবেন কাজেই তিনি ঈশ্বরের প্রথম সন্তান। এবং যাহারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে তাহারা রক্ষা পাইবে।

১০। এবং সকল জনগণের হইয়া তাঁহার এই মধ্যস্থতা করিবার জন্য সকল মানুষই ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। অতএব তাঁহার মধ্যে যে সত্য এবং পবিত্রতা রহিয়াছে সেই অনুসারে তাঁহার দ্বারা বিচার লাভ করিবার জন্য, তাহারা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। কাজেই পরমেশ্বর যে আইনের উত্তর দান করিয়াছেন, যাহা নির্ধারিত যে শাস্তি রহিয়াছে, সেই নির্ধারিত শাস্তি হইল নির্ধারিত আনন্দ, যাহা প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে লাভ করা হইয়াছে তাহার বিপরীত–

১১। সকল বস্তুর মধ্যে বৈপরীত্যের অবশ্যই প্রয়োজন রহিয়াছে। হে আমার বনভূমিতে জাত প্রথম পুত্র, এই রূপ না হইলে, ধার্মিকতাকে প্রবর্তন করা সম্ভব হইত না, পাপকেও নয়, পবিত্রতা অথবা হীনতা, ভাল অথবা মন্দকেও নয়। অতএব যদি এইরূপ হইত যে সকল বস্তুর একত্রিত হইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহা হইলে ইহা অবশ্যই মৃত অবস্থায় থাকিত, ইহার জীবন অথবা মৃত্যু, সাধুতা অথবা অসাধুতা, সুখ অথবা দুঃখ, কোন বোধ অথবা বোধ শক্তি থাকিত না।

১২। তাহা হইলে, যে সকল বস্তু সৃষ্টি হইয়াছে সকলই অর্থহীন হইয়া যাইত; সৃষ্টির সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইত। ইহার ফলে ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহার অনন্ত উদ্দেশ্য, এবং তাঁহার ক্ষমতা, দয়া এবং ঈশ্বরের বিচার, সকলই নষ্ট হইয়া যাইত।

১৩। যদি তুমি ইহা বল যে, কোন আইন নাই, তাহা হইলে তুমি বলিবে সেইস্থানে পাপও নাই। পাপ না থাকিলে সেই স্থানে ধার্মিকতাও নাই। ধার্মিকতা না থাকিলে সেই স্থানে সুখ নাই। এবং যদি ধার্মিকতা এবং সুখ না থাকে তাহা হইলে শাস্তি এবং দুর্দশাও থাকিবে না। এই বস্তুগুলি না থাকিলে ধরিতে হইবে কোন ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর না থাকিলে, আমরা এবং এই পৃথিবী কিছুই অবস্থান করে না। কারণ তাহা হইলে, কার্যের জন্য এবং যাহার দ্বারা কার্য করা হইবে তাহার জন্য আর কিছুই থাকে না। কাজেই সকল বস্তুই শূন্যে মিলাইয়া যায়।

১৪। অতএব আমার পুত্রগণ, আমি এই কথাগুলি তোমাদের উদ্দেশ্যে, তোমাদের মঙ্গল এবং তোমাদের শিক্ষার জন্য বলিতেছি; কারণ একজন ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বর্গ মর্ত্য এবং ইহাতে অবস্থিত সকল বস্তু কার্যের জন্য, এবং যাহার দ্বারা কার্য সাধন করা হইবে তাহার জন্য উভয় প্রকার বস্তু, সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৫। মানুষের জন্য তাঁহার অনন্ত পরিকল্পনা সাধন করিবার নিমিত্ত, প্রথম পিতা মাতা, বনের সকল পশু, বায়ু প্রবাহ, এক কথায় সকল প্রকার বস্তু সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবার পর, তাহাদের বিপরীত বস্তু সকলের প্রয়োজন হইয়াছিল; এমনকি জীবন বৃক্ষের বিপরীত নিষিদ্ধ ফলের গাছও ছিল; একটি ছিল মিষ্টি এবং অন্যটি ছিল তিক্ত।

১৬। কাজেই প্রভু ঈশ্বর মনুষ্যকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন যাহাতে, তাহারা নিজেরা তাহাদের নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সকল কার্য সম্পাদন করে। কাজেই একটি অথবা অন্যটি দ্বারা অনুপ্রেরণা লাভ না করিলে, মানুষ নিজের বিচার বুদ্ধিমত কার্য করিতে সক্ষম হইত না।

১৭। এবং অমি লেহাই যাহা পাঠ করিয়াছি, এবং যাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে সেই বিবৃতি অনুযায়ী আমি অবশ্যই এই ধারণা লাভ করিয়াছি যে, ঈশ্বরের একজন দেবদূত স্বর্গ হইতে বিতারিত হইয়াছিলেন, এবং সে শয়তানে পরিণত হইয়াছিল এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই তাহার কাম্য।

১৮। এবং যেহেতু সে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছে, এবং চিরকালের জন্য দুঃখময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে কাজেই, সে সকল মনুষ্য সমাজের দুর্দশা কামনা করে। এই জন্যই সে, হাঁ সেই বৃদ্ধ সর্প, যে হইল শয়তান এবং সকল প্রকার মিথ্যার উৎস সে হবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিল; এই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ কর, এবং তাহা হইলে তুমি মৃত্যু বরণ করিবে না এবং ভাল এবং মন্দের জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি ঈশ্বরের অনুরূপ হইতে পারিবে।

১৯। এবং নিষিদ্ধ ফল গ্রহণ করিবার পর আদম এবং হবা তাঁহারা উভয়ে ভূমি কর্ষণ করিবার জন্য এদেনের উদ্যান হইতে বিতারিত হইলেন।

২০। তাঁহারা সন্তানের জন্মদান করিতে থাকিলেন, হাঁ,এমন কি সকল বিশ্ব জুড়িয়া পরিবার গঠিত হইল।

২১। এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী, মানব সন্তানদের দিনগুলিকে দীর্ঘ করা হইয়াছে, যাহাতে দেহে অবস্থান কালেই তাহারা অনুতাপ করিতে সক্ষম হয়। কাজেই তাহাদের এই অবস্থা হইল, নৈতিক পরীক্ষা কালের অবস্থা, এবং প্রভু ঈশ্বর মানব সন্তানদিগের জন্য, যে আদেশ সমূহ প্রদান করিয়াছেন সেই অনুযায়ী, তাহাদের সময়কালকে দীর্ঘ করা। হইয়াছে। তিনি এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে সকল মানবকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে, কারণ তিনি জনগণকে ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহাদের পিতা মাতারা আইন ভঙ্গ করিবার কারণে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে।

২২। এখন দেখ, যদি আদম আইন ভঙ্গ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি পতিত হইতেন না এবং তিনি এদেনের উদ্যানে বসবাস করিতেন। এবং সকল বস্তু, সৃষ্টির পরে যেই অবস্থায় ছিল, সেই একই অবস্থায় অবস্থান করিত; এবং তাহারা অনন্তকালের জন্য ঐ একই রূপে থাকিত, এবং ইহার কোন শেষ থাকিত না।

২৩। এবং তাহারা কোন সন্তান লাভ করিত না, ফলে তাহারা অবোধ অবস্থায় থাকিত। দুঃখ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকিবার কারণে, তাহাদের কোন আনন্দও থাকিত না; কোন পাপ সম্বন্ধে জানিতে পারিত না বলিয়া, তাহারা কোন মঙ্গলজনক কার্যও করিতে পারিত না।

২৪। কিন্তু দেখ, সকল বস্তুই সেই ব্যক্তির ইচ্ছায় সম্পন্ন হইয়াছে, যিনি সকল বিষয় অবগত রহিয়াছেন।

২৫। আদমের পতন হইয়াছিল; যাহাতে সকল মানবগণের ঐরূপ পতন হইতে পারে; এবং মানবগণ ঐরূপ হইয়াছে যাহাতে তাহারা আনন্দ লাভ করিতে সক্ষম হয়।

২৬। এবং সময় পরিপূর্ণ হইলে, মানব জাতির রক্ষাকর্তার আগমন ঘটে যাহাতে তিনি মানব সন্তানদিগকে পতন হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হন। এবং যেহেতু তাহারা পতন হইতে উদ্ধার লাভ করে, সেই হেতু তাহারা মন্দ হইতে ভালকে বাছিয়া লইবার জ্ঞান লাভ করিয়া কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়, তাহা করিতে পারে এবং অনন্ত কালের জন্য মুক্ত হয়, কেবল মাত্র ঈশ্বর যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন সেই অনুযায়ী শেষ বিচারের দিনে আইনের শাস্তি ভিন্ন।

২৭। কাজেই দেহ অনুযায়ী সকল মানব মুক্ত, এবং মানুষের উপযোগী সকল বস্তুই তাহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে। অতএব তাহারা সকল মানুষের জন্য, মহান মধ্যস্থতার মাধ্যমে স্বাধীনতা, এবং অনন্ত জীবন নির্বাচন করিয়া লইবার জন্য, অথবা শয়তানের ক্ষমতা এবং বন্দীত্ব অনুযায়ী, মৃত্যু এবং বন্দীদশা নির্বাচন করিয়া লইবার জন্য মুক্ত; কারণ সে (শয়তান) কামনা করে, সকল মানব তাহার অনুরূপ দুঃখ দুর্দশার অবস্থা প্রাপ্ত হউক।

২৮। এখন আমার পুত্রগণ, আমি বলিব যে, তোমাদের সেই মহান মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত, এবং তাহার মহান আদেশ সমূহের প্রতি কর্ণপাত করা; এবং তাঁহার পবিত্র আত্মার ইচ্ছা অনুযায়ী, তাহার কথাও আস্থা স্থাপন করা, এবং অনন্ত জীবন নির্বাচন করিয়া লওয়া উচিত।

২৯। এবং দেহের ইচ্ছায়, এবং তাহার মধ্যে যে মন্দ রহিয়াছে তাহার প্ররোচনায়, অনন্ত মৃত্যুকে নির্বাচন করিয়া লইও না। ইহা তোমাদিগকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য, শয়তানকে শক্তি জোগায় যাহাতে, সে তাহার নিজের রাজত্বে তোমাদের উপর শাসন করিতে সক্ষম হয়।

৩০। আমার জীবনের শেষ সময়, হে আমার পুত্রগণ তোমাদের উদ্দেশ্যে এই কথা কয়েকটি নিবেদন করিলাম; এবং আমি নিজে মহাপুরুষের বাণী অনুযায়ী মঙ্গলজনক পথটিকে নির্বাচন করিয়া লইয়াছিলাম। এবং তোমাদের অন্তরের নিমিত্ত চিরকালের জন্য মঙ্গল কামনা করা ভিন্ন, আমার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমেন।

পরিচ্ছেদ ৩

পুত্র যোসেফের উদ্দেশ্যে লেহাইয়ের বক্তব্য–মিশরে যোসেফের একটি ভবিষ্যদ্বাণী–একজন নির্বাচিত ভবিষ্যদ্বক্তার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী–মুসার উদ্দেশ্য–হীব্রু এবং নেফিয় শাস্ত্র সমূহ।

১। এখন, যোসেফ, আমার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, আমি তোমার উদ্দেশ্য বলিতেছি; হাঁ অনেক দুঃখ কষ্টের দিনগুলিতে তোমার মাতা তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে।

২। ইসরায়েলের পরমেশ্বরের আদেশগুলি পালন করিয়া চলিলে, ঈশ্বর তোমার ভ্রাতাদিগের সহিত, তোমার এবং তোমার বংশধরদিগের, সর্বকালের নিরাপত্তার জন্য এই মহামূল্যবান ভূমিতে তাহাদের উত্তরাধিকার প্রদান করেন।

৩। এখন আমার কনিষ্ঠ পুত্র যোসেফ, যাহাকে আমি বনভূমিতে আমার দুঃখ কষ্টের মধ্যে লাভ করিয়াছি, তোমাকে ঈশ্বর চিরকালের জন্য আশীর্বাদ করুন, যাহাতে, তোমার বংশধরগণ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া না যায়।

৪। দেখ তুমি আমার দেহের ফল: এবং আমি সেই যোসেফের বংশধর, যাহাকে বন্দী হিসাবে মিশরে আনয়ন করা হইয়াছিল। এবং সেই যোসেফের সহিত প্রভু যে চুক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ছিল অতি মহৎ একটি চুক্তি।

৫। কাজেই, যোসেফ সত্যই আমাদের সময়টি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এবং তিনি প্রভুর নিকট হইতে এরূপ অঙ্গীকার লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশধরদিগের মধ্য হইতে প্রভু ঈশ্বর ইসরায়েলের পরিবারের জন্য একটি ধার্মিকতার শাখা গঠন করিবেন। ত্রাণকর্তা নয়, কিন্তু এরূপ একটি শাখা যাহা ভঙ্গুর হইবার জন্য ছিল। যাহা হউক তাহা ছিল এই চুক্তির কথা প্রকাশ করিবার জন্য যে, পরবর্তী যুগে জনগণের নিকট একজন ত্রাণকর্তার প্রকাশ ঘটিবে, তিনি তাহার শক্তির সাহায্যে তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর পথে আনয়ন করিবেন, হাঁ, অন্ধকারের কোটর হইতে এবং বন্দীদশা হইতে মুক্তির পথে আনয়ন করিবেন।

৬। কারণ যোসেফ সত্যই এই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন যে; প্রভু, আমার ঈশ্বর, একজন ভবিষ্যদ্রষ্টা সৃষ্টি করিবেন যে আমার বংশধর দিগের ভবিষ্যদ্রষ্ট হিসাবে নির্বাচিত হইবেন।

৭। হাঁ, যোসেফ সত্যই বলিয়াছিলেন: এইরূপই ঈশ্বর আমাকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন: একজন নির্বাচিত ভবিষ্যদ্রষ্টা আমি তোমার বংশেই সৃষ্টি করিব। এবং তোমার বংশধরদিগের মধ্যে সে অতিশয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হইবে। তাহার নিকটই আমি আদেশ প্রদান করিব, যাহা সে তোমার বংশধরগণ এবং তাহার ভ্রাতাগণের কার্যে ব্যবহার করিবে, এবং ইহা তাহাদিগের নিকট অতি মূল্যবান বস্তু হইবে, এমন কি তোমার পূর্বপুরুষদের সহিত আমি যে চুক্তি করিয়াছিলাম সে সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা অপেক্ষাও, বেশী মূল্যবান হইবে।

৮। এবং আমি তাহাকে এরূপ আরো একটি আদেশ প্রদান করিব যে, আমি যাহা আদেশ করিয়াছি তাহা ভিন্ন অন্য কোন কার্য সে করিবে না। এবং যেহেতু সে আমার কার্য করিবে সেই হেতু, আমার চক্ষে আমি তাহাকে উচ্চস্থান প্রদান করিব।

৯। এবং সে মুসার মত মহিমময় হইবে যাহাকে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমার লোকদিগকে অর্থাৎ ইসরায়েলের পরিবারকে মুক্ত করিবার জন্য আমি তোমাকে সৃষ্টি করিব।

১০। মুসাকে আমি সৃষ্টি করিব যাহাতে মিশরে অবস্থানকারী তোমার লোকদিগকে সে উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়।

১১। কিন্তু তোমার বংশধরদের মধ্য হইতে আমি একজন ভবিষ্যদ্রষ্টাকে সৃষ্টি করিব। তাহাকে আমি তোমার বংশধরদের নিকট আমার বাণী পৌঁছাইয়া দিবার ক্ষমতা প্রদান করিব। কেবল আমার বাণী পৌছাইয়া দিবারই নয়, প্রভু বলিলেন, বরং তাহাদিগকে আমার বাণী যাহা তাহাদের মধ্যে পূর্ব হইতেই রহিয়াছে তাহার প্রতি বিশ্বাস জন্মাইবার ক্ষমতাও দিব।

১২। যাহার ফলে তোমার বংশধরেরা, এবং জুদার বংশধরেরা রচনা করিবে। এবং তোমার বংশধরগণ যাহা রচনা করিবে এবং জুদার বংশধরগণ যাহা রচনা করিবে তাহা একত্রিত হইয়া মিথ্যা নীতির বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে জাগরিত হইয়া উঠিবে। এবং উহার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করিয়া, তোমার বংশধরদিগের নিকট শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবে। এবং তাহাদের নিকট পরবর্তী কালে তাহাদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে এবং আমার চুক্তির সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিবে, প্রভু এইরূপ বলিয়াছিলেন।

১৩। প্রভু বলিলেন হে ইসরায়েলের পরিবার সকল, যেদিন তোমাদের পুনরুদ্ধারের জন্য, সকল জনগণের মধ্যে আমার কার্য আরম্ভ হইবে, সেইদিন, দুর্বলের মধ্য হইতে তাহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলা হইবে।

১৪। অতঃপর যোসেফ এই বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন: দেখ্ প্রভু সেই দ্রষ্টাকে আশীর্বাদ করিবেন, এবং যাহারা তাহাকে ধ্বংস করিতে চাহিবে তাহারা পরাভূত হইবে; কারণ আমার বংশধরদের জন্য, যে অঙ্গীকার আমি লাভ করিয়াছি, তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। দেখ, সেই অঙ্গীকার পূরণের বিষয় আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

১৫। এবং আমার নামে তাহার নামকরণ করা হইবে; এবং উহা তাহার পিতার নাম অনুযায়ী হইবে। সে আমার অনুরূপ হইবে, কারণ, প্রভু তাহার হস্ত দ্বারা, পভর ক্ষমতার সাহায্যে আমার লোকদিগকে মুক্তির পথে আনয়ন করিবেন।

১৬। হাঁ, যোসেফ এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন: আমি এই বিষয় সম্পূর্ণ নিশ্চিত, এমন কি আমি মুসার অঙ্গীকার সম্বন্ধে যেইরূপ নিশ্চিত এই ব্যাপারেও সেইরূপ নিশ্চিত : কারণ প্রভু আমাকে বলিয়াছেন, আমি চিরকালের জন্য তোমার বংশধরদিগকে রক্ষা করিব।

১৭। প্রভু আরো বলিয়াছিলেন : আমি একজন মুসা সৃষ্টি করিব, এবং একটি দণ্ডের ভিতরে আমি তাহার ক্ষমতা প্রদান করিব। এবং লিখিতভাবে আমি তাহার নিকট সিদ্ধান্ত প্রদান করিব। যাহাতে সে বেশী কথা না বলে সেই কারণে, আমি তাহার রসনাকে সংযত করিয়া দিব। কারণ তাহাকে আমি একজন শক্তিশালী বক্তা সৃষ্টি করিব না। কিন্তু তাহার নিকট আমি নিজ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা, আমার বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া দিব; এবং তাহার জন্য, আমি একজন বক্তার সৃষ্টি করিব।

১৮। প্রভু আমাকে আরো বলিয়াছিলেন: আমি তোমার বংশধরকে সৃষ্টি করিব। এবং তাহার জন্য আমি একজন বক্তাকে সৃষ্টি করিব। এবং দেখ, আমি তাহাকে লিখিবার ক্ষমতা প্রদান করিব তাহার দ্বারা সে তোমার বংশধরদিগের জন্য, তোমার বংশধরদের লেখাগুলি, লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। এবং তোমার বংশধরের জন্য যে বক্তা থাকিবে, সে উহা প্রচার করিবে।

১৯। এবং যে কথা সে লিপিবদ্ধ করিবে, তাহা হইবে আমার ইচ্ছা সাধনের জন্য উপযোগী কথা। ইহা তোমার বংশধরদের নিকট পৌঁছাইতে হইবে। এবং ইহা এরূপ মনে হইবে যে, তোমার বংশধরগণ ধুলাবালি হইতে আর্তনাদ করিতেছে; কারণ আমি তাহাদের বিশ্বাসের কথা জানি।

২০। ধুলাবালির মধ্য হইতে তাহারা আর্তনাদ করিবে এমনকি বহু পুরুষ পার হইয়া যাইবার পরও তাহারা তাহাদের ভ্রাতাগণের জন্য অনুতাপ করিবে। অতঃপর এরূপ ঘটিবে যে, এমনকি তাহাদের বাক্যের সরলতার জন্য তাহাদের আর্তনাদ সমাপ্ত হইবে।

২১। তাহাদের বিশ্বাসের জন্য তাহাদের কথাগুলি আমার মুখনিঃসৃত বাণী হইয়া তাহাদের ভ্রাতা তোমার বংশধরদের নিকট পৌঁছাইবে। তাহাদের বাক্যের দুর্বলতাকে আমি তাহাদের বিশ্বাস দ্বারা দৃঢ় করিয়া তুলিব, যাহাতে তাহারা তোমার পূর্বপুরুষদের সহিত আমি যে চুক্তি করিয়াছিলাম, তাহার কথা স্মরণ রাখিতে পারে।

২২। এখন আমার পুত্র যোসেফ তুমি দেখ, এইরূপেই আমার পূর্ব পুরুষ পিতা, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

২৩। কাজেই, এই চুক্তির জন্যই তুমি আশীর্বাদ লাভ করিয়াছ। তোমার বংশধরগণ ধ্বংস হইয়া যাইবে না কারণ, তাহারা সেই পুস্তকের বাণী মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে।

২৪। এবং তাহাদের মধ্য হইতেই একজন শক্তিশালী হইয়া জাগিয়া উঠিবে। সে ইসরায়েলের দশ পরিবারকে পুনরুদ্ধার করিবার এবং তোমার ভ্রাতাদিগের বংশধরদের নিমিত্ত বিস্ময়কর অলৌকিক কার্য্য এবং যে কার্য ঈশ্বরের দৃষ্টিতে

মহৎ তাহা সাধন করিবার জন্য, অপরিসীম বিশ্বাস লইয়া এবং ঈশ্বরের হাতের অস্ত্র হইয়া নিজের বাণী, এবং কার্য দ্বারা অনেক মঙ্গল সাধন করিবে।

২৫। এখন যোসেফ, তুমি আশীর্বাদ লাভ করিয়াছ। দেখ, তুমি ছোট রহিয়াছ অতএব, তুমি তোমার ভ্রাতা নেফাইয়ের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিও, এবং আমি যে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছি তাহা তোমার জন্য প্রযোজ্য হইবে। তোমর মৃত্যুপথ যাত্রী পিতার কথাগুলি স্মরণ রাখিও। আমেন।

পরিচ্ছেদ ৪

লেহাই লেমান এবং লেমুয়েলের পুত্র এবং কন্যাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন–ইসরায়েলের পরিবার এবং স্যামও তাহার বংশধরগণের প্রতি আশীর্বাদ–লেহাই এর মৃত্যু–পুনরায় বিদ্রোহ।

১। যোসেফ, যাহাকে মিশরের ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহার বিষয় যে ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের কথা আমার পিতা উল্লেখ করিয়াছেন, এখন, আমি নেফাই সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

২। কারণ দেখ, তিনি তাঁহার বংশধরগণের সম্বন্ধে সত্যই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা পর্যাপ্ত ছিল না। এবং তিনি আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদিগের বিষয়, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। এবং ঐগুলি পিতলের ফলকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল।

৩। আমার পিতা যোসেফের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য সমাপ্ত করিবার পর লেমানের সন্তানগণ, তাহার পুত্র এবং কন্যাদিগকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন: আমার প্রথম সন্তানের পুত্র এবং কন্যা আমার পুত্র কন্যাগণ দেখ আমি চাহি তোমরা মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলি শ্রবণ কর।

৪। কারণ প্রভু ঈশ্বর বলিয়াছেন যে: যতই তোমরা আমার আদেশ পালন করিবে, সেই পরিমাণে তোমরা এই ভূমিতে উন্নতি লাভ করিবে, এবং যতই তোমরা আমার আদেশ পালনে ব্যর্থ হইবে, ততই তোমরা আমার সম্মুখ হইতে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৫। কিন্তু দেখ, আমার পুত্র এবং কন্যাগণ তোমাদের জন্য আশীর্বাদ না রাখিয়া আমি আমার কবরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না। কারণ দেখ, আমি জানি যেই ভাবে তোমাদের গড়িয়া ওঠা উচিত সেই ভাবে গড়িয়া উঠিলে, তোমরা উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না।

৬। কাজেই তোমরা যদি অভিশপ্ত হইয়া থাক তাহা হইলে দেখ আমি তোমাদের জন্য আমার আশীর্বাদ রাখিয়া যাইতেছি, যাহাতে তোমাদের উপর হইতে অভিশাপ তুলিয়া লওয়া হয় এবং তোমাদের পিতামাতাগণ উহার জন্য দায়ী হয়।

৭। অতএব আমার আশীর্বাদের কারণে প্রভু ঈশ্বর, তোমরা ধ্বংস হইয়া যাও, ইহা কখনও সহ্য করিবেন না; কাজেই তিনি তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের বংশধরদের প্রতি চিরকাল সদয় থাকিবেন।

৮। ইহার পর আমার পিতা লেমানের পুত্র-কন্যাগণের প্রতি, তাহার বক্তব্য সমাপ্ত করিবার পর, তিনি লেমুয়েলের পুত্র এবং কন্যাদিগকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিলেন।

৯। এবং এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য শুরু করিলেন: আমার দ্বিতীয় পুত্রের পুত্র এবং কন্যা, আমার পুত্র এবং কন্যাগণ; দেখ আমি লেমানের পুত্র এবং কন্যাদিগের জন্য যে আশীর্বাদ রাখিয়াছি তোমাদের জন্যও আমি সেই একই আশীর্বাদ রাখিয়া যাইতেছি; কাজেই তোমরা কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবে না; বরং অবশেষে তোমাদের বংশধরগণ আশীর্বাদ লাভ করিবে।

১০। অতঃপর আমার পিতা, লেমুয়েলের পুত্র এবং কন্যাগণের উদ্দেশ্যে তাঁহার বক্তব্য সমাপ্ত করিবার পর, দেখ, তিনি ইসমায়েলের পুত্র দিগের উদ্দেশ্যে এবং হ্যাঁ এমনকি তাহার সকল পরিবারের উদ্দেশ্যে তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিলেন।

১১। তাহাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য সমাপ্ত করিবার পর তিনি স্যামের উদ্দেশ্যে বলিলেন: তুমি এবং তোমার বংশধরগণ আশীর্বাদ লাভ করিয়াছ, কারণ তোমরা ভ্রাতা নেফাইয়ের মত, তুমিও এই ভূমিতে উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছ। এবং তোমার বংশধরগণ নেফাইয়ের বংশধরগণের সহিত বর্দ্ধিত হইয়া চলিবে। এবং এমনকি তুমি তোমার ভ্রাতার অনুরূপ হইবে, এবং তোমার বংশধরগণ তাহার বংশধরদিগের অনুরূপ হইবে। এবং তোমার সমস্ত জীবন ব্যাপী তুমি আশীর্বাদ লাভ করিবে।

১২। অতঃপর আমার পিতা লেহাই, তাহার অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দ্বারা এবং তাঁহার ভিতরে ঈশ্বরের যে শক্তি অবস্থান করিতেছিল তাহার দ্বারা তাহার পরিবারের সকল সদস্যের নিকট তাহার বক্তব্য সমাপ্ত করিবার পর, তাহার বার্ধক্য বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর তিনি মৃত্যু বরণ করিলেন এবং সমাধিস্থ হইলেন।

১৩। অতঃপর, তাহার মৃত্যুর পর প্রভুর এই সতর্কীকরণের জন্য, লেমান, লেমুয়েল এবং ইসমায়েলের পুত্রগণ আমার প্রতি বেশীদিন ক্রুদ্ধ ছিল না।

১৪। কারণ, আমি নেফাই তাঁহার কথা অনুযায়ী তাহাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য পেশ করিতে বাধ্য ছিলাম কারণ আমি তাহাদের উদ্দেশ্যে অনেক কিছুই বলিয়াছিলাম। উহাদের অনেকগুলি বচন আমার অন্য ফলকগুলিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ ইতিহাসের বেশীরভাগই আমার অন্য ফলকগুলিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

১৫। এবং ইহাতে আমি আমার হৃদয়ের অনেক কথা এবং পিতলের ফলকের উপর খোদিত অনেক শাস্ত্রবাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কারণ আমার হৃদয় ঐ শাস্ত্রগুলি দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিল, এবং আমার প্রাণ ঐগুলির বিষয় ধ্যান করিয়াছিল, এবং আমার সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য উহা লিখিয়া রাখিয়াছিল।

১৬। দেখ আমার হৃদয় প্রভুর বস্তু দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিল; এবং আমার প্রাণ আমি যাহা দেখিয়াছি এবং শ্রবণ করিয়াছি সেইসকল বস্তু সম্বন্ধে অনবরত সেই ধ্যানে বিভোর হইয়াছিল।

১৭। যাহা হউক, আমাকে প্রভু তাঁহার চমৎকার এবং মহান কার্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁহার অসীম করুণা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও আমার হৃদয় আর্তনাদ করিয়া উঠিল; আমি কি একজন হতভাগ্য ব্যক্তি! হাঁ আমার দেহের মাংসের জন্য আমার হৃদয় দুঃখ প্রকাশ করিল; আমার অন্তর আমার পাপের জন্য অনুশোচনা করিল।

১৮। অপরাধ এবং লোভ যাহা অতি সহজেই আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে আমি তাহার দ্বারা প্রায় পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি।

১৯। এবং যখন আমি আনন্দ করিতে ইচ্ছা করি, সেই সময় আমার পাপের জন্য, আমার অন্তর আর্তনাদ করিয়া ওঠে, যাহা হউক, আমি জানি কাহার উপর আমি আমার বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

২০। আমার ঈশ্বর আমার সহায় হইয়াছেন: বনভূমিতে আমার দুঃখ কষ্টের সময় তিনি আমাকে পথ দেখাইয়াছেন: এবং অতিশয় গভীর জলাশয়ের বুকে, তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

২১। তিনি আমাকে এমন কি আমার দেহকে তাঁহার ভালবাসা দ্বারা, কানায় কানায় পুর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন।

২২। তিনি আমার শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে আমার সম্মুখে কম্পমান হইতে বাধ্য করিয়াছেন।

২৩। দেখ তিনি দিনে আমার আকুল আবেদন শ্রবণ করিয়াছেন, এবং রাত্রি কালে তিনি আমাকে দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন।

২৪। দিনে আমি সাহসে দৃঢ় হইয়া, তাঁহার নিকট জোরাল প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছি, হাঁ আমার কণ্ঠস্বরকে আমি উচ্চে ঊর্ধ্বে প্রেরণ করিয়াছি; এবং দেবদূতেরা নিম্নে অবতরণ করিয়া আমাকে যাজকত্ব প্রদান করিয়াছেন।

২৫। এবং তাঁহার শক্তির পক্ষ, আমার দেহকে অনেক উচ্চে পাহাড়ে লইয়া গিয়াছিল। এবং আমার চক্ষু অনেক চমৎকার বস্তু অবলোকন করিয়াছিল। হাঁ এমনকি তাহা মানবজাতির জন্য অতিশয় চমৎকারই বটে: ইহার পর আমাকে বলা হইয়াছে আমি যেন ঐগুলি সম্বন্ধে না লিখি।

২৬। অতঃপর, যদি আমি এত চমৎকার বস্তু দেখিতে সক্ষম হই, যদি প্রভু অতিশয় সদয় হইয়া অধস্তন মানব সন্তানের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ পূর্বক, তাহাকে দর্শন দান করেন তাহা হইলে, কি কারণে আমার হৃদয় ক্রন্দন করিবে, এবং প্রাণ দুঃখের উপত্যকায় সময় অতিবাহিত করিবে আমার দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, এবং আমার দুঃখ কষ্টের নিমিত্ত আমার শক্তি শিথিল হইয়া যাইবে ?

২৭। এবং কেন আমি আমার দেহের জন্য; অপরাধের নিকট আত্মসমর্পণ করিব ? হাঁ কেন আমি প্রলোভনের নিকট নতি স্বীকার করিব যাহা আমার শান্তি নষ্ট করিবার জন্য, এবং আমার অন্তরকে যন্ত্রণা দিবার জন্য, শয়তান আমার হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছে ? আমার শত্রুর জন্য আমি এত ক্রুদ্ধ কেন ?

২৮। হে আমার অন্তর তুমি জাগ্রত হও: পাপের ভারে আর দুর্বল হইও না। হে আমার হৃদয় তুমি আনন্দ কর, এবং আমার অন্তরের শত্রুকে আর কোন স্থান প্রদান করিও না।

২৯। আমার শত্রুদের জন্য আর কখনও ক্রুদ্ধ হইও না। আমার দু:খ কষ্টের কারণে আমার শক্তিকে আর শিথিল করিও না।

৩০। হে আমার হৃদয়, তুমি আনন্দ কর এবং চিৎকার করিয়া প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা নিবেদন কর: হে প্রভু, আমি চিরকাল ধরিয়া,তোমার গুণকীর্তন করিব; হাঁ আমার আত্মা, হে আমার ঈশ্বর তোমাতে এবং আমার মুক্তির দোলায়, আনন্দ করিবে।

৩১। হে প্রভু, তুমি আমার আত্মাকে মুক্ত করিবে কি? আমার শত্রুদিগের কবল হইতে আমাকে তুমি উদ্ধার করিবে কি? তুমি আমাকে এইরূপ করিয়া দিবে কি যাহাতে অপরাধের উপস্থিতিতে আমি বিচলিত হইয়া উঠি?

৩২। নরকের দুয়ার যেন আমার জন্য অনবরত ভাবে রুদ্ধ হইয়া থাকে, কারণ আমার হৃদয় যদি ভগ্ন হয় এবং আত্মা যদি অনুতপ্ত হয়! তাহা হইলে হে প্রভু তুমি আমার জন্য, তোমার ধার্মিকতার দুয়ার রুদ্ধ রাখিবে না, যাহাতে আমি নিম্ন উপত্যকার পথে চলিতে পারি, যাহাতে আমি সমতল পথে সোজা চলিতে পারি।

৩৩। হে প্রভু, তুমি কি তোমার ধার্মিকতার আচ্ছাদন দ্বারা আমাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিবে! হে প্রভু তুমি কি আমাকে আমার শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় প্রস্তুত করিয়া দিবে! তুমি কি আমার সম্মুখে আমার পথকে সহজ সরল করিয়া দিবে! তুমি আমার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবে না -- বরং তুমি আমার সম্মুখে আমার পথটি পরিষ্কার করিয়া দিবে, এবং আমার পথ কণ্টকময় না করিয়া, বরং আমার শত্রুদের পথ কণ্টকময় করিয়া তুলিবে।

৩৪। হে ঈশ্বর, আমি তোমার উপর আমার আস্থা স্থাপন করিয়াছি, এবং চিরকাল আমি তোমার উপর আস্থা স্থাপন করিব। আমি কোন রক্ত মাংসের হস্তে আমার আস্থা স্থাপন করিব না, কারণ আমি জানি, যাহারা রক্তমাংসের দেহের প্রতি আস্থা স্থাপন করে, তাহারা অভিশপ্ত। হাঁ যাহারা মনুষ্যের প্রতি আস্থা ভাজন হয়, অথবা মানুষের প্রতি নির্ভরশীল হয়, তাহারা অভিশপ্ত।

৩৫। হাঁ, আমি জানি, যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিবে তাহাকে ঈশ্বর অকৃপণ হস্তে প্রদান করিবেন। হাঁ আমি যদি ভুল না করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তাহা হইলে আমার ঈশ্বর আমাকে তাহা প্রদান করিবেন। কাজেই আমি তোমার উদ্দেশ্যে আমার কণ্ঠস্বরকে উচ্চে তুলিব, হাঁ, হে আমার ঈশ্বর, আমার ধার্মিকতার পাহাড়, আমি তোমার উদ্দেশ্যে আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিব। হে আমার পাহাড়, এবং আমার চিরস্থায়ী ঈশ্বর, তুমি দেখ আমার কণ্ঠস্বর চিরকাল ঊর্ধ্বে তোমার নিকট পৌঁছাইবে। আমেন।

পরিচ্ছেদ ৫

নেফাই, ঈশ্বরের সাবধান বাণী, যাহারা তাহার প্রাণ নাশের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া--জোরাম, স্যাম, যেকব, যোসেফ এবং অন্যান্য সদস্যগণ তাহাকে অনুসরণ করিল--।লেবানের তরবারি--একটি মন্দির প্রস্তুত হইল--নেফাই রাজা অথবা রক্ষাকর্তা নিযুক্ত হইল--বিদ্রোহীগণ অভিশপ্ত হইয়া কৃষ্ণ বর্ণ লাভ করিল।

১। ইহার পর দেখ, আমি নেফাই আমার ভ্রাতাগণের ক্রোধের জন্য আমার ঈশ্বর প্রভুর নিকট, অনেক প্রার্থনা জানাইলাম।

২। কিন্তু দেখ, আমার বিরুদ্ধে তাহাদের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। উহা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, তাহারা আমার প্রাণ নাশের চেষ্টা করিল।

৩। হাঁ তাহারা এই বলিয়া আমার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিল: আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগকে শাসন করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে; এবং তাহার জন্য আমরা অনেক কষ্টভোগ করিয়াছি। কাজেই চল আমরা তাহাকে হত্যা করি যাহাতে, তাহার কথা শ্রবণ করিয়া, আর কষ্ট ভোগ করিতে না হয়। কারণ দেখ, আমরা তাহাকে আমাদের শাসন কর্তা রূপে গ্রহণ করিব না। আমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজেই এই জনগণকে শাসন করিবার ভার আমাদের।

৪। এখন, আমি, আমার ভ্রাতাগণ যে সকল ভাষায়, আমার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ রূপে এই ফলকে লিপিবদ্ধ করিতেছি না। তবে এই কথা বলাই আমার পক্ষে যথেষ্ট যে, তাহারা আমার প্রাণ নাশের চেষ্টা করিয়াছিল।

৫। অতঃপর ঈশ্বর আমাকে এই সাবধান বাণী প্রদান করিলেন যে, আমি নেফাই, আমাকে তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, যাহারা আমাকে অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, বনভূমিতে পলাইয়া যাইতে হইবে।

৬। কাজেই ইহার পর আমি নেফাই, আমার পরিবার, জোরাম এবং তাহার পরিবার, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্যাম এবং তাহার পরিবার, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ এবং আমার ভগিনীগণ এবং যাহারা আমার সহিত গমন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া লইলাম। এবং যাহারা আমার সহিত যাইতে মনস্থ করিয়াছিল তাহারা সকলেই ঈশ্বরের সাবধান বাণী এবং প্রত্যাদেশসমূহ বিশ্বাস করিয়াছিল। সেই কারণে তাহারা মনোযোগ দিয়া আমার কথাগুলি শ্রবণ করিয়াছিল।

৭। আমরা আমাদের তাঁবু এবং যাহা যাহা আমাদের সঙ্গে লওয়া সম্ভব, তাহা লইয়া লইলাম এবং বহুদিন বনভূমির পথে যাত্রা করিতে থাকিলাম। অনেকদিন যাত্রা করিবার পর আমাদের তাঁবু খাটাইলাম।

৮। আমার লোকজনেরা এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল যে, ঐ স্থানটির নাম নেফাই রাখা হয়; কাজেই আমরা ঐ স্থানটির নামকরণ করিলাম নেফাই।

৯। এবং যাহারা আমার সহিত আগমন করিয়াছিল তাহারা সকলেই তাহাদিগকে নেফাইয়ের অধিবাসী বলিয়া পরিচিত করিল।

১০। এবং আমরা মুসার আইন অনুযায়ী, প্রভুর সকল বিধিসমূহ, নিয়ম সমূহ এবং আদেশ সমূহ পালন করিতে থাকিলাম।

১১। প্রভু আমাদের সহিত ছিলেন; এবং আমরা অতিশয় উন্নতি লাভ করিলাম; কারণ আমরা বীজ বপন করিলাম এবং পুনরায় আমরা প্রচুর ফসল লাভ করিলাম। এবং আমরা দলে দলে এবং ঝাঁকে ঝাঁকে সকল প্রকারের প্রাণী উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিলাম।

১২। এবং আমি নেফাই, পিতলের ফলকের উপর খোদাই করা যে ইতিহাসগুলি ছিল, তাহাও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম। এবং গোলাকার বস্তু অথবা দিক নির্দেশক যন্ত্রটি যাহা প্রভুর হস্ত দ্বারা আমার পিতার জন্য, যে রূপ ভাবে লিখিত ছিল, সেই ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাও লইয়াছিলাম।

১৩। ইহার পর আমরা সেই ভূমিতে প্রচুর উন্নতি করিতে এবং বংশ বৃদ্ধি করিতে লাগিলাম।

১৪। এবং আমি নেফাই লাবানের তরবারিটি লইয়া, সেইরূপ আরো অনেক তরবারি প্রস্তুত করিলাম যাহাতে সেই লোকেরা যাহাদিগকে এখন লেমানাইট বলা হয় তাহারা, আমাদের এইস্থানে আসিয়া, আমাদিগকে ধ্বংস করিতে সক্ষম না হয়: কারণ, আমি আমার প্রতি, আমার সন্তানদের প্রতি এবং যাহাদিগকে আমার লোক বলা হয় তাহাদের প্রতি তাহাদের ঘৃণার কথা অবগত ছিলাম।

১৫। আমি আমার লোকদিগকে অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে এবং সকল প্রকার কাষ্ঠ, লৌহ, তামা, পিতল, ইস্পাত, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্যান্য মূল্যবান খনিজদ্রব্য, যাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল সেইগুলিকে কার্যে লাগাইতে শিক্ষা দিয়াছিলাম।

১৬। এবং আমি নেফাই একটি মন্দির প্রস্তুত করিলাম; এবং আমি সলমনের মন্দিরের অনুরূপ; একটি মন্দির প্রস্তুত করিলাম, এক মাত্র পার্থক্য ছিল ইহা অত মূল্যবান বস্তু দ্বারা প্রস্তুত ছিল না; কারণ ঐ সকল বস্তু ঐ ভূমিতে পাওয়া যায় নাই কাজেই ইহা হুবহু সলমনের মন্দিরের মত প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ইহার গঠন প্রণালী সলমনের মন্দিরের মতই ছিল; এবং ইহার কারুকার্য অতিশয় সূক্ষ্ম ছিল।

১৭। ইহার পর আমি নেফাই আমার লোকদিগকে পরিশ্রমী হইতে, এবং তাহাদিগকে তাহাদের হস্ত দ্বারা, শ্রমের কার্য করিতে শিক্ষা দান করিলাম।

১৮। ইহার পর, তাহারা কামনা করিল আমি তাহাদের রাজা হই। কিন্তু আমি নেফাই চাহিয়াছিলাম যে, তাহাদের জন্য কোন রাজা থাকিবার প্রয়োজন নাই: যাহা হউক আমার ক্ষমতায় যাহা সম্ভব ছিল তাহা সকলই আমি তাহাদের জন্য করিয়াছিলাম।

১৯। এবং দেখ, আমার ভ্রাতাদিগের জন্য ঈশ্বরের বাণী যাহা তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, যে, আমি তাহাদের শাসন কর্তা এবং শিক্ষক হইব, তাহা পূর্ণ হইল। অতএব প্রভুর আদেশ অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত না তাহারা আমার প্রাণ নাশের চেষ্টা করিল, ততদিন পর্যন্ত আমি তাহাদের শাসন কর্তা, এবং তাহাদের শিক্ষক রহিলাম।

২০। অতএব ঈশ্বর আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া যে বলিয়াছিলেন, যতই তাহারা তোমার কথায় কর্ণপাত না করিবে ততই তাহারা প্রভুর সম্মুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে তাহা পূর্ণ হইল। এবং দেখ তাহারা প্রভুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

পরিচ্ছেদ ৯

জেকবের শিক্ষা চলিতে থাকিল--অনন্ত প্রায়শ্চিত্ত--ত্রাণকর্তার ক্লেশ ভোগের বিষয় পূর্ব হইতে বুঝিতে পারা--যেই স্থানে আইন নাই সেই স্থানে কোন শাস্তিও নাই।

১। এখন আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, আমি এই সকল বিষয় পাঠ করিয়াছি, যাহাতে তোমরা প্রভুর চুক্তি সম্বন্ধে জানিতে পার যে, তিনি ইসরায়েলের বংশের সকলের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন....

২। তিনি তাহার পবিত্র মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা, ইহুদিদের নিকট কথা বলিয়াছেন এমন কি গোড়া হইতে শুরু করিয়া পুরুষ পুরুষ ধরিয়া যতদিন পর্যন্ত না সেই সময় আসিবে, যখন তাহারা প্রভুর সত্য সম্প্রদায় এবং গির্জায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে; যখন তাহারা তাহাদের পৈত্রিক ভূমিতে একত্রিত হইবে এবং তাহাদের সকল প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ততদিন পর্যন্ত।

৩। দেখ আমার ভ্রাতাগণ, আমি তোমাদের নিকট এই সকল বিষয় বর্ণনা করিলাম যাহাতে, যেহেতু প্রভু ঈশ্বর তোমাদের সন্তানদিগের প্রতি আশীর্বাদ প্রদান করিয়াছেন, সেই কারণে তোমরা আনন্দ করিতে পার, এবং চিরকাল তোমাদের মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পার।

৪। কারণ আমি জানি তোমাদের অনেকেই ভবিষ্যতে কি হইবে সেই বিষয় জানিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াছ: অতএব আমি জানি যে, আমাদের দেহ ক্ষয় হইয়া যাইবে, এবং মৃত্যু বরণ করিবে ইহা তোমরা অবগত আছ; যাহা হউক আমাদের দেহেই আমরা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিব।

৫। হাঁ আমি জানি যে, তোমরা ইহা অবগত রহিয়াছ যে, আমরা যেই জেরুজালেম পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সেই স্থানে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের নিকট সশরীরে তিনি দর্শন দান করিবেন। ইহা তাহাদের মধ্যে হওয়াই উপযুক্ত ছিল; কারণ ইহা সৃষ্টি কর্তার জন্য সুবিধাজনক ছিল যে, তিনি দেহ ধারণ করিয়া মানব জাতির সেবক হইয়া কষ্ট সহ্য করিবেন এবং সকল মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করিবেন, যাহাতে সকল মানুষ তাহার সেবক হইতে সক্ষম হয়।

৬। কারণ মহান সৃষ্টিকর্তার মহৎ পরিকল্পনা পূর্ণ করিবার জন্য যেমন সকল মানুষের উপর মৃত্যু নামিয়া আসিয়াছে, কাজেই সেই স্থানে পুনরুত্থিত হইবার ক্ষমতা লাভ করিবার প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে; এবং পুনরুত্থিত হইবার জন্য অবশ্যই পতনের প্রয়োজন রহিয়াছে; এবং মানুষের পতন হইল পাপে কারণে; এবং যেহেতু মানুষের পতন হইল, সেই হেতু তাহারা প্রভুর সম্মুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

৭। এই কারণে, অনন্ত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন রহিয়াছে। একমাত্র অনন্ত প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন এই অপরাধকে নিরপরাধে পরিবর্তন করিবার আর কোন উপায় নাই। কাজেই মানুষের উপর প্রথম যে বিধি নামিয়া আসিয়াছিল তাহা অবশ্যই অনন্তকালের জন্য হইয়াছিল। যদি এরূপ হইত তাহা হইলে অবশ্যই এই দেহ, মাতা ধরিত্রীর বুকে নষ্ট হইবার এবং মিশিয়া যাইবার জন্য স্থাপন করা হইত এবং আর কখনই উহা উত্থিত হইত না।

৮। কত মহান ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁহার দয়া এবং মহিমা। কারণ দেখ, যদি কেহ আর কখনও পুনরুত্থিত না হইত তাহা হইলে, আমাদের আত্মা, যে দেবদূত অনন্ত ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে পতিত হইয়া, শয়তানে পরিণত হইয়াছে এবং কখনই যে উত্থিত হইবে না তাহার দাসে পরিণত হইত।

৯। এবং আমাদের আত্মা অবশ্যই তাহার অনুরূপ হইত, এবং আমরা শয়তানে পরিণত হইতাম। ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য, এবং সকল মিথ্যার জনকের সাথে তাহার মত হীন হইবার জন্য, দেবদূত হইতে শয়তানে পরিণত হইতাম। হাঁ সেই জীবে পরিণত হইতাম, যে আমাদের প্রথম পিতা মাতার সহিত ছলনা করিয়াছিল, যে নিজেকে প্রায় একজন উজ্জ্বল দেবদূতে রূপান্তরিত করিয়াছিল এবং মানব সন্তানকে হত্যা করিতে, এবং অন্ধকারে সকল প্রকার গুপ্ত কার্য সম্পন্ন করিতে, উত্তেজিত করিয়াছিল।

১০। আমাদের ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে সেই ভীষণ দানবের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা কত মহান, হাঁ সেই দানব, মৃত্যু এবং নরক, যাহাকে আমি বলিব দেহের মৃত্যু এবং একই সাথে আত্মার মৃত্যু।

১১। এবং আমাদের ঈশ্বর অর্থাৎ ইসরায়েলের পরমেশ্বরের প্রস্তুত মুক্তির উপায়ের দ্বারা এই মৃত্যু, যাহার বিষয় আমি বর্ণনা করিয়াছি যাহা পার্থিব, যে মৃত্যু কবরের মৃত্যু তাহা, তাহাদের মৃত দেহগুলিকে মুক্তি দান করিবে।

১২। এবং সেই মৃত্যু, যাহার বিষয় আমি বর্ণনা করিয়াছি, যাহা হইল, আত্মার মৃত্যু, ইহা ইহার মৃতকে উদ্ধার করিবে; যে আত্মার মৃত্যু হইল নরক। কাজেই মৃত্যু এবং নরক তাহাদের মৃত ব্যক্তিদিগকে অবশ্যই মুক্তি দান করিবে। এবং নরক অবশ্যই তাহার বন্দী আত্মাদিগকে মুক্ত করিবে। এবং কবর তাহার বন্দী মৃতদেহগুলিকে অবশ্যই মুক্তি দান করিবে। এবং এইরূপে মানুষের দেহ এবং আত্মা একে অন্যের নিকট পুনঃস্থাপিত হইবে এবং ইহা ইসরায়েলের পরমেশ্বরের পুনরুত্থানের ক্ষমতা দ্বারাই সম্ভব হইবে।

১৩। আহা ঈশ্বরের পরিকল্পনা কত মহান! কারণ অন্যদিকে ঈশ্বরের স্বর্গ ধার্মিক ব্যক্তিগণের আত্মাগুলিকে মুক্তি দান করিবে এবং কবর, ধার্মিক ব্যক্তিদিগের দেহকে মুক্তি দান করিবে; এইরূপে আত্মা ও দেহ পুনরায় একত্রিত হইবে। অতঃপর সকল ব্যক্তি নিষ্পাপ এবং অমর হইবে। এবং তাহারা দেহ ধারণ করিয়া আমাদের মতই সঠিক জ্ঞান লাভ করিয়া জীবিত আত্মা হইবে। কেবল মাত্র এই পার্থক্য থাকিবে যে আমাদের জ্ঞান তখন নিখুঁত হইবে।

১৪। অতএব আমরা আমাদের সকল অপরাধ, মলিনতা, নগ্নতার সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করিব। এবং ধার্মিক ব্যক্তিগণ তাহাদের আনন্দ তাহাদের ধার্মিকতা এবং পবিত্রতার আচ্ছাদন হাঁ এমনকি ধার্মিকতার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইবার বিষয় সঠিক জ্ঞান লাভ করিবে।

১৫। অতঃপর সকল ব্যক্তি যখন এই প্রথম মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া জীবন লাভ করিবে তখন যেহেতু তাহারা অমরত্ব লাভ করিয়াছে, সেই হেতু তাহাদের অবশ্যই ইসরায়েলের সেই পরমেশ্বরের বিচারাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহার পর আসিবে সেই শেষ বিচারের দিন, এবং তখন তাহারা অবশ্যই ঈশ্বরের পবিত্র আইন অনুযায়ী বিচার লাভ করিবে।

১৬। এবং যেহেতু ঈশ্বর অবশ্যই আছেন, অতএব তিনি ইহা বলিয়াছেন, এবং ইহা তাঁহার অনন্ত বাণী, যাহা কখনই বিফলে যাইতে পারে না যে, ধার্মিক ব্যক্তি যাহারা, তাহারা তখনও ধার্মিক থাকিবে, এবং ঘৃণ্য ব্যক্তি যাহারা তাহারা তখনও ঘৃণ্য হইবে। কাজেই যাহারা ঘৃণ্য তাহারা হইল শয়তান এবং তাহার অনুসরণকারী দেবদূতগণ; তাহারা তাহাদের জন্য প্রস্তুত অনন্ত আগুনে গমন করিবে। তাহাদের যন্ত্রণার উৎস হইবে অগ্নির হ্রদ এবং গন্ধকের মত, যাহার শিখা চিরকাল উপরের দিকেই উঠিতে থাকিবে তাহার কোন শেষ নাই।

১৭। আহা আমাদের ঈশ্বরের ন্যায় বিচার কত মহান! কারণ তিনি তাঁহার সকল বাণী কার্যে পরিণত করিবেন, এবং সেইগুলি তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, এবং তাহার আইন অবশ্যই পরিপূর্ণ হইবে।

১৮। কিন্তু দেখ ধার্মিকগণ, ইসরায়েলের পরমেশ্বরের সাধুগণ, যাহারা ইসরায়েলের পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা, যাহারা পৃথিবীতে ক্রুশের কষ্ট সহ্য করিয়াছেন এবং ইহার লজ্জাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন তাঁহারা ঈশ্বরের রাজ্য, যাহা পৃথিবীর গোড়া হইতেই তাঁহাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে সেইস্থানে উত্তরাধিকার লাভ করিবে, এবং চিরদিনের জন্য তাঁহারা আনন্দে পূর্ণ হইবে।

১৯। আহা, আমাদের ঈশ্বর, ইসরায়েলের পরমেশ্বরের করুণা কত মহান! কারণ তিনি তাঁহার সাধুদিগকে সেই জঘন্য দানব শয়তান, মৃত্যু এবং নরক এবং অগ্নির হ্রদ ও গন্ধক যাহা অপরিসীম যন্ত্রণা, তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

২০। আহা আমাদের ঈশ্বরের পবিত্রতা কত মহান ! কারণ তিনি সকল বিষয়ই অবগত রহিয়াছেন। এমন কিছুই নাই যাহা তাহার অজ্ঞাত।

২১। এবং তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন যাহাতে, যাহারা তাঁহার বাণীর প্রতি মনোযোগ প্রদান করিবে তাহাদিগকে তিনি রক্ষা করিতে সক্ষম হন, কারণ দেখ তিনি সকল মানুষের দুঃখ, হাঁ সকল জীবিত প্রাণী উভয় নারী এবং পুরুষ এবং শিশুগণ যাহারা আদমের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের দুঃখ কষ্ট নিজের দেহে সহ্য করিয়া লইয়াছেন।

২২। তিনি এই সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন যাহাতে সকল মানব পুনরুত্থিত হইতে সক্ষম হয়, এবং সকল মানব শেষ বিচারের দিন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয়।

২৩। তিনি সকল জনগণকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে, তাহার নামে দীক্ষা গ্রহণ করিতে, এবং ইসরায়েলের পরমেশ্বরের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছেন অন্যথায় তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে রক্ষা পাইতে সক্ষম হইবে না।

২৪। এবং যদি তাহারা অনুতাপ না করে, তাঁহার নামের প্রতি আস্থা স্থাপন না করে, তাঁহার নামে দীক্ষা গ্রহণ না করে, এবং তাহা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে তাহারা অভিশপ্ত হইবে, কারণ ইসরায়েলের পরমেশ্বর, প্রভু ঈশ্বর, এই কথা বলিয়াছেন।

২৫। কাজেই তিনি আমাদের জন্য একটি আইন প্রদান করিয়াছেন; এবং যেই স্থানে কোন আইন প্রদান করা হয় নাই সেই স্থানে কোন শাস্তিও থাকিতে পারে না; শাস্তি না থাকিলে কোন দন্ডও থাকেনা; দন্ড না থাকিলে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ইসরায়েলের পরমেশ্বরের দয়ার দাবি তাহাদের উপর রহিয়াছে, কারণ তাহারা তাঁহার ক্ষমতার দ্বারা উদ্ধার লাভ করিয়াছে।

২৬। কারণ যাহাদিগকে আইন প্রদান করা হয় নাই তাহাদের সকলের জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত তাঁহার বিচারের নিমিত্ত, তাহাদের চাহিদা পুরণ করে, যাহাতে তাহারা, যাহা সীমাহীন যন্ত্রণা সেই ভীষণ দানব মৃত্যু, নরক, শয়তান অগ্নির হ্রদ এবং গন্ধক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে; তাহারা সেই ঈশ্বরের নিকট পুনরুদ্ধার লাভ করিয়াছে, যিনি তাহাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন এবং যিনি হইলেন ইসরায়েলের পরমেশ্বর আত্মা।

২৭। কিন্তু তাহার জন্য দুঃখ করি যাহাকে আইন প্রদান করা হইয়াছিল এবং যাহাকে আমাদের জন্য যেরূপ সেইরূপ সকল আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল এবং যে তাহাদিগকে ভঙ্গ করিয়াছে, এবং যে তাহার পরীক্ষা কালের দিনগুলিকে অযথা নষ্ট করিয়াছে কারণ, তাহার অবস্হা হইল ভয়ানক !

২৮। ওহ, শয়তানের সেই চাতুর্যপূর্ণ পরিকল্পনা। আহা মানুষের দাম্ভিকতা, নৈতিক ত্রুটি, এবং বোকামী। যখন তাহারা শিক্ষালাভ করে, তাহারা মনে করে তাহারা জ্ঞানী এবং তখন তাহারা ঈশ্বরের কথায় কর্ণপাত করে না কারণ তাহারা নিজেরাই সকল বিষয় জানে মনে করিয়া, উহা এক পার্শ্বে সরাইয়া দেয়, কাজেই,

তাহাদের জ্ঞান বোকামীতে পরিণত হয়, এবং উহা তাহাদের কোন কার্যে আসে না। এবং তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়।

২৯। কিন্তু এই শিক্ষাই মঙ্গলজনক হয়, যদি তাহারা ঈশ্বরের বাণীর প্রতি মনোযোগ প্রদান করে।

৩০। কিন্তু ধনবান ব্যক্তিদের জন্য, যাহারা পার্থিব সকল বস্তু লইয়া ধনবান হইয়াছে তাহাদের জন্য, দুঃখ হয়। কারণ যেহেতু তাহারা ধনবান, সেই হেতু তাহারা নির্ধনকে অবজ্ঞা করে, বিনীতকে শাস্তি প্রদান করে, এবং সর্বদা তাহাদের হৃদয় পড়িয়া থাকে তাহাদের সম্পদের উপর, কাজেই তাহাদের সম্পদই হইল তাহাদের ঈশ্বর। এবং দেখ তাহাদের সহিত তাহাদের সম্পদও ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৩১। এবং যাহারা শ্রবণ করিবে না, সেই বধির ব্যক্তিদের জন্য দুঃখ হয় কারণ তাহারা ধ্বংস হইবে।

৩২। যাহারা দেখিবে না সেই অন্ধদের জন্য দুঃখ হয় কারণ তাহারাও ধ্বংস হইবে।

৩৩। যাহাদের হৃদয়ের পর্দা পরিষ্কার করা হয় নাই তাহাদের জন্য দুঃখ হয় কারণ তাহাদের পাপের জ্ঞান, শেষ দিনে তাহাদিগকে আঘাত করিবে।

৩৪। মিথ্যাবাদীর জন্য দুঃখ হয়, কারণ তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করা হইবে।

৩৫। সেই হত্যাকারীর জন্য দুঃখ হয় যে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করিয়াছে, কারণ সে মৃত্যু বরণ করিবে।

৩৬। যাহারা বেশ্যাবৃত্তি করে তাহাদের জন্য দুঃখ হয়, তাহাদের জন্য দুঃখ হয় কারণ তাহাদিগকে নরকে নিক্ষেপ করা হইবে।

৩৭। হাঁ, তাহাদের জন্য দুঃখ হয় যাহারা মূর্ত্তির আরাধনা করে, কারণ সকল শয়তানের শয়তান তাহাদের দ্বারা তুষ্ট হয়।

৩৮। এবং অবশেষে তাহাদের জন্য দুঃখ হয় যাহারা তাহাদের পাপের মাঝে মৃত্যু বরণ করিয়াছে; কারণ তাহারা ঈশ্বরের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে, তাহার মুখদর্শন করিবে এবং তাহাদের পাপের মধ্যে অবস্থান করিবে।

৩৯। হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ পবিত্র ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ করিবার ভয়ানক ফলের কথা স্মরণ রাখিও, এবং সেই চতুর আত্মার প্রলোভনের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার ভয়ানক ফলের কথাও, স্মরণ রাখিও। স্মরণ রাখিও কামুক প্রবৃত্তি ধারণ করিবার অর্থ, মৃত্যু এবং আধ্যাত্মিক হৃদয় ধারণ করিবার অর্থ অনন্ত জীবন।

৪০। হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ আমার কথায় কর্ণপাত কর। ইসরায়েলে পবিত্র আত্মার মহিমার কথা স্মরণ রাখিও। এইরূপ উক্তি করিও না যে, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে শক্ত কথা বলিয়াছি; যদি তোমরা তাহা কর তাহা হইলে তোমরা সত্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিবে, কারণ আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কথাগুলিই

তোমাদের নিকট বলিয়াছি। আমি জানি সত্যের বাণী সকল মলিনতার বিরুদ্ধেই শক্ত; কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তিগণ উহাকে ভয় করে না কারণ, তাহারা সত্যকে ভালবাসে এবং তাহার জন্য ভয়ে কম্পিত হয় না।

৪১। কাজেই আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ তোমরা প্রভুর নিকট, পরমেশ্বরের নিকট আগমন করা। স্মরণ রাখিও তাঁহার পথই হইল ধার্মিকতার পথ। দেখ, মানুষের জন্য যে পথ রহিয়াছে তাহা হইল, সঙ্কীর্ণ কিন্তু ইহা সোজা তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া গিয়াছে, এবং ইহার দ্বার রক্ষক হইল স্বয়ং ইসরায়েলের পরমেশ্বর এবং তিনি সেই স্থানে কোন ভৃত্য নিযুক্ত করেন নাই এবং সেই দ্বার ভিন্ন, সেই স্থানের আর কোন পথ নাই, কারণ তাহার সহিত প্রতারণা করা যায় না কারণ তাহার নাম হইল, প্রভু ঈশ্বর।

৪২। কাজেই, যাহারা তাঁহার দুয়ারে আঘাত করিবে, তাহাদিগকে তিনি দ্বার খুলিয়া দিবেন; এবং জ্ঞানী, শিক্ষিত এবং ধনবান যাহারা তাহাদের শিক্ষা জ্ঞান এবং ধনের কারণে স্ফীত হইয়া রহিয়াছে হাঁ তাহারা হইল সেই ব্যক্তিবর্গ, যাহাদিগকে তিনি ঘৃণা করেন; এবং তাহারা ঐ সকল বস্তু দূর না করিলে, এবং ঈশ্বরের নিকট নিজেদের মূর্খ প্রতিপন্ন না করিলে, এবং বিনয়ের গভীরে প্রবেশ না করিলে, তিনি তাহাদের নিকট দ্বার খুলিবেন না।

৪৩। বরঞ্চ সুবিবেচনা, এবং বিচক্ষণতার বস্তুগুলি চিরকাল তাহাদের নিকট লুক্কায়ীত থাকিবে–হাঁ, যে আনন্দ সাধুদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই আনন্দ তাহাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিবে।

৪৪। হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ আমার কথাগুলি স্মরণ রাখ। দেখ আমি আমার আচ্ছাদন খুলিয়া রাখিয়াছি এবং উহা আমি তোমাদের সম্মুখে ঝাঁকাইয়া রাখিয়াছি। আমি আমার মুক্তিদাতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাই যাহাতে তিনি তাঁহার সর্বদর্শী দৃষ্টি দ্বারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম হন: অতএব তোমরা জানিবে, শেষ বিচারের দিন, যখন সকল ব্যক্তি তাহাদের কৃতকর্মের জন্য বিচার লাভ করিবে, তখন ইসরায়েলের পরমেশ্বর আমার সাক্ষী থাকিবেন যে, আমি তোমাদের সকল পাপের বোঝা আমার অন্তর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছি, এবং আমি সর্বশুচি হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এবং আমি তোমাদের রক্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি।

৪৫। হে আমার অতি প্রিয় ভ্রাতাগণ, তোমরা তোমাদের সকল পাপের পথ হইতে প্রস্থান কর। যে তোমাদের দ্রুত আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিবে তাহার শৃঙ্খল ঝাড়িয়া ফেল : সেই ঈশ্বরের পথে আগমন কর যে তোমাদের মুক্তির পাহাড়।

৪৬। বিচার-দিবসের বিচারের জন্য তোমার আত্মাকে প্রস্তুত কর। সেই গৌরবময় দিবসে তোমরা যাহারা পুণ্যবান তাহারা যেন অতিমাত্রায় ভীত না হও, তোমরা যেন নিজেদের দোষের কথা স্মরণ না কর, যেন বিস্ময় সূচক উক্তি করিতে বাধ্য না হও : হে ঈশ্বর, তোমার বিচার-আচার পবিত্র, হে সর্বশক্তিমান, আমি জানি আমার কি দোষ আছে, আমি আপনার আইন ভঙ্গ করিয়াছি এবং ইহা আমারই অপরাধ। শয়তান আমাকে হস্তগত করিয়াছিল এবং আমি শয়তানের দুর্দশার শিকার হইয়াছি।

৪৭। কিন্তু, দেখ, আমার ভ্রাতাগণ, ইহা কি যুক্তিযুক্ত যে, আমি তোমাদেরকে এইসকল বিষয়ের ভয়ঙ্কর বাস্তবতা সম্বন্ধে জ্ঞাত করি? তোমার হৃদয় যদি পবিত্রই থাকে, তবে কি আমি তোমার আত্মাকে যন্ত্রণা দিতে পারি? পাপ হইতে আমরা মুক্ত হইলে, আমার কি উচিত না যে, আমি সত্যের সরলতা সম্বন্ধে তোমাদের কাছে স্পষ্টভাষী হই?

৪৮। দেখ, যদি তোমরা পুণ্যবান হও, তবে আমি তোমাদের কাছে শুধু পুণ্যের কথাই কহিব। কিন্তু যেহেতু তোমরা পবিত্র নও এবং তোমরা আমাকে একজন শিক্ষক হিসাবে গণ্য কর, সেই হেতু আমার উচিত, আমি তোমাদেরকে পাপের পরিণতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেই।

৪৯। দেখ, আমার আত্মা ঘৃণার সহিত পাপকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং আমার হৃদয় ধার্মিকতা দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছে; এবং আমি সর্বদা আমার ঈশ্বরের পবিত্র নাম যপ করিব।

৫০। আমার ভ্রাতাগণ তোমরা আইস যাহারা তৃষ্ণার্ত তাহারা সকলে জলের নিকট আগমন কর; এবং যাহার নিকট কোন পয়সা নাই সে এইস্থানে আসিয়া ক্রয় কর এবং ভোজন কর; হাঁ এই স্থানে আসিয়া কোন অর্থ অথবা মূল্য ভিন্ন মদ্য এবং দুগ্ধ ক্রয় কর।

৫১। অতএব এমন কোন বস্তুর জন্য অর্থ খরচ করিও না, যাহা লাভের যোগ্য নয় অথবা এমন কোন বস্তুর জন্য পরিশ্রম করিও না, যাহা পরিতুষ্ট করে না। অধ্যবসায় সহকারে আমার কথাগুলি শ্রবণ কর, এবং আমি যাহা বলিয়াছি তাহা স্মরণ রাখ, ইসরায়েলে পরমেশ্বরের নিকট আগমন কর, এবং যাহা কখনই ধ্বংস হইবে না, কলুষিত হইবে না তাহার জন্য আনন্দোৎসব কর এবং তোমাদের আত্মাকে উর্বরতার দ্বারা পরিতুষ্ট হইতে সাহায্য কর।

৫২। আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ দেখ, তোমরা তোমাদের ঈশ্বরের বাণীসমূহ স্মরণ রাখিও; সর্বদা দিনে তাহার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিও এবং তাঁহার পবিত্র নামের উদ্দেশ্যে প্রতি রাত্রে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিও। তোমাদের হৃদয়কে আনন্দ করিতে দিও।

৫৩। এবং দেখ প্রভুর চুক্তিসমূহ কত মহান, এবং মানব সন্তানের প্রতি তাহার দাক্ষিণ্য কত মহান; এবং তাঁহার মহিমা, তাঁহার দয়া এবং করুণার জন্য, তিনি আমাদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, আমাদের বংশধরগণ দেহ অনুসারে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না এবং তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন; এবং পরবর্তীকালে তাহারা ইসরায়েলের পরিবারের নিকট, একটি ধার্মিকতা পূর্ণ শাখা হইবে।

৫৪। এখন আমার ভ্রাতাগণ আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে আরো কিছু বলিব; আগামীকল্য আমি তোমাদের নিকট আমার বাকী কথাগুলি প্রকাশ করিব। আমেন।

পরিচ্ছেদ ২৯

নেফাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী চলিতে থাকিল–অইহুদিগণ এবং ধর্মপুস্তক–অন্যান্য বিবৃতিসমূহ–ঈশ্বরের সকল বাণীসমূহ একত্রিত করিবার প্রয়োজন।

১। দেখ, সেই দিন, যে দিন আমি তাহাদের মধ্যে আমার অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইব, সেইদিন অনেক লোক হইবে, যাহাতে মানব সন্তানদের জন্য, যে চুক্তি আমি করিয়াছি তাহা আমি স্মরণ করিতে পারি, যাহাতে আমি দ্বিতীয় বারের মত আমার লোকেরা যাহারা ইসরায়েলের পরিবার, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, আমার হস্ত প্রসারণ করিতে পারি।

২। এবং তোমার বংশধরদের কথা আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া তোমার বংশধরদের নিকট পৌঁছাইবে; এবং আমার বাণীগুলি আমার লোক যাহারা ইসরায়েলের পরিবার, তাহাদের আদর্শের জন্য এই পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত ধিক্কার দিতে থাকিবে।

৩। এবং যেহেতু আমার বাণীগুলি ধিক্কার দিতে থাকিবে সেই হেতু অনেক অইহুদি বলিতে থাকিবে; একটি ধর্মপুস্তক! একটি ধর্মপুস্তক! আমরা একটি ধর্মপুস্তক লাভ করিয়াছি এবং ইহা ভিন্ন আর কোন ধর্মপুস্তক থাকিতে পারে না।

৪। কিন্তু অতঃপর, প্রভু ঈশ্বর বলিলেন: হে মূর্খগণ, তাহারা একটি ধর্মপুস্তক লাভ করিবে, এবং তাহা আমার প্রাচীন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি, ইহুদিগণের মধ্য হইতে আসিবে। যে ধর্মপুস্তক তাহারা ইহুদিগণের নিকট হইতে লাভ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাদের নিকট তাহারা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে? হাঁ আইহুদিগণ কি মনে করিয়াছে? তাহারা কি আইহুদিগণের মুক্তি আনয়ন করিবার জন্য, আমার নিকট ইহুদিদের যাত্রা সমূহ, পরিশ্রম, ইহুদিদিগের কষ্ট সমূহ এবং অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ রাখে?

৫। হে অইহুদিগণ তোমরা কি আমার প্রাচীন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিগণ, ইহুদিদের কথা স্মরণ রাখিয়াছ? না, বরং তোমরা তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছ, তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়াছ, এবং তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা কর নাই। কিন্তু দেখ, আমি সেই সকল বস্তু তোমাদের নিজেদের উপর ফিরাইয়া দিব; কারণ আমি প্রভু, আমার লোকেদের কথা বিস্মৃত হই নাই।

৬। তোমরা যাহারা মূর্খ তাহারাই বলিবে: ধর্মপুস্তক, আমরা একটি ধর্মপুস্তক লাভ করিয়াছি এবং আমাদের আর কোন ধর্মপুস্তকের প্রয়োজন নাই। ইহুদি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা তোমরা কখনও কোন ধর্মপুস্তক লাভ করিয়াছ কি?

৭। তোমরা কি অবগত নহ যে এক নয় একের অপেক্ষা বেশী জাতি রহিয়াছে? তোমরা কি অবগত নহ যে, আমি প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, সকল মনুষ্য জাতি সৃষ্টি করিয়াছি এবং সমুদ্রের মাঝে দ্বীপগুলিতে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের কথাও আমি স্মরণ রাখিয়াছি; এবং আমি ঊর্ধ্বে ঐ স্বর্গ, এবং নিম্নে এই পৃথিবী শাসন করিয়া থাকি; এবং আমি মানব সন্তানের জন্য, আমার বাণীসমূহ প্রদান করিয়া থাকি, হাঁ পৃথিবীর উপর সকল জাতির জন্যই আমি তাহা করিয়া থাকি।

৮। অতএব, তোমরা আমার এত বেশী বাণী লাভ করা সত্ত্বেও অসন্তোষ প্রকাশ কর কেন? তোমরা কি অবগত নহ যে, দুই জাতির সাক্ষ্য প্রদান করাই তোমাদের জন্য এই সাক্ষ্য বহন করে যে, আমি ঈশ্বর, এবং এক জাতির মতই অন্য জাতিকে আমি স্মরণ রাখি? কাজেই এক জাতির জন্য আমি যেরূপ বাণী প্রদান করিয়া থাকি, অন্য জাতির জন্যও আমি সেই একই রূপ করিয়া থাকি। এবং যখন দুইটি জাতি একত্রে চলিতে থাকে তখন তাহাদের সাক্ষ্যও, সেইরূপ একই সাথে চলিতে থাকে।

৯। আমি এইরূপ করি, যাহাতে আমি অনেকের নিকট প্রমাণ করিতে পারি যে, আজ, কাল এবং চিরকালের জন্য আমি একই রহিয়াছি; এবং আমার নিজের ইচ্ছামত আমি আমার বাণী প্রদান করিয়া থাকি। কাজেই আমি একটি বাণী প্রদান করিয়াছি বলিয়া, তোমরা ইহা মনে করিও না যে, আমি অন্য কোন বাণী প্রদান করিতে সক্ষম নই; কারণ আমার কার্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই; এবং মানব জাতির শেষ পর্যন্ত, ইহা সমাপ্ত হইবে না, তখন হইতে আজ পর্যন্ত এবং চিরকাল ইহা চলিতে থাকিবে।

১০। কাজেই, যেহেতু তোমরা একটি ধর্মপুস্তক লাভ করিয়াছ অতএব তোমাদের এই কথা মনে করা উচিত নয় যে, তোমরা আমার সকল বাণী লাভ করিয়াছ, এবং একথাও তোমাদের মনে করা উচিত নয় যে, আমি আর কিছু লিপিবদ্ধ করিবার কারণ ঘটাই নাই।

১১। কারণ আমি উভয় পূর্ব এবং পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ, এবং সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপগুলির সকল জনগণকে এই আদেশ প্রদান করিয়াছি যে, আমি যে বাণী প্রদান করিয়া থাকি, তাহারা তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে; কারণ এইরূপে যে পুস্তকগুলি রচনা করা হইবে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আমি এই পৃথিবীর, এবং এই পুস্তকগুলিতে লিপিবদ্ধ করা বাণী অনুযায়ী সকল মনুষ্যের কার্যের বিচার করিব।

১২। কারণ দেখ, আমি ইহুদিদিগের নিকট আমার বাণী প্রদান করিব এবং তাহারা উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে, এবং আমি নেফাইতদের নিকট আমার বাণী প্রদান করিব এবং তাহারাও উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং আমি ইসরায়েলের দশ পরিবারের অন্য গোষ্ঠিসমূহ, যাহাদের আমি পরিচালনা করিয়াছি, তাহাদের নিকটেও আমার বাণী প্রদান করিব, এবং তাহারা উহা লিপিবদ্ধ করিবে; এবং আমি পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতি সমূহের নিকট আমার বাণী প্রদান করিব এবং তাহারা উহা লিপিবদ্ধ করিবে।

১৩। অতঃপর এইরূপ ঘটনা ঘটিবে যে, ইহুদিগণ নেফাইতদিগের বাণীসমূহ লাভ করিবে এবং নেফাইতগণ ইহুদিদিগের বাণীসমূহ লাভ করিবে; এবং এইরূপে নেফাইতগণ এবং ইহুদিগণ, ইসরায়েলের নিরুদ্দিষ্ট গোষ্ঠিগুলির বাণী সমূহ লাভ করিবে এবং ইসরায়েলের নিরুদ্দিষ্ট গোষ্ঠিসমূহ, নেফাইত এর ইহুদিদিগের বাণী সমূহ লাভ করিবে।

১৪। অতঃপর এইরূপ ঘটিবে যে, ইসরায়েলের দশ পরিবার, অর্থাৎ আমার লোকেরা, তাহাদের অধিকৃত ভূমি অর্থাৎ গৃহে একত্রিত হইবে, এবং আমার বাণীগুলিও একত্রিত হইবে। এবং আমি তাহাদিগকে ইহাই প্রদর্শন করিব যে, আমার বাণী এবং ইসরায়েলের দশ পরিবার অর্থাৎ আমার লোকেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিলে, তাহার জন্য আমি ঈশ্বর রহিয়াছি, এবং আমি আব্রাহামের সহিত এই চুক্তি করিয়াছি যে, তাহার বংশধরদিগকে আমি চিরকাল স্মরণ রাখিব।

পরিচ্ছেদ ৩১

নেফাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী চলিতে থাকিল--ত্রাণকর্তাকে কেন দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে--সোজা এবং সঙ্কীর্ণ পথ।

১। এবং এখন আমি নেফাই, আমার অতি প্রিয় ভ্রাতাগণ তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার ভবিষ্যদ্বাণী সমাপ্ত করিতেছি। এবং আমি এই অল্প কিছু বিষয় ভিন্ন আর কিছু রচনা করিতে পারিতেছি না, এবং আমি জানি উহা অবশ্যই ঘটিবে, এবং আমার ভ্রাতা যেকব সম্বন্ধে আমি অল্প কিছু কথা ভিন্ন আর কিছু লিখিতে পারিতেছি না।

২। কাজেই যাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, কেবল মাত্র যীশু খ্রীষ্টের নীতি সম্বন্ধে, আমাকে অবশ্যই আরো কিছু বলিতে হইবে; অতএব আমি আমার সহজ সরল ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা স্পষ্ট ভাবে আমার বক্তব্য পেশ করিব।

৩। আমার আত্মা সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছে, কারণ প্রভু ঈশ্বর মনুষ্য সন্তানদিগের জন্য, এইরূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন। কারণ প্রভু ঈশ্বর বোধশক্তির জন্য আলোক প্রদান করিয়াছেন; কারণ তিনি মনুষ্য সমাজের কাছে, তাহাদের বোধশক্তির উপযোগী করিয়া, তাহাদের নিজেদের ভাষায় তাঁহার বাণী প্রদান করিয়াছেন।

৪। কাজেই, আমি বলিব, তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমি তোমাদের নিকট সেই মহাপুরুষের কথা বলিয়াছি, যাহা প্রভু আমাকে প্রদর্শন করাইয়াছেন, যিনি ঈশ্বরের মেষশাবক, যীশু খ্রীষ্ট, যিনি, পৃথিবীর সকল অপরাধ মুছিয়া লইবেন, তাহাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। এবং এখন, ঈশ্বরের মেষশাবক (যীশু খ্রীষ্ট) এত পবিত্র হইয়াও সকল ধার্মিকতা পূর্ণ করিবার জন্য যখন তাহার জল দ্বারা দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন রহিয়াছে, তখন দেখ অপবিত্র হইয়া জল দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ করিবার কত বেশী প্রয়োজন, আমাদের রহিয়াছে।

৬। এখন, আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, আমি তোমাদিগকে এই প্রশ্ন করিব, কেন ঈশ্বরের মেষশাবক (যীশু খ্রীষ্ট) জল দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সকল ধার্মিকতা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন?

৭। তোমরা কি অবগত নহ যে তিনি সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র ছিলেন? কিন্তু তিনি নিজে পবিত্র প্রাণ হওয়া সত্ত্বেও, মনুষ্য সন্তানদিগকে তিনি ইহাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, দেহ ধারণ করিবার নিয়ম অনুযায়ী তিনি সদা প্রভুর নিকট নিজেকে বিনীত করিয়াছিলেন, এবং সদাপ্রভুর নিকট এই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার আদেশসমূহ পালন করিবার জন্য তাঁহার বাধ্য থাকিবেন।

৮। অতএব তিনি জল দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর, পবিত্র আত্মা একটি ঘুঘুর বেশে তাঁহার উপর অবতরণ করিয়াছিলেন।

৯। এবং পুনরায় ইহা মনুষ্য সন্তানদিগকে সোজা পথ এবং ইহার সংকীর্ণ দ্বার, যাহার দ্বারা প্রবেশ করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন করিল। তিনি নিজে উহার জন্য তাহাদের নিকট উদাহরণ স্থাপন করিলেন।

১০। এবং সকল মানব সন্তানদিগের উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন: তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। অতএব, আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ আমরা সদাপ্রভুর আদেশগুলি পালন করিতে আগ্রহী না হইয়া, আমরা কি যীশুকে অনুসরণ করিতে পারি?

১১। এবং সদাপ্রভু বলিয়াছেন, তোমরা অনুতপ্ত হও, তোমরা অনুতপ্ত হও এবং আমার প্রিয় পুত্রের নামে দীক্ষা গ্রহণ কর।

১২। এবং ইহা ভিন্ন, প্রিয় পুত্রের কণ্ঠস্বর আমি এইরূপে শুনিতে পাইয়াছি: যে আমার নামে দীক্ষা গ্রহণ করিবে, পিতা আমার মত তাহাকেও পবিত্র আত্মা প্রদান করিবেন; কাজেই আমাকে অনুসরণ কর, এবং আমাকে তোমরা যাহা করিতে দেখিয়াছ তোমরাও তাহা কর।

১৩। কাজেই, আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, আমি জানি যদি তোমরা হৃদয়ের সকল আগ্রহ দ্বারা (তাঁহার) পুত্রকে অনুসরণ কর, ঈশ্বরের সহিত কোন কাপট্য এবং প্রতারণা না কর, পাপের জন্য সত্যই অনুতপ্ত হও, ঈশ্বরের নিকট এই সাক্ষ্য প্রদান কর যে, তোমরা দীক্ষার মাধ্যমে তোমাদের উপর ত্রাণ কর্তার নাম লইতে ইচ্ছুক, হাঁ, তাহার কথা অনুযায়ী তোমাদের প্রভু ত্রাণকর্তাকে অনুসরণ করিয়া জলে নিমজ্জিত হও, তাহা হইলে দেখ, তোমরা পবিত্র আত্মা লাভ করিবে, হাঁ অতঃপর আসিবে অগ্নি দীক্ষা এবং পবিত্র আত্মা, তাহা হইলে তোমরা দেবদূতের ভাষায় কথা বলিতে সক্ষম হইবে এবং উচ্চস্বরে ইসরায়েলের পরমেশ্বরের গুণকীর্তন করিতে সক্ষম হইবে।

১৪। কিন্তু দেখ, আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, এইরূপে (তাঁহার) পুত্রের স্বর আমার নিকট আসিয়াছিল, উহা বলিয়াছিল: তোমার পাপের জন্য অনুতাপ করিবার পর, এবং জল দ্বারা দীক্ষার মাধ্যমে পিতার নিকট এই সাক্ষ্য বহন করিবার পর যে,

তুমি আমার সকল আদেশ পালন করিতে ইচ্ছুক এবং অগ্নি দীক্ষা এবং পবিত্র আত্মা লাভ করিবার পর, এবং নূতন ভাষায় হ্যাঁ এমন কি দেবদূতের ভাষায় কথা বলিতে সক্ষম হইবার পর, এই সকল কিছুর পর যদি কখনও তুমি আমাকে অস্বীকার কর, তাহা হইলে আমার সহিত তোমার পরিচয় না হওয়াই মঙ্গলজনক হইবে।

১৫। এবং আমি সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন: হাঁ আমা প্রিয়জন যাহা বলিতেছে তাহা সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য। যে শেষ পর্যন্ত সকল কিছু সহ্য করিবে সেই কেবল রক্ষা পাইবে।

১৬। এবং এখন, আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, ইহার দ্বারা আমি এই সত্য জানিতে সক্ষম হইয়াছি যে, যদি কোন ব্যক্তি চিরঞ্জীব ঈশ্বরের পুত্রকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ না করে, তাহা হইলে সে রক্ষা পাইতে সক্ষম হইবে না।

১৭। কাজেই আমি তোমাদের যাহা বলিয়াছি তোমাদের প্রভু তোমাদের মুক্তিদাতাকে যাহা করিতে দেখিয়াছি, তোমরা সেগুলি পালণ কর, কারণ সেই জন্যই উহা আমাকে প্রদর্শন করান হইয়াছে, যাহাতে কোন্ দুয়ার দ্বারা প্রবেশ করিতে হইবে, তাহার সন্ধান তোমরা লাভ করিতে সক্ষম হও। কারণ যে দুয়ার দ্বারা তোমরা প্রবেশ করিবে তাহা হইল অনুতাপ এবং জলে নিমজ্জিত হইয়া, দীক্ষা গ্রহণ করা; ইহার পর আসিবে অগ্নি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমাদের পাপের নিষ্কৃতি।

১৮। এবং ইহার পর তোমরা সোজা এবং সংকীর্ণ পথে চলিতে থাকিবে, উহা তোমাদিগকে অনন্ত জীবনের পথে পরিচালনা করিবে; হাঁ তোমরা সেই দুয়ার পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছ। তোমরা সদাপ্রভুর এবং তাঁহার পুত্রের আদেশসমূহ পালন করিয়াছ এবং তোমরা পবিত্র আত্মা লাভ করিয়াছ; ইহা তোমাদের নিকট তাঁহার অংগীকার পরিপূর্ণ করিবার সাক্ষ্য যে, যে পথে তোমাদের প্রবেশ করা উচিত সেই পথে তোমরা প্রবেশ করিয়াছ কিনা।

১৯। এখন আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, যখন তোমরা এই সোজা এবং সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করিয়াছ তখন আমি তোমাদের প্রশ্ন করিব তোমাদের সকল কর্তব্য সমাধা হইয়াছে কি না? দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে, তাহা হয় নাই; কারণ তোমরা কেহই খ্রীষ্টের বাণী এবং তাঁহার প্রতি অটল বিশ্বাস ভিন্ন, এবং যিনি রক্ষা করিবার মত শক্তি ধারণ করেন, সম্পূর্ণ রূপে তাহার ক্ষমতার উপর নির্ভর করা ভিন্ন, কেহই এই পর্যন্ত আসিতে সক্ষম হও নাই।

২০। কাজেই খ্রীষ্টের প্রতি অটল বিশ্বাস স্হাপন করিয়া, পরিপূর্ণ আশার আলো এবং ঈশ্বরও সকল মানুষের জন্য ভালবাসা লইয়া, তোমাদিগকে অবশ্যই আগাইয়া যাইতে হইবে। এইরূপে তোমরা যদি খ্রীষ্টের বাণী লইয়া, আনন্দ করিতে করিতে অগ্রসর হও এবং শেষ পর্যন্ত সকল কিছু সহ্য কর, তাহা হইলে দেখ, সদাপ্রভু বলিয়াছেন: তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করিবে।

২১। এখন আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ তোমরা দেখ যে, ইহাই হইল এক মাত্র উপায়, এবং ইহা ভিন্ন স্বর্গের নিম্নে, এই পৃথিবীতে এমন কোন পথ অথবা নাম প্রদান করা হয় নাই যাহার সাহায্যে মনুষ্য সকল, ঈশ্বরের রাজ্যে রক্ষা পাইতে পারে। এখন দেখ ইহাই হইল খ্রীষ্টের নীতি এবং ইহা হইল পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা, যাহা একেশ্বর, এবং যাহার কোন শেষ নাই, তাঁহার নীতি।

পরিচ্ছেদ ৩২

নেফাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী চলিতে থাকিল--দেবদূতদিগের ভাষা--পবিত্র আত্মার দফতর।

১। এখন দেখ আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, আমার মনে হয় যে, সেই পথে প্রবেশ করিবার পর তোমাদের কি করিতে হইবে, সেই বিষয় তোমরা তোমাদের অন্তর দিয়া চিন্তা করিতেছ। কিন্তু দেখ, তোমরা কেন এই সকল বিষয় লইয়া তোমাদের হৃদয়কে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছ?

২। তোমাদের কি স্মরণ নাই যে, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছি যে, পবিত্র আত্মা লাভ করিবার পর, তোমরা দেবদূতগণের ভাষায় কথা বলিতে সক্ষম হইবে? এবং এখন ইহা পবিত্র আত্মার সাহায্য ছাড়া তোমরা কি রূপে দেবদূতদিগের ভাষায় কথা বলিবে?

৩। দেবদূতেরা পবিত্র আত্মার ক্ষমতার দ্বারা কথা বলিয়া থাকে, অতএব তাঁহারা ত্রাণকর্তার বাণী সমূহ বলিয়া থাকে। কাজেই আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, তোমরা ত্রাণকর্তার বাণী লইয়া আনন্দ কর। কারণ দেখ খ্রীষ্টের বাণীসমূহ, তোমাদিগকে তোমাদের কি করা কর্তব্য, সেই বিষয় সকল সন্ধান দান করিবে।

৪। অতএব, আমি এতগুলি কথা বলিবার পরে যদি তোমরা তাহা না বুঝিয়া থাক তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তোমরা উহা বুঝিতে, অথবা উহা মনে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছুক নও। কাজেই তোমাদিগকে আলোর মাঝে আনয়ন করা হইবে না, এবং তোমরা অবশ্যই অন্ধকারে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৫। কারণ দেখ আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলিতেছি যে, যদি তোমরা সেই পথের ভিতর প্রবেশ কর, এবং পবিত্র আত্মা লাভ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে তোমাদের যাহা করা উচিত তাহা সকলই প্রদর্শন করিবে।

৬। দেখ, ইহাই ত্রাণকর্তার নীতি এবং তিনি দেহ ধারণ পূর্বক তোমাদের নিকট নিজেকে প্রকাশ করিবার সময় পর্যন্ত, আর কোন নীতি প্রদান করা হইবে না। এবং তিনি যখন দেহ ধারণ করিয়া তোমাদের নিকট নিজেকে প্রকাশ করিবেন, তখন তিনি যেইরূপ ভাবে তোমাদিগকে কার্য করিতে বলিবেন, তোমরা সেইরূপ করিবে।

৭। এখন আমি নেফাই, ইহার অপেক্ষা বেশী আর কিছু বলিতে সক্ষম নই; আত্মা আমার বাক শক্তিকে রহিত করিয়া দিয়াছে, এখন আমি কেবল মানুষের অবিশ্বাস, পাপ, অজ্ঞতা এবং একগুয়েমীর নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবার জন্য রহিয়াছি; কারণ তাহারা তাহাদিগকে সহজ ভাষায় এমনকি যতটা সহজ হওয়া সম্ভব সেই ভাষায় সকল কিছু প্রদান করা সত্ত্বেও, তাহারা সেই জ্ঞান অন্বেষণ করিবে না, অথবা সেই মহান জ্ঞান বুঝিতে চাহিবে না।

৮। এখন আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ আমি ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, তোমরা এখনও মনে মনে চিন্তা করিতেছ; আমার দু:খ হইতেছে যে, আমাকে এই বিষয় বলিতে হইতেছে। কারণ যে পবিত্র আত্মা, কিভাবে প্রার্থনা নিবেদন করিতে হয় তাহা মানুষকে শিক্ষা দিয়াছে, তোমরা তাহার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতে তাহা হইলে, তোমরা জানিতে যে, প্রার্থনা নিবেদন করিবার প্রয়োজন তোমাদের অবশ্যই রহিয়াছে! কারণ দুষ্ট আত্মা (শয়তান) মানুষকে প্রার্থনা নিবেদন করিতে শিক্ষা দেয় না বরং তাহাকে এই শিক্ষা প্রদান করে যে, তাহার প্রার্থনা করা উচিত নয়।

৯। কিন্তু দেখ, আমি তোমাদিগকে ইহাই বলিতেছি যে, তোমরা অবশ্যই সর্বদা প্রার্থনা নিবেদন করিবে, এবং হতাশ হইবে না; প্রথমে সদাপ্রভু এবং ত্রাণকর্তার নিকট প্রার্থনা নিবেদন না করিয়া, প্রভুর উদ্দেশ্যে কোন কিছু করা তোমাদের উচিত হইবে না; যাহাতে তোমাদের অনুষ্ঠানকে তিনি তোমাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে পারেন এবং যাহাতে তোমাদের অনুষ্ঠান তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য হইতে পারে।

পরিচ্ছেদ ৩৩

নেফাইয়ের বিদায়কালীন সাক্ষ্য–কথায় যেইরূপ শক্তিশালী, রচনায় সেইরূপ নয়–তাহার লোকদিগের জন্য তাহার প্রচুর পরিমাণে উদ্বেগ।

১। এখন আমি নেফাই, যে সকল বিষয় আমার লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহার সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে আমি সক্ষম নই; ইহা ভিন্ন বাক্যে আমি যত শক্তিশালী, রচনায় আমি সেইরূপ শক্তিশালী নই। কারণ যখন কোন ব্যক্তি পবিত্র আত্মার ক্ষমতা দ্বারা কথা বলে, তখন পবিত্র আত্মার ক্ষমতাই সেই বিষয়কে, মানব সন্তানের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।

২। কিন্তু দেখ, এই রূপ অনেক ব্যক্তি রহিয়াছে যাহারা পবিত্র আত্মার শক্তির বিরুদ্ধে, তাহাদের হৃদয়কে কঠোর করিয়া তুলিয়াছে, যাহাতে ইহা তাহাদের হৃদয়ের মাঝে কোন স্থান না পায়। কাজেই তাহারা লিখিত অনেক বস্তুকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, এবং সেগুলিকে অসার বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে।

৩। কিন্তু আমি নেফাই, যাহা আমি লিখিয়াছি তাহাই আমি লিখিয়াছি এবং আমি ইহাকে বিশেষ করিয়া আমার লোকদিগের জন্য, মহামূল্যবান বস্তু বলিয়া মনে করি। কারণ তাহাদের জন্য, আমি প্রতিদিন অনবরত ভাবে প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছি, এবং রাত্রে তাহাদের জন্য আমার চোখের জলে আমার বালিশ সিক্ত হইয়াছে; এবং আমার অন্তরের সকল বিশ্বাস লইয়া আমার ঈশ্বরের নিকট আমি আকুল আবেদন নিবেদন করিয়াছি, এবং আমি জানি আমার সেই আকুল আবেদন তিনি শ্রবণ করিবেন।

৪। এবং আমি জানি প্রভু ঈশ্বর আমার এই প্রার্থনাগুলি আমার লোকদিগের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করিবেন। এবং যে বাণীগুলি দুর্বলভাবে আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা তাহাদের জন্য জোরাল করিয়া তোলা হইবে। কারণ ইহা তাহাদিগকে ভাল কার্যের প্রতি পরিচালিত করিবে; তাহাদিগের পূর্বপুরুষগণ সম্বন্ধে তাহাদিগকে অবগত করিবে; এবং ইহা যীশুর কথা বলিবে, এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে, তাহাদিগকে প্ররোচিত করিবে এবং শেষ পর্যন্ত যাহা অনন্ত জীবন তাহা স্থায়ী হইতে সাহায্য করিবে।

৫। এবং সত্যের সরলতার কারণে, পাপের বিরুদ্ধে কঠোরতা প্রকাশ করিবে। কাজেই কোন ব্যক্তি শয়তানের শক্তি দ্বারা প্রভাবিত না হইলে, সে এই সকল বাক্যে রোষ প্রকাশ করিবে না।

৬। আমি সরলতার আরাধনা করিতেছি, আমি সত্যের আরাধনা করিতেছি, আমি আমার যীশুর আরাধনা করিতেছি কারণ, তিনিই আমার আত্মাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

৭। আমার লোকদিগের জন্য আমার অনুকম্পা রহিয়াছে, এবং ত্রাণকর্তার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস রহিয়াছে যে, আমি তাহার বিচারাসনের সম্মুখে, অনেক নিষ্পাপ আত্মার দর্শন লাভ করিব।

৮। ইহুদিদিগের জন্য আমার অনুকম্পা রহিয়াছে। আমি ইহুদি বলিতেছি কারণ ইহা বলিতে আমি যেই স্থান হইতে আগমন করিয়াছি তাহার লোকদিগকে বুঝাইতেছি।

৯। অইহুদিদিগের জন্যও আমার অনুকম্পা রহিয়াছে। কিন্তু দেখ ইহাদের কাহারো জন্যই আমি আশা পোষণ করিতে পারি না, যেদিন তাহারা ত্রাণকর্তার পথে পুনরাগমন করে, এবং সেই সঙ্কীর্ণ দ্বারে প্রবেশ করে এবং সেই সোজা পথে চলিতে থাকে, যাহা জীবনের পথে পরিচালনা করে, এবং পরীক্ষা কালের শেষ দিন পর্যন্ত সেই পথে চলিতে থাকে।

১০। এবং এখন আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, এবং ইহুদিগণ, এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সকল ব্যক্তিগণ, তোমরা সকলে এই কথাগুলিতে মনোনিবেশ করিও, এবং খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিও। এবং যদি তোমরা এই কথাগুলি বিশ্বাস নাও কর, ত্রাণকর্তার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলে, তোমরা এই কথাগুলিও বিশ্বাস করিবে কারণ এইগুলি ত্রাণকর্তারই বাণী; এবং তিনি আমাকে উহা প্রদান করিয়াছেন; এবং ইহা সকল মানব সন্তানকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, তাহাদের সৎ কর্ম করা উচিত।

১১। এবং যদি উহা ত্রাণকর্তার বাণী না হয়, তাহা হইলে, তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, কারণ ত্রাণকর্তা তাঁহার ক্ষমতা এবং মহান মহিমা দ্বারা শেষ দিন তোমাদিগকে ইহাই প্রদর্শন করিবেন যে, এইগুলি তাঁহারই বাণী। তোমরা এবং আমি মুখোমুখি তাঁহার সম্মুখে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হইব। এবং তোমরা জানিবে আমার দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমি এই বিষয়গুলি লিখিবার জন্য, তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।

১২। এবং আমি ত্রাণকর্তার নামে সদাপ্রভুর নিকট ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, সকলে না হইলেও আমাদের অনেকেই যেন সেই পরম এবং শেষ দিনে ঈশ্বরের রাজ্যে রক্ষা পাইতে সক্ষম হয়।

১৩। এখন আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, ইসরায়েলের দশ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যাহারা তাহারা সকলে, এবং এই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সকল জনগণ আমি তোমাদের নিকট এই স্বরে তোমাদের উদ্দেশ্যে কথা বলিতেছি যেন ধুলাবালি হইতে কোন কণ্ঠস্বর তোমাদের উদ্দেশ্যে আর্তনাদ করিতেছে; সেই পরম দিন আগমন করিবার পূর্ব পর্যন্ত বিদায়।

১৪। এবং তোমরা যাহারা ঈশ্বরের মহিমা গ্রহণ করিবেনা; এবং ইহুদিদিগের ও আমার কথাগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে না এবং ঈশ্বরের মেষ শাবকের (যীশু খ্রীষ্ট) মুখ নিঃসৃত বাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে না, দেখ সেই তোমাদের উদ্দেশ্যে আমি চির বিদায় জানাইতেছি, কারণ এই বাণীগুলি শেষ বিচারের দিন তোমাদিগকে অপরাধী বলিয়া রায় প্রদান করিবে।

১৫। কারণ আমি যাহা এই পৃথিবীতে বন্ধ করিতে চাহিয়াছি তাহাই শেষ বিচারের কাঠগড়ায় তোমাদের বিরুদ্ধে আনীত হইবে। কারণ প্রভু আমাকে ঐরূপ ভাবে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং আমাকে তাহা পালন করিতেই হইবে। আমেন।

ইনসের পুস্তক

নেফাইয়ের একটি ইতিহাস লামানাইতদিগের নিকট পৌঁছিবার বিষয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার, এই দুই দলের লোকদিগের চরিত্র, অবস্থা এবং তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ।

১। ইহার পর দেখ এইরূপ ঘটিল যে, আমি ইনস আমি জানিতাম আমার পিতা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন–কারণ তিনি আমাকে তাঁহার ভাষায় শিক্ষা দান করিয়াছিলেন এবং প্রভুর গুণাবলী এবং উপদেশও শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং ইহার জন্য, আমার ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত হউক।

২। এবং আমি তোমাদিগকে সেই বিষয় বলিব যে, আমার পাপের ক্ষমা লাভ করিবার পূর্বে, ঈশ্বরের সম্মুখে, আমাকে কত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

৩। দেখ, আমি পশু শিকার করিবার জন্য, বনে জঙ্গলে গমন করিয়াছিলাম: এবং আমার পিতা অনন্ত জীবন, এবং সাধুদিগের আনন্দ উৎসব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা প্রায়ই আলোচনা করিতেন তাহা আমার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করিয়াছিল।

৪। আমার হৃদয় ক্ষুধার্ত হইয়াছিল, এবং আমি আমার সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে নতজানু হইয়াছিলাম, আমি তাঁহার নিকট অতিরিক্ত প্রার্থনা এবং অন্তরের সকল বিনয়ের সহিত আকুল আবেদন নিবেদন করিয়াছিলাম; এবং সমস্ত দিন ধরিয়া আমি তাহার নিকট আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছিলাম; হ্যাঁ, এবং যখন রাত্রি নামিল আমি তখনও আমার কণ্ঠস্বরকে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম যাহার ফলে উহা স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছিল।

৫। অতঃপর আমার উদ্দেশ্যে একটি কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হইল, এবং আমাকে বলিল: ইনস, তুমি তোমার পাপের ক্ষমা লাভ করিয়াছ, এবং তুমি আশীর্বাদ লাভ করিবে।

৬। এবং আমি ইনস ইহা জানিতাম যে, ঈশ্বর কখনও মিথ্যা বলিবেন না; অতএব আমার সকল অপরাধ মুছিয়া গিয়াছে।

৭। এবং আমি বলিয়াছিলাম: প্রভু ইহা কিরূপে সম্ভব হইল?

৮। তিনি আমাকে বলিলেন: যাহাকে তুমি পূর্বে কখনও দেখ নাই এবং যাহার কথা তুমি শ্রবণ কর নাই সেই ত্রাণকর্তার প্রতি তোমার বিশ্বাসের জন্যই ইহা হইয়াছে। এবং তিনি দেহ ধারণ করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিবার পূর্বে, অনেক বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইবে; অতএব তোমার বিশ্বাসই তোমাকে পরিপূর্ণ করিয়াছে।

৯। অতঃপর এইরূপ ঘটিল যে, যখন আমি এই সকল বাণীগুলি শ্রবণ করিলাম, তখন আমি আমার ভ্রাতৃগণ নেফাইতদিগের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য, বাসনা অনুভব করিতে লাগিলাম; অতএব তাহাদের মঙ্গলের জন্য, আমি আমার সমস্ত অন্তর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলাম।

১০। এবং এইরূপে যখন আমি অন্তরের মাঝে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম সেই সময় দেখ, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর পুনরায় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, তিনি বলিলেন: আমি তোমার ভ্রাতাদিগকে আমার আদেশসমূহ পালনের প্রতি তাহাদের নিষ্ঠার উপর ভিত্তি করিয়া, তাহাদিগকে দর্শন দান করিব। আমি তাহাদিগকে এই ভূমি প্রদান করিয়াছি, এবং ইহা হইল একটি পবিত্র ভূমি। তাহাদের পাপ ভিন্ন, আমি ইহাকে তাহাদের জন্য অভিশপ্ত করিব না। অতএব আমি যেইরূপ ভাবে বলিয়াছি, সেইভাবেই আমি তোমার ভ্রাতাদিগকে দর্শন দান করিব। এবং তাহারা অপরাধ করিলে, আমি তাহার জন্য তাহাদের উপর শাস্তি বর্ষণ করিব।

১১। এবং আমি ইনস, এই সকল বাণীগুলি শ্রবণ করিবার পর, প্রভুর প্রতি আমার বিশ্বাস অটল হইতে আরম্ভ করিল; এবং আমি আমার ভ্রাতাগণ লামানাইতদের জন্য, প্রভুর নিকট অনেক দীর্ঘ এবং কঠোর পরিশ্রম দ্বারা, প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছিলাম।

১২। অতঃপর আমি আমার সমস্ত অধ্যবসায় সহকারে প্রার্থনা নিবেদন এবং পরিশ্রম করিবার পর, প্রভু আমার উদ্দেশ্যে বলিলেন: তোমার বিশ্বাসের জন্য আমি তোমার আবেদন মঞ্জুর করিব।

১৩। এখন দেখ, ইহাই ছিল আমার বাসনা যাহা আমি তাহার নিকট কামনা করিয়াছিলাম–যে যদি এইরূপ কখনও হয় যে, আমার লোকগণ অর্থাৎ নেফাইতগণ আদেশ লঙ্ঘন করে, এবং কোন উপায় ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, এবং লামানাইতগণ ধ্বংস প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে, প্রভু ঈশ্বর আমার লোকগণ অর্থাৎ নেফাইতগণের একটি ইতিহাস রক্ষা করিবেন; এমনকি যদি এমন হয়, তিনি তাঁহার বাহুর পবিত্র শক্তি দ্বারা তাহা রক্ষা করিবেন যাহাতে, ভবিষ্যতে কোনদিন উহা লামানাইতদের নিকট প্রকাশ করা সম্ভব হয়, যাহাতে হয়ত তাহারা মুক্তির পথে আগমন করিতে সক্ষম হইবে।

১৪। কারণ বর্তমানে তাহাদিগকে পরম সত্যের প্রতি ফিরাইয়া আনিবার জন্য, আমাদের কঠোর পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। এবং তাহারা ক্রোধের বশে এই শপথ করিয়া বসিয়া আছে যে, সম্ভব হইলে যাহারা আমাদের সকল ইতিহাস, এবং আমাদিগকে ধ্বংস করিবে, এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সকল ঐতিহ্যও তাহারা নষ্ট করিবে।

১৫। কাজেই, যেহেতু আমি জানি যে, প্রভু ঈশ্বর আমাদের ইতিহাসগুলি রক্ষা করিতে সক্ষম, সেইহেতু আমি অনবরত তাঁহার নিকট আমার আকুল আবেদন নিবেদন করিতে থাকিলাম: কারণ, তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে: যাহা তুমি কামনা করিবে তাহা তুমি লাভ করিতে সক্ষম হইবে, এই বিশ্বাস লইয়া, এবং সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া ত্রাণকর্তার নামে তুমি যাহা কামনা করিবে, তাহাই তুমি লাভ করিবে।

১৬। আমার বিশ্বাস ছিল, এবং আমি ঈশ্বরের নিকট আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিলাম যাহাতে তিনি ইতিহাসগুলি রক্ষা করেন; এবং তিনি আমার নিকট এই চুক্তি করিলেন যে, তাঁহার সময়মত তিনি ঐগুলিকে লামানাইতদের নিকট প্রকাশ করিবেন।

১৭। এবং আমি ইনস জানিতাম যে, তিনি যেইরূপ চুক্তি করিয়াছেন সেইরূপই তিনি করিবেন, অতএব আমার হৃদয় শান্ত হইল।

১৮। এবং প্রভু আমার নিকট বলিয়াছিলেন: তোমার পূর্বপুরুষগণও আমার নিকট এই বস্তু কামনা করিয়াছিল; এবং তাহাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাহা সম্পাদন করা হইবে। কারণ তাহাদের বিশ্বাস তোমার বিশ্বাসের অনুরূপই ছিল।

১৯। অতঃপর আমি ইনস নেফাইয়ের লোকদিগের মাঝে গিয়া যে সকল বস্তু ঘটিবে সেই বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিলাম, এবং আমি যাহা দেখিয়াছি, এবং শ্রবণ করিয়াছি, সেই সকল বস্তুর বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতে থাকিলাম।

২০। এবং আমি এই ইতিহাস বহন করিতেছি যে, নেফাইয়ের লোকগণ অধ্যবসায়ের সহিত, ঈশ্বরের প্রতি লামানাইতদের সঠিক আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য, কঠোর চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হইল, তাহাদের ঘৃণা বদ্ধমূল ছিল, এবং তাহারা তাহাদের মন্দ প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হইল, যাহার ফলে তাহারা বন্য, হিংস্র এবং রক্তপিপাসু ব্যক্তিতে পরিণত হইল, এবং পৌত্তলিকতা ও অশ্লীলতায় পূর্ণ হইল। তাহারা শিকারের মাংস ভক্ষণ করিল; তাঁবুতে বাস করিতে লাগিল এবং কোমরে ছোট্ট একটি চামড়ার কটিবদ্ধ পরিধান করিয়া, এবং মস্তক মুন্ডিত করিয়া বনভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং তাহারা ধনুক চালনা, অসৎ কার্য এবং কুঠার চালনায় পারদর্শী হইল। এবং তাহাদের অনেকেই কাঁচা মাংস ভিন্ন আর কিছুই ভক্ষণ করিত না। এবং তাহারা অনবরত ভাবে আমাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য, চেষ্টা করিতে লাগিল।

২১। অতঃপর নেফাইয়ের লোকেরা ভূমি কর্ষণ করিল এবং সকল প্রকারের ফসল, এবং ফল উৎপাদন করিল এবং সকল প্রাণীর দল, সকল প্রকার গৃহপালিত পশুর দল, ছাগল, বন্য ছাগল এবং অনেক ঘোড়াও পালন করিতে লাগিল।

২২। এবং আমাদের মধ্যে অনেক বেশী মহাপুরুষ ছিলেন। জনগণ ছিল একগুঁয়ে প্রকৃতির, তাহাদিগকে বোঝান শক্ত ছিল।

২৩। এবং অতিরিক্ত কঠোরতা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। যুদ্ধের সম্বন্ধে প্রচার এবং ভবিষ্যদ্বাণী, কলহ বিবাদ, সর্বনাশ এবং অনবরত ভাবে তাহাদিগকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া, নশ্বর জীবনের স্থায়িত্ব, শেষ বিচার এবং ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং এইরূপ সকল বস্তু তাহাদিগকে প্রভুর প্রতি ভীত থাকিতে অনবরত ভাবে উৎসাহিত করিয়াছে। আমি বলিতেছি যে, এই সকল কিছুরই অভাব ছিল না এবং বক্তব্যগুলি অতিশয় সহজ এবং সরল ছিল এবং এই সকল তাহাদিগকে দ্রুত ধ্বংসের পথে আগাইয়া যাইবার পথে, বাধা প্রদান করিয়াছিল। এবং এইরূপে, আমি তাহাদের বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

২৪। এবং আমার জীবন কালেই, আমি নেফাইতগণ এবং লামানাইতগণের ভিতরে যুদ্ধ দেখিয়াছিলাম।

২৫। এইরূপে, আমি বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিলাম, এবং এইরূপে আমাদের পিতা লেহাইয়ের জেরুজালেম পরিত্যাগ করিবার পর, একশত ঊনআশী বৎসর অতিবাহিত হইল।

২৬। এবং আমি দেখিলাম, অতি শীঘ্রই আমাকে আমার কবরে যাইতে হইবে, কাজেই ঈশ্বরের ক্ষমতা দ্বারা অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া, আমাকে এই জনগণের নিকট প্রচার করিতে হইবে, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিতে হইবে, এবং ত্রাণকর্তার মধ্যে যে সত্য রহিয়াছে, সেই বিষয় ঘোষণা করিতে হইবে। এবং আমি আমার সমস্ত জীবন ধরিয়া উহা ঘোষণা করিয়াছি, এবং পৃথিবীর ঊর্ধ্বে গিয়া আমি ইহার জন্য আনন্দ করিয়াছি।

২৭। শীঘ্রই, আমি আমার বিশ্রামের স্থান, যাহা আমাকে আমার মুক্তি দাতার সহিত একত্রিত করিবে, সেই স্থানে গমন করিব; কারণ আমি জানি, তাঁহার নিকটেই আমি বিশ্রাম লাভ করিব। এবং যেই দিন আমার মর দেহ অমরত্ব লাভ করিবে, সেই দিন আমি আনন্দ করিব, এবং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইব। তখন আমি তৃপ্তির সহিত তাহার মুখ দর্শন করিব, এবং তিনি আমার উদ্দেশ্যে বলিবেন: আমার নিকট আইস তুমি আশীর্বাদ লাভ করিয়াছ, (তাই) আমার পিতার গৃহে, তোমার জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। আমেন।

মসায়াহর পুস্তক

পরিচ্ছেদ ২

রাজা বেনজামিন একটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন, সেই স্থান হইতে তিনি তাহার জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিতেন–ঈশ্বরের প্রতি ভয় রহিয়াছে এইরূপ একজন রাজার রাজত্বকাল।

১। অতঃপর এইরূপ ঘটিল, মসায়াহকে তাহার পিতা যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন তাহা সমাপ্ত করিবার পর, সমস্ত এলাকায় তিনি এই বিষয় ঘোষণা করিলেন যে, সমস্ত এলাকার সকল ব্যক্তি একত্রিত হইয়া রাজা বেনজামিন তাহাদের উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা করিবেন, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য, তাহারা মন্দিরে গমন করিতে পারে।

২। সেইস্থানে অনেক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। এমনকি এত লোক হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে গণনা করা সম্ভব হয় নাই। কারণ তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ভূমিতে পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল।

৩। এবং তাহারা তাহাদের গৃহপালিত পশুর প্রথম সন্তানটিও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, যাহাতে তাহারা মুসার আইন অনুযায়ী উহাকে বলিদান করিতে, এবং সেই দান প্রজ্জ্বলিত করিতে সক্ষম হয়।

৪। এবং তাহারা যাহাতে তাহাদের প্রভু ঈশ্বর, যিনি তাহাদিগকে জেরুজালেমের ভূমি হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন–এবং যিনি তাহাদিগকে তাহাদের শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে তাহাদের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং একজন সৎ ব্যক্তিকে তাহাদের রাজা নিযুক্ত করিয়াছেন, যেই রাজা জারাহেমলার ভূমিতে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন, এবং যিনি তাহাদিগকে ঈশ্বরের আদেশ সমূহ রক্ষা করিতে শিক্ষা দান করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা সকল মানব এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ হইতে এবং আনন্দ করিতে পারে–তাহার জন্যও যাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে তাহারা সক্ষম হয়।

৫। অতঃপর এইরূপ ঘটিল, যখন তাহারা মন্দিরে আগমন করিল, তখন তাহারা ইহার চারিদিকে তাঁবু খাটাইল প্রতিটি ব্যক্তি তাহাদের পরিবারের সদস্য অনুযায়ী যেমন, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা, এবং তাহাদের পুত্র কন্যা, প্রথম হইতে লুইয়া কনিষ্ঠ পর্যন্ত। প্রতিটি পরিবার একে অন্য হইতে আলাদা আলাদা ভাবে তাঁবু খাটাইল।

৬। এবং তাহারা মন্দিরের চারিপার্শ্বে তাহাদের তাঁবু খাটাইল, প্রত্যেকেই তাহাদের তাঁবু এইরূপ ভাবে খাটাইল যাহাতে তাহার দ্বার মন্দিরের দিকে থাকে, যাহাতে তাহারা তাঁবুতে অবস্থান করিয়াই রাজা বেনজামিন, তাহাদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দান করিবেন, তাহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হয়।

৭। কারণ সংখ্যায় তাহারা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাদের সকলকে মন্দিরের চারি দেয়ালের মধ্যে রাখিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা রাজা বেনজামিনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতএব তিনি একটি সুউচ্চ দুর্গের চূড়া নির্মাণ করাইলেন, যাহাতে তাঁহার লোকেরা, তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা করিবেন, তাহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হয়।

৮। অতঃপর তিনি সেই উচ্চ দুর্গ-চূড়া হইতে তাহার লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করিতে শুরু করিলেন: এবং অনেক বেশী লোক সংখ্যার জন্য তাহারা সকলে তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে সক্ষম হইল না। অতএব তিনি তাঁহার বক্তব্যগুলি যাহাতে লিপিবদ্ধ করা হয়, এবং যাহারা তাঁহার কণ্ঠস্বরের আওতার মধ্যে পড়ে না তাহাদের নিকট উহা বিলি করা হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিলেন যাহাতে, তাহারাও তাঁহার বক্তব্যগুলি লাভ করিতে সক্ষম হয়।

৯। এবং এইগুলি হইল তাহার সেই ভাষণ যাহা তিনি প্রদান করিয়াছিলেন এবং লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন: আমার ভ্রাতাগণ, তোমরা সকলে এইস্থানে একত্রে সমবেত হইয়াছ যাহাতে, অদ্য আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে যাহা বলিব তাহা তোমরা শ্রবণ করিতে সক্ষম হও; কারণ আমি তোমাদিগকে, তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্যগুলি লইয়া তামাশা করিবার জন্য এই স্থানে আগমন করিতে আদেশ করি নাই, বরং এই জন্য করিয়াছি যাহাতে তোমরা আমার কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং যাহাতে তোমরা উহা শ্রবণ করিতে, এবং হৃদয় দ্বারা উহা বুঝিতে সক্ষম হও, এবং তোমাদের অন্তর উন্মুক্ত হয় যাহাতে ঈশ্বরের মহিমাগুলি তোমাদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়।

১০। আমি তোমাদিগকে আমার ভয় ভীত হইবার জন্য, অথবা আমি মর দেহ মানব অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু এই ধারণা তোমাদিগকে প্রদান করিবার জন্য, তোমাদিগকে এই স্থানে আগমন করিতে আদেশ প্রদান করি নাই।

১১। আমি তোমাদেরই মত মানুষ, এবং দেহ ও মনের সকল প্রকার অস্থিরতায় আমি অধীন, তথাপি আমি এই জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছি, এবং আমার পিতা কর্তৃক এই পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্য, নিযুক্ত হইয়াছি এবং আমার প্রভুর নিকট হইতে, অনুমতি লাভ করিয়াছি যাহাতে, আমি এই জনগণের শাসনকর্তা এবং রাজা হইতে পারি; এবং তাঁহার তুলনাহীন ক্ষমতা দ্বারা রক্ষা লাভ করিয়াছি এবং নিরাপদ রহিয়াছি যাহাতে, প্রভু আমাকে যে হৃদয় এবং শক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার দ্বারা, তোমাদের সেবা করিতে পারি।

১২। আমি তোমাদের নিকট বলিতেছি যে, তোমাদিগের সেবায় আমার সময় অতিবাহিত করিবার জন্য, এমনকি আজ পর্যন্ত তোমাদের সেবা করিবার জন্য আমি পরিশ্রম করিয়াছি। এবং স্বর্ণ রৌপ্য অথবা তোমাদের কোন রকম ধন সম্পদ আমি কামনা করি নাই।

১৩। এবং আমি এইজন্য এত কষ্ট সহ্য করি নাই যে, তোমাদিগকে অন্ধকারে আবদ্ধ থাকিতে হইবে, অথবা একে অন্যের ক্রীতদাসে পরিণত হইতে হইবে অথবা তোমাদিগকে হত্যা, লুঠতরাজ, চুরি ডাকাতি অথবা ব্যাভিচার করিতে হইবে।। এমনকি আমি এইজন্যও কষ্ট সহ্য করি নাই যে তোমাদিগকে কোন প্রকার মন্দ কার্য করিতে হইবে। এবং তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছি যে, যে সকল বস্তুর জন্য প্রভু আদেশ প্রদান করিয়াছেন, প্রভুর সেই সকল আদেশ সমূহ তোমাদের রক্ষা করিয়া চলা উচিত।

১৪। এমনকি আমি তোমাদের জন্য নিজ হস্তে পরিশ্রম করিয়াছি যাহাতে তোমাদের সেবা করিতে পারি, এবং তোমাদের কার্যের বোঝায় তোমরা ভারাক্রান্ত না হও, এবং যাহাতে তোমাদের উপর এমন কোন ভার অর্পণ করা না হয়, যাহা তোমাদের বহন করা কষ্টসাধ্য হয়–এবং এই যে সকল বিষয় আমি বর্ণনা করিয়াছি, তোমরা নিজেরাই আজ তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছ।

১৫। তথাপি আমার ভ্রাতাগণ আমি দম্ভ করিবার জন্য এই সকল বর্ণনা করি নাই, অথবা তোমাদিগকে যাহাতে দোষারোপ করিতে পারি সেই কারণেও আমি এই সকল বর্ণনা করি নাই; আমি তোমাদিগকে এই সকল বলিতেছি যাহাতে, তোমরা জানিতে সক্ষম হও যে, আজ আমি পরিষ্কার জ্ঞান লইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে উত্তর করিতে সক্ষম।

১৬। দেখ, আমি তোমাদের নিকট এই কথাই বলিতেছি যে, আমি যে তোমাদের সেবায় আমার দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছি তাহা লইয়া দম্ভ করিবার ইচ্ছায়, তোমাদের নিকট আমি এই সকল বিষয় বর্ণনা করি নাই। কারণ আমি কেবলমাত্র ঈশ্বরের সেবায়ই নিযুক্ত ছিলাম।

১৭। এখন দেখ, আমি এই সকল বিষয় বর্ণনা করিতেছি, যাহাতে তোমরা জ্ঞান আহরণ করিতে সক্ষম হও। যাহাতে তোমরা এই সত্য বুঝিতে সক্ষম হও যে, যখন তোমরা তোমাদের সহকর্মীদিগকে সেবা কর তখন তোমরা তাহার দ্বারা তোমাদের ঈশ্বরেরই সেবা করিয়া থাক।

১৮। দেখ, তোমরা আমাকে তোমাদের রাজা বলিয়া আহ্বান করিয়াছ; এবং যদি আমি, যাহাকে তোমরা তোমাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ সেই আমি তোমাদের সেবার জন্য পরিশ্রম করি, তাহা হইলে তোমরা কি নিজেরা একে অন্যের সেবার জন্য পরিশ্রম করিবে না ?

১৯। এবং আরো দেখ, যদি এই আমি, যাহাকে তোমরা তোমাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, যে তোমাদের সেবায় তাহার সকল সময় অতিবাহিত করিয়াছে এবং তথাপি ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে সেই আমি তোমাদের প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে দেখ, তোমাদের স্বর্গের রাজাকে তোমাদের কিরূপ পরিমাণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা কর্তব্য।

২০। আমার ভ্রাতাগণ আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে এই কথাই বলিতেছি যে, যদি তোমরা তোমাদের সকল কৃতজ্ঞতা এবং সর্বান্তকরণে সকল প্রশংসা সেই ঈশ্বর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাদিগকে পালন এবং রক্ষা করিয়াছেন, এবং

তোমাদের আনন্দ উৎসব দান করিয়াছেন, এবং একে অন্যের সহিত শান্তিতে বসবাস করিবার অবস্হা মঞ্জুর করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্যে নিবেদন কর---

২১। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, প্রথম হইতেই যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যাহাতে তোমরা বাঁচিয়া থাকিতে, তোমাদের ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে, এবং এমনকি প্রতিমুহূর্তে তোমাদের ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম হও সেই জন্য তোমাদিগকে জীবন দান করিয়া প্রতিদিন তোমাদিগকে লালন পালন করিতেছেন যদি তোমরা তাঁহার সেবা কর--- আমি বলিতেছি যদি তোমরা তোমাদের সর্বান্তকরণ দিয়া তাহার সেবা কর তবুও তোমরা সুবিধাজনক সেবকে পরিণত হইতে সক্ষম হইবে না।

২২। এবং দেখ, তিনি তোমাদের নিকট কেবল মাত্র তাঁহার আদেশগুলি পালন করিয়া চলা, ইহাই প্রত্যাশা করেন; এবং তিনি তোমাদের নিকট এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, যদি তোমরা তাহার আদেশ সমূহ পালন কর, তাহা হইলে, তোমরা এই ভূমিতে উন্নতি লাভ করিবে। এবং যাহা তিনি বলিয়াছেন কখনই তাহার অন্যথা হইবে না, কাজেই যদি তোমরা তাঁহার আদেশ সমূহ পালন করিয়া চল, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তোমাদিগকে আশীর্বাদ, এবং উন্নতি প্রদান করিবেন।

২৩। এখন প্রথমত, তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে জীবন প্রদান করিয়াছেন এই জন্য তোমরা তাঁহার নিকট ঋণী রহিয়াছ।

২৪। এবং দ্বিতীয়ত, তোমরা তোমাদের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার আদেশ সমূহ পালন কর ইহা তিনি প্রত্যাশা করেন। এবং তোমরা উহা করিলে, তিনি সত্তর তাহার জন্য তোমাদিগকে আশীর্বাদ প্রদান করিয়া থাকেন, এবং এই রূপে তিনি তোমাদিগকে মূল্য দান করিয়া থাকেন, এবং তোমরা তখনও তাঁহার নিকট ঋণী থাকিয়া যাও, এবং চিরকাল ধরিয়াই তোমরা এইরূপ ঋণী রহিয়াছ এবং থাকিবে, অতএব, তোমাদের দম্ভ করিবার কি রহিয়াছে?

২৫। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা নিজেরা কি নিজেদের বিষয় কিছু বলিতে পার? আমি বলিতেছি না পার না। এমনকি তোমরা এই কথাও বলিতে পারনা যে, তোমরা পৃথিবীর ধুলাবালির যোগ্য: তবুও তোমরা পৃথিবীর ধুলাবালি দ্বারাই সৃষ্টি হইয়াছ; কিন্তু দেখ, ইহা তাঁহার অধিকারে রহিয়াছে যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

২৬। এমনকি আমি, যাহাকে তোমরা তোমাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ সেই আমিও তোমাদিগের অপেক্ষা কিছু উত্তম নই; কারণ আমিও ধুলাবালি দ্বারাই সৃষ্টি হইয়াছি। এবং তোমরা দেখ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এবং আমি আমার এই মর দেহ, মাতা ধরিত্রীর বুকে স্হাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।

২৭। কাজেই, যদিও আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, পরিষ্কার বিবেক লইয়া, ঈশ্বরের পথে থাকিয়া, আমি তোমাদের সেবা করিয়াছি তথাপি আমি এই সময় তেমাদিগকে এইস্হানে একত্রিত করিয়াছি, যাহাতে আমি নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারি এবং যাহাতে আমি যখন, তোমাদের জন্য ঈশ্বর আমাকে যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন সেই বিষয় তাঁহার বিচারাসনের সম্মুখীন হইব, তখন তোমাদের ক্রোধ আমার উপর পতিত না হয়।

২৮। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, আমি তোমাদের সকল ব্যক্তিকে একত্রিত করিয়াছি যাহাতে আমি আমার এই শেষ সময়, যখন আমার কবরে প্রস্হান করিবার সময় হইয়াছে সেই সময়, আমার আচ্ছাদনকে তোমাদের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিতে পারি, যাহাতে আমি শান্তির সহিত প্রস্হান করিতে পারি, এবং আমার অমর আত্মা, উপরে স্বর্গে মহান ঈশ্বরের মহিমা কীর্তনের ঐকতান সঙ্গীতে, যোগদান করিতে পারে।

২৯। ইহা ভিন্ন আমি তোমাদিগকে আরো বলিতেছি যে, আমি তোমাদিগকে এইস্হানে একত্রিত করিয়াছি যাহাতে তোমাদের সকলের নিকট আমি এই কথা ঘোষণা করিতে পারে যে, আমি আর তোমাদের শিক্ষক অথবা তোমাদের রাজার পদে নিযুক্ত থাকিতে সক্ষম হইব না।

৩০। কারণ এই সময়ও, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে যখন কথা বলিতে উদ্যত হইতেছি তখন আমার সর্ব দেহ অতি মাত্রায় কম্পিত হইতেছে, কিন্তু প্রভু ঈশ্বর আমার সহায় হইয়াছেন, এবং তিনি আমাকে শক্তি যোগাইয়াছেন, যাহাতে আমি তোমাদের নিকট আমার বক্তব্য পেশ করিতে পারি, এবং আমাকে এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, এইদিন আমি তোমাদের নিকট ইহাই ঘোষণা করিব যে, আমার পুত্র মসায়াহ এখন তোমাদের রাজা এবং শাসনকর্তা নিযুক্ত হইল।

৩১। এখন আমার ভ্রাতাগণ আমি তোমাদিগকে বলিব যে, এতদিন তোমরা যেইরূপ করিয়া আসিয়াছ এখনও সেইরূপ করিবে। তোমরা যেরূপ ভাবে আমার আদেশসমূহ রক্ষা করিয়া আসিয়াছ এবং শত্রুর হস্তে পতিত হইবার অবস্হা হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং উন্নতি লাভ করিয়াছ, সেইরূপ ভাবেই যদি তোমরা আমার পুত্রের আদেশ সমূহ অথবা ঈশ্বরের আদেশ সমূহ যাহা তাহার মাধ্যমে তোমাদের নিকট প্রদান করা হইবে, তাহা পালন কর, তাহা হইলে, তোমরা এই ভূমিতে উন্নতি লাভ করিবে, এবং তোমাদের শত্রুগণ তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে না।

৩২। কিন্তু, হে আমার দেশবাসীগণ সাবধান, যাহাতে তোমাদের মধ্যে পরিতৃপ্তির অভাব দেখা না দেয় এবং তোমরা মন্দ আত্মা, যাহার বিষয় আমার পিতা মসায়াহ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার আদেশ পালন করিতে পছন্দ না কর।

৩৩। কারণ দেখ, যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে অনুসরণ করিতে পছন্দ করে, তাহার জন্য আক্ষেপ উক্তি উচ্চারণ করা হইয়াছে, কারণ যদি সে তাহাকে অনুসরণ করিতে, তাহার পাপের মধ্যে থাকিতে এবং মৃত্যুবরণ করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি তাহার নিজের আত্মার নরক ভোগের যন্ত্রণা ভোগ করিবে। কারণ পারিশ্রমিক হিসাবে সে, তাহার নিজের জ্ঞানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের আদেশ ভঙ্গ করিবার জন্য, অনন্ত কাল ধরিয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।

৩৪। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে কেবল শিশুগণ ভিন্ন, এমন কেহ নাই যাহাদিগকে এই সকল বিষয় শিক্ষাদান করা হয় নাই যে, তোমরা অনন্ত কালের জন্য, তোমাদের সদাপ্রভুর নিকট তোমাদের সকল কিছু প্রদান করিবার জন্য, ঋণী রহিয়াছ, এবং তোমাদিগকে আরো সেইসকল ইতিহাস সমূহ,

যাহাতে পবিত্র মহাপুরুষগণের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ রহিয়াছে এমনকি আমাদের পিতা লেহাই জেরুজালেম পরিত্যাগ করিবার সময় হইতে লইয়া সকল বিবৃতি যাহাতে লিপিবদ্ধ করা রহিয়াছে সেই ইতিহাস সমূহ, শিক্ষা দান করা হইয়াছে।

৩৫। এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ আজ পর্যন্ত যাহা প্রকাশ করিয়াছেন সেই বিষয়গুলিও এবং আরো দেখ তাঁহারা সেই সকল বস্তুই বর্ণনা করিয়াছেন যাহা প্রভু তাঁহাদিগকে আদেশ করিয়াছেন; কাজেই সেইগুলি সঠিক এবং সত্য।

৩৬। এবং এখন আমার ভ্রাতাগণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা এই সকল বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার এবং শিক্ষা লাভ করিবার পর, যদি তোমরা আইন ভঙ্গ কর, এবং যাহা তোমাদিগকে করিতে বলা হইয়াছে তাহার অন্যথা কর, অর্থাৎ যদি তোমরা প্রভুর পথ হইতে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লও যাহাতে সৎ পথে পরিচালিত হইবার তোমাদের কোন উপায় না থাকে, যাহাতে তোমরা আশীর্বাদ লাভ করিতে উন্নতি করিতে এবং রক্ষা পাইতে পার---

৩৭। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি এইরূপ করে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করে; কাজেই সে অশুভ আত্মার নির্দেশ পালন করিতে পছন্দ করে, এবং সকল ধার্মিক ব্যক্তির নিকট শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কাজেই ঈশ্বরের নিকট তাহার কোন স্হান নাই, কারণ তিনি অসৎ মন্দিরে অবস্হান করেন না।

৩৮। কাজেই সেই ব্যক্তি যদি অনুতাপ না করে, এবং ঈশ্বরের একজন শত্রু হিসাবে অবস্হান করে, এবং মৃত্যু বরণ করে তখন স্বর্গীয় আইনের দাবি, তাহার অমর আত্মাকে তাহার নিজের পাপের জ্ঞান দান পূর্বক, জীবন্ত করিয়া জাগরিত করে, যাহা তাহাকে প্রভুর সম্মুখে সংকুচিত করিয়া তোলে, এবং তাহার অন্তরকে অপরাধ, কষ্ট, এবং যন্ত্রণায় ভরিয়া তোলে ইহা অনির্বাণ অগ্নিতুল্য, যাহার শিখা অনন্তকাল ধরিয়া কেবল উপরের দিকেই উঠিতে থাকে।

৩৯। এবং এখন আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, ঐ ব্যক্তি কোন দয়া লাভ করিতে সক্ষম হইবে না; কাজেই তাহার শেষ শাস্তি হইল, যাহার কোনদিনও শেষ হইবে না, এরূপ অত্যাচার সহ্য করা।

৪০। হে বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ, এবং যুবক ব্যক্তিগণ এবং ছোট্ট শিশুগণ তোমরাও, যাহারা আমার কথা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছ, কারণ আমি অতি সহজ ভাষায় তোমাদের নিকট বক্তব্য পেশ করিয়াছি যাহাতে তোমরা আমার কথা বুঝিতে সক্ষম হও, আমি প্রার্থনা করি, যাহাতে তোমরা, যাহারা পাপে নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহাদের নিদারুণ অবস্হার কথা স্মরণ করিয়া, জাগ্রত হইতে সক্ষম হও।

৪১। এবং আমি আরো কামনা করিতেছি যে, যাহারা ঈশ্বরের আদেশগুলি পালন পূর্বক আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে, এবং সুখী হইয়াছে, তাহাদের কথা তোমরা বিবেচনা করিতে সক্ষম হও। কারণ দেখ, দেখ তাহারা সর্ববিষয়, উভয় পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক ভাবে আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে; এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা বিশ্বাসী হইয়া চলিতে পারিলে তাহারা স্বর্গে গৃহীত হইবে যাহার ফলে, তাহারা যাহার কোন শেষ নাই, এইরূপ সুখ শান্তিতে ঈশ্বরের সহিত বসবাস করিবে। দেখ, স্মরণ রাখিও, এই কথা তোমরা স্মরণ রাখিও যে, এই সকল বস্তু সত্য, কারণ প্রভু ঈশ্বর এই সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

পরিচ্ছেদ ৩

রাজা বেনজামিনের বক্তব্য অব্যাহত রহিল ত্রাণকর্তার সম্বন্ধে আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী–প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আরো কিছু বক্তব্য।

১। আমার ভ্রাতাগণ, আমি পুনরায় তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, কারণ আমার, তোমাদের নিকট আরো কিছু বলিবার রহিয়াছে, কারণ দেখ আমাকে তোমাদের নিকট সেই বিষয় সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে হইবে যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে।

২। এবং যেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিব, সেইগুলি ঈশ্বরের নিকট হইতে আগত একজন দেবদূত কর্তৃক, আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আমাকে বলিলেন জাগ্রত হও। আমি জাগ্রত হইলাম, এবং তাঁহাকে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিলাম।

৩। এবং তিনি আমাকে বলিলেন: জাগ্রত হও এবং তোমার উদ্দেশ্যে আমি যাহা বর্ণনা করিতেছি তাহা শ্রবণ কর; কারণ দেখ, আমি তোমার নিকট অত্যন্ত আনন্দের একটি সুখবর প্রকাশ করিবার জন্য, আগমন করিয়াছি।

৪। কারণ ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন এবং তোমার ধার্মিকতার বিবেচনা করিয়াছেন, এবং আমাকে তোমার নিকট ইহাই প্রকাশ করিতে প্রেরণ করিয়াছেন যে, তুমি আনন্দ উৎসব করিতে পার এবং তুমি তোমার লোকদিগের নিকট এই কথা ঘোষণা করিতে পার যে, তাহারাও আনন্দে পূর্ণ হইতে পারে।

৫। কারণ দেখ, সময় আসিয়াছে, এবং সেই সময় খুব দূরে নয় যখন সর্বশক্তিমান প্রভু, যিনি তাহার শক্তির সাহায্যে, অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত, রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, এবং করিতেছেন তিনি স্বর্গ হইতে মানব সন্তানদিগের মাঝে, নামিয়া আসিবেন এবং মাটির কুটিরে বাস করিবেন, জনগণের মাঝে গমন করিবেন, রুগ্নকে সুস্থ করা, মৃতকে উত্থিত করা, পঙ্গু ব্যক্তিকে হাঁটিতে সাহায্য করা অন্ধকে তাহার দৃষ্টি লাভ করিতে, এবং বধির জনকে শ্রবণ করিতে সাহায্য করা, এবং সকল প্রকারের রোগকে সুস্থ করা, এইরূপ বিস্ময়কর অলৌকিক ক্ষমতা তিনি প্রদর্শন করিবেন।

৬। এবং তিনি শয়তানদিগকে অথবা অশুভ আত্মাগুলি, যাহারা মানব সন্তানদিগের মাঝে বাস করে তাহাদিগকে বহিস্কার করিবেন।

৭। এবং দেখ তিনি, সকল পরীক্ষা এবং শারীরিক যন্ত্রণা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং পরিশ্রম এমনকি মানুষের পক্ষে যাহা সহ্য করা সম্ভব তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থাৎ মৃত্যু ভিন্ন, সকলই সহ্য করিবেন, কারণ দেখ তাহার শরীরের সকল লোমকূপ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইবে, তাহার লোকদিগের পাপ এবং অপরাধের জন্য তাহার যন্ত্রণা হইবে ভীষণ।

৮। এবং তিনি যীশু খ্রীষ্ট নামে পরিচিত হইবেন। স্বর্গ মর্তের পিতা, প্রথম হইতে শুরু করিয়া সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের পুত্র তিনি। এবং তাঁহার মাতার নাম হইবে মেরী।

৯। এবং দেখ তিনি স্বেচ্ছায় আগমন করিবেন যাহাতে, কেবল মাত্র তাহার নামের উপর আস্হা স্হাপন করিলেই, মানব সন্তানেরা মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়। এবং এই সকল কিছুর পরেও তাহারা তাঁহাকে সাধারণ মানব হিসাবে জ্ঞান করিবে, এবং বলিবে তাঁহার সহিত কোন শয়তান রহিয়াছে, এবং তাহাকে শাস্তিদান করিবে, ও ক্রুশবিদ্ধ করিবে।

১০। এবং তৃতীয় দিবসে তিনি মৃতদিগের মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন, এবং দেখ, তিনি পৃথিবীর সকলের বিচার করিবার জন্য উপস্হিত হইবেন, এবং দেখ, এই সকল বস্তু সম্পন্ন করা হইবে, যাহাতে মানব সন্তানদিগের জন্য, ন্যায় বিচার প্রবর্তিত হইতে পারে।

১১। কারণ দেখ, যাহারা আদমের আইন ভঙ্গ করিবার ফলে পতিত হইয়াছে, যাহারা তাহাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা, না জানিয়াই মৃত্যু বরণ করিয়াছে অথবা যাহারা অজ্ঞানে পাপ কার্য করিয়াছে, তাহাদের পাপের জন্য, তাঁহার দেহের রক্ত পর্যন্ত, প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

১২। কিন্তু হায়, তাঁহার জন্য দুঃখ হয় যে সজ্ঞানে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে, কারণ, এইরূপ কাহারো জন্য মুক্তি আসিবে না, যদিনা সে অনুতাপ করে, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করে।

১৩। এবং প্রভু ঈশ্বর সকল গোষ্ঠি, জাতি, সকল ভাষাভাষী এবং সকল মানব সন্তানের নিকট এই বার্তা ঘোষণা করিবার জন্য, মহাপুরুষদিগকে প্রেরণ কণরয়াছেন যাহাতে, যাহারা এই সত্য বিশ্বাস করিবে যে, ত্রাণকর্তা আগমন করিবেন তাহারা তাহাদের পাপের ক্ষমা লাভ করিতে সক্ষম হয়, এবং অনেক আনন্দ লইয়া, মহা আনন্দ উৎসব করিতে পারে, এমনকি এরূপ মনে করিতে পারে যে, তখনই তিনি তাহাদের মাঝে আগমন করিয়াছেন।

১৪। তথাপি প্রভু ঈশ্বর দেখিলেন, তাঁহার লোকেরা হইল অবাধ্য লোক, সেই কারণে তিনি তাহাদের জন্য, আইন প্রদান করিলেন, এবং মুসার আইনগুলিও প্রদান করিলেন।

১৫। তাঁহার আগমনের বিষয় অনেক প্রকার চিহ্ন, অলৌকিক ঘটনা, বৈশিষ্টসমূহ, অলীক বস্তু তিনি তাহাদিগকে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, পবিত্র মহাপুরুষগণও তাঁহার আগমনের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথাপি তাহারা তাহাদের অন্তরকে অবাধ্য করিয়া রাখিয়াছিল, এবং এই সত্য বুঝিতে সক্ষম হয় নাই যে, তাঁহার রক্তের প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে ভিন্ন, মুসার আইনে কিছুই সাহায্য হইবে না।

১৬। এবং যদি ইহা সম্ভব হইত যে, ছোট শিশুগণ অপরাধ করিতে সক্ষম, তাহা হইলে তাহারাও রক্ষা পাইত না; কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহারা আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে। কারণ দেখ আদমের মত অথবা প্রকৃতির নিয়মে তাহারা পতিত হয়, তথাপি ত্রাণকর্তার রক্ত তাহাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।

১৭। আমি তোমাদিগকে আরো বলিতেছি যে, সর্বশক্তিমান প্রভু, ত্রাণকর্তার নামের সাহায্য ভিন্ন, এমন আর কোন নাম প্রদান করা হইবে না অথবা এমন কোন পথ বা উপায় থাকিবে না, যাহার দ্বারা, মানব সন্তানগণ মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়।

১৮। কারণ দেখ, তিনিই বিচার করিবেন, এবং তাহার বিচারই হইবে ন্যায় বিচার : এবং যে শিশুগণ তাহাদের শৈশবকালেই মৃত্যু বরণ করিবে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না; কিন্তু মানব সন্তান তাহাদের নিজেদেরকে ছোট শিশুদের মত বিনম্র করা ভিন্ন, এবং এই সত্য বিশ্বাস করা ভিন্ন যে, সর্ব শক্তিমান প্রভু ত্রাণকর্তার রক্তের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের মাধমেই মুক্তি আসিয়াছিল, আসিয়াছে এবং আসিবে, তাহারা তাহাদের অন্তরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

১৯। কারণ বন্য মানবগণ, আদমের পতন হইতে শুরু করিয়া এখন পর্যন্ত ঈশ্বরের শত্রু হইয়া রহিয়াছে এবং তাহারা যদি পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার নিকট বশ্যতা স্বীকার না করে, এবং তাহারা বন্য মানব প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া ত্রাণকর্তার প্রায়শ্চিত্তের মাধমে একজন সাধুতে পরিণত না হয়, এবং একজন শিশুর মত বাধ্য, নম্র, বিনীত, ধৈর্যশীল, ভালবাসায় পূর্ণ এবং ঈশ্বর তাহার প্রতি যে সকল বস্তু অর্পিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন, সেই সকল বিষয়ে বাধ্য হইবার ইচ্ছা এমন কি পুত্র যেমন পিতার নিকট আত্মসমর্পণ করে সেইরূপ না করে তাহা হইলে সে ঈশ্বরের শত্রু থাকিয়া যাইবে।

২০। আমি তোমাদিগকে আরো বলিতেছি যে, সেই সময় আসিবে যখন ত্রাণকর্তার ইচ্ছা সকল গোত্র, জাতি, ভাষাভাষী এবং জনগণের নিকট প্রচারিত হইবে।

২১। এবং দেখ সেই সময় যখন আগমন করিবে তখন, কেবলমাত্র শিশুরা ভিন্ন, অনুতাপ করা এবং সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বরের নামের প্রতি আস্থা স্থাপন করা ব্যতীত, কেহই নির্দোষ রূপে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইবে না।

২২। এবং এমনকি এখনও, যখন তোমরা তোমাদের লোকজনদিগকে প্রভু যাহা তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন তাহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছ, এমন কি তবুও আমি তোমাদের নিকট যে কথাগুলি বলিলাম কেবলমাত্র সেই কথাগুলি অনুযায়ী, এবং উহার অপেক্ষা বেশী নির্দোষ তাহারা প্রমাণিত হইবে না।

২৩। এবং এখন প্রভু ঈশ্বর আমাকে তোমাদের উদ্দেশ্যে যাহা বর্ণনা করিতে নির্দেশ দান করিয়াছেন আমি তাহা করিয়াছি।

২৪। এবং প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন, এইগুলি শেষ বিচারের দিন, এই জনগণের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত সাক্ষ্য হিসাবে কার্য করিবে। কাজেই ইহার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিটি ব্যক্তির কার্যসমূহ তাহারা ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করা হইবে।

২৫। তাহারা মন্দ হইলে তাহাদিগকে তাহাদের জঘন্য কার্যের, এবং দোষের, জঘন্য দৃশ্য তাহাদিগকে প্রদর্শন করা হইবে, ইহা তাহাদিগকে প্রভুর সম্মুখ হইতে সংকুচিত হইয়া দুঃখ কষ্ট এবং অনন্ত যন্ত্রণার মধ্যে গমন করিতে বাধ্য করিবে;

যেইস্থান হইতে তাহারা কোনদিনই প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হইবে না। এই রূপে তাহারা তাহাদের নিজেদের অন্তরের সর্বনাশ পান করিয়াছে।

২৬। অতএব তাহারা ঈশ্বরের রোষের পেয়ালা হইতে পান করিয়াছে। তাহার জন্য আদমকে যেমন ন্যায় বিচার অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই যে, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের ফলে তাহার পতন ঘটিবে, সেইরূপ ইহাদের ক্ষেত্রেও আর উহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। কাজেই তাহাদের উপর চিরকালের জন্য, দয়ার আর কোন হাত থাকিবে না।

২৭। এবং তাহাদের যন্ত্রণা হইবে আগুন এবং গন্ধকের সরবরের মত যাহার শিখা চিরকাল অনির্বাণ থাকিবে এবং ধূম্র অনন্ত কাল ধরিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে থাকিবে। ঈশ্বর আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। আমেন।

পরিচ্ছেদ ৪

রাজা বেনজামিনের ভাষণের সমাপ্তি--- জনগণের মুক্তির জন্য শর্ত--- ঈশ্বরের প্রতি জনগণের নির্ভরশীলতা–স্বাধীনতা, জ্ঞান এবং অধ্যবসায় একে অন্যের সহিত যুক্ত।

১। অতঃপর রাজা বেনজামিন তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করিলেন যেই ভাষণ প্রভুর দেবদূত কর্তৃক তাহার নিকট প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি চতুর্দিকে জনসমুদ্রে তাঁহার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং দেখিলেন যে, তাহারা ভূতলে পতিত হইয়াছে কারণ ঈশ্বরের ভীতি তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

২। এবং তাহারা তাহাদিগকে পৃথিবীর ধূলিকণা অপেক্ষাও হীন, তাহাদের ইন্দ্রিয়গত কামনার মধ্যে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। এবং তাহারা সকলেই একস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল: দয়া কর, এবং ত্রাণকর্তার প্রায়শ্চিত্তের রক্ত, আমাদের জন্য প্রয়োগ কর, যাহাতে আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করিতে সক্ষম হই, এবং আমাদের অন্তর বিশুদ্ধ হয়। কারণ আমরা যীশু খ্রীষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র, যিনি স্বর্গ মর্ত্য এবং ইহাতে অবস্থিত সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি মনুষ্য সন্তানদিগের মাঝে নামিয়া আসিবেন, তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছি।

৩। অতঃপর, যখন তাহারা এইরূপ আর্তনাদ করিতেছিল, তখন ঈশ্বরের শক্তি তাহাদিগের উপরে নামিয়া আসিল, এবং তাহারা তাহাদের পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, এবং বিবেকের শান্তি লইয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজা বেনজামিন তাহাদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ভাষণ অনুযায়ী, যীশু খ্রীষ্ট, যিনি আগমন করিবেন তাঁহার প্রতি অত্যধিক আস্থা স্থাপন করিবার ফলেই এইরূপ ঘটিল।

৪। এবং রাজা বেনজামিন, পুনরায় তাঁহার মুখ খুলিলেন, এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে এই বলিয়া ভাষণ দিতে লাগিলেন: আমার বন্ধুগণ, আমার ভ্রাতাগণ আমার সন্তানগণ এবং আমার জনগণ, আমি পুনরায় তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, যাহাতে তোমরা আমার বক্তৃতার শেষ অংশ যাহা আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিব, তাহা তোমরা শ্রবণ করিতে এবং বুঝিতে সক্ষম হও।

৫। কারণ দেখ, যদি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা তোমাদিগকে তোমাদের নিজেদের তুচ্ছতা, তোমাদের মূল্যহীনতা এবং পতিত অবস্থা হইতে তোমাদিগকে এই সময় জাগরিত করিয়া থাকে---

৬। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা যদি ঈশ্বরের মহিমা তাহার তুলনাহীন ক্ষমতা তাহার ইচ্ছা, এবং মানব সন্তানদিগের জন্য, তাঁহার দীর্ঘ যন্ত্রণা ভোগ এবং সৃষ্টির গোড়া হইতে শুরু করিয়া যে প্রায়শ্চিত্ত প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে সক্ষম হও, যাহাতে যে প্রভুর নামের প্রতি আস্থা স্থাপন করিবে যাহার ফলে তাহার জন্য মুক্তি নামিয়া আসিতে পারে এবং অধ্যবসায় সহকারে সে আদেশসমূহ রক্ষা করিতে পারে এবং এমনকি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, আমি এই নশ্বর জীবনের কথা বলিতেছি, তাহার বিশ্বাস অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হয়---

৭। আমি বলিতেছি, এই হইবে সেই ব্যক্তি যে, সকল মানবের জন্য, পৃথিবীর গোড়া হইতে প্রায়শ্চিত্তের মাধমে মুক্তির পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা লাভ করিবে। আদমের পতন হইতে শুরু করিয়া যাহা অথবা যাহারা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত, এরূপ করিবে তাহারা মুক্তি লাভ করিবে।

৮। এবং ইহাই হইল একমাত্র উপায় যাহার মাধ্যমে, মুক্তি লাভ করা সম্ভব। এবং যাহা বর্ণনা করা হইল ইহা ভিন্ন, মুক্তির অন্য আর কোন উপায় নাই, এবং আমি তোমাদের নিকট যাহা বর্ণনা করিয়াছি তাহা ভিন্ন, এমন আর কোন শর্ত নাই যাহার দ্বারা, মানব জাতি রক্ষা পাইতে সক্ষম হয়।

৯। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; তাঁহার অবস্থিতির প্রতি এবং তিনি যে, স্বর্গ মর্তের সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সত্যের প্রতি আস্থা স্থাপন কর, বিশ্বাস রাখিও যে, পৃথিবী এবং স্বর্গ উভয় স্থানের সকল বস্তু সম্বন্ধে সকল জ্ঞান এবং সকল ক্ষমতা তাঁহার রহিয়াছে; এই বিশ্বাস রাখিও যে, যাহা প্রভু বুঝিতে সক্ষম মনুষ্য জাতি সেই সকল বিষয় বুঝিতে সক্ষম নয়।

১০। এবং আরো এই বিশ্বাস রাখিও যে, তোমাদিগকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে, তোমাদের পাপ কার্য পরিত্যাগ করিতে, এবং ঈশ্বরের সম্মুখে নিজেদেরকে বিনীত করিতে হইবে; এবং সর্বান্তকরণে তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে; এবং এখন যদি তোমরা এই সকল কথাগুলি বিশ্বাস করিয়া থাক, তাহা হইলে খেয়াল রাখিও যাহাতে তোমরা ঐ সকল পালন করিয়া চল।

১১। এবং আমি পূর্বে যাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি, পুনরায় আমি সেই একই কথা তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা ঈশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার পর, অথবা তোমরা তাহার মঙ্গল ইচ্ছা জানিয়া থাকিলে, এবং তাহার

ভালবাসার স্বাদ লাভ করিলে, এবং তোমাদের পাপের ক্ষমা যাহা তোমাদের অন্তরে অফুরন্ত আনন্দ আনিবে তাহা লাভ করিবার পরও, আমি তোমাদিগকে বলিব তোমরা স্মরণ রাখিও, এবং সর্বদাই ঈশ্বরের মহিমা এবং তোমাদের তুচ্ছ অবস্থা এবং ঈশ্বরের দয়া এবং তোমাদের মত মূল্যহীন প্রাণীর জন্য তাঁহার দীর্ঘ কষ্ট ভোগ স্মরণ রাখিও, এবং নিজেদেরকে নম্রতার গভীরে নিমজ্জিত করিয়া, বিনীত ভাবে প্রতিদিন প্রভুর নামে মিনতি নিবেদন করিও, এবং যাহা আসিবে এবং দেবদূতের দ্বারা যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এইরূপ করিও।

১২। এবং দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যদি তোমরা ঐরূপ কর তাহা হইলে তোমরা সর্বদাই আনন্দ করিবে, এবং সর্বদা ঈশ্বরের ভালবাসায় পূর্ণ হইবে, এবং সর্বদাই তোমাদের পাপের মুক্তি লাভ করিবে, এবং যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার জ্ঞানের মহিমায় অথবা যাহা পরম সত্য এবং ন্যায় তাহার ইচ্ছায় প্রতিপালিত হইবে।

১৩। এবং তোমরা একে অন্যের ক্ষতি করিবার মত মানসিকতা লাভ করিবে না বরং শান্তির সহিত বসবাস করিবে। এবং যে ব্যক্তির যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহাই প্রদান করিবে।

১৪। এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে অভুক্ত থাকিতে, অথবা উলঙ্গ থাকিতে অনুমতি প্রদান করিবেনা। এবং তাহারা ঈশ্বরের আইন ভঙ্গ করুক, একে অন্যের সহিত যুদ্ধ এবং ঝগড়া করুক, এবং সকল পাপের প্রভু শয়তানের, অথবা যে সেই অশুভ আত্মা, যাহাকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ সকল ধার্মিকতার শত্রু রূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সেবা করুক, তাহা তোমরা সহ্য করিবে না।

১৫। বরং তোমরা তাহাদিগকে সৎ পথে, এবং নম্রতার পথে পরিচালিত হইতে, শিক্ষা দান করিবে। তোমরা তাহাদিগকে একে অন্যেকে যাহাতে ভালবাসিতে পারে, এবং সেবা করিতে পারে, সেই শিক্ষা প্রদান করিবে।

১৬। এবং আরো, যাহারা তোমাদের দুর্দিনে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে, তোমরাও তাহাদের দুর্দিনে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে। যাহার সাহায্যের প্রয়োজন রহিয়াছে, তোমরা নিজের সম্পদ প্রদান করিয়া তাহাকে সাহায্য করিবে। এবং কোন ভিক্ষুক তোমার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিয়া ব্যর্থ হউক, তাহা এবং তাহাকে ফিরাইয়া দিবার ফলে সে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হউক তাহা তোমরা সহ্য করিবে না।

১৭। হয়ত তোমরা বলিবে, সেই ব্যক্তি নিজেই তাহার দুর্দশা টানিয়া আনিয়াছে কাজেই, আমি তাহার প্রতি আমার হস্ত প্রসারিত করিব না, এবং তাহাকে আমার খাদ্য প্রদান করিব না এবং সে যাহাতে কষ্ট ভোগ না করে, তাহার জন্য আমার সম্পদের অংশও আমি তাহাকে প্রদান করিব না। কারণ তাহার এই শাস্তি ন্যায়সম্মত।

১৮। কিন্তু হে আমার জনগণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যে এরূপ করিবে তাহাকে অনুতাপ করিতে হইবে, এবং যাহা সে করিয়াছে তাহার জন্য অনুতাপ না করিলে, সে চিরকালের জন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, এবং ঈশ্বরের রাজ্যে তাহার জন্য কোন সুবিধা থাকিবে না।

১৯। কারণ দেখ, আমরা সকলেই কি ভিক্ষুক নই ? আমরা সকলেই আমাদের খাদ্য এবং পোশাক পরিচ্ছদ, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং আমাদের যতরকম ধন সম্পদ রহিয়াছে সেই সকল বস্তুর জন্য, আমরা কি একই ব্যক্তি ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল নই।

২০। এবং দেখ, এখনও তোমরা তোমাদের পাপের ক্ষমা লাভের উদ্দেশ্যে, তাঁহার নাম লইয়া ভিক্ষা চাহিতেছ। এবং তোমাদের এই আবেদন ব্যর্থ হউক ইহা কি তিনি কখনও সহ্য করিয়াছেন ? না বরং তিনি তাঁহার শক্তিকে তোমাদের উপর ঢালিয়া দিয়াছেন, যাহাতে তোমাদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়, এবং যাহাতে এত বেশী তোমাদের আনন্দ হয় যে, তোমাদের মুখ বন্ধ হইয়া যায় এবং তোমরা আনন্দে বাকরুদ্ধ হইয়া যাও।

২১। এবং এখন, যদি সেই ঈশ্বর, যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের জীবন এবং তোমাদের যাহা রহিয়াছে সেই সকল সম্পদের জন্য যাহার প্রতি তোমরা নির্ভরশীল, যিনি, তোমরা যাহা তাঁহার নিকট বিশ্বাস লইয়া প্রার্থনা করিয়াছ এবং যাহা ন্যায় তাহা তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন এই বিশ্বাসে যে তাহা তোমরা গ্রহণ করিতে সক্ষম কারণ তাহা হইলে এইরূপে তোমরা একে অন্যকে সম্পদের অংশ প্রদান করিবে।

২২। এবং কোন ব্যক্তি, সে যদি তোমার নিকট তোমার সম্পদের অংশ লাভ করিবার জন্য, প্রার্থনা জানায় যাহাতে সে ধ্বংস প্রাপ্ত না হইতে পারে, তখন যদি তুমি সেই ব্যক্তিকে বিচার কর, এবং দোষী সাব্যস্ত কর তাহা হইলে, যাহা আসলে তোমার সম্পদ নয় ঈশ্বরের সম্পদ এবং তোমার জীবন পর্যন্ত যাহার অধিকারে রহিয়াছে, তোমার সেই সম্পদ দিতে না চাহিলে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা তাঁহার পক্ষে কত বেশী ন্যায় সংগত। এবং তথাপি তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্য প্রার্থনা নিবেদন এবং অনুতাপ না কর।

২৩। আমি তোমাদের নিকট বলিতেছি, এইরূপ ব্যক্তির জন্য দুঃখ হয় কারণ, তাহার সম্পদ তাহার সহিত ধ্বংস হইয়া যাইবে, এবং এখন আমি এই কথাগুলি তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিতেছি যাহারা পৃথিবীর সকল সম্পদ লইয়া ধনবান হইয়াছে।

২৪। এবং পুনরায় আমি তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিতেছি যাহারা নির্ধন, তোমরা যাহারা পর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী নও এবং যাহারা দিন আনিয়া দিন খাও আমি তাহাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলিতেছি : যাহারা পর্যাপ্ত নাই বলিয়া ভিক্ষুককে ফিরাইয়া দেও, আমি বলিব, তোমরা তোমাদের অন্তরে এই কথা বলিবে যে, আমার কিছু নাই বলিয়া আমি দিতে সক্ষম নই, কিন্তু আমার পর্যাপ্ত থাকিলে আমি অবশ্যই প্রদান করিতাম।

২৫। এবং এখন যদি তোমরা তোমাদের অন্তরে এই কথা বল, তাহা হইলে তোমরা নির্দোষ প্রমাণিত হইবে, অন্যথায় তোমরা দোষী সাব্যস্ত হইবে, এবং যাহা তুমি লাভ কর নাই তাহার জন্য তোমার কামনাই হইবে, তোমার দোষী সাব্যস্ত হইবার কারণ।

২৬। এবং এখন, যে সকল বিষয়গুলি আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিলাম তাহার জন্য, অর্থাৎ প্রতিদিন তোমাদের পাপের মুক্তি লাভ করিবার জন্য, যাহাতে, তোমরা ঈশ্বরের সম্মুখে নিষ্পাপ হিসাবে গমন করিতে সক্ষম হও--- আমি তোমাদিগকে বলিব তোমাদের সম্পদের অংশ গরিবদিগকে দান কর, তোমাদের কর্তব্য, যাহার যেরূপ অবস্থা রহিয়াছে সেই অনুযায়ী এইরূপ করা উচিত যেমন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদান করা, উলঙ্গকে পোষাক প্রদান করা, রুগ্নকে দর্শন করিতে যাওয়া এবং তাহার আরোগ্যের জন্য তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী আধ্যাত্মিক রূপে অথবা পার্থিব উপায়ে বন্দোবস্ত করা।

২৭। এবং খেয়াল রাখিও, যাহাতে এই সকল কার্য জ্ঞান এবং শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হয়, কারণ কোন ব্যক্তি তাহার ক্ষমতার অধিক কিছু করিবে তাহার প্রয়োজন নাই। এবং পুনরায় যাহাতে সে পুরস্কার লাভ করিতে সক্ষম হয় সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তাহাকে অধ্যবসায়ী হইতে হইবে। কাজেই সকল কার্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইতে হইবে।

২৮। এবং আমি বলিব, ইহা তোমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ কোন প্রতিবেশীর নিকট হইতে কিছু ধার লইয়া থাক তাহা হইলে, শর্ত অনুযায়ী, যাহা ধার লওয়া হইয়াছে, তাহা ফিরত দিতে হইবে। অন্যথায় তুমি অপরাধ করিবে, এবং হয়ত তুমি তোমার প্রতিবেশীর অপরাধ করিবারও কারণ হইবে।

২৯। এবং সর্বশেষে আমি বলিব যে, আমি যে সকল বিষয় তোমরা অপরাধ করিতে সক্ষম, তাহার সবগুলি বলিতে সক্ষম হইব না; কারণ ইহার বিভিন্ন পথ এবং উপায় রহিয়াছে এবং তাহা এত বেশী যে আমি তাহাদিগকে গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব না।

৩০। তবে, তোমাদিগকে আমি এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে, এবং তোমাদের কথাবার্তা, তোমাদের কার্য, তোমাদের চিন্তা সম্বন্ধে সাবধান না হও, এবং ঈশ্বরের আদেশ সমূহ পালন না কর এবং প্রভুর আগমনের বিষয় যাহা শ্রবণ করিয়াছ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমরা তাহার উপর আস্থা স্থাপন না কর, তাহা হইলে, তোমরা অবশ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এখন হে জনগণ, এই সকল কথা স্মরন রাখিও এবং ধ্বংস হইয়া যাইও না।

পরিচ্ছেদ ৫

রাজা বেনজামিনের ভাষণের ফল---জনগণ অনুতাপ করিল এবং ত্রাণকর্তার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল এবং তাঁহার নামে পরিচিত হইল।

১। অতঃপর, তাঁহার জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করিবার পর, রাজা বেনজামিন, তাঁহার লোকেরা তাহাদের উদ্দেশ্যে তাঁহার ভাষণ বিশ্বাস করিয়াছে কিনা তাহা জানিবার ইচ্ছা, তাহাদের মধ্যে প্রেরণ করিলেন।

২। এবং তাহারা সকলেই এক বাক্যে চিৎকার করিয়া উঠিল হাঁ, তুমি আমাদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দান করিয়াছ তাহার সবগুলি কথাই আমরা বিশ্বাস করি, এবং ইহার নিশ্চয়তা এবং সত্যতা সম্বন্ধেও আমরা জানিতে পারিয়াছি, কারণ, সর্বশক্তিমান প্রভুর শক্তি আমাদের মধ্যে অথবা আমাদের হৃদয়ের মাঝে একটি অদ্ভুত পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন, যাহাতে আমরা আর মন্দ কার্য নয় বরং অনবরত ভাবে মঙ্গলজনক কার্য সম্পাদন করিবার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।

৩। এবং আমরাও ঈশ্বরের অপার মহিমার দ্বারা, এবং তাঁহার শক্তি প্রদর্শনের ফলে, যে বস্তু আগমন করিবে, তাহার চমৎকার দৃশ্য লাভ করিয়াছি। এবং তাহা এত উপযোগী ছিল যে, আমরা ঐ সকল বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সক্ষম।

৪। ইহা হইল সেই বস্তুর প্রতি আস্থা স্থাপন করা, যাহার সম্বন্ধে রাজা বেনজামিন আমাদিগের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা আমাদিগকে এই চমৎকার সত্যের সন্ধান দিয়াছে, যাহার জন্য আমরা অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি।

৫। এবং আমরা এখন আমাদের ঈশ্বরের সহিত তাঁহার ইচ্ছা পালন করিবার নিমিত্ত চুক্তিবদ্ধ হইতে, এবং যতদিন আমরা জীবিত থাকিব ততদিন পর্যন্ত, ঈশ্বর আমাদিগকে যে আদেশগুলি প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি অনুগত থাকিতে, আমরা আগ্রহী, যাহাতে দেবদূত যেরূপ বলিয়াছেন যে, আমরা যেন ঈশ্বরের রোষের পেয়ালা হইতে পান না করি সেই অনন্ত যন্ত্রণা আমাদের নিজেদের জন্য টানিয়া না আনি, তাহা হইতে পারে।

৬। এখন রাজা বেনজামিন তাহাদিগের জন্য যাহা কামনা করিয়াছিলেন সেই কথাগুলি এইরূপ ছিল, অতঃপর তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন : আমি যাহা কামনা করিয়াছিলাম সেই কথাগুলিই তোমরা উচ্চারণ করিয়াছ : এবং যে চুক্তি তোমরা আজ করিয়াছ, তাহা হইল ন্যায়সম্মত চুক্তি।

৭। এবং এখন, যেহেতু তোমরা এই চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছ, সেই হেতু তোমরা খ্রীষ্টের (ত্রাণকর্তার) সন্তান রূপে পরিচিত হইবে, তাঁহার পুত্র এবং কন্যা রূপে পরিচিত হইবে, কারণ দেখ, এইদিন তিনি আধ্যাত্মিক রূপে তোমাদিগকে জন্মদান করিয়াছেন, কারণ, তোমরা বলিয়াছ যে, তাহার নামের প্রতি আস্থা স্থাপন করিবার জন্য, তোমাদের হৃদয়ে পরিবর্তন আসিয়াছে, কাজেই তোমরা তাঁহাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এবং তাঁহার পুত্র এবং কন্যায় পরিণত হইয়াছ।

৮। এবং এই পরিচালকের অধীনে তোমরা মুক্তি লাভ করিয়াছ। এবং এইরূপ আর কোন পরিচালক নাই, যে তোমাদিগকে মুক্তিদান করিতে সক্ষম। এইরূপ আর কোন নাম প্রদান করা হয় নাই, যাহার মাধ্যমে উদ্ধার লাভ করা যাইতে পারে। কাজেই আমি বলিব, তোমরা সকলেই যাহারা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঈশ্বরের আদেশের প্রতি অনুগত থাকিবে বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছ, তাহাদের উচিত হইবে খ্রীষ্টের নামে পরিচিত হওয়া, এবং সেই নামের প্রতি আস্থা স্থাপন করা।

৯। এবং ঘটনা এইরূপ ঘটিবে যে, যে এইরূপ করিবে, সে নিজেকে ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে দেখিতে পাইবে। কারণ যে নামে সে পরিচিত, সেই নামেই তাহাকে আহ্বান করা হইবে। কারণ সে খ্রীষ্টের নামে পরিচিত হইবে।

১০। এবং অতঃপর এইরূপ ঘটিবে যে, যে নিজে খ্রীষ্টের (ত্রাণকর্তার) নামে পরিচিত হইবে না, তাহাকে অবশ্যই অন্য কোন নামে পরিচিত হইতে হইবে, কাজেই সে নিজেকে ঈশ্বরের বাম হস্তে দেখিতে পাইবে।

১১। এবং আমি বলিব তোমরা এই কথাও স্মরণ রাখিও যে, এই যে নামের কথা আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি তাহা, এক মাত্র আদেশ লঙ্ঘন করা ভিন্ন, আর কোন উপায় মুছিয়া যাইবে না। কাজেই তোমরা যাহাতে আদেশ অমান্য না কর, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিও, যাহাতে তোমাদের অন্তর হইতে, তাঁহার নাম মুছিয়া না যায়।

১২। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, আমি কামনা করিব যে, তোমরা সর্বদা তোমাদের অন্তরে তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার কথা স্মরণ রাখিবে, যাহাতে তোমরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের বাম হস্তে স্থাপন না করিয়া বরং যে নামে তোমরা পরিচিত হইবে এবং ইহা ভিন্ন, যেই নামে তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন সেই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতে এবং চিনিতে সক্ষম হও।

১৩। কারণ, কেহ যদি তাহার প্রভুর সেবা না করে সে যদি তাহার অপরিচিত হয়, এবং তাহার চিন্তা এবং ভাবনা হইতে অনেক দূরে থাকে, তাহা হইলে সে কি ভাবে তাহাকে চিনিতে সক্ষম হইবে ?

১৪। পুনরায়, কেহ কি তাহার প্রতিবেশীর গর্দভ নিজে রাখিয়া, তাহার ভরণ পোষণ করিতে চাহে ? আমি বলিব না তাহা করে না এমনকি উহা তাহার পশুর পালের সহিত খাদ্য খায়, তাহাও সহ্য করে না বরং উহাকে তাড়াইয়া দেয়। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা যদি না জান কোন নামে তোমরা পরিচিত হইয়াছ তাহা হইলে, তোমাদেরও ঐ দশা হইবে।

১৫। কাজেই আমি তোমাদিগকে ইহাই বলিব যে, তোমাদিগের উচিত হইবে দৃঢ় এবং অটল হওয়া, সর্বদা মঙ্গলজনক কার্য সম্পাদন করা, যাহাতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, প্রভু ত্রাণকর্তা, তোমাদিগকে তাঁহার অধিকারে রাখিতে সক্ষম হন, যাহাতে তোমরা স্বর্গে গমন করিতে, এবং যিনি স্বর্গ মর্ত্যের সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যিনি সকল বস্তুর উর্ধ্বে সেই ঈশ্বর, তাঁহার ইচ্ছা, ক্ষমতা, বিচার, এবং করুণার সাহায্যে, চিরন্তন মুক্তি এবং অনন্ত জীবন লাভ করিতে সক্ষম হও। আমেন।

পরিচ্ছেদ ১৭

আবিনাদির শহীদত্ব--অগ্নি দ্বারা মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিবার সময় তিনি তাহার হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যে প্রতিশোধের বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন--আলমার ধর্মান্তকরণ।

১। অতঃপর আবিনাদি যখন তাহার বক্তব্য সমাপ্ত করিলেন, তখন রাজা তাহার পুরোহিতদিগকে এইরূপ আদেশ করিল যাহাতে, তাহারা তাঁহাকে ঐ স্হান হইতে সরাইয়া লইয়া যায় এবং হত্যা করে।

২। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি ছিলেন যাহার নাম হইল আলমা যিনি নেফাইয়ের একজন বংশধর ছিলেন। তিনি বয়সে যুবক ছিলেন এবং তিনি সকল বক্তব্যই বিশ্বাস করিয়াছিলেন কারণ, তাহাদের যে সকল পাপের বিরুদ্ধে আবিনাদি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে তিনি অবগত ছিলেন; কাজেই তিনি রাজার নিকট এই কথা বলিয়া সুপারিশ করিলেন যে, আবিনাদির প্রতি তাহার রোষ প্রকাশ না করিয়া, বরং তাহাকে শান্তিতে মৃত্যু বরণ করিতে দেওয়া উচিত।

৩। কিন্তু রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, এবং আলমাকে তাহাদের মধ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিল এবং তাহার ভৃত্যদিগকে আদেশ করিল যাহাতে, তাহারা তাহার পশ্চাদধাবন করিয়া, তাহাকে হত্যা করিতে পারে।

৪। কিন্তু তিনি তাহাদের সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেলেন, এবং নিজেকে লুক্কায়ীত করিলেন যাহাতে কেহ তাহাকে খুজিয়া না পায়, এবং লুক্কায়ীত থাকাকালীন অবস্হায় তিনি আবিনাদি যে সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেই সকল কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

৫। অতঃপর এইরূপ ঘটিল, রাজা আবিনাদিকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া, তাহাকে ধৃত করিবার জন্য, তাহার ভৃত্যদিগকে আদেশ করিল। এবং তাহারা তাঁহাকে বন্ধন পূর্বক কারাগারে নিক্ষেপ করিল।

৬। তৃতীয় দিবস অতিবাহিত হইবার পর তাহার পুরোহিতদিগের সহিত আলোচনা করিয়া, সে পুনরায় তাঁহাকে তাহার সম্মুখে আনয়ন করিল।

৭। এবং সে তাহার উদ্দেশ্যে বলিল : আবিনাদি আমরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং মৃত্যুই হইল তোমার উপযুক্ত শাস্তি।

৮। কারণ তুমি বলিয়াছ যে, ঈশ্বর নিজেই মানব সন্তানদিগের মাঝে অবতরন করিবেন। এবং এই কারণে, তোমাকে হত্যা করা হইবে যদি না তুমি, যে সকল মন্দ কথা আমার এবং আমার জনগণের উদ্দেশ্যে তুমি উচ্চারণ করিয়াছ তাহা ফিরাইয়া লও।

৯। অতঃপর আবিনাদি তাহার উদ্দেশ্যে বলিলেন : আমি তোমার নিকট ইহাই বলিতেছি যে, আমি এই জনগণ সম্বন্ধে যাহা তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি, তাহা ফিরাইয়া লইব না কারণ ঐগুলি সম্পূর্ণ সত্য। এবং তোমার হস্তে পতিত হইয়া, আমি যে কষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহার ফল সম্বন্ধেও তুমি নিশ্চিন্ত হইতে পার।

১০। হাঁ এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত আমি কষ্ট সহ্য করিব, তথাপি আমি আমার কথা ফিরাইয়া লইব না এবং সর্বদা ইহারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে অবস্হান করিবে। এবং তুমি যদি আমাকে হত্যা কর, তাহা হইলে তুমি নিষ্পাপ রক্তপাত করিবে, এবং ইহাও শেষ বিচারের দিন, তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে কার্য করিবে।

১১। এবং তখন রাজা নোয়াহ তাঁহাকে মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কারণ সে তাহার কথায় ভীত হইয়াছিল; শেষ বিচারের দিন ঈশ্বরের যে বিচার তাহার উপর আবর্তিত হইবে, সেই ভয়ে সে ভীত হইয়াছিল।

১২। কিন্তু পুরোহিতগণ তাহার বিরুদ্ধে চিৎকার করিয়া উঠিল, এবং তাহাকে এই বলিয়া দোষারোপ করিতে লাগিল যে সে রাজাকে গালাগাল করিয়াছে। কাজেই রাজা তাহার বিরুদ্ধে ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং তাহাকে যাহাতে হত্যা করা হয়, সেই জন্য তাহাকে অর্পণ করা হইল।

১৩। অতঃপর তাহারা তাহাকে লইয়া গিয়া বন্ধন যুক্ত করিল, এবং লাঠি দ্বারা তাহার চর্মে আঘাত করিতে থাকিল, হাঁ, এমনকি তাহার মৃত্যু পর্যন্ত, তাহারা ঐরূপ করিতে থাকিল।

১৪। এবং তাঁহার চারিদিকে অগ্নি শিখা যখন তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকিল, তখন তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন:

১৫। দেখ, তোমরা আমাকে যেরূপ করিলে, একদিন এইরূপ ঘটিবে যে, তোমাদের বংশধরগণ এইরূপ করিবে যাহাতে অনেক ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করিবে, এবং অগ্নির দ্বারা মৃত্যু যন্ত্রণা পর্যন্ত সহ্য করিবে: এবং তাহাদের ঈশ্বর প্রভু কর্তৃক তাহাদের মুক্তির বিষয় বিশ্বাস করিবার জন্যই, এইরূপ ঘটিবে।

১৬। এবং এরূপ ঘটিবে যে, তোমাদের পাপের জন্য, তোমরা সকল প্রকার রোগ এবং ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবে।

১৭। হাঁ, তোমরা সকলের হাতেই লাঞ্ছিত হইবে, এবং বিতারিত হইয়া যত্র তত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে, এমনকি বন্য পশু-পক্ষীর ঝাঁক যেমন হিংস্র ও বন্য জন্তু দ্বারা বিতারিত হয়, সেইরূপ হইবে।

১৮। এবং ঐ সময় তোমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা হইবে, এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদিগের দ্বারা ধৃত হইবে, অতঃপর আমি যেরূপ অগ্নি দ্বারা মৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি, তোমরাও সেইরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিবে।

১৯। এই ভাবেই ঈশ্বর, যাহারা তাঁহার লোকদিগকে ধ্বংস করে তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করেন। হে ঈশ্বর, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর।

২০। অতঃপর আবিনাদি যখন এইভাবে কথা বলিতেছিলেন তখন তিনি অগ্নির দ্বারা মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, ভূতলে পতিত হইলেন। হাঁ, ঈশ্বরের আদেশসমূহ অস্বীকার না করিবার ফলে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। তাহার মৃত্যু দ্বারা তিনি তাহার কথার সত্যতাকে সমর্থন করিয়া গেলেন।

পরিচ্ছেদ ১৮

মরমনের জল---আলমা হেলাম এবং অন্যান্যদিগকে দীক্ষা দান করিলেন---ত্রাণকর্তার সম্প্রদায়--রাজা নোয়াহ আলমা এবং তাহার অনুসরণকারীদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিল।

১। অতঃপর আলমা, যিনি রাজা নোয়াহর ভৃত্যগণের নিকট হইতে পলাইয়া গেলেন তিনি, তাহার পাপ এবং অপরাধগুলির জন্য অনুতপ্ত হইলেন, এবং ব্যক্তিগত ভাবে জনগণের মধ্যে গমন পূর্বক, আবিনাদির কথাগুলি প্রচার করিতে লাগিলেন---

২। হাঁ যে ঘটনাগুলি ঘটিবে তাহার বিষয়: মৃতদিগের পুনরুত্থান, জনগণের মুক্তি, ত্রাণকর্তার ক্ষমতা, যন্ত্রণা ভোগ, এবং মৃত্যুর মাধ্যমে লাভ করা হইবে, এবং খ্রীষ্টের মৃত্যু, তাঁহার পুনরুত্থান, এবং স্বর্গে আরোহণের বিষয় প্রচার করিতে লাগিলেন।

৩। এবং যত বেশী লোক তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে চাহিল, তাহাদিগকে তিনি শিক্ষা দান করিলেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিলেন, যাহাতে সেগুলি রাজার কর্ণগোচর না হয়। এবং অনেকেই তাঁহার কথাগুলি বিশ্বাস করিল।

৪। অতঃপর, যাহারা তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিল, তাহারা সকলে মরমন নামক স্থানে গমন করিল। রাজা কর্তৃক ঐ স্থানটির ঐ নামকরণ করা হইয়াছিল। এবং স্থানটি পোকা মাকড় অধ্যুষিত এলাকা, এবং সময় সময় বন্যজন্তুর উপদ্রব হয় এইরূপ এলাকার প্রান্তে অবস্থিত ছিল।

৫। এখন ঐ মরমন নামক স্থানে বিশুদ্ধ জলের একটি ঝর্ণা ছিল। ঐ জলাশয়ের নিকটে, ছোট ছোট গাছের একটি ঘন ঝোপ ছিল। দিনের বেলা তিনি রাজার তল্লাসী হইতে, নিজেকে ঐ স্থানে লুক্কায়ীত করিয়া রাখিতেন।

৬। অতঃপর যতজন লোক তাহাকে বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলেই তাহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য, সেই স্থানে গমন করিল।

৭। এইরূপ অনেকদিন পরে, সেই মরমন নামক স্থানে, বেশ কিছু সংখ্যক লোক আলমার কথা শ্রবণ করিবার জন্য, একত্রিত হইল। হাঁ, যাহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য, একত্রিত হইল। তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিলেন, এবং তাহাদের নিকট অনুতাপ, মুক্তি এবং প্রভুর প্রতি আস্থা স্থাপনের বিষয় প্রচার করিলেন।

৮। এবং অতঃপর তিনি তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন: ইহা হইল মরমনের জল। (কারণ তাহারা ঐরূপ ভাবেই উহার নামকরণ করিয়াছিলেন) এবং এখন, যেহেতু তোমরা ঈশ্বরের সম্প্রদায়ে আগমন করিতে, এবং তাঁহার লোক বলিয়া পরিচিত হইতে আগ্রহী, এবং বোঝা হালকা করিবার জন্য, একে অন্যের বোঝা বহন করিতে ইচ্ছুক;

৯। এবং হ্যাঁ, যাহারা শোকার্ত তাহাদের সহিত শোক প্রকাশ করিতে, এবং যাহাদিগের সান্ত্বনার প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে, এবং সকল সময় সকল স্থানে, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়, ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করিতে আগ্রহী, যাহাতে তোমরা ঈশ্বর কর্তৃক মুক্তি লাভ করিতে এবং যাহারা প্রথমে পুনরুত্থিত হইবে তাহাদের মাঝে পরিগণিত হইতে পার, যাহার ফলে তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারিবে---

১০। এখন আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, ইহাই যদি তোমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা হয় তাহা হইলে, যাহাতে তোমরা তাঁহার সহিত এইরূপ ভাবে চুক্তিবদ্ধ হইতে পার যে, তোমরা তাঁহার সেবা করিবে, এবং তাঁহার আদেশ সমূহ পালন করিবে, যাহাতে তিনি তাঁহার শক্তিকে তোমাদের উপর আরো বেশী পরিমাণে ঢালিয়া দিতে পারেন তাহার জন্য, তাঁহার সাক্ষ্য বহন করিয়া, প্রভুর নামে দীক্ষা গ্রহণ করিতে তোমাদের কি আপত্তি থাকিতে পারে।

১১। অতঃপর যখন জনগণ এই বাণীগুলি শ্রবণ করিল, তখন তাহারা আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল, এবং আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল: ইহাই আমাদের হৃদয়ের বাসনা।

১২। অতঃপর আলমা, হেলাম প্রথমদের মধ্যে একজন ছিল বলিয়া, তাহাকে লইয়া, জলের নিকট গমন করিলেন, এবং উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন: হে প্রভু, তোমার শক্তি তোমার ভৃত্যের উপর অর্পণ কর, যাহাতে সে হৃদয়ের পবিত্রতা লইয়া এই কার্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়।

১৩। এবং যখন তিনি এই কথা বলিলেন, তখন ঈশ্বরের শক্তি তাঁহার উপর আবর্তিত হইয়াছিল, এবং তিনি বলিতে লাগিলেন: হেলাম, আমি প্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতার সাহায্যে, তোমাকে দীক্ষা দান করিতেছি, এই সাক্ষ্য হিসাবে যে, তুমি এই মর দেহের মৃত্যুকাল পর্যন্ত, তাঁহার সেবা করিবার জন্য, তাঁহার সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে; এবং ঈশ্বরের শক্তি তোমার উপর আবর্তিত হউক এবং যাঁহাকে তিনি পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা হইতেই প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই ত্রাণকর্তা কর্তৃক মুক্তির মাধ্যমে, তিনি তোমাকে অনন্ত জীবন দান করুন।

১৪। আলমা এই কথাগুলি উচ্চারণ করিবার পর, আলমা এবং হেলাম উভয়েই জলে নিমজ্জিত হইলেন, এবং তাহারা জল হইতে উঠিয়া, আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা পূর্ণ হইয়া আনন্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন।

১৫। আলমা পুনরায় আর একজনকে লইয়া দ্বিতীয়বারের মত জলে গমন করিলেন, এবং প্রথম জনের মতই তাহাকেও দীক্ষা দিলেন, তবে এইবার আর তিনি নিজেকে জলে নিমজ্জিত করিলেন না।

১৬। এইরূপে তিনি যাহারা মরমন নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেককে দীক্ষা দান করিলেন। এবং সংখ্যায় তাহারা দুইশত চার জন ব্যক্তি ছিল। হাঁ, তাহারা মরমনের জল দ্বারা দীক্ষা লাভ করিল, এবং ঈশ্বরের মহিমার দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল।

১৭। এবং সেই সময় হইতে তাহারা ঈশ্বরের সম্প্রদায় অথবা ত্রাণকর্তার সম্প্রদায় নামে পরিচিত হইল। অতঃপর যে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং অধিকার দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ করিলে, সে এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইল।

১৮। অত:পর আলমা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতার সাহায্যে, পুরোহিতগণকে কার্যভার প্রদান করিলেন। প্রতি পঞ্চাশ জনের জন্য, একজন পুরোহিতকে তিনি কার্যভার প্রদান করিলেন যাহাতে তিনি তাহাদের নিকট ধর্মপ্রচার করিতে, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সকল বস্তুর বিষয় শিক্ষা দান করিতে সক্ষম হন।

১৯। এবং তিনি তাহাদিগকে আদেশ করিলেন যে এক মাত্র তিনি যাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে বলিয়াছেন তাহা ভিন্ন, এবং পবিত্র মহাপুরুষগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্যতীত, অন্যকিছু তাহারা শিক্ষা দান করিবেন না।

২০। হাঁ তিনি তাহাদিগকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন যে, যিনি তাঁহার লোকদিগকে মুক্তি দান করিবে, সেই প্রভুর নামের প্রতি আস্থা স্থাপন, এবং অনুতাপের বিষয় ব্যতীত, তাঁহারা আর কিছু প্রচার করিবেন না।

২১। এবং তিনি আদেশ করিলেন যে একে অন্যের সহিত কোন কলহ থাকিবে না বরং তাহারা একই দৃষ্টি, এক বিশ্বাস এবং একই দীক্ষা লইয়া অগ্রসর হইবেন। তাহারা একে অন্যের প্রতি বন্ধন, এবং ভালবাসায় একাত্ম হইয়া হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবেন।

২২। এইরূপে তিনি তাহাদিগকে প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। এবং এইরূপে তাহারা ঈশ্বরের সন্তানে পরিণত হইল।

২৩। এবং তিনি তাহাদিগকে আদেশ করিলেন যে তাহাদিগকে বিশ্রামের দিনটিকে পালন করিতে হইবে, ইহাকে পবিত্র দিন হিসাবে রক্ষা করিতে হইবে, এবং ইহা ভিন্ন প্রতিদিনই তাহাদিগকে তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে হইবে।

২৪। তিনি তাহাদিগকে আরো আদেশ করিলেন যে, যে পুরোহিতগণকে তিনি কার্যভার প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগকে তাহাদের ভরণ পোষণের জন্য, স্বহস্তে পরিশ্রম করিতে হইবে।

২৫। এবং সপ্তাহে একটি দিন, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ঐ দিন সকলে একত্রিত হইয়া জনগণকে শিক্ষা দান করিতে পারেন এবং তাহাদের প্রভু ঈশ্বরের আরাধনা করিতে, এবং ইহা ভিন্ন যত ঘন ঘন সম্ভব তাহারা নিজেদেরকে একত্রিত করিতে পারেন।

২৬। এবং পুরোহিতগণের তাহাদের নিজেদের ভরণ পোষণের জন্য জনগণের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। বরং তাহাদের পরিশ্রমের জন্য, তাহারা ঈশ্বরের মহিমা লাভ করিবেন, যাহাতে তাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছায় আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিশালী হইতে পারেন, যাহার ফলে তাহারা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা এবং অধিকার দ্বারা শিক্ষাদান করিতে সক্ষম হইবেন।

২৭। পুনরায় আলমা আদেশ করিলেন যে, সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে, তাহাদের প্রত্যেকের যে পরিমাণ সম্পদ রহিয়াছে, সেই অনুযায়ী তাহাদের সম্পদের অংশ, প্রদান করিতে হইবে। যদি তাহার প্রচুর পরিমাণে সম্পদ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিতে হইবে। এবং যাহার অল্প সম্পদ রহিয়াছে, সে অল্পই প্রদান করিবে। এবং যাহার কিছুই নাই, তাহাকে উহা প্রদান করিতে হইবে।

২৮। এবং এইরূপে তাহারা স্বইচ্ছায় এবং মঙ্গলজনক বাসনা লইয়া ঈশ্বরের নামে, এবং যে পুরোহিতগণের প্রয়োজন রহিয়াছে তাহাদিগকে, এবং হাঁ সকল ব্যক্তি, যাহাদের প্রয়োজন রহিয়াছে তাহাদিগকে এবং সকল উলঙ্গ প্রাণকে, তাহারা তাহাদের সম্পদের অংশ প্রদান করিবে।

২৯। এবং ঈশ্বর কর্তৃক নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি এই কথাগুলি তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন। এবং তাহারা একে অন্যেকে তাহাদিগের চাহিদা অনুযায়ী পার্থিব, এবং আধ্যাতিত্মক বিষয়ে, তাহাদের সম্পদের অংশ প্রদান করিবার ফলে তাহারা দৃঢ়তার সহিত ঈশ্বরের সম্মুখে গমন করিবে।

৩০। এখন এই সকল ঘটনাই, মরমন নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল, হাঁ, মরমনের জল দ্বারা, মরমনের জলাশয়ের নিকটে অবস্থিত বনে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। হাঁ, যাহারা তাহাদের মুক্তিদাতার বিষয় জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তাহাদের নিকট এই মরমন নামক স্থান, মরমনের জল, এবং মরমনের বন অঞ্চল, কত সুন্দর ছিল ! এবং তাহারা কত ভাগ্যবান, কারণ চিরদিনের জন্য তাহারা তাঁহার মহিমাকীর্তন করিবে।

৩১। এই সকল ঘটনাগুলি সেই দেশের এক প্রান্তে সংঘটিত হইয়াছিল, যাহাতে উহা রাজার কর্ণগোচর না হয়।

৩২। কিন্তু দেখ, রাজা জনগণের মধ্যে একটি বিচলন লক্ষ্য করিয়া, তাহাদিগের প্রতি নজর রাখিবার জন্য, ভৃত্য নিযুক্ত করিল। অতঃপর যেইদিন তাহারা সকলে প্রভুর বাণী শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, একত্রে সমবেত হইল, সেইদিন তাহারা রাজার নিকট ধরা পড়িয়া গেল।

৩৩। এখন রাজা বলিতে লাগিল যে, আলমা জনগণকে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য, উত্তেজিত করিতেছে। কাজেই সে তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিল।

৩৪। অতঃপর, আলমা এবং প্রভুর লোকেরা এই সংবাদ লাভ করিলেন যে, রাজার সৈন্যগণ সেইস্থানে আগমন করিতেছে। অতঃপর তাঁহারা তাহাদের তাঁবু এবং পরিবার লইয়া, বনভূমির পথে প্রস্থান করিলেন।

৩৫। এবং তখন তাহারা সংখ্যায় চারিশত পঞ্চাশ জন প্রাণী ছিলেন।

আলমার পুস্তক

আলমার পুত্র

পরিচ্ছেদ ৫

ঈশ্বরের পবিত্র বিধি অনুযায়ী উচ্চতর পুরোহিত আলমা, যে বাণীগুলি দেশের শহরগুলি এবং গ্রামগুলির অধিবাসীগণের নিকট প্রচার করিয়া ছিলেন। তিনি সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতার কথা বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন–অপরাধকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা–জনগণকে অনুতাপ করিতে আহ্বান করা।

১। অতঃপর আলমা ঈশ্বরের বাণীগুলি, জনগণের মাঝে প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রথমে জারাহেমলার ভূমি হইতে শুরু করিয়া, সেইস্থান হইতে দেশের সকল স্থানে তিনি প্রচার করিলেন।

২। এবং জারাহেমলার শহরে প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ে তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে যে বাণীগুলি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বহস্তে রচিত ইতিহাস অনুযায়ী এইরূপ ছিল; তিনি বলিলেন:

৩। আমি আলমা, আমার পিতা আলমা কর্তৃক, ঈশ্বরের সম্প্রদায়ে উচ্চতর পুরোহিত পদে উন্নীত হইয়াছি। তিনি এই কার্য সম্পাদন করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট হইতে ক্ষমতা, এবং অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তিনি নেফাই অঞ্চলের প্রান্তে অবস্থিত ভূমিতে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে শুরু করিয়াছিলেন, হাঁ, সেই ভূমি, যাহাকে মরমনের ভূমি বলা হয়। এবং হাঁ, তিনি তাঁহার ভ্রাতাগণকে মরমনের জল দ্বারা, দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

৪। এবং দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তাহারা ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং মহিমার সাহায্যে রাজা নোয়াহর লোকদিগের হস্ত হইতে, রক্ষা পাইয়াছিল।

৫। এবং দেখ, এই ঘটনার পর তাহারা বনভূমিতে লামানাইতগণের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। হাঁ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তাহারা বন্দীদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং প্রভু তাঁহার বাণীর ক্ষমতা দ্বারা, সেই বন্ধন হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং এইরূপে আমরা এই ভূমিতে আনীত হইয়াছি, এবং এইস্থানেও আমরা এই অঞ্চল জুড়িয়া তাহার সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

৬। এবং এখন দেখ, আমার ভ্রাতাগণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা যাহারা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তোমরা কি তোমাদের পূর্বপুরুষগণের বন্দীদশার কথা সম্পূর্ণরূপে স্মরণ রাখিয়াছ? এবং হাঁ তোমরা কি তাঁহার করুণা এবং তাহাদের জন্য তাঁহার দীর্ঘ যন্ত্রণা ভোগের কথা পর্যাপ্ত পরিমাণে স্মরণ রাখিয়াছ? এবং ইহা ভিন্ন তিনি যে তাহাদিগের আত্মাকে নরক যন্ত্রনা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই কথা তোমরা সঠিক ভাবে স্মরণ রাখিয়াছ কি?

৭। দেখ, তিনি তাহাদের হৃদয়কে পরিবর্তন করিয়াছিলেন; এবং হাঁ, তিনি তাহাদিগকে গভীর নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছিলেন। এবং তাহারা ঈশ্বরের পথে জাগরিত হইয়াছিল। দেখ, তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। তৎসত্ত্বেও তাহাদের অন্তর চিরন্তন বাণী দ্বারা আলোকিত হইয়াছিল। হাঁ তাহারা মৃত্যুর বন্ধন, এবং নরকের শৃঙ্খল এবং অনন্তকালের ধ্বংস যাহা তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, প্রায় তাহার কবলে পতিত হইয়াছিল।

৮। এখন, আমার ভ্রাতাগণ আমি তোমাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তাহারা কি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল? দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, না সেইরূপ ঘটনা ঘটে নাই।

৯। আমি আরো জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মৃত্যুর সেই বন্ধন ভগ্ন করা হইয়াছিল কি, এবং নরকের শৃঙ্খল, যাহা তাহাদিগকে প্রায় বেষ্টন করিয়া লইয়াছিল তাহা মুক্ত করা হইয়াছিল কি? আমি তোমাদিগকে বলিব যে, হাঁ, তাহা মুক্ত করা হইয়াছিল, এবং তাহাদের হৃদয় প্রসারিত হইয়াছিল, এবং তাহারা মুক্তি ভালবাসিয়া গান গাহিয়াছিল। এবং আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল।

১০। এখন আমি তোমাদিগকে প্রশ্ন করিব, কি উপায়ে তাহারা উদ্ধার লাভ করিয়াছিল? হাঁ কোন অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া, তাহারা মুক্তির আশা করিয়াছিল? মৃত্যুর বন্ধন এবং নরকের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার মত তাহাদের কি কারণ ছিল?

১১। দেখ, আমি তোমাদিগকে উহার বিষয় বলিতে পারি—আমার পিতা আলমা কি আবিনাদির মুখ নিঃসৃত যে বাণীগুলি প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করেন নাই? এবং তিনি কি একজন পবিত্র মহাপুরুষ ছিলেন না? তিনি কি ঈশ্বরের পবিত্র বাণীগুলি প্রচার করেন নাই, যাহা আমার পিতা বিশ্বাস করিয়াছিলেন?

১২। এবং তাঁহার বিশ্বাসের জন্য তাঁহার হৃদয়ে একটি বিরাট পরিবর্তনের সৃষ্টি হইয়াছিল। দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, এই সকল কথাই সত্য।

১৩। এবং দেখ, তিনি তোমাদের পিতাদিগের নিকট বাণীগুলি প্রচার করিয়াছেন, এবং তাহাদের হৃদয়েও একটি বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল ফলে, তাহারা তাহাদিগকে বিনীত করিয়াছিল এবং সত্য ও চিরঞ্জীব ঈশ্বরের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। এবং শেষ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছিল: কাজেই তাহারা রক্ষা পাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

১৪। এখন দেখ, আমার সম্প্রদায়ের ভ্রাতাগণ, আমি তোমাদিগকে এই প্রশ্ন করিতেছি যে, তোমরা কি আধ্যাত্মিক রূপে ঈশ্বরের জাত? তোমরা কি কখনও তোমাদের চেহারায় তাঁহার প্রভাব দর্শন করিয়াছ? তোমরা কখনও তোমাদের হৃদয়ে এই বিরাট পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ কি?

১৫। যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা মুক্তির বিষয়ে তোমরা আস্থাবান কি? তোমরা কি বিশ্বাসের দৃষ্টি লইয়া প্রতীক্ষা কর, এবং এই মরদেহ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এইসকল পাপ নিষ্পাপে পরিণত হইয়াছে, যাহাতে মর দেহে থাকাকালীন যে সকল কার্য সম্পাদন করা হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া, ঈশ্বরের নিকট বিচারের জন্য উপস্থিত হইয়াছে, এই সকল দৃশ্য, তোমরা দেখিতে পাও কি?

১৬। আমি তোমাদিগকে আরো বলিতেছি, তোমরা কি এইরূপ কল্পনা করিতে পার যে, তোমরা প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছ, এবং যে কণ্ঠস্বর তোমাদিগের উদ্দেশ্যে বলিতেছে, আশীর্বাদ প্রাপ্ত তোমরা, আমার নিকট আগমন কর, কারণ দেখ, পৃথিবীর বুকে তোমাদের যে কৃতকর্ম তাহা সব ধার্মিকতায় পূর্ণ।

১৭। অথবা তোমরা কি এইরূপ কল্পনা করিয়া থাক যে, তোমরা সেই দিন প্রভু নিকট মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে, এবং বলিবে–প্রভু পৃথিবীর বুকে আমাদের কর্মগুলি ছিল ধার্মিকতাপূর্ণ কার্য–এবং তিনি তাহার ফলে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন?

১৮। অথবা অন্যভাবে, তোমরা কি এইরূপ কল্পনা করিতে পার যে, তোমাদের সকল অপরাধ, হাঁ তোমাদের সকল পাপের নির্ভুল স্মৃতি দ্বারা এবং হাঁ, তোমরা যে ঈশ্বরে আদেশ সমূহ অবজ্ঞা করিয়াছ সেই স্মৃতি দ্বারা, হৃদয়কে অপরাধ এবং অনুতাপের ভারে পূর্ণ করিয়া, ঈশ্বরের বিচার আসনের সম্মুখে তোমরা আনীত হইয়াছে।

১৯। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা সেইদিন বিশুদ্ধ হৃদয়, এবং পরিষ্কার হস্ত লইয়া, ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পার কি? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা কি তোমাদের চেহারায় ঈশ্বরের প্রতিকৃতি খোদিত করিয়া লইয়া ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিতে পার?

২০। আমি তোমাদিগকে ইহাই বলিতেছি যে, যখন তোমরা শয়তানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছ, তখন তোমরা উদ্ধার লাভ করিবার কথা চিন্তা কর কি?

২১। আমি তোমাদিগকে বলিব যে, তোমরা সেই দিন জানিতে পারিবে যে, তোমরা উদ্ধার লাভ করিতে সক্ষম নও। কারণ এমন কোন ব্যক্তিই রক্ষা পাইবে না যাহার পোষাক শুভ্র ধৌত করা হয় নাই। হাঁ যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল দাগ পরিষ্কার হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার পোষাক অবশ্যই পরিষ্কার করিতে হইবে। এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাঁহার কথা বর্ণনা করিয়াছে, এবং যিনি তাঁহার লোকদিগের মুক্তির জন্য নামিয়া আসিবেন, তাহার রক্তের দ্বারা উহা পবিত্র করিতে হইবে।

২২। এখন আমার ভ্রাতাগণ, আমি তোমাদিগকে এই প্রশ্ন করিব যে, রক্ত এবং সকল প্রকার কলঙ্কের দাগ সহ, তোমাদের আচ্ছাদন লইয়া যদি তোমরা ঈশ্বরের কাঠগড়ার সম্মুখে গমন কর, তাহা হইলে তোমরা কিরূপ অনুভব করিবে?

২৩। দেখ তাহা হইলে, তাহারা কি এই সাক্ষ্য প্রদান করিবে না যে, তোমরা হত্যাকারী এবং হাঁ তোমরা হইলে সকল প্রকার অপরাধে অপরাধী?

২৪। দেখ আমার ভ্রাতাগণ তোমরা কি মনে কর এইরূপ কোন ব্যক্তি, ঈশ্বরের রাজ্যে আব্রাহাম, আইসাক এবং জেকব ইহা ভিন্ন পবিত্র মহাপুরুষগণ, যাহাদের আচ্ছাদন পরিষ্কার এবং কলঙ্কমুক্ত, পবিত্র এবং শুভ্র, তাঁহাদের সহিত একই সাথে, ঈশ্বরের রাজ্যে বসিবার জন্য আসন লাভ করিবে?

২৫। আমি তোমাদিগকে বলিব, না তাহা সম্ভব নয়, যদি তোমরা প্রথম হইতেই আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে মিথ্যা হিসাবে গ্রহণ না করিয়া থাক, এবং প্রথম হইতেই তাহাকে মিথ্যা বলিয়া মনে না করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা কখনই এরূপ কথা মনে করিতে পারনা যে, তাঁহার স্বর্গ রাজ্যে তাহারা স্থান লাভ করিবে। বরং তাহারা বহিষ্কৃত হইবে কারণ, তাহারা হইল শয়তানের রাজ্যের সন্তান।

২৬। এবং এখন আমার ভ্রাতাগণ; আমি তোমাদিগকে বলিব যে, তোমরা যদি হৃদয়ে কোন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাক, অথবা তোমরা মুক্তিকে ভালবাসিবার সঙ্গীত অনুভব করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে প্রশ্ন করিব, তোমরা কি এখন সেইরূপ অনুভব করিতেছ?

২৭। তোমরা কি নিজেদেরকে নির্দোষ ভাবে লইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে গমন করিয়াছ? যদি এই মুহূর্তে তোমাদিগকে মৃত্যু বরণ করিতে হয় তাহা হইলে, তোমরা কি তোমাদের অন্তরে এই কথা বলিতে পারিবে যে, তোমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনীত হইয়াছ? যাহাতে তোমাদের আচ্ছাদন ত্রাণকর্তা, যিনি তাঁহার লোকদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আগমন করিবেন তাঁহার রক্তের সাহায্যে, বিশুদ্ধ এবং শুভ্র হইয়াছে?

২৮। দেখ, তোমরা কি দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিয়াছ? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তাহা না করিয়া থাকিলে, তোমরা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত নও। দেখ তোমাদিগকে শীঘ্রই প্রস্তুত হইতে হইবে, কারণ স্বর্গ রাজ্য খুব দূরে নয়, এবং ঐ রূপ ব্যক্তি অনন্ত জীবন লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

২৯। দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে এইরূপ কেহ রহিয়াছে কি, যে হিংসা পরিত্যাগ করে নাই? আমি তোমাদিগকে বলিব সেইরূপ ব্যক্তি প্রস্তুত নয়। এবং আমি বলব তাহাকে সত্বর প্রস্তুত হইতে হইবে। কারণ সময় আগত প্রায়, এবং সে জানে না কখন সেই সময় আসিবে। কারণ তখন সেইরূপ ব্যক্তি নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইবে না।

৩০। পুনরায় আমি তোমাদিগকে বলিব যে তোমাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে কি, যে তাহার ভ্রাতাকে লইয়া তামাশা করিয়াছে, অথবা তাহার উপর নির্যাতনের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে?

৩১। এইরূপ ব্যক্তির জন্য দুঃখ হয়, কারণ সে ব্যক্তি প্রস্তুত নয়। সময় অল্প, তাহাকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে, অন্যথায় সে মুক্তি লাভ করিবে না।

৩২। হাঁ তোমরা যাহারা অপরাধের কর্মী তাহাদের জন্য দুঃখ হয়। অনুতাপ কর, অনুতাপ কর, কারণ প্রভু ঈশ্বর এই নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

৩৩। দেখ, তিনি সকল ব্যক্তির নিকট তাহার আমন্ত্রণ প্রেরণ করিয়াছে। সকলের জন্যই তিনি তাহার করুণার বাহু প্রসারিত করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন : অনুতাপ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে গ্রহণ করিব।

৩৪। হাঁ তিনি বলিয়াছেন, তোমরা আমার নিকট আগমন কর তাহা হইলে, তোমরা জীবন বৃক্ষের ফল গ্রহণ করিতে পারিবে। হাঁ তোমরা মুক্ত ভাবে জীবনের রুটি এবং জল ভক্ষণ করিবে এবং পান করিবে।

৩৫। হাঁ, আমার নিকটে আগমন কর এবং তোমাদের সহিত তোমরা তোমাদের ধার্মিকতার কার্য আনয়ন করিও তাহা হইলে, তোমরা নির্যাতিত হইবে না এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে না।

৩৬। কারণ দেখ, সেই সময় নিকটবর্তী যখন যাহারা ভাল ফল, আনয়ন করিবে না অথবা, যাহারা ধার্মিকতাপূর্ণ কার্য, সঙ্গে লইয়া আসিবে না; উহা তাহাদিগের বিলাপ করিবার এবং দুঃখ করিবার কারণ হইবে।

৩৭। হে পাপ কার্যের কর্মীগণ, তোমরা যাহারা পার্থিব বস্তু লইয়া দাম্ভিকতায় স্ফীত হইয়া রহিয়াছ, তোমরা যাহারা ধার্মিকতার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত রহিয়াছ বলিয়া মিথ্যা দাবি করিয়া বেড়াইতেছ তাহারা অবশ্যই ধ্বংসের পথে গিয়াছে। মেষের পালের যেরূপ মেষপালক বিহীন অবস্থা। মেষপালক যদিও তোমাদিগকে ডাক দিয়া গিয়াছেন, এবং এখনও ডাকিতেছেন তবুও তোমরা তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতে পারিবে না।

৩৮। দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে সৎ মেষপালক তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং তিনি তাঁহার নিজের নামে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, উহা হইল ত্রাণকর্তার নাম। এবং তোমরা যদি ভাল মেষপালকের কথা শ্রবণ না কর, যে নামে তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন তাহা না শোন তাহা হইলে দেখ, তোমরা সেই সৎ মেষপালকের মেষ নও।

৪৫। এবং ইহাই সকল কিছু নয়। তোমরা কি এইরূপ মনে করনা যে, আমি নিজেই এই সকল বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাত রহিয়াছি? দেখ আমি তোমাদের নিকট এই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, যে বিষয়গুলি আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি তাহা সকলই সত্য। আমি যে এই সকল বস্তুগুলি সম্বন্ধে নিশ্চিত, সে বিষয় তোমাদের ধারণা কি?

৪৬। দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাকে এই সকল বস্তু জ্ঞাত করান হইয়াছে। দেখ, যাহাতে আমি নিজে এই বস্তুগুলি সম্বন্ধে অবগত হইতে সক্ষম হই সেই কারণে আমি বহুদিন উপবাস করিয়াছি, এবং প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছি। এখন আমি নিজে ইহা জানিতে সক্ষম হইয়াছি যে, এইগুলি সব সত্য; কারণ প্রভু ঈশ্বর তাহার পবিত্র আত্মার দ্বারা; ঐগুলি আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। এবং ইহাই হইল সেই রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষমতা, যাহা আমার মধ্যে রহিয়াছে।

৪৭। এবং আরো আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, আমার নিকট এই সত্য উদ্ঘাটিত হইয়াছিল যে, আমার পূর্বপুরুষগণ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সকলই সত্য। এমনটি আমার মধ্যে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা অনুযায়ী ইহাও ঈশ্বরের পবিত্র শক্তি দ্বারা আমার নিকট প্রকাশ করা হইয়াছিল।

৪৮। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, আমি নিজে এই কথা সঠিক ভাবে জানি যে, যাঁহার আগমনের বিষয় আমি তোমাদের নিকট যে সকল কথা বর্ণনা করিব, তাহা সকলই সত্য; এবং আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, আমি এই বিষয় অবগত হইয়াছি যে, হাঁ পিতার এক মাত্র জাত পুত্র, মহিমা, করুণা এবং সত্য পরিপূর্ণ যীশু খ্রীষ্ট আগমন করিবেন। এবং দেখ ইনি হইবেন সেই ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীর সকল পাপ, হাঁ, সকল ব্যক্তি যাহারা দৃঢ় ভাবে তাঁহার উপর আস্থাবান, তাহাদের সকল পাপ মুছিয়া লইবার জন্য তিনি আগমন করিবেন।

৪৯। এবং যখন আমি তোমাদিগকে বলিব যে, এইভাবে আমার ভ্রাতাগণ, এবং এই ভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট এইকথা প্রচার করিবার জন্য, আমাকে আহ্বান করা হইয়াছে। হাঁ, যুবক বৃদ্ধ, বন্দী এবং মুক্ত আমি তোমাদের সকলের নিকট যাহারা বৃদ্ধ, মাঝবয়সী এবং উঠতি জনগণ তাহাদিগকে বলিতেছি যে, তাহাদের সকলের নিকট প্রচার করিবার জন্য এবং এই বলিয়া আকুল আবেদন নিবেদন করিবার জন্য যে, তাহাদিগকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে, এবং পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, আমি আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।

৫০। হাঁ পবিত্র আত্মা এইরূপ বলিয়াছিলেন: পৃথিবীর প্রান্ত সীমা পর্যন্ত সকলে তোমরা অনুতাপ কর, কারণ স্বর্গ রাজ্য আগত প্রায়। হাঁ ঈশ্বরের পুত্র তাঁহার শক্তি, মহিমা, ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব লইয়া আগমন করিবেন। হাঁ আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, পবিত্র আত্মা এইরূপ বলিয়াছেন; সকল পৃথিবীর রাজার মহিমা অবলোকন কর। এবং স্বর্গের এই রাজা, অতি সত্বর সকল মানব সন্তান দিগের মাঝে তাঁহার আলো বিকীর্ণ করিবেন।

৫১। পবিত্র আত্মা আমাকে আরো বলিয়াছিলেন, হাঁ একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল: এই জনগণের মাঝে গমন কর এবং তাহাদিগকে এইরূপ বল–অনুতাপ কর, কারণ অনুতাপ করা ভিন্ন, কোন মতেই তোমরা স্বর্গ রাজ্যে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

৫২। আমি তাহাদিগকে পুনরায় বলিতেছি সেই আত্মা বলিয়াছেন: দেখ বৃক্ষের গোড়ায় কুঠার স্থাপন করা হইয়াছে। কাজেই যে বৃক্ষগুলি ভাল ফল প্রদান করিবে না তাহাদের প্রত্যেকটিকে কাটিয়া টুকরা করা হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইবে, হাঁ, সেইরূপ অগ্নি যাহা শেষ হইবে না, এমনকি তাহা হইল অনির্বাণ অগ্নি। দেখ, এবং স্মরণ রাখিও, পবিত্র আত্মা এইরূপ বলিয়াছেন।

৫৩। এখন আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, আমি তোমাদিগকে বলিব, তোমরা কি এইসকল বাণীগুলির বিরোধিতা করিতে পার? হাঁ তোমরা কি এই সকল বস্তু এক

পার্শ্বে সরাইয়া দিতে, এবং পবিত্র আত্মাকে তোমাদের পদতলে দলিত করিতে পার? হাঁ তোমরা কি তোমাদের হৃদয়ের দাম্ভিকতায় পূর্ণ হইয়া, এখন পর্যন্ত মূল্যবান পোষাক পরিধান করা, এবং তোমাদের হৃদয়কে পৃথিবীর অসার বস্তুগুলির উপর, তোমাদের ধনসম্পদের উপর স্থাপন করা, এই সকল কার্য অব্যাহত রাখিতে চাও?

৫৪। হাঁ তোমরা কি এইরূপ মনোভাব এখনও অব্যাহত রাখিতে চাও যে, একে অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হাঁ তোমরা কি তোমাদের ভ্রাতাগণ যাহারা নিজেদেরকে বিনীত করিয়াছে, এবং ঈশ্বরের পবিত্র পথে আগমন করিয়াছে, যাহার ফলে তাহারা পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্র হইয়া, এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এবং তাহারা অনুতাপ করিবার জন্য, যে সকল কার্য করা প্রয়োজন তাহা করিয়াছে, তাহাদিগকে কি তোমরা অত্যাচার করিতে থাকিবে?

৫৫। হাঁ, তোমরা কি নির্ধন, এবং যাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন রহিয়াছে সেইরূপ ব্যক্তিদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, এবং তাহাদিগকে তোমাদের সম্পদের অংশ প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবে?

৫৬। এবং অবশেষে, তোমরা যাহারা তোমাদের পাপকর্মগুলি অব্যাহত রাখিবে, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বলিতেছি যে, ইহারাই হইল সেই ব্যক্তিগণ যাহাদিগকে, যদি তাহারা সত্বর অনুতাপ না করে তাহা হইলে, তাহাদিগকে কর্তিত করা হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইবে।

৫৭। এবং এখন আমি তোমাদিগকে বলিব যে, তোমরা যাহারা সৎ পরিচালককে অনুসরণ করিতে আগ্রহী, তাহারা পাপীদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আস; এবং তোমরা পৃথক হইয়া যাও, এবং তোমরা তাহাদিগের অপবিত্র বস্তু সকল স্পর্শ করিও না ।দেখ তাহাদের নামগুলিকে মুছিয়া দেওয়া হইবে। পাপীদের নামগুলি ধার্মিকদিগের নামের মধ্যে গণনা করা হইবে না, যাহাতে ঈশ্বরের বাণী পরিপূর্ণ হইতে পারে, যাহাতে বলা ইহয়াছে: পাপীদের নামগুলি আমার লোকদিগের নামগুলির সহিত মিশানো হইবে না।

৫৮। কারণ, ধার্মিক ব্যক্তিগণের নাম জীবনের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হইবে, এবং তাহাদিগকে আমি আমার দক্ষিণ হস্তে স্থান প্রদান করিব। এখন আমার ভ্রাতাগণ, ইহার বিরুদ্ধে তোমাদের কি বক্তব্য আছে? আমি তোমাদিগকে ইহাই বলিব যে, তোমরা ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে, তাহাতে কিছুই যায় আসে না; কারণ ঈশ্বরের বাণী অবশ্যই পরিপূর্ণ হইবে।

৫৯। এবং তোমাদের মধ্যে সে কিরকম মেষপালক, যাহার অনেক মেষ রহিয়াছে, এবং সে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে না, যাহাতে নেকড়ে আসিয়া তাহার পশুর পাল খাইয়া ফেলিতে পারে? এবং দেখ, যদি নেকড়ে তাহার পশুর পালে আগমন করে, তাহা হইলে সে কি তাহাকে তাড়াইয়া দিবে না? এবং হাঁ শেষে সম্ভব হইলে সে উহাকে ধ্বংস করিবে।

৬০। এখন আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে সৎ পরিচালক তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন এবং তোমরা যদি তাঁহার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে তাঁহার দলে লইবেন, এবং তোমরা তাঁহার

মেষের পালের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং তিনি তোমাদিগকে আদেশ করিবেন যাহাতে, তোমাদের মধ্যে কোন হিংস্র নেকড়ে আগমন করে, এইরূপ অবস্থায় তোমরা পতিত না হও, যাহাতে তোমরা ধ্বংস প্রাপ্ত না হও।

৬১। এখন আমি আলমা, যিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন তাঁহার ভাষায় তোমাদিগকে এই আদেশ প্রদান করিতেছি যে, আমি তোমাদের নিকট যে বাণীগুলি বর্ণনা করিয়াছি তোমরা তাহা পালন করিবে।

৬২। যাহারা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাহাদিগকে আমি আদেশ করিয়া, এবং যাহারা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহাদিগকে আমি আহ্বান করিয়া বলিতেছি: তোমরা আইস, অনুতাপ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ কর; যাহাতে তোমরাও জীবন বৃক্ষের ফল গ্রহণ করিতে সক্ষম হও।

পরিচ্ছেদ ১১

বিচারকগণ এবং তাহাদের ক্ষতিপূরণ–নেফাইতীয় মুদ্রা এবং পরিমাপ–আমুলেক কর্তৃক জিজ্রোমের পরাজয়।

১। এখন, মসায়াহর আইন এইরূপ ছিল যে, যাহারা আইনের বিচারক ছিল অথবা যাহারা আইনের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে তাহারা, তাহাদিগের সম্মুখে যাহারা বিচারের নিমিত্ত আনীত হইয়াছে, তাহাদের বিচারের জন্য, তাহারা যে সময় এবং পরিশ্রম ব্যয় করিয়াছে, তাহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে হইবে।

২। এখন, যদি কোন ব্যক্তি কাহারো নিকট ঋণী হইয়া থাকে, এবং তাহার ঋণ সে পরিশোধ না করিয়া থাকে, তখন সেই ব্যক্তি বিচারকের নিকট নালিশ জানায়। বিচারক তখন তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং সেই লোককে তাহার সম্মুখে আনয়ন করিবার জন্য কর্মী প্রেরণ করে। এবং সে তাহার বিরুদ্ধে আনীত প্রমাণ, এবং আইনের সাহায্য সেই ব্যক্তির বিচার করিয়া থাকে। অতঃপর তাহার ঋণ সে পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়, অথবা তাহার মুখোশ খুলিয়া ফেলা হয় এবং চোর ও একজন ডাকাত হিসাবে সে মনুষ্য সমাজে পরিত্যক্ত হয়।

৩। এবং বিচারক তাহার পারিশ্রমিক হিসাবে, তাহার সময় অনুযায়ী, প্রতিদিনের জন্য একটি স্বর্ণ সেনাইন অথবা, সেই স্বর্ণ সেনাইন অনুপাতে রৌপ্য, সেনাম লাভ করে। এবং ইহা, যে আইন প্রদান করা হইয়াছে সেই অনুযায়ী হইয়া থাকে।

৪। এখন এইগুলি ছিল তাহাদিগের বিভিন্ন স্বর্ণ খন্ড এবং রৌপ্য খন্ডের নাম। উহাদিগের মূল্য অনুযায়ী এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল। এবং নেফাইতগণ কর্তৃক এই সকল নাম প্রদান করা হইয়াছিল। কারণ, তাহারা জেরুজালেমে অবস্থিত ইহুদিগণের অনুরূপ উপায় মূল্য নির্ধারণ করিত না। তাহার ইহুদিদিগের অনুরূপ পরিমাপের প্রণালীও ব্যবহার করিত না। বরং তাহারা বিচারকগণের রাজত্বকাল, যাহা মসায়াহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল সেই সময় পর্যন্ত, প্রতি পুরুষেই লোকজনের মন এবং পারিপার্শ্বিকতার উপর ভিতি করিয়া, তাহাদের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি, এবং পরিমাপ প্রণালী পরিবর্তন করিয়াছে।

৫। এখন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি এইরূপ ছিল–এক সিনাইন স্বর্ণ, এক সিওন স্বর্ণ, এক সাম স্বর্ণ এবং এক লিমনাহ স্বর্ণ।

৬। এক সিনাম রৌপ্য, এক আমনর রৌপ্য, এক এজরোম রৌপ্য এবং এক অনটি রৌপ্য।

৭। এক সিনাম রৌপ্য এবং এক সিনাইন স্বর্ণের একই মূল্য ছিল, এবং বার্লি অথবা অন্য ধরনের শষ্যের পরিমাপের জন্য উহা ব্যবহৃত হইত।

৮। এখন সিয়ন স্বর্ণের পরিমাণ সিনাইন স্বর্ণের মূল্যের দ্বিগুণ ছিল।

৯। এক সাম পরিমাণ স্বর্ণের মূল্য ছিল সিয়ন স্বর্ণের দুইগুণ।

১০। এবং এক লিমনাহ পরিমাণ স্বর্ণের মূল্য ছিল ঐ সকল মুদ্রাগুলির মূল্যের সমান।

১১। এবং এক আমনর রৌপ্যের মূল্য দুই সেনামস এর সমপরিমাণ ছিল।

১২। এক এজরোম রৌপ্যের মূল্য ছিল চারি সেনামসের সমান।

১৩। এবং এক অনটির মূল্য ছিল তাহাদের সবগুলির মূল্যের সমান।

১৪। এখন, তাহাদের পরিমাপ প্রণালীর এইগুলি হইল অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের মুদ্রা–

১৫। এক সিবলন, এক সিনামের অর্ধেক: কাজেই এক সিবলন হইল অর্ধেক পরিমাণ বার্লির মূল্য।

১৬। এক সিবলাম হইল এক সিবলনের অর্ধেক।

১৭। এবং এক লিয়াহ হইল এক সিবলামের অর্ধেক।

১৮। এখন তাহাদের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতির জন্য এইগুলিই ছিল তাহাদের অঙ্ক।

১৯। এখন, এক এনসন পরিমাণ স্বর্ণ ছিল তিনটি সিবলনের সমান।

২০। এখন, কেবল মাত্র লাভের উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইত। কারণ, তাহারা তাহাদের কার্যের গুরুত্ব হিসাবে পারিশ্রমিক লাভ করিত। কাজেই তাহারা জনগণকে দাঙ্গা হাঙ্গামা, এবং সকল প্রকার গন্ডগোল এবং পাপ কর্মের জন্য উত্তেজিত করিত, যাহাতে তাহারা অধিক কার্য লাভ করিতে, এবং যাহাতে, যে ধরনের অভিযোগ আনীত হইবে সেই অভিযোগ অনুযায়ী অর্থলাভ করিতে, সক্ষম হয়। কাজেই তাহারা আলমা এবং আমুলেকের বিরুদ্ধে লোকজনকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

২১। এবং এই জিজ্রোম, আমুলেককে এই রূপ ভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিল: আমি তোমাকে যে কয়টি প্রশ্ন করিব তুমি তাহার উত্তর প্রদান করিবে কি? এখন, জিজ্রোম ছিল সেই ধরনের ব্যক্তি যে শয়তানের সকল কৌশলগুলিতে পারদর্শী ছিল, যাহার সাহায্যে সে, যাহা মঙ্গলজনক তাহা নষ্ট করিয়া দিতে পারিত। কাজেই সে আমুলেককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল: আমি তোমাকে যে প্রশ্ন গুলি করিব, তুমি তাহার উত্তর প্রদান করিবে কি?

২২। এবং আমুলেক তাহার উদ্দেশ্যে বলিলেন: হাঁ ইহা যদি আমার ভিতরে যে ঈশ্বরের শক্তি রহিয়াছে, সেই শক্তির উপযোগী হয় তাহা হইলে, আমি উত্তর করিব কারণ, আমি এমন কোন বাক্য উচ্চারণ করিব না যাহা, প্রভুর ইচ্ছার বিপরীত। এবং জিজ্রোম তাহাকে বলিল দেখ এই স্থানে রৌপ্যের ছয়টি অনটি রহিয়াছে, এবং যদি তুমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অবস্থিতি অস্বীকার কর তাহা হইলে, আমি তোমাকে এই সবগুলি মুদ্রা প্রদান করিব।

২৩। তখন আমুলেক বলিলেন: হে নরকের সন্তান, তুমি আমাকে কি কারণে প্রলোভন দেখাইতেছ? তুমি কি ইহা অবগত নও যে, কোন ধার্মিক ব্যক্তি এইরূপ প্রলোভনের নিকট নতি স্বীকার করে না?

২৪। তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর অবস্থান করেন না? আমি বলিব না, তুমি জান যে, একজন ঈশ্বর রহিয়াছেন কিন্তু তুমি ধনদৌলতকে তাহার অপেক্ষা অধিক ভালবাস।

২৫। এখন তুমি, ঈশ্বরের সম্মুখে, আমার নিকট মিথ্যা কথা বলিতেছ। তুমি আমাকে বলিয়াছ---দেখ, মহামূল্যবান এই রৌপ্য মুদ্রা অনটি ছয়টি, আমি তোমাকে প্রদান করিব--- এবং তুমি তোমার মনে মনে আমাকে উহা প্রদান না করিবার জন্য, ঠিক করিয়া রাখিয়াছ। তোমার এক মাত্র উদ্দেশ্য হইল, আমি যাহাতে একমাত্র সত্য এবং চিরঞ্জীব ঈশ্বরকে অস্বীকার করি, যাহাতে তুমি আমাকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হও। এবং এখন দেখ, তোমার এই ভীষণ পাপ কর্মের জন্য তুমি তাহার ফল লাভ করিবে।

২৬। জিজ্রোম তাহাকে বলিল: তুমি কি বলিয়াছ যে একজন সত্য এবং জীবন্ত ঈশ্বর রহিয়াছেন?

২৭। এবং আমুলেক বলিলেন: হ্যাঁ একজন সত্য এবং জীবন্ত ঈশ্বর রহিয়াছেন।

২৮। তখন জিজ্রোম প্রশ্ন করিল: একজন অপেক্ষা অধিক ঈশ্বর রহিয়াছেন কি?

২৯। এবং তিনি উত্তর করিলেন: না।

৩০। অতঃপর জিজ্রোম পুনরায় তাহাকে বলিল: তুমি কি উপায় এই সকল জানিতে সক্ষম হইয়াছ?

৩১। তিনি বলিলেন: একজন দেবদূত আমার নিকট ঐ সকল প্রকাশ করিয়াছেন।

৩২। এখন জিজ্রোম পুনরায় তাহাকে বলিল: যিনি আগমন করিবেন তিনি কে? তিনি কি ঈশ্বরের পুত্র?

৩৩। তিনি তখন তাহাকে বলিলেন, হাঁ।

৩৪। অতঃপর জিজ্রোম পুনরায় প্রশ্ন করিল: তিনি কি তাঁহার লোকদিগকে তাহাদের পাপের মধ্য হইতে মুক্তি দান করিবেন? তখন আমুলেক তাহাকে উত্তর

করিলেন এবং বলিলেন; আমি তোমাকে বলিতেছি তিনি কখনই তাহা করিবেন না কারণ তাঁহার কথার অন্যথা করা তাঁহার জন্য অসম্ভব।

৩৫। তখন জিজ্রোম জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল: দেখ তোমরা এই কথাগুলি স্মরণ রাখিও কারণ, সে বলিয়াছে কেবল একজনই মাত্র ঈশ্বর আছেন; তথাপি সে বলিয়াছে ঈশ্বরের পুত্র পৃথিবীতে আগমন করিবেন, কিন্তু তিনি তাহার লোকদিগের উদ্ধার করিবেন না--- যেন ঈশ্বরকে আদেশ করিবার তাহার ক্ষমতা রহিয়াছে।

৩৬। আমুলেক পুনরায় তাহার উদ্দেশ্যে বলিলেন: দেখ, তুমি মিথ্যা বলিতেছ, কারণ তুমি বলিতেছ যে, যেহেতু আমি বলিয়াছি, ঈশ্বর পাপের মধ্যে অবস্থিত তাহার জনগণকে উদ্ধার করিবেন না তাহার অর্থ যেন, আমার ঈশ্বরকে আদেশ করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে।

৩৭। এবং আমি পুনরায় তোমাকে বলিতেছি যে, তিনি তাহাদের পাপের মধ্যে, তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে সক্ষম নন, কারণ আমি তাঁহার বাণী অস্বীকার করিতে পারি না, এবং তিনি বলিয়াছেন যে, কোন অপবিত্র বস্তু স্বর্গ রাজ্যে স্থান লাভ করিতে সক্ষম নয়, কাজেই স্বর্গরাজ্যে স্থান লাভ করিতে না পারিলে, তুমি কিরূপে উদ্ধার লাভ করিতে সক্ষম হইবে ? কাজেই পাপের মধ্যে অবস্থান করিলে, তুমি মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

৩৮। তখন জিজ্রোম পুনরায় তাহাকে বলিল: ঈশ্বরের পুত্রই কি সেই অনন্ত পিতা ?

৩৯। হাঁ তিনি হইলেন স্বর্গ, এবং মর্ত্য, এবং ইহাতে অবস্থিত সকল বস্তুর, একমাত্র অনন্ত পিতা, তিনিই আদি এবং তিনিই অন্ত, তিনিই হইলেন প্রথম এবং শেষ।

৪০। তিনি তাহার জনগণকে মুক্তি দান করিবার জন্য, পৃথিবীতে আগমন করিবেন, এবং যাহারা তাহার নামের উপর আস্থা স্থাপন করিবে, তিনি তাহাদের অপরাধকে নিজে বহন করিয়া লইবেন। এবং ইহারাই হইবে সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা অনন্ত জীবন লাভ করিবে, এবং ইহারা ভিন্ন, অপর কেহই মুক্তি লাভ করিবে না।

৪১। কাজেই যাহারা পাপী, তাঁহারা এইরূপ অবস্থায় থাকিবে যেন; তাহাদের জন্য কোন মুক্তির পথ প্রস্তুত করা হয় নাই, যদি না তাহাদের মৃত্যুর বন্ধন শিথিল করা হয়। কারণ দেখ, এমন দিন আসিবে যখন সকলে মৃত্যু হইতে পুনরুত্থিত হইবে, ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, এবং তাহাদের কৃত কর্মের জন্য বিচার লাভ করিবে।

৪২। এখন, এক প্রকার মৃত্যু রহিয়াছে যাহাকে পার্থিব মৃত্যু বলা হয় এবং খ্রীষ্টের মৃত্যু এই ধরনের পার্থিব মৃত্যুর বন্ধনকে শিথিল করিবে অর্থাৎ সকলেই এই পার্থিব মৃত্যু হইতে পুনরুত্থিত হইবে।

৪৩। আত্মা এবং দেহ নিখুঁত ভাবে পুনরায় মিলিত হইবে। সকল অঙ্গ সমূহ এবং গ্রন্থি গুলি সঠিক কাঠামোতে পুনরায় স্থাপিত হইবে, এমনকি এখন আমাদের

দেহ যেরূপ রহিয়াছে, সেইরূপই হইবে। এবং আমরা এখন আমাদের যেরূপ জ্ঞান রহিয়াছে সেইরূপ জ্ঞান এবং আমাদের সকল অপরাধের কথা স্মরণ পূর্বক ঈশ্বরের সম্মুখে আনীত হইব।

৪৪। এই পুনরুত্থান সকলের ক্ষেত্রেই ঘটিবে, বৃদ্ধ, যুবক, স্বাধীন, পরাধীন, স্ত্রী, পুরুষ, পাপী এবং ধার্মিক ব্যক্তি সকলের জন্যই ইহা ঘটিবে। এমনকি তাহাদের মাথার একটি চুল পর্যন্ত হারাইবে না বরং সকল বস্তু তাহার সঠিক কাঠামোতে অথবা দেহে আজ যেরূপ ভাবে রহিয়াছে ঠিক সেইরূপ ভাবেই পুনস্থাপিত হইবে। এবং এইরূপে তাহারা পুত্র অর্থাৎ ত্রাণকর্তা, পিতা ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা যাহা অনন্ত একেশ্বর, তাহার সম্মুখে কাঠগড়ায় তাহাদের কৃত কর্ম অর্থাৎ তাহারা ভাল কার্য করিয়াছে অথবা মন্দ কার্য করিয়াছে সেই হিসাবে বিচারের জন্য, আনীত হইবে, এবং অভিযুক্ত হইবে।

৪৫। এখন দেখ, এতক্ষণ আমি তোমাদিগের নিকট মরদেহের মৃত্যু এবং মরদেহের পুনরুত্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছি। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, এই মরদেহকে অমরত্ব প্রদান করা হইবে। ইহার অর্থ হইল, মৃত্যু হইতে অর্থাৎ প্রথম মৃত্যু হইতে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করা হইবে, যাহার ফলে তাহারা আর মৃত্যু বরণ করিতে সক্ষম হইবে না। দেহের সহিত পুনরায় সংস্থাপিত তাহাদের আত্মা, আর কোন কালেই বিচ্ছিন্ন হইবে না। এইরূপে সম্পূর্ণ দেহ আধ্যাত্মিক এবং অমরত্ব লাভ করিবে, যাহাতে তাহারা আর কোন অপরাধ দেখিতে না পায়।

৪৬। আমুলেক যখন এই সকল কথা সমাপ্ত করিলেন, তখন জনগণ পুনরায় অবাক হইতে আরম্ভ করিল এবং জিজ্রোম নিজেও কম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে আমুলেকের কথা সমাপ্ত হইল, অথবা এই সকল কথা আমি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম।

পরিচ্ছেদ ১২

আমুলেকের সাক্ষ্য, আলমা কর্তৃক সমর্থন করা হইল--- জীবন বৃক্ষের নীতি--- মুক্তির পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করা হইল।

১। অতঃপর আলমা, আমুলেকের কথাগুলি জিজ্রোমকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে এই দৃশ্য দর্শন করিয়া, কারণ আলমা দেখিয়াছিলেন যে, আমুলেক তাহার মিথ্যা কথা ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ধ্বংস করিবার তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এই দৃশ্য দর্শন করিয়া যে, সে তাহার অপরাধের জন্য বিবেকের আঘাতে কম্পিত হইতেছিল, তিনি নিজের মুখ খুলিলেন এবং তাহার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন এবং আমুলেকের কথা সমর্থন করিতে লাগিলেন এবং আমুলেক যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, এবং যে শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা বেশী বর্ণনা করিতে এবং প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

২। আলমা জিজ্রোমের উদ্দেশ্যে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহা আশে পার্শ্বের সকল লোকই শ্রবণ করিয়াছিল। কারণ সেইস্থানে অনেক লোক জমায়েত হইয়াছিল, এবং তিনি এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন:

৩। এখন জিজ্রোম তুমি তোমার মিথ্যা এবং চাতুরি দ্বারা প্রতারিত হইয়াছ, কারণ তুমি কেবল মানুষের নিকট মিথ্যা কথা বল নাই, তুমি ঈশ্বরের নিকটও মিথ্যা কথা বলিয়াছ। কারণ দেখ, তিনি তোমার সকল মনোভাব সম্বন্ধেই অবগত আছেন এবং তুমি দেখিয়াছ যে, তোমার মনোভাবগুলি তিনি তাহার শক্তির সাহায্যে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। এবং তুমি দেখিতেছ যে, আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তোমার পরিকল্পনা শয়তানের পরিকল্পনার মতই ধূর্ত পরিকল্পনা, কারণ উহা ছিল মিথ্যা কথা বলিয়া এবং এই লোকদিগকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধে স্থাপন করিয়া, আমাদিগকে উত্তেজিত করিবার এবং ধ্বংস করিবার উপায়।

৫। কাজেই ইহা ছিল, তোমার চতুর পরিকল্পনা, এবং তিনি উহার উপর তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন। এখন আমি ইহাই বলিব যে, তোমার এইকথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তোমার উদ্দেশ্যে আমি যাহা বলিলাম, সকলের উদ্দেশ্যেই আমি তাহা বলিতেছি।

৬। এবং দেখ, আমি তোমাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলিতেছি যে, ইহা ছিল তাহার একটি চতুর প্রলোভন, যাহা সে এই লোকগুলিকে ধরিবার জন্য প্রয়োগ করিয়াছিল, যাহাতে সে তোমাদিগকে তাহার অধীনে আনিতে সক্ষম হয়, যাহাতে সে তোমাদিগকে শৃঙ্খল দ্বারা পরিবেষ্টিত করিতে সক্ষম হয়, এবং তাহার সেই বন্দী করিবার ক্ষমতা দ্বারা তোমাদিগকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া চিরন্তন ধ্বংসের পথে নামাইয়া আনিতে পারে।

৭। অতঃপর আলমা যখন এইরূপে বর্ণনা করিতেছিলেন, জিজ্রোম তখন আরো অধিক পরিমাণে কম্পিত হইতে লাগিল, কারণ সে ক্রমশই ঈশ্বরের ক্ষমতা আরো অধিক পরিমাণে বিশ্বাস করিতেছিল, এবং সে এই সম্বন্ধেও নিশ্চিত হইয়াছিল যে, আলমা এবং আমুলেক তাহার মনের কথা জানিতে পরিয়াছেন কারণ, সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার অন্তরের চিন্তাধারা এবং উদ্দেশ্য তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন। কারণ, যে ক্ষমতা তাহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা অনুযায়ী এই সকল কথা তাঁহারা জানিতে সক্ষম।

৮। অতঃপর জিজ্রোম আগ্রহ সহকারে ঐ সকল বস্তু সম্বন্ধে জানিতে চাহিল, যাহাতে সে ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে আরো অধিক পরিমাণে জানিতে সক্ষম হয়। সে তখন আলমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল: আমুলেক পুনরুত্থান সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছে যে, সকল ব্যক্তি সাধু অথবা অসাধু সকলেই মৃত্যু হইতে উত্থিত হইবে, এবং তাহাদের কর্ম অনুযায়ী বিচার লাভের জন্য, ঈশ্বরের সম্মুখে আনীত হইবে, এই কথার অর্থ কি?

৯। আলমা তখন এই রূপ ভাবে বর্ণনা করিয়া, উহা তাহার নিকট ব্যাখ্যা করিলেন: অনেককেই ঈশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে জানিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। যাহা হউক কঠিন নির্দেশ সহকারে ইহা প্রদান করা হইয়াছে যে, তাহারা কেবল সেই অংশটি সম্বন্ধেই জনগণকে অবহিত করিবেন যেটুকু তিনি মানব সন্তানদিগের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি তাহাদের অধ্যবসায়, এবং মনোযোগের প্রতি ভিত্তি করিয়াই তাহা সম্পাদন করা হইবে।

১০। এবং এই কারণে, যে তাহার মনকে যত কঠিন করিয়া রাখিবে, সে বাণীগুলির অংশ সেই পরিমাণে কম লাভ করিবে, এবং যে তাহার মনকে কঠিন করিয়া রাখিবে না, তাহাকে বেশী পরিমাণে সেই বাণীগুলি প্রদান করা হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে অবগত হইতে সক্ষম হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে উহা প্রদান করা হইবে।

১১। এবং যাহারা তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া রাখিবে, তাহাদিগকে বাণীগুলি কম করিয়া প্রদান করা হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ঈশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে আর কিছুই জানিবে না ততক্ষণ পর্যন্ত। ইহার পর তাহারা শয়তান কর্তৃক বন্দী হিসাবে গৃহীত হইবে, এবং তাহার ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া ধ্বংসের পথে নামিবে। এখন ইহাই হইল নরকের শৃঙ্খল শব্দের অর্থ।

১২। এবং আমুলেক অতি সহজ ভাবেই মৃত্যু এবং এই মর অবস্হা হইতে অমর অবস্হা লাভ করিবার কথা, এবং তাহাদের কর্ম অনুযায়ী বিচার লাভের জন্য ঈশ্বরের কাঠগড়ার সম্মুখে আনীত হইবার কথা, বর্ণনা করিয়াছেন।

১৩। অতঃপর যদি আমাদের হৃদয়কে কঠিন করা হয়, হাঁ যদি আমরা আমাদের হৃদয়কে এই বাণীগুলির বিরুদ্ধে কঠিন করিয়া তুলি, এবং এত বেশী কঠিন করিয়া তুলি যাহাতে, ঐ বাণীগুলি আর আমাদের মধ্যে থাকিবে না তাহা হইলে, আমাদের অবস্হা ভয়ঙ্কর হইবে কারণ, তখন আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব।

১৪। কারণ আমাদের কথাগুলি আমাদিগকে দোষারোপ করিবে, হাঁ আমাদের কর্ম আমাদিগকে দোষারোপ করিবে, আমরা নির্দোষ প্রমাণিত হইতে পারিব না, আমাদের চিন্তাধারাও আমাদিগকে দোষারোপ করিবে এবং ভয়ঙ্কর অবস্হায় থাকিয়া, আমরা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইব না এবং আমরা ব্যগ্র ভাবে এইরূপ ভাবিতে থাকিব যে, যদি, আমরা পাহাড় পর্বত গুলিকে আমাদের উপর পতিত হইতে আদেশ করিতে পারিতাম, যাহাতে আমরা তাঁহার সম্মুখ হইতে আমাদিগকে লুক্কায়ীত করিয়া রাখিতে পারি।

১৫। কিন্তু এইরূপ হইতে পারিবে না আমাদিগকে অবশ্যই তাঁহার সম্মুখে, তাহার মহিমা, তাঁহার ক্ষমতা, তাহার মহত্ত্ব, তাহার প্রভুত্বের সম্মুখে দন্ডায়মান হইতে হইবে, এবং আমাদের চিরস্হায়ী লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার সকল বিচারই ন্যায়পূর্ণ, তাহার সকল কর্মই ন্যায়সঙ্গত এবং তিনি সকল মানব সন্তানদিগের প্রতি করুণাশীল, এবং যাহারা তাহার নামের প্রতি আস্হাবান হইয়াছে, এবং অনুতাপের জন্য ফল লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার সকল ক্ষমতা তাঁহার রহিয়াছে।

১৬। এবং এখন দেখ, ইহার পর আসিবে সেই মৃত্যু, সেই দ্বিতীয় মৃত্যু, যাহা হইল আধ্যাত্মিক মৃত্যু। তখন ইহা হইবে সেই সময়, যখন যে পাপে অবস্থান কালে দৈহিক মৃত্যু বরণ করিয়াছে, সে আধ্যাত্মিক ভাবেও মৃত্যু বরণ করিবে, হাঁ ধার্মিকতার জন্য যে সকল বস্তু উপযুক্ত তাহা হইতে সে মৃত্যু বরণ করিবে।

১৭। অতঃপর সেই সময় আসিবে, যখন তাহাদের শাস্তি হইবে অগ্নির হ্রদ, এবং গন্ধক পাথর যাহার শিখা অনির্বাণ ভাবে কেবলই উপরের দিকে উঠিতে থাকিবে। ইহার পর সেই সময় আসিবে, যখন তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, শয়তানের বন্দী হইয়া, তাহার ক্ষমতা দ্বারা এবং তাহার ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া চিরন্তন ধ্বংসের পথে নামিয়া যাইবে।

১৮। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি অতঃপর তাহারা এইরূপ অবস্থায় পতিত হইবে যে, তাহাদের জন্য মুক্তির আর কোন পথই থাকিবে না। কারণ ঈশ্বরের ন্যায় বিচার অনুযায়ী, তাহারা মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম নয়, আর কোন অধঃপতন নাই দেখিয়া তাহারা আর মৃত্যু মুখে পতিত হইতে সক্ষম নয়।

১৯। অতঃপর এইরূপ ঘটিল, যখন আলমা তাঁহার এই বাণীগুলির বিষয় বর্ণনা সমাপ্ত করিলেন, তখন জনগণ আরো বেশী অবাক হইতে লাগিল।

২০। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এল্টিওনাহ নামে এক ব্যক্তি ছিল এবং সে তাহাদের প্রধান শাসনকর্তা ছিল। সে আগাইয়া আসিল এবং তাঁহাকে বলিল: তুমি যাহা বর্ণনা করিলে তাহা কিরূপ ধরনের কথা হইল যে, মানুষ মৃত্যু হইতে পুনরুত্থিত হইবে এবং এই মরদেহ হইতে অমরত্ব লাভ করিবে, যাহার ফলে সেই আত্মা আর কখনই মৃত্যু বরণ করিবে না?

২১। শাস্ত্রের অর্থ তাহা হইলে কি হইল, যাহাতে বলা হইয়াছে ঈশ্বর এদেন উদ্যানের পূর্বদিকে চেরুবিম (স্বর্গীয় জীব) এবং জ্বলন্ত তরবারি স্থাপন করিয়াছেন যাহাতে আমাদের প্রথম পিতামাতা সেই স্থানে প্রবেশ করিতে এবং জীবন বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া, চিরকালের জন্য জীবিত হইতে না পারেন? তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে, তাহাদের চিরজীবি হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

২২। তখন আলমা তাহার উদ্দেশ্যে বলিলেন: এই বিষয়টিই আমি এখন ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছিলাম, এখন আমরা জানি যে, নিষিদ্ধ ফল গ্রহন করিবার ফলে ঈশ্বরের বাণী অনুযায়ী, আদম পতিত হইয়াছিলেন: এবং এইরূপে আমরা দেখি যে, তাহার পতনের ফলে সকল মানবজাতিই পতিত এবং লক্ষভ্রষ্ট জনগণে পরিণত হইয়াছে।

২৩। এখন দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যদি সেই সময় আদমের পক্ষে জীবন বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে মৃত্যু বলিয়া আর কিছু থাকিত না, এবং ঈশ্বরের বাণী অসত্য হইয়া যাইত এবং তাহাকে মিথ্যুক প্রমাণ করা হইত, কারণ তিনি বলিয়াছিলেন: যদি তুমি উহা ভক্ষণ কর তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই মৃত্যু বরণ করিবে।

২৪। এবং আমরা জানি যে মানব জাতির উপরে মৃত্যু নামিয়া আসিয়াছিল। হাঁ সেই মৃত্যু, যাহার কথা আমুলেক বর্ণনা করিয়াছেন এবং যাহা হইল পার্থিব মৃত্যু। যাহা হউক মানুষকে একটি সময় প্রদান করা হইয়াছে সেই সময় সে অনুতাপ করিতে পারে। এইরূপে এই জীবন, একটি পরীক্ষার কালে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইল ঈশ্বরের দর্শন লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার সময়, সেই অনন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইবার সময়, যাহার কথা আমরা বর্ণনা করিয়াছি, যাহা মৃতদেহের পুনরুত্থানের পর ঘটিবে।

২৫। এখন যদি, ইহা মুক্তির জন্য পরিকল্পনা, যাহা পৃথিবীর প্রথম হইতে স্থাপন করা হইয়াছে তাহার জন্য না হইত, তাহা হইলে, কোন মৃতদেহের পুনরুত্থান না হইলেও চলিত: কিন্তু মুক্তির জন্য একটি উপায় প্রস্তুত করা হইয়াছিল, যাহার ফলে মৃতদেহের পুনরুত্থান ঘটিবে, এবং ইহার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

২৬। এখন দেখ, যদি এইরূপ সম্ভব হইত যে, আমাদের প্রথম পিতা মাতা সেই স্থানে গমন করিতে এবং জীবন বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহারা চির জীবনের জন্য দুর্দশাগ্রস্ত হইতেন এবং কোন প্রস্তুতির সময় লাভ করিতেন না। এইরূপে মুক্তির পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইত। এবং কোন ফল লাভ না হওয়ার নিমিত্ত ঈশ্বরের বাণী ভুল হইয়া যাইত।

২৭। কিন্তু দেখ, এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই: বরং মানুষের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, তাহারা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করিবে। মৃত্যুর পর তাহারা বিচারের সম্মুখীন হইবে। সেই বিচার যাহার কথা আমরা বর্ণনা করিয়াছি এবং যাহা হইল শেষ বিচার।

২৮। ঈশ্বর মানুষের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা ঠিক করিবার পর, দেখ, তিনি দেখিলেন যে, মানুষের জন্য ঐসকল বস্তু সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন হইবে যে, কেন তিনি মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছেন।

২৯। কাজেই তিনি তাহাদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য দেবদূত প্রেরণ করিলেন, যিনি মানুষকে তাঁহার মহিমা দেখিতে সাহায্য করিলেন।

৩০। এবং তখন হইতে তাঁহারা তাঁহার নাম লইয়া ডাকিতে শুরু করিল। কাজেই ঈশ্বর মানুষের সহিত কথা বলিলেন, এবং মুক্তির পরিকল্পনা, যাহা পৃথিবীর গোড়া হইতেই প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলেন। এবং এই বিষয়গুলি, তাহাদিগকে তিনি তাঁহাদের বিশ্বাস, তাহাদের অনুতাপ এবং তাহাদের পবিত্র কার্যের উপর ভিত্তি করিয়া জ্ঞাত করিলেন।

৩১। কাজেই তিনি মনুষ্যজাতিকে আদেশ সমূহ প্রদান করিলেন কারণ, তাহারা পার্থিব বিষয়সমূহের প্রথম আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, এবং ভাল মন্দের জ্ঞান লাভ পূর্বক, ঈশ্বরের অনুরূপ হইয়া, তাহাদিগকে কার্যরত অবস্থায় স্থাপন করিল, অথবা তাহাদের খেয়াল খুশীমত ভাল অথবা মন্দ কার্য নির্বাচন করিবার অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

৩২। কাজেই ঈশ্বর তাহাদিগের জন্য আদেশসমূহ প্রদান করিলেন, তাহাদের নিকট মুক্তির পরিকল্পনা প্রকাশ করিবার পর, তিনি তাহা করিলেন, যাহাতে তাহারা পাপ কর্মে লিপ্ত না হয়, যাহার শাস্তি হইবে দ্বিতীয় মৃত্যু, ধার্মিকদের সকল বিষয় অনুসারে উহা হইবে চিরমৃত্যু, কারণ উহার জন্য মুক্তির কোন ক্ষমতা থাকিবে না, কারণ, ঈশ্বরের অপার মহিমা অনুযায়ী ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা কখনও নষ্ট হইতে পারে না।

৩৩। কাজেই ঈশ্বর তাঁহার পুত্রের নামে জনগণকে আহ্বান করিলেন (ইহা ছিল মুক্তির পরিকল্পনা যাহা স্থাপন করা হইয়াছিল) বলিলেন: যদি তোমরা অনুতাপ কর, এবং তোমাদের হৃদয়কে কঠিন করিয়া না তোল, তাহা হইলে আমি আমার একমাত্র জাত পুত্রের মাধ্যমে তোমাদের জন্য করুণা প্রদর্শন করিব।

৩৪। কাজেই যে কেহ অনুতাপ করে এবং তাহার হৃদয়কে কঠিন করিয়া না তোলে পাপের মুক্তির জন্য আমার জাত পুত্রের মাধ্যমে, আমার করুণার উপর তাহার দাবি থাকিবে। এবং ইহারা আমার পান্থ নিবাসে প্রবেশ করিবে।

৩৫। এবং যাহারা তাহাদের হৃদয়কে কঠিন করিবে এবং অপরাধ করিবে, দেখ আমি ক্রুদ্ধ হইয়া এই শপথ করিতেছি যে, সে আমার পান্থনিবাসে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে না।

৩৬। এখন আমার ভ্রাতাগণ, দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যদি তোমরা তোমাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া তোল তাহা হইলে, তোমরা প্রভুর পান্থনিবাসে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কাজেই তোমাদের পাপ কার্য তাঁহাকে ক্রোধোদ্দীপ্ত করিবে, যাহার ফলে প্রথম ক্রোধোদ্দীপনায় তোমাদের উপর তাঁহার রোষ পতিত হইবে, হাঁ, তাঁহার বাণী অনুযায়ী প্রথম অথবা শেষ ক্রোধোদ্দীপনায় উহা তোমাদের হৃদয়কে চির ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করিবে, তাঁহার কথা অনুযায়ী প্রথম এবং শেষ মৃত্যুর পথে।

৩৭। কাজেই আমার ভ্রাতাগণ, এই বস্তুগুলি সম্বন্ধে, এবং এইগুলি সত্য, ইহা জানিতে সক্ষম হইবার পর, চল আমরা অনুতাপ করি, এবং আমাদের অন্তরকে যেন কঠিন করিয়া না তুলি যাহাতে আমাদের প্রতি প্রদত্ত তাহার দ্বিতীয় আদেশ মতে আমরা আমাদের ঈশ্বর প্রভুকে আমাদের উপর তাহার রোষ প্রয়োগ করিতে উত্তেজিত না করি। বরং চল আমরা ঈশ্বরের পান্থনিবাস, যাহা তাঁহার বাণী অনুযায়ী প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহাতে প্রবেশ করি।

পরিচ্ছেদ ৩২

দরিদ্র ব্যক্তিগণ মুক্তির বিষয় মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিল---আলমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং আলোচনা---বিশ্বাস করিবার আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই আস্থা বৃদ্ধি পায়।

১। অতঃপর এইরূপ ঘটিল যে, তাঁহারা অগ্রসর হইয়া জনগনের নিকট ঈশ্বরের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহাদের উপাসনালয়, তাহাদের গৃহ, এবং হাঁ এমনকি, তাহাদের রাস্তাগুলিতে পর্যন্ত গমন করিয়া, তাহারা সেই বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

২। অতঃপর তাহাদের মধ্যে অনেক পরিশ্রম করিবার পর, দরিদ্র জনগণের ভিতরে তাহাদের প্রচার কার্যকর হইতে লাগিল। কারণ দেখ, তাহাদের পোষাকের মলিনতার জন্য তাহারা উপাসনালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল---

৩। কাজেই তাহারা নোংরা রূপে বিবেচিত হইয়াছিল, এবং ঈশ্বরের আরাধনার জন্য উপাসনালয় প্রবেশ করিবার কোন অধিকার, তাহাদের ছিল না। কাজেই তাহারা ছিল দরিদ্র। হাঁ, তাহাদের ভ্রাতাগণ কর্তৃক তাহারা অপরিষ্কৃত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কাজেই পার্থিব বস্তু সংক্রান্ত বিষয় তাহারা দরিদ্র ছিল, এবং অন্তরেও তাহারা দরিদ্র ছিল।

৪। এখন আলমা যখন অনিদাহ পাহাড়ে জনগণের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান করিতেছিলেন এবং তাঁহার বক্তব্য পেশ করিতেছিলেন, তখন সেই স্থানে আমরা যাহাদের কথা বলিতেছিলাম, যাহারা তাহাদের পার্থিব দরিদ্রতার জন্য অন্তরেও দরিদ্র ছিল তাহারা অনেকে আগমন করিল।

৫। তাহারা আলমার নিকট আগমন করিল, এবং তাহাদের মধ্যে যে সামনে ছিল সে তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিল, দেখ, আমার এই ভ্রাতাগণ কি করিবে, কারণ তাহারা তাহাদের দারিদ্র্যের জন্য সকল ব্যক্তি কর্তৃক হাঁ, বিশেষ করিয়া আমাদের পুরোহিতগণ কর্তৃক ঘৃণিত হইয়াছে, এবং তাহারা, আমাদিগকে আমাদের উপাসনালয়, যাহা তৈয়ারী করিবার জন্য, আমরা আমাদের স্বহস্তে প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছি সেই স্থান হইতে, বহিষ্কার করিয়াছে। তাহারা আমাদের অতিরিক্ত দরিদ্রতার জন্য, আমাদিগকে বহিষ্কার করিয়াছে। এখন আমাদের ঈশ্বরের আরাধনা করিবার, আমাদের আর কোন স্থান নাই। এখন দেখ আমরা কি করিব ?

৬। এখন, আলমা এই কথা শ্রবণ করিবার পর, তিনি তাহাকে ঘুরাইয়া দিলেন এবং তাহার মুখ বরাবর তাঁহার দিকে করিয়া লইলেন, এবং তিনি অনেক আনন্দ লইয়া তাহাকে দেখিলেন: কারণ তিনি দেখিলেন যে তাহাদের দুর্দশা তাহাদিগকে বিনীত করিয়া তুলিয়াছে, এবং তাহারা তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

৭। অতঃপর তিনি অন্য জনগণের উদ্দেশ্যে আর কিছু বলিলেন না, বরং তিনি তাহার হস্ত বাড়াইয়া দিলেন এবং যাহাদিগকে তিনি দেখিলেন, যাহারা সত্যি সত্যিই অনুতপ্ত হইয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং তাহাদিকে বলিলেন:

৮। আমি দেখিয়াছি তোমরা তোমাদের অন্তরে বিনম্র হইয়াছ, এবং তাহা হইলে তোমরা আশীর্বাদ লাভ করিয়াছ।

৯। দেখ, তোমাদের ভ্রাতা বলিয়াছে আমরা কি করিব ? ---কারণ আমরা আমাদের উপাসনালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি এবং আমাদের ঈশ্বরের আরাধনা করিতে আমরা সক্ষম নই।

১০। দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা কি এইরূপ ধারণা করিয়াছ যে, উপাসনালয় গমন করা ভিন্ন, তোমরা ঈশ্বরের আরাধনা করিতে সক্ষম নও?

১১। ইহা ভিন্ন আমি তোমাদিগকে আরো জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা কি এইরূপ মনে কর যে, কেবল মাত্র একদিন তোমাদের ঈশ্বরের আরাধনা করা উচিত নয়?

১২। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যে তোমাদের উপাসনালয় হইতে বহিস্কৃত হইয়াছ ইহা তোমাদের জন্য, মঙ্গলজনক হইয়াছে, যাহাতে তোমরা বিনীত হইতে পার, জ্ঞান অর্জন করিতে সক্ষম হও; কারণ তোমাদের জ্ঞান অর্জন করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ তোমরা বহিস্কৃত হইয়াছে, এবং অতিরিক্ত দরিদ্রতার জন্য তোমরা তোমাদের ভ্রাতাগণ কর্তৃক ঘৃণ্য হইয়াছ, যাহাতে তোমরা হৃদয়ের নম্রতা লাভ করিয়াছ; কারণ স্বভারতঃই তোমাদের নম্রতা লাভ করিবার প্রয়োজন ছিল।

১৩। এখন যেহেতু তোমরা বিনীত হইতে বাধ্য হইয়াছ, সেই কারণে তোমরা আশীর্বাদ লাভ করিয়াছ; কারণ কোন ব্যক্তি, কোন কোন সময় বিনীত হইতে বাধ্য হইলে, সে অনুতাপ করিতে চাহে; এবং যে অনুতাপ করিবে, সে নিশ্চয়ই করুণা লাভ করিবে। এবং যে করুণা লাভ করিবে এবং শেষ দিন পর্যন্ত সহ্য করিয়া যাইবে, সেই ব্যক্তি রক্ষা পাইবে।

১৪। এখন আমি তোমাদের নিকট এই কথা বলিবার পর যে, যেহেতু তোমরা বিনীত হইতে বাধ্য হইয়াছ সেই হেতু তোমরা আশীর্বাদ লাভ করিয়াছ, তোমরা কি এইরূপ ধারণা কর না যে, যে ব্যক্তি শাস্ত্র বাণীর জন্য তাহাদিগকে সত্য সত্যই বিনীত করে তাহারা আরো বেশী আশীর্বাদ লাভ করে?

১৫। হাঁ সেই ব্যক্তি, যে সত্য সত্যই নিজেকে বিনীত করে এবং তাহার পাপের জন্য অনুতাপ করে, এবং শেষ পর্যন্ত সকল কিছু সহ্য করে, সেই ব্যক্তি আশীর্বাদ লাভ করিবে–হাঁ, তাহারা তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী আশীর্বাদ লাভ করিবে যাহারা তাহাদের অতিশয় দারিদ্র্যের জন্য তাহাদিগকে বিনীত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

১৬। কাজেই যাহারা নত হইতে বাধ্য না হইয়াও, নিজেদেরকে বিনীত করিয়াছে তাহারা আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে। অথবা এইভাবে বরং বলা যাইতে পারে যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাণী সমূহে বিশ্বাস স্হাপন করে, এবং হৃদয়ের কাঠিন্য পরিত্যাগ করিয়া, দীক্ষা গ্রহণ করে, তাহারা আশীর্বাদ লাভ করে। হাঁ সেই কথাগুলি সম্বন্ধে না জানিয়াই, অথবা ঐগুলি সম্বন্ধে জানিতে বাধ্য হইবার পূর্বেই তাহারা উহা বিশ্বাস করে।

১৭। হাঁ এরূপ অনেক ব্যক্তি রহিয়াছে যাহার বলে: যদি তোমরা স্বর্গ হইতে, কোন নিদর্শন আনয়ন করিয়া আমাদিগকে উহা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে আমরা ইহার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে জানিতে পারিব।

১৮। এখন আমি প্রশ্ন করিব, ইহাই কি বিশ্বাস ? আমি তোমাদিগকে বলিব, না উহা বিশ্বাস নয়; কারণ যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে তাহা হইলে, তাহার বিশ্বাস করিবার আর কোন কারণ থাকে না, কারণ সে সেই বস্তুটি সম্বন্ধে জানে।

১৯। এখন যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে জানে, অথচ তাহা পালন করে না সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কেবল মাত্র বিশ্বাস করে, অথবা যাহার কেবল মাত্র বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে। তবুও আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে তাহার অপেক্ষা কত বেশী অভিশপ্ত ?

২০। এখন এই বস্তুগুলি আমাদিগকে অবশ্যই বিচার করিতে হইবে। দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ইহা এক হস্তের মতই ইহা অন্য হস্তেও হইবে। এবং প্রতিটি ব্যক্তির কার্য অনুযায়ী তাহা ঘটিবে।

২১। এবং এখন আমি যখন বিশ্বাস সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছি---এই বিশ্বাস কিন্তু কোন বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান নয়। কাজেই তোমরা যখন বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তোমরা যে বস্তুগুলি দেখা যায় না, এবং যাহা সত্য তাহার সম্বন্ধে আশা পোষণ কর।

২২। এবং এখন দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এবং আমি বলিব, ইহা তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যাহারা তাঁহার নামের উপর আস্থা স্থাপন করে, তাহাদের সকলের প্রতি ঈশ্বর করুণাশীল। কাজেই প্রথমেই তিনি কামনা করেন তোমাদের বিশ্বাস করা উচিত, হাঁ এমনকি তাঁহার বাণীগুলি তোমাদের বিশ্বাস করা উচিত।

২৩। এখন তিনি তাহার বাণীগুলি দেবদূতগণ কর্তৃক, জনগণকে প্রদান করিয়াছেন হাঁ কেবল মাত্র পুরুষগণকেই নয় স্ত্রীগণকেও প্রদান করিয়াছেন। এবং এইখানেই শেষ নয় যাহা বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে, বহুবার শিশু সন্তানদিগকেও সেই বাণী সমূহ প্রদান করা হইয়াছে।

২৪। এখন, আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, যেহেতু তোমরা এখন, দুর্দশাগ্রস্থ এবং বহিষ্কৃত হইয়া আমার কাছে আসিয়া, তোমাদের কি করিতে হইবে তাহা জানিতে চাহিতেছে--এখন আমি ইহা চাহি না যে, তোমরা এই ধারণা কর যে, আমি তোমাদিগকে যাহা সত্য কেবল সেই হিসাবে বিচার করিতে মনস্থ করিয়াছি---

২৫। কারণ আমি এইরূপ মনে করিনা যে, তোমাদের সকলেই নিজেদেরকে বাধ্য হইয়া বিনীত করিয়াছ। কারণ আমি ইহা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ ব্যক্তি রহিয়াছে যাহারা যে কোন অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও, নিজেদেরকে বিনীত করিবে।

২৬। এখন, আমি বিশ্বাস সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিতেছিলাম---যে ইহা একটি সম্পূর্ণ জ্ঞান নয় এমনকি আমার কথা দ্বারাও নয়। বিশ্বাসই সঠিক জ্ঞান, ইহা ভিন্ন প্রথমে তোমরা সঠিক ভাবে ইহার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে জানিতে সক্ষম হইবে না।

২৭। কিন্তু দেখ, যদি তোমরা তোমাদের মানসিক শক্তিগুলিকে আমার কথা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য, জাগ্রত এবং বর্দ্ধিত কর এবং বিশ্বাসের এক অংশ অভ্যাস করিতে থাক। হাঁ, কেবল মাত্র ইচ্ছা করা ভিন্ন, যদি তোমরা আর কিছু করিতে না পার তাহা হইলে, যতদিন পর্যন্ত আমার কথার অংশকে তোমাদের অন্তরে স্থান দিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস কর ততদিন পর্যন্ত ঐ ইচ্ছাকে তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে দিও।

২৮। এখন আমরা এই কথাকে একটি বীজের সহিত তুলনা করিব। যদি তোমরা একটি বীজকে তোমাদের অন্তরে বপন করিবার স্থান দেও, দেখ ইহা যদি ঠিক অথবা ভাল বীজ হয়, যদি তুমি তোমার অবিশ্বাস দ্বারা উহাকে দূরে সরাইয়া না দেও তাহা হইলে ইহা তোমার অন্তরে বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে। এবং যখন তুমি এই বিস্তৃতির গতি অনুভব করিতে পারিবে তখন তুমি তোমার নিজেকে ইহাই বলিতে থাকিবে–নিশ্চয়ই ইহা ভাল বীজ অথবা কথাটি ভাল, কারণ ইহা আমার হৃদয়কে প্রসারিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে হাঁ ইহা আমার বোধ শক্তিকে আলোকিত করিতে শুরু করিয়াছে, হাঁ ইহা আমার নিকট উপাদেয় বলিয়া মনে হইতে শুরু করিয়াছে।

২৯। এখন দেখ, ইহা কি তোমার বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করিবে না? আমি তোমাদিগকে বলিব হাঁ, যদিও ইহা সঠিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া ওঠে নাই তবুও ইহা ঘটিবে।

৩০। কিন্তু দেখ, বীজ যতই বিস্তৃতি লাভ করিবে, পল্লবিত হইবে, এবং বাড়িতে থাকিবে, তখন তোমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে, বীজটি ভাল। কারণ দেখ ইহা বিস্তৃত হইয়াছে, পল্লবিত হইয়াছে এবং বাড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

৩১। এবং দেখ, তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার যে, বীজটি একটি ভালো বীজ? আমি তোমাদিগকে বলিব, হাঁ, কারণ প্রতিটি বীজই তাহার নিজস্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে।

৩২। কাজেই কোন বীজ যদি বাড়িতে থাকে তাহা হইলে উহা ভাল বীজ। এবং না বাড়িলে উহা ভাল নয়, কাজেই উহাকে তখন দূরে সরাইয়া দেওয়া হয়।

৩৩। এবং এখন দেখ, যেহেতু তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং বীজটি বপন করিয়াছ, সেই হেতু উহা বিস্তৃত হইয়াছে, পল্লবিত হইয়াছে, এবং বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমাদিগকে জানিতে হইবে যে বীজটি ভাল।

৩৪। এখন দেখ, তোমার জ্ঞান কি সম্পূর্ণ? হাঁ সেই বিষয়ে তোমার জ্ঞান এখন সম্পূর্ণ এবং তোমার বিশ্বাস সুপ্ত। ইহা হইয়াছে কারণ তুমি জানিতে পারিয়াছ, তুমি জানিতে পারিয়াছ যে, সেই বাণী তোমার হৃদয়কে বিস্তৃত করিয়াছে এবং তুমি আরো জান ইহা পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তোমার বোধ শক্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে এবং তোমার মন প্রসারিত হইতে শুরু করিয়াছে।

৩৫। অত:পর ইহা কি সত্য নয়? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যেহেতু ইহা উজ্জ্বল, এবং যাহা উজ্জ্বল তাহাই মঙ্গলজনক কারণ ইহা দর্শন যোগ্য, কাজেই তোমরা অবশ্যই জান ইহা মঙ্গলজনক। এখন দেখ এই আলোর স্বাদ গ্রহণ করিবার পর, তোমাদের জ্ঞান কি সম্পূর্ণ হইয়াছে?

৩৬। দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিব না তাহা হয় নাই; অথবা তোমাদের বিশ্বাসকে দূরে সরাইয়া রাখা উচিত নয়, কারণ তুমি কেবল বীজটি ভাল কি মন্দ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য, উহাকে বপন করিয়াছ।

৩৭। এবং দেখ গাছটি যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, তোমরা বলিবে চল, আমরা যত্নের সহিত ইহাকে পালন করি, যাহাতে ইহা শিকড় লাভ করিতে, এবং বাড়িয়া উঠিতে সক্ষম হয় এবং আমাদের জন্য ফল প্রদান করিতে সক্ষম হয়। এবং এখন দেখ, যদি তোমরা যত্ন সহকারে ইহাকে পালন কর তাহা হইলে, ইহা শিকড় লাভ করিবে, বাড়িয়া উঠিবে এবং ফল দান করিবে।

৩৮। কিন্তু যদি তোমরা গাছটিকে অবহেলা কর এবং ইহার বৃদ্ধির জন্য কোন যত্ন না লও, তাহা হইলে দেখ, ইহা কোন শিকড় লাভ করিবে না, এবং যখন সূর্যের তাপ ইহার উপর পতিত হইবে, এবং ইহাকে শুষ্ক করিবে তখন ইহার কোন শিকড় নাই বলিয়া, ইহা নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং তোমরা ইহাকে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে।

৩৯। এখন, ইহার কারণ এই নয় যে, বীজটি ভাল ছিল না, ইহার কারণ ইহাও নয় যে, ইহার ফল তোমাদের কাম্য ছিল না, বরং ইহার কারণ হইল, তোমার জমি অনুর্বর ছিল এবং তোমরা গাছটিকে পালন কর নাই, কাজেই তোমরা উহার ফল লাভ করিতে সক্ষম নও।

৪০। এইরূপ ভাবে, যদি তোমরা বাণীগুলিকে তাহার ফলের জন্য বিশ্বাসের দৃষ্টি লইয়া, অপেক্ষা করিতে না থাক তাহা হইলে, তোমরা জীবন বৃক্ষ হইতে কোনদিনই ফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

৪১। কিন্তু যদি তোমরা সেই বাণীকে পালন কর, হাঁ বৃক্ষটি যখন বাড়িতে থাকিবে তখন উহাকে পালন কর, এবং তোমাদের অগাধ বিশ্বাস, প্রচুর অধ্যবসায়, এবং ধৈর্য্য সহকারে উহার ফলের জন্য অপেক্ষা করিয়া, ঐরূপ কর তাহা হইলে, ইহার শিকড় জন্মিবে, এবং দেখ ইহা একটি চিরস্হায়ী জীবন লইয়া, একটি গাছ হিসাবে বাড়িয়া উঠিবে।

৪২। এবং বাণীটি পালনের ক্ষেত্রে, তোমাদের অধ্যবসায়, তোমাদের বিশ্বাস, এবং তোমাদের ধৈর্য্য, যাহাতে ইহার শিকড় জন্মিতে পারে তাহার কারণে দেখ, শীঘ্রই তোমরা ইহার ফল তুলিতে সক্ষম হইবে যাহা হইবে অত্যন্ত মূল্যবান, সকল মিষ্ট বস্তু অপেক্ষা আরো মিষ্ট, সকল শুভ্রতা অপেক্ষা আরো শুভ্র এবং হাঁ সকল পবিত্র বস্তু অপেক্ষা আরো অনেক পবিত্র। এবং তোমরা তোমাদের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবারণ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ঐ ফল ভোজন করিতে থাকিবে।

৪৩। অত:পর আমার ভ্রাতাগণ তোমরা তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের অধ্যবসায়, তোমাদের ধৈর্য্য, এবং গাছের ফল লাভ করিবার জন্য তোমাদের অনেক দিনের প্রতীক্ষার ফল লাভ করিবে।

পরিচ্ছেদ ৩৪

আমুলেকের সাক্ষ্য–মহান এবং শেষ উৎসর্গ ---দয়া কি উপায় বিচারের চাহিদা মেটায় -----অনুতাপ করিতে দেরী করা উচিত নয়।

১। অত:পর এই কথাগুলি তাহাদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করিবার পর আলমা মাটিতে বসিয়া পরিলেন, এবং আমুলেক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিতে শুরু করিলেন, তিনি বলিলেন:

২। আমার ভ্রাতাগণ, আমার মনে হয় যিনি আসিবেন, এবং যাহাকে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে তোমাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছি, তাহার বিষয় অজ্ঞ থাকা তোমাদের জন্য অসম্ভব। হাঁ আমি জানি যে, আমাদের মধ্যে কোন মতভেদের পূর্বেই প্রচুর পরিমাণে, তোমাদিগকে শিক্ষা দান করা হইয়াছে।

৩। এখন যেহেতু, তোমরা তোমাদের দুঃখ কষ্টের জন্য তোমাদের কি করা উচিত তাহা আমার প্রিয় ভ্রাতার নিকট জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ; এবং তিনি তোমাদের মনকে প্রস্তুত করিবার জন্য, তোমাদের নিকট অনেক কিছু বর্ণনা করিয়াছেন: এবং হাঁ তিনি তোমাদিগকে বিশ্বাস এবং ধৈর্য্যের বিষয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন -----

৪। হাঁ, এমনকি তোমরা এত বেশী বিশ্বাস অর্জন করিবে, যাহাতে তোমরা তোমাদের অন্তরে সেই বাণী বপন করিবে, যাহাতে তোমরা ইহার মঙ্গলের বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সক্ষম হও।

৫। এবং আমরা দেখিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রশ্ন হইল ঐ বাণীকে লইয়া যে, ঈশ্বরের পুত্র থাকিবে, অথবা কোন ত্রাণকর্তা থাকিবে না তাহা লইয়া।

৬। এবং তোমরা ইহাও দেখিয়াছ যে, আমার ভ্রাতা অনেক উদাহরণ প্রদান পূর্বক এই সত্য প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই বাণীটি হইল ত্রাণকর্তার নিকটই যুক্তি।

৭। আমার ভ্রাতা জিনোসের কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, যে, ঈশ্বরের পুত্রের মাধ্যমে মুক্তি আসিবে; এবং জিনোসের বাণীগুলির কথাও। এবং তিনি এই বিষয়গুলি সত্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মুসার নিকটেও আবেদন করিয়াছেন।

৮। এখন দেখ, আমি তোমাদের নিকট এই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, এই বিষয়গুলি সত্য। দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, আমি ইহা জানি যে, খ্রীষ্ট মানব সন্তানদিগের মাঝে তাহার লোকদিগের অপরাধ বহন করিয়া লইবার জন্য, এবং যাহাতে তিনি পৃথিবীর পাপের জন্য, প্রায়শ্চিত্ত করিতে সক্ষম হন সেই কারণে অবতরণ করিবেন। কারণ প্রভু ঈশ্বর ঐরূপ বলিয়াছেন।

৯। কারণ, একটি প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন ছিল। অনন্ত ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল, অন্যাথায় সকল মানব জাতি অবশ্যই ধ্বংস হইয়া যাইত। হাঁ, সকলেই কঠিন প্রাণ হইত, সকলেই পতিত হইত এবং সকলেই হারাইয়া যাইত এবং কেবল মাত্র প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন, যাহা সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল, সকলই ধ্বংস হইয়া যাইত।

১০। কারণ একটি মহান এবং শেষ উৎসর্গের প্রয়োজন হইয়াছিল। হাঁ উহা মানুষ উৎসর্গ করা নয়, কোন জন্তু উৎসর্গ করা নয় অথবা কোন ধরনের পক্ষী শিকারও নয়, কারণ ইহা কোন মানবিক উৎসর্গ হইবে না। ইহা অবশ্যই অসীম এবং অনন্ত উৎসর্গ হইবে।

১১। এখন, এমন কোন ব্যক্তি থাকিতে পারে না যে, তাহার নিজের রক্ত প্রদান করিয়া অন্যের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে। এখন, কোন ব্যক্তি যদি হত্যা করে তাহা হইলে দেখ, আমাদের যাহা ন্যায় বিচার তাহা কি তাহার ভ্রাতার প্রাণ লইবার জন্য আদেশ প্রদান করিবে? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, না তাহা করিবে না।

১২। কারণ আইন তাহারই প্রাণ লইবে, যে হত্যা করিয়াছে। কাজেই এমন কিছুই থাকিতে পারে না যাহা অনন্ত প্রায়শ্চিত্তের সমকক্ষ হইতে পারে, যাহা পৃথিবীর সকল পাপ মিটাইবার জন্য পর্যাপ্ত।

১৩। কাজেই একটি মহান এবং শেষ উৎসর্গের প্রয়োজন হইবে, অতঃপর এইরূপ ঘটিবে অথবা এইরূপ হওয়া উচিত হইবে যে, রক্তপাত বন্ধ হইবে। অতঃপর মুসার আইনগুলি পরিপূর্ণ হইবে। হাঁ ইহা সম্পূর্ণ রূপে এমন কি ইহার প্রতিটি অংশ এবং বাক্য পরিপূর্ণ হইবে, কিছুই ব্যর্থ হইয়া যাইবে না।

১৪। এবং দেখ, ইহাই হইল সেই আইনের সম্পূর্ণ অর্থ, ইহার প্রতিটি অণু পরমাণু সেই মহান এবং শেষ উৎসর্গের প্রতি নির্দেশ করিয়া রহিয়াছে। এবং সেই মহান এবং শেষ উৎসর্গ, হাঁ অসীম এবং অনন্ত উৎসর্গ হইবেন ঈশ্বরের পুত্র।

১৫। এইরূপে তিনি, তাহার নামের প্রতি যাহারা আস্থা স্থাপন করিবে, তাহাদের সকলের জন্য মুক্তি আনয়ন করিবেন। এইরূপে পাত্র ভরিয়া করুণা আনয়ন করাই হইল, এই শেষ উৎসর্গের উদ্দেশ্য, বিচারের ঊর্ধ্বে ইহার ক্ষমতা, এবং ইহা মানুষের জন্য সেই উপায় করিয়া দিয়াছে যাহাতে তাহারা অনুতাপের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে।

১৬। এইরূপে করুণা, বিচারের প্রয়োজন মিটাইবে এবং তাহাদিগকে নিরাপত্তার বাহু দ্বারা বেষ্টন করিবে, সেই সময় যে ব্যক্তি অনুতাপের দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করে নাই সেই ব্যক্তি, বিচারের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সকল আইনের সম্মুখীন হইবে। কাজেই কেবল মাত্র সেই ব্যক্তির জন্যই এই মহান চিরন্তন মুক্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যে অনুতাপ দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করিবে।

১৭। অতএব আমার ভ্রাতাগণ, ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই অনুমতি প্রদান করুন, যাহার ফলে তোমরা অনুতাপের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস স্থাপন করিতে শুরু কর, যাহাতে তোমরা তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ করিতে থাক, যাহার ফলে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁহার করুণা প্রদর্শন করিবেন।

১৮। হাঁ তাহার নিকট করুণা প্রার্থনা করিয়া আকুল আবেদন নিবেদন কর, কারণ তিনি রক্ষা করিবার শক্তি ধারণ করেন।

১৯। হাঁ তোমাদিগকে বিনীত কর, এবং অনবরত ভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিতে থাক।

২০। যখন তুমি মাঠে তোমার পশুর পাল লইয়া থাকিবে, তখন তাঁহার নিকট তাহাদের জন্য, প্রার্থনা নিবেদন করিও।

২১। বাড়িতে থাকাকালীন তোমার সমস্ত পরিবারের হইয়া, ভোরে, দ্বিপ্রহর এবং রাত্রে আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিবে।

২২। হাঁ, তোমার সকল শত্রুদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে, তাঁহার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিবে।

২৩। হাঁ শয়তান, যে সকল ধার্মিকতার শত্রু তাহার বিরুদ্ধে প্রার্থনা নিবেদন কর।

২৪। তোমাদের মাঠের ফসলের জন্য, তাঁহার নিকট আবেদন নিবেদন করিবে যাহাতে, তোমরা উহাতে সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হও।

২৫। মাঠে তোমাদের পশুর পালের জন্য, তোমরা আবেদন নিবেদন করিবে যাহাতে, তাহারা বৃদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয়।

২৬। কিন্তু ইহাই শেষ নয়; তোমার আত্মাকে নিভৃত কক্ষে বা গোপন স্থানে অথবা নির্জন অরণ্যে লইয়া গিয়া প্রার্থনা করা আবশ্যক।

২৭। এবং হাঁ যখন তোমার প্রভুর নিকট আবেদন নিবেদনে রত থাকিবে না সেই সময়ও তোমাদের অন্তরকে অনবরত ভাবে তোমাদের মঙ্গলের জন্য এবং তোমাদের চারিপার্শ্বে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের মঙ্গলের জন্যও তাহার নিকট প্রার্থনায় পূর্ণ রাখিও।

২৮। এখন দেখ আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, মনে করিও না ইহাই শেষ: কারণ এই কার্যগুলি সম্পাদন করিবার পর যদি তোমরা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এবং নগ্ন ব্যক্তির প্রতি মুখ ফিরাইয়া রাখ, রুগ্ন এবং দুর্দশাগস্ত ব্যক্তিদিগকে দর্শন দান না কর, এবং যাহারা অভাবগ্রস্ত তাহাদিগকে সম্পদের অংশ প্রদান না কর, তোমরা যদি এই কার্যগুলির কোন একটি সম্পাদন না কর তাহা হইলে দেখ, তোমাদের সকল প্রার্থনাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে তোমরা কিছুই লাভ করিবে না বরং তোমরা, সেই বিশ্বাসে যাহারা আস্থা ভাজন হয় নাই, তাহাদের মতই ভন্ড প্রমাণিত হইবে।

২৯। কাজেই তোমরা যদি দানশীল হইবার কথা স্মরণ না রাখ, তাহা হইলে তোমরা আবর্জনা তুল্য হইবে, যাহা শোধনকারক বাতিল করিয়া দেয় (মূল্যহীন মনে করিয়া) এবং উহা মানুষের পায়ের নিচে পরিয়া দলিত মথিত হইয়া যায়।

৩০। এখন, আমার ভ্রাতাগণ আমি ইহাই কামনা করিব যে, পবিত্র শাস্ত্র এই বস্তুগুলি সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে এবং তোমরা সেই বিষয়ে এতগুলি প্রমাণ লাভ করিবার পর, তোমরা সবাই আগাইয়া আইস এবং অনুতাপের ফল লাভ কর।

৩১। হাঁ আমি বলিব যে, তোমরা অগ্রসর হও এবং তোমাদের হৃদয়কে আর কঠিন করিয়া রাখিও না। কারণ দেখ, এখন আমাদের সেই মুক্তির সময় এবং দিন আসিয়াছে, কাজেই যদি তোমরা এখন অনুতাপ কর, এবং হৃদয়কে কঠিন করিয়া না রাখ তাহা হইলে, অচিরেই মুক্তির সেই মহান পরিকল্পনা, তোমাদের নিকট আনীত হইবে।

৩২। কারণ দেখ, মানুষের জন্য এই জীবন হইল, ঈশ্বরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার সময়। হাঁ দেখ এই জীবনের দিনগুলি হইল, মানুষের জন্য তাহাদের নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিবার সময়।

৩৩। এবং এখন, যেহেতু আমি পূর্বেই তোমাদিগের নিকট বর্ণনা করিয়াছি, যেহেতু তোমরা এতগুলি সাক্ষ্য লাভ করিয়াছ কাজেই আমি তোমাদিগকে মিনতি করিতেছি যাহাতে তোমরা শেষ পর্যন্ত, তোমাদের অনুতাপের দিনটিকে লইয়া বিলম্ব না কর। কারণ এই জীবন, যাহা আমাদিগকে অনন্তকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার জন্য, প্রদান করা হইয়াছে ইহার পর দেখ, যদি আমরা এই জীবনকালে আমাদের সময়কে কার্যে লাগাইতে না পারি তাহা হইলে, আসিবে সেই অন্ধকার রাত্রি, যেখানে কোন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

৩৪। তোমরা বলিতে পারনা যে যখন সেই ভীষণ দুর্যোগ তোমাদের জন্য আসিবে, তখন আমি অনুতাপ করিব, যাহাতে আমি আমার ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তন করিব। না, তোমরা এইরূপ বলিতে পার না কারণ যে আত্মা, তোমরা এই জীবনের বাহিরে চলিয়া যাইবার পর তোমাদের দেহের অধিকারী, সেই একই আত্মা সেই অনন্ত পৃথিবীতে তোমার দেহের অধিকার লাভ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে।

৩৫। কারণ দেখ তুমি যদি তোমার অনুতাপের দিনটিকে মৃত্যু পর্যন্ত বিলম্বিত কর তাহা হইলে, তুমি শয়তানের শক্তির সেবক হইবে এবং সে তোমাকে তাঁহার বলিয়া, আটকাইয়া রাখিবে কাজেই প্রভুর শক্তি তোমার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং তোমার মধ্যে তাহার আর কোন স্থান রহিবে না, এবং শয়তানের সকল শক্তি তোমার উপর প্রয়োগ করা হইবে, এবং ইহাই হইল পাপীদিগের শেষ অবস্থা।

৩৬। আমি ইহা অবগত রহিয়াছি কারণ, প্রভু বলিয়াছেন, তিনি অপবিত্র মন্দিরে অবস্থান করেন না। বরং তিনি ধার্মিক ব্যক্তিগণের হৃদয়ে বাস করেন; হাঁ তিনি আরো বলিয়াছেন যে, ধার্মিক ব্যক্তিগণ তাঁহার রাজ্যে অবস্থান করিবে এবং তাহারা আর বাহিরে যাইবে না; কিন্তু মেষের (ঈশ্বরের) রক্ত দ্বারা তাহাদের বস্ত্রকে শুভ্র করিতে হইবে।

৩৭। এখন আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, আমি ইচ্ছা করি, তোমরা এই কথাগুলি স্মরণ রাখিবে যে, তোমরা ঈশ্বরের প্রতি ভীত হইয়া, তোমাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবে, এবং তোমরা আর কখনও ত্রাণকর্তার আগমনের বিষয় অস্বীকার করিবে না।

৩৮। তোমরা আর পবিত্র আত্মাকে বাধা দান করিবে না, বরং তাহাকে গ্রহণ করিবে এবং তোমাদের উপর ত্রাণকর্তার নাম গ্রহণ করিবে। এবং তোমরা নিজেদেরকে ধূলিকণার তুল্য বিনীত করিবে, এবং যে স্থানেই অবস্থান কর না কেন সেই স্থানে ইচ্ছা এবং সততার সহিত ঈশ্বরের আরাধনা করিবে। এবং তোমরা ঈশ্বরের অপরিসীম করুণা, এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রদত্ত আশীর্বাদের জন্য, প্রতিদিন তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে।

৩৯। এবং হাঁ, আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ আমি তোমাদিগকে আরো মিনতি করিব যে, তোমরা সর্বদা প্রার্থনা নিবেদন করিবার বিষয় সতর্ক থাকিও যাহাতে তোমরা শয়তানের প্রলোভন দ্বারা বিপথে পরিচালিত না হও, যাহাতে সে তোমাদের উপর তাহার ক্ষমতা বিস্তার করিতে সমর্থ না হয়, যাহাতে শেষ বিচারের দিনে তোমরা তাহার প্রজারূপে পরিগণিত না হও। কারণ দেখ, সে তোমাদিগকে কোন ভাল পুরস্কার প্রদান করিবে না।

৪০। এখন আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, আমি তোমাদিগকে ধৈর্যশীল হইতে মিনতি করিব যাহাতে, তোমরা সকল রকম দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম হও, এবং যাহারা তোমাদের এই ভীষণ দারিদ্র্যের জন্য তোমাদিগকে বহিষ্কার করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে মন্দ বাক্য উচ্চারণ না কর, যাহাতে পাছে ঐরূপ করিয়া তোমরাও তাহাদের মত পাপী হইয়া না যাও।

৪১। বরং যাহাতে তোমাদের ধৈর্য্য থাকে, এবং তোমরা দৃঢ় ভাবে এই আশা লইয়া সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে পার যে, একদিন তোমাদের এই সকল দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটিবে।

পুত্র করিয়ানটনের প্রতি আলমার আদেশ সমূহ।
পরিচ্ছেদ ৩৯ হইতে পরিচ্ছেদ ৪২ পর্যন্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পরিচ্ছেদ ৩৯

করিয়ানটন তাহার অসদচরিত্রের জন্য নিন্দিত হইল---তাহার মন্দ চরিত্র জোরামাইতদের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করিল -----ত্রাণকর্তার মুক্তি পিছাইয়া গেল।

১। এখন আমার পুত্র, তোমার ভ্রাতার নিকট আমি যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তাহার অপেক্ষা আরো কিছু বেশী তোমার নিকট আমার বক্তব্য রহিয়াছে কারণ দেখ, তুমি কি তোমার ভ্রাতার দৃঢ়তা দর্শন কর নাই, তাহার বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের আদেশসমূহ রক্ষা করিবার জন্য, তাহার অধ্যবসায় কি তুমি দেখ নাই ? দেখ, সে কি তোমার জন্য একটি ভাল আদর্শ স্থাপন করে নাই ?

২। কারণ তোমার ভ্রাতার মত, জোরামাইতের লোকদিগের মধ্যে তুমি আমার কথা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর নাই। এখন তোমার বিরুদ্ধে ইহাই আমার বক্তব্য: তুমি আমার শক্তি এবং তোমার জ্ঞান লইয়া দাম্ভিক হইয়াছ।

৩। এবং হে আমার পুত্র ইহাই শেষ নয়, আমাকে যাহা দুঃখ প্রদান করে তুমি তাহাই করিয়াছ; কারণ তুমি যাজকত্ব পরিত্যাগ করিয়াছ এবং বেশ্যা ইসাবেলের জন্য লামানাইতের প্রান্তে অবস্থিত সাইরন দেশে গমন করিয়াছ।

৪। হাঁ সে অনেক ব্যক্তির হৃদয় হরণ করিয়াছে; কিন্তু তোমার জন্য ইহা কোন কৈফিয়ত নয় হে আমার পুত্র। তোমার উচিত ছিল যে যাজকবৃত্তি তোমাকে প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার তত্ত্বাবধান করা।

৫। হে আমার পুত্র তুমি কি ইহা জান না যে, এই কার্যগুলি প্রভুর দৃষ্টিতে নিদারুণ ঘৃণার বস্তু, হাঁ নিষ্পাপ রক্তপাত করা, অথবা পবিত্র আত্মাকে অস্বীকার করা ভিন্ন, ইহাই হইল সকল পাপের অপেক্ষা জঘন্যতম পাপ?

৬। কারণ দেখ, তোমাকে যখন একবার পবিত্র আত্মা প্রদান করা হইয়াছে তখন যদি তুমি তাহাকে অস্বীকার কর, এবং স্বজ্ঞানে তাহা অস্বীকার কর, তাহা হইলে উহা হইবে ক্ষমার অযোগ্য পাপ। হাঁ, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নির্দেশ এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হত্যা করে, তাহার পক্ষে ক্ষমা লাভ করা সহজ নয়। হাঁ আমার পুত্র, আমি তোমাকে বলিতেছি যে, তাহার জন্য ক্ষমা লাভ করা মোটেই সহজ নয়।

৭। এখন হে আমার পুত্র, আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব, যাহাতে তুমি এইরূপ জঘন্য পাপে পাপী না হও। আমি তোমার হৃদয়কে যন্ত্রণা দিবার জন্য তোমার পাপের আলোচনা করিব না, যদিনা ইহা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হয়।

৮। কিন্তু দেখ, তুমি তোমার পাপ, ঈশ্বরের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়ীত করিতে পারিবে না। এবং একমাত্র অনুতাপ করা ভিন্ন, শেষ বিচারের দিন এইগুলি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

৯। এখন হে আমার পুত্র, আমি কামনা করিব যে, তুমি অনুতাপ করিবে এবং পাপ পরিত্যাগ করিবে এবং কখনও তোমার চক্ষুর লালসার পিছনে ধাবিত হইবে না, বরং নিজেকে ঐ সকল বিষয় বাধা প্রদান করিবে। কারণ এইরূপ না করিলে তুমি কোন উপায়ই ঈশ্বরের রাজ্যে স্থান লাভ করিবে না। এবং স্মরণ রাখিও ইহা মানিয়া লইও এবং ঐ সকল বস্তুগুলি হইতে নিজেকে দূরে রাখিও।

১০। এবং আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি যে এই কার্য গ্রহণ করিবার বিষয়, তোমার কার্যের ব্যাপারে, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের সহিত পরামর্শ করিও। কারণ দেখ, তোমার বয়স অল্প, এবং তোমার ভ্রাতাগণ কর্তৃক এখনও তোমার পরিচালিত হইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। এবং তাহাদের পরামর্শ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিও।

১১। নিজেকে কখনও মিথ্য অথবা অসার বস্তু দ্বারা, পরিচালিত হইতে দিও না। পুনরায় কখনও শয়তানকে, তোমার হৃদয়কে পাপী বেশ্যাদিগের প্রতি পরিচালিত করিতে দিও না। হে আমার পুত্র দেখ, জোরামাইতদের জন্য তুমি কি ভীষণ পাপ আনয়ন করিয়াছ। কারণ তাহারা যখন তোমার চরিত্র দেখিল, তাহারা আমার কথা আর বিশ্বাস করিল না।

১২। এখন ঈশ্বরের শক্তি আমাকে এই কথা বলিয়াছেন: পাছে তোমার সন্তানেরা বহু লোকের হৃদয়কে ধ্বংসের পথে লইয়া যায় সেই কারণে তাহাদিগকে মঙ্গলজনক কার্য সম্পাদন করিতে আদেশ কর। হে আমার পুত্র ঈশ্বরের ভয়ে ভীত আমি তোমাকে এই আদেশ করিতেছি যে, তুমি তোমার পাপ কর্ম হইতে তোমাকে বিরত রাখ।

১৩। যাহাতে তুমি তোমার সকল মন, ক্ষমতা এবং শক্তি দ্বারা প্রভুর পথে প্রত্যাবর্তন করিতে পার, যাহাতে তুমি আর কোন সময় তোমার হৃদয়কে পাপ কার্যে পরিচালিত না কর। বরং তাহাদের নিকট ফিরিয়া গিয়া তোমার দোষ এবং যে ভুল তুমি করিয়াছ তাহা স্বীকার কর।

১৪। ধন সম্পদ, এবং এই পৃথিবীর সকল অসার বস্তুর দিকে ধাবিত হইও না; কারণ দেখ, তুমি ঐগুলিকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে না।

১৫। এখন আমার পুত্র, আমি তোমাকে ত্রাণকর্তার আগমনের বিষয় কিছু বলিব। দেখ আমি তোমাকে বলিতেছি যে, ইনিই হইলেন তিনি, যিনি পৃথিবীর সকল পাপ মুছিয়া লইবার জন্য অবশ্যই আগমন করিবেন। হাঁ তিনি তাঁহার লোকদের নিকট মুক্তির শুভ সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য, আগমন করিবেন।

১৬। এখন হে আমার পুত্র, ইহাই হইল সেই যাজকত্ব, যাহার জন্য তোমাকে আহ্বান করা হইয়াছে। এই জনগণকে তাহাদের মন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এই সুখবর প্রচার করিবার জন্য, ইহা করা হইয়াছে। অথবা বরং এইরূপ বলা যায় যে, যাহাতে তাহাদের উপর মুক্তি নামিয়া আসিতে পারে, যাহাতে তাহারা তাহাদের সন্তানদের মন প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়, যাহাতে তাঁহার আগমনের সময় তাঁহার কথা শ্রবণ করে তাহার জন্য ইহা করা হইয়াছে।

১৭। এবং এখন আমি এই বিষয় তোমার মনকে কিছুটা সহজ করিয়া দিব। দেখ তুমি হয়ত এই কথা ভাবিয়া অবাক হইতে পার যে, এই বিষয়গুলিকে এত আগেই কেন প্রকাশ করিতে হইবে। দেখ, আমি তোমাকে বলিতেছি যে, ঈশ্বরের কাছে, তিনি আগমন করিবার সময় প্রতিটি প্রাণ যত মূল্যবান হইবে এখন কি প্রতিটি আত্মা সেই একইরূপ মূল্যবান নয়?

১৮। ইহা কি প্রয়োজনীয় নয় যে মুক্তির এই পরিকল্পনা এই জনসাধারণ এবং তাহাদের সন্তানগণের নিকট প্রকাশ করা উচিত?

১৯। প্রভুর জন্য এই সময় তাঁহার দেবদূত প্রেরণ করিয়া, এই শুভ সংবাদ তাহার আগমনের পর আমাদের সন্তান দিগের নিকট প্রেরণ করিবার মত, আমাদের নিকট্র প্রেরণ করাও কি একই রূপ সহজ কর্ম নয়?

পরিচ্ছেদ ৪০

করিয়ানটিয়ানের প্রতি আলমার বক্তব্য অব্যাহত রহিল---পুনরুত্থান সর্বজনীন---মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মধ্যকালে ধার্মিক ব্যক্তিগণ এবং পাপীগণের ভিন্ন রকম অবস্থা---একটি সঠিক পুনঃস্থাপন।

১। এখন আমার পুত্র, আমি তোমার নিকট আরো কিছু বর্ণনা করিব, কারণ আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, তোমার হৃদয় মৃতদিগের পুনরুত্থানের বিষয় চিন্তিত হইয়াছে।

২। দেখ, আমি তোমাকে বলিতেছি যে, ত্রাণকর্তার আগমনের সময় পর্যন্ত কোন পুরুত্থান হইবে না অথবা অন্য ভাষায় এরূপ বলা যায় যে, এই মর দেহ অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে না, অথবা এই অপরাধ সকল, নিরপরাধে পরিণত হইবে না।

৩। দেখ, তিনি মৃতদের জন্য পুনরুত্থান আনয়ন করিবেন। কিন্তু আমার পুত্র তুমি দেখ, পুনরুত্থান এখনও হয় নাই। এখন, আমি তোমার নিকট একটি রহস্য প্রকাশ করিব। যাহা হউক, অনেক ধরনের রহস্যই রক্ষিত রহিয়াছে, যাহা একমাত্র ঈশ্বর নিজে ভিন্ন, আর কেহই অবগত নয়। কিন্তু আমি একটি বস্তু তোমাকে প্রদর্শন করিব যাহা আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে অবগত হইবার জন্য, অধ্যবসায় সহকারে প্রার্থনা করিয়াছি----ইহা হইল পুনরুত্থান সম্পর্কিত বিষয়।

৪। দেখ, একটি সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, যখন সকল ব্যক্তি মৃত্যু হইতে উঠিয়া আসিবে। এখন, এই সময় কখন আসিবে, তাহা কেহই অবগত নয়, কেবল মাত্র ঈশ্বরই এই নির্ধারিত সময় সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন।

৫। এখন, মানুষ মৃত্যু হইতে একবার, দ্বিতীয়বার অথবা তৃতীয়বার উঠিয়া আসিবে কিনা সে বিষয় কিছু যায় আসে না কারণ ঈশ্বরই এই সকল বিষয় অবগত রহিয়াছেন। এবং ইহাই আমার জানিবার পক্ষে যথেষ্ট যে, একটি সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে যখন, সকল মানুষ মৃত্যু হইতে উত্থিত হইবে।

৬। এখন এই মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মাঝে, নিশ্চয়ই একটি সময় কাল রহিয়াছে।

৭। এবং এখন আমি ঐ বিষয়ই জানিতে চাহিব যে, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের জন্য নির্ধারিত সময়ের মাঝে মানুষের আত্মার কি অবস্থা ঘটে।

৮। এখন, মানুষের জন্য একাধিকবার পুনরুত্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিনা তাহাতে কিছু যায় আসে না। কারণ সকল ব্যক্তি এক বারে মৃত্যু বরণ করিবে না, এবং ইহাতে কিছু যায় আসে না। আসল কথা সকলেই একদিন এক সময় যাহা মানুষের জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে, তখন ঈশ্বরের সম্মুখে আসিবে।

৯। কাজেই মানুষের জন্য, একটি সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে যখন তাহারা মৃত্যু হইতে উঠিয়া আসিবে। এবং এই মৃত্যু আর পুনরুত্থানের মধ্যখানে, একটি সময়কাল রহিয়াছে। এখন এই মধ্যবর্তী সময়ের বিষয় যে, এই সময় মানব আত্মাগুলির অবস্থা কি হয় সেই বিষয় জানিবার জন্য আমি অধ্যবসায় সহকারে প্রভুর নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছি। এবং এই বিষয় আমি জানিতে সক্ষম হইয়াছি।

১০। এবং যখন সেই সময় আসিবে, যখন সকলে পুনরুত্থিত হইবে সেই দিন তাহারা জানিবে যে, মানুষের জন্য যে সকল সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে, তাহা সকলই ঈশ্বর জানেন।

১১। এখন মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে–দেখ ইহা একজন দেবদূত কর্তৃক আমাকে জ্ঞাত করান হইয়াছে যে, সকল মানুষের আত্মা যখনই তাহার এই মর দেহ ত্যাগ করে হাঁ, তখন সকল মানুষের আত্মা তাহারা ভাল হউক অথবা মন্দ হউক তাহাদিগকে গৃহে, তাহাদের ঈশ্বর, যিনি তাহাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হয়।

১২। অতঃপর এইরূপ ঘটনা ঘটিবে যে, যাহারা ধার্মিক তাহাদের আত্মাগুলি সুখশান্তির অবস্থা যাহাকে স্বর্গ বলা হয়, সেই স্থানে গৃহীত হইবে ইহা তাহাদের সকল কষ্ট, এবং সকল রকম চিন্তা এবং দুঃখ হইতে, যেই স্থানে তাহারা বিশ্রাম লইতে পারিবে, এইরূপ একটি বিশ্রাম এবং শান্তির অবস্থা।

১৩। এবং ইহার পর এইরূপ ঘটিবে যে, পাপীদিগের আত্মাগুলি হাঁ, যাহারা মন্দ, দেখ তাহারা ঈশ্বরের শক্তির কোন অংশেই অবস্থান করিবে না। কারণ দেখ, তাহারা ভাল কার্যের অপেক্ষা মন্দ কার্যকে বাছিয়া লইয়াছে:কাজেই শয়তানের শক্তি তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহাদের গৃহের মালিকানা দখল করিয়াছে, এবং ইহারা বাহিরে অন্ধকার রাজ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। সেই স্থানে থাকিবে অবিরত কান্না, চিৎকার এবং তাহাদের দাঁতের কড় মড় শব্দ, ইহা তাহাদের পাপের জন্য, শয়তানের ইচ্ছা দ্বারাই সংঘটিত হইবে।

১৪। এখন ইহাই হইল, পাপীদিগের আত্মার অবস্থা, হাঁ তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রচন্ড ঘৃণামিশ্রিত রোষের জন্যই, অন্ধকার রাজ্যে জঘন্য এবং ভয়াবহ অবস্থা ঘটিবে। অতঃপর ধার্মিক ব্যক্তিগণ যেইরূপ স্বর্গে অবস্থান করিবে, তাহারা সেইরূপ তাহাদের পুনরুত্থানের সময় পর্যন্ত, এই অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিবে।

১৫। এখন অনেকেই আছে যাহারা মনে করে পুনরুত্থানের পূর্বে এই সুখের অবস্থা, এবং এই দুঃখের অবস্থা, ইহাই হইল প্রথম পুনরুত্থান। আমি স্বীকার করি এই শক্তি অথবা আত্মার এই উত্থান এবং যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই অনুযায়ী সুখ অথবা দুঃখের অবস্থায় প্রেরণ করিবার এই অবস্থাকে, পুনরুত্থান হিসাবে বলা যাইতে পারে।

১৬। এবং দেখ, পুনরায় ইহা বলা হইয়াছে যে, একটি প্রথম পুনরুত্থান রহিয়াছে, তাহাদের সকলের পুনরুত্থান–যাহারা মৃত্যু হইতে ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান পর্যন্ত ঐরূপ হইয়াছে এবং যাহারা ঐরূপ হইবে, তাহাদের সকলের পুনরুত্থান।

১৭। এখন আমরা এইরূপ মনে করি না যে, এই প্রথম পুনরুত্থান এইরূপে যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা, আত্মা এবং তাহাদিগকে সুখের অবস্থা অথবা দুঃখজনক অবস্থায় স্থাপন করিবার পুনরুত্থান হইতে পারে। তোমরা মনে করিতে পার না ইহার অর্থ এইরূপ।

১৮। দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, না, তাহা নয় বরং ইহার অর্থ ছিল আদমের সময় হইতে লইয়া ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান পর্যন্ত সকল ব্যক্তির আত্মা এবং দেহের পুনর্মিলন।

১৯। এখন সেই সকল দেহগুলি, যাহাদের কথা বর্ণনা করা হইল, তাহাদের সকলের দেহ এবং আত্মা অর্থাৎ পাপীদের এবং ধার্মিক ব্যক্তিদিগের আত্মা এবং দেহ অবিলম্বে মিলিত হইবে কি না তাহা আমি বলিতেছিনা। ইহাই যথেষ্ট মনে কর যে, আমি বলিতেছি তাহারা সকলেই উপস্থিত হইবে, অথবা অন্যভাবে, যাহারা ত্রাণকর্তার পুনরুত্থানের পরে মৃত্যু বরণ করিবে তাহাদের পূর্বে তাহাদের পুনরুত্থান ঘটিবে।

২০। এখন হে আমার পুত্র আমি এইরূপ বলিতেছি না যে, তাহাদের পুনরুত্থান, ত্রাণকর্তার পুনরুত্থানের সহিত আসিবে: কিন্তু দেখ আমি এইরূপে আমার বক্তব্য পেশ করিতেছি যে, ত্রাণকর্তার পুনরুত্থানের এবং তাঁহার স্বর্গে আরোহনের সহিত ধার্মিক ব্যক্তিগণের দেহ এবং আত্মার পুণর্মিলন ঘটিবে।

২১। কিন্তু ইহা কি পুনরুত্থানে, অথবা উহার পর ঘটিবে সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতেছি না। কিন্তু আমি এইটুকু বলিতে চাই যে, মৃত্যু এবং দেহের পুনরুত্থানের মাঝে একটি সময় রহিয়াছে। এবং ঈশ্বর নির্দিষ্ট যেই সময়ে দেহ এবং আত্মা উঠিয়া আসিয়া একত্রিত হইবে এবং তাহাদের কর্ম অনুযায়ী ঈশ্বরের সম্মুখে বিচারের জন্য আনীত হইবে সেই সময় পর্যন্ত আত্মা এই সুখের অথবা দুঃখের অবস্হার মধ্যে অবস্হান করিবে।

২২। হাঁ, ইহা সেই সকল বস্তুর পুনরুত্থানের বিষয় উপস্হাপন করে, যাহা মহাপুরুষগণের মুখ দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে।

২৩। আত্মা দেহে এবং দেহ আত্মায় পুনঃস্হাপিত হইবে। হাঁ এবং প্রতিটি অঙ্গ এবং গ্রন্হি ইহার দেহে পুনঃস্হাপিত হইবে। হাঁ, এমনকি মাথার একটি চুল পর্যন্ত খোয়া যাইবে না, বরং সকল বস্তু তাহার সঠিক এবং নির্ভুল কাঠামোতে পুনঃস্হাপিত হইবে।

২৪। এখন হে আমার পুত্র, ইহাই হইল সেই পুনরুত্থান যাহার কথা মহাপুরুষ গণের মুখ হইতে প্রচারিত হইয়াছে--

২৫। অতঃপর ধার্মিক ব্যক্তিগণ, ঈশ্বরের রাজ্য আলোকিত করিবেন।

২৬। কিন্তু দেখ পাপীদিগের উপর একটি ভয়ঙ্কর মৃত্যু নামিয়া আসিবে কারণ ধার্মিক ব্যক্তিদিগের সকল বস্তু অনুযায়ী, তাহাদের মৃত্যু ঘটিবে। কারণ তাহারা অপবিত্র, এবং কোন অপবিত্র বস্তুই ঈশ্বরের রাজ্যে স্হান লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। তাহারা বহিস্কৃত হইবে, এবং তাহাদের পরিশ্রম অথবা তাহাদের কার্য, যাহা ছিল অমঙ্গলজনক তাহার ফলভোগ করিবার জন্য, প্রেরিত হইবে। এবং তাহারা তিক্ত পেয়ালার শেষটুকু পর্যন্ত পান করিবে।

পরিচ্ছেদ ৪১

করিয়ানটনের প্রতি আলমার বক্তব্য চলিতে থাকিল----পুনরুত্থানের অর্থ কি---মানুষকে তাহাদের কর্ম এবং কামনা অনুসারে বিচার করা হইবে-----নিজের বিচার নিজেই করা।

১। এখন হে আমার পুত্র, যে পুনরুত্থান সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি, তাহার বিষয় আমার কিছু বলিবার রহিয়াছে, কারণ দেখ, অনেকেই শাস্ত্রকে বিকৃত করিয়াছে এবং তাহার ফলে তাহারা অধঃপতনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এবং আমি দেখিতে পাইতেছি যে, তোমার হৃদয় ও এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছে। কিন্তু দেখ আমি এই বিষয় তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব।

২। হে আমার পুত্র তোমার নিকট আমি এই কথাই বলিব যে, পুনরুত্থানের এই পরিকল্পনা ঈশ্বরের বিচারের জন্য আবশ্যকীয় অংশ। কারণ ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে যে, সকল বস্তুকে তাহাদের সঠিক অবস্থায় পুনঃস্থাপিত হইতে হইবে। দেখ ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান অনুযায়ী, ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে, এবং ইহা ন্যায়সঙ্গত যে, মানুষের আত্মা ইহার দেহে পুনঃস্থাপিত হইবে এবং দেহের প্রতিটি অংশ ইহাতে পুনঃস্থাপিত হইবে।

৩। এবং ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের জন্য, ইহারও প্রয়োজন রহিয়াছে যে, মানুষ তাহাদের কৃত কর্ম অনুযায়ী বিচার লাভ করিবে। যদি এই জীবনে তাহাদের কার্যগুলি মঙ্গলজনক হয় এবং তাহাদের অন্তরের কামনা বাসনাগুলি ভাল হয় তাহা হইলে, শেষ বিচারের দিনেও তাহারা যাহা ভাল তাহাতেই পুনঃস্থাপিত হইবে।

৪। এবং তাহাদের কার্যগুলি যদি মন্দ হইয়া থাকে তাহা হইলে যাহা মন্দ তাহারা সেইভাবেই পুনঃস্থাপিত হইবে। কাজেই সকল বস্তুই সঠিক ভাবে তাহার প্রকৃত কাঠামোতে পুনঃস্থাপিত হইবে।---মরদেহ অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে---অপরাধ নিরপরাধ হইবে---অনন্ত সুখের জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে স্থান লাভের উদ্দেশ্যে অথবা চিরদুঃখের জন্য শয়তানের রাজ্যে স্থান লাভের উদ্দেশ্যে উহা উত্থিত হইবে। একদিকে একজন অন্য দিকে আরেকজন।

৫। একজনকে তাহার সুখের কামনা বাসনা অথবা তাহার মঙ্গল কামনার জন্য, তাহাকে সুখের অবস্থায় উত্তোলন করা হইবে; এবং অন্য জনকে তাহার মন্দ কামনা বাসনাগুলির জন্য মন্দ অবস্থায় উত্তোলন করা হইবে। কারণ যেহেতু সে সকল দিন ব্যাপী মন্দ কার্য করিয়াছে সেই হেতু যখন রাত্রি আসিবে তখন তাহাকে সেই মন্দ কার্যের পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

৬। কাজেই ইহা অন্য হাতে থাকিবে। যদি সে তাহার পাপের জন্য অনুতাপ করে, এবং তাহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ধার্মিক হইয়া থাকিবার ইচ্ছা রাখে, তাহা হইলে, সে ধার্মিকতার পুরস্কার লাভ করিবে।

৭। ইহারাই হইল তাহারা যাহার প্রভুর জন্য মুক্তি লাভ করিয়াছে, হাঁ ইহারাই হইল সেই সকল ব্যক্তি যাহাদিগকে অন্ধকারের অনন্ত রাত্রি হইতে, বাহির করা হইয়াছে, এবং উদ্ধার করা হইয়াছে। এই রূপে তাহারা হয় অবস্থান করিবে নয়ত পতিত হইবে। কারণ দেখ, ভাল অথবা মন্দ কার্য নির্বাচন করিবার ভার তাহাদের নিজেদের।

৮। এখন ঈশ্বরের আদেশ অপরিবর্তনীয়। কাজেই এই ভাবে পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং যে সেই পথে চলিবে, সেই কেবল রক্ষা লাভ করিবে।

৯। এবং এখন দেখ, আমার পুত্র, তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঐ সকল নীতির বিষয়, যাহার জন্য তুমি পাপ কর্ম করিবার ঝুঁকি লইয়াছিলে, আর সেই অপরাধগুলি করিবার ঝুঁকি লইও না।

১০। যেহেতু পুনরুত্থানের কথা বলা হইয়াছে কাজেই এইরূপ মনে করিওনা যে, তোমাকে পাপ কর্ম হইতে সুখের অবস্থায় পুনঃস্থাপন করা হইবে। দেখ আমি তোমাকে বলিতেছি যে পাপাচারে কখনও সুখ হইবে না।

১১। হে আমার পুত্র, এখন সেই সকল ব্যক্তি যাহারা বন্য অবস্থায় বাস করে অথবা আমি এইরূপে বলিতে পারি যাহারা কামজ অবস্থায় অবস্থান করে, তাহারা তিক্ততার আচ্ছাদন এবং পাপের বন্ধনে রহিয়াছে, তাহারা পৃথিবীতে ঈশ্বর বিহীন অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, এবং তাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গমন করিয়াছে। কাজেই তাহারা সুখের বিপরীত একটি অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিবে।

১২। এবং এখন দেখ, পুনরুদ্ধারের কথার অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, প্রকৃতির রাজ্য হইতে কোন বস্তুকে লইয়া উহাকে কৃত্রিমতার রাজ্যে স্থাপন করা, অথবা উহাকে তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন অবস্থায় স্থাপন করা?

১৩। হে আমার পুত্র এইরূপ ঘটিবে না। বরং পুনঃস্থাপন কথার অর্থ হইল, মন্দ ব্যক্তিকে মন্দ অবস্থায় স্থাপন করা, কামজ ব্যক্তিকে ঐ অবস্থায় স্থাপন করা অথবা শয়তানকে শয়তান রূপে স্থাপন করা–মঙ্গলকে যাহা মঙ্গলজনক তাহার জন্য, ধার্মিক ব্যক্তিকে যাহা ধার্মিকতাপূর্ণ তাহার জন্য, ন্যায়বানকে ন্যায়ের জন্য; এবং যাহা করুণাপূর্ণ তাহাকে করুণাপূর্ণ অবস্থায় স্থাপন কর।

১৪। কাজেই আমার পুত্র দেখিও, তুমি তোমার ভ্রাতাদিগের প্রতি করুণাশীল হইও। ন্যায় কর্ম করিও এবং ধার্মিকতার সহিত বিচার করিও; এবং অনবরত ভাবে মঙ্গলজনক কার্য সম্পাদন করিও। এবং তুমি যদি এই সকল কার্য সম্পাদন কর তাহা হইলে তুমি পুরস্কার লাভ করিবে, হাঁ তোমার প্রতি পুনরায় করুণা পুনঃস্থাপিত হইবে, এবং পুনরায় ন্যায় পুনঃস্থাপিত হইবে; এবং ন্যায়পূর্ণ বিচার তোমার জন্য পুনরায় স্থাপিত হইবে; এবং পুনরায় তুমি ভাল পুরস্কার লাভ করিবে।

১৫। কারণ তুমি যাহা প্রেরণ করিবে তাহাই তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে এবং পুনঃস্থাপিত হইবে, কাজেই, এই পুনঃস্থাপন কথাটি পাপীকে সম্পূর্ণ রূপে দোষারোপ করে, এবং তাহাকে একেবারেই যোগ্য বলিয়া মনে করে না।

পরিচ্ছেদ ৪২

করিয়ানটনের প্রতি আলমার বক্তব্য অব্যাহত রহিল---ন্যায় বিচার এবং করুণার বিষয় ব্যাখ্যা করা হইল----এই মর জীবন হইল একটি পরীক্ষার সময়---- আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব মৃত্যু---অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত, আইন, শাস্তি এই সকল বস্তুর প্রয়োজন রহিয়াছে।

১। এখন হে আমার পুত্র, আমি দেখিতে পাইতেছি যে, আরো কিছু বিষয় তোমার মনকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে, যাহা তুমি বুঝিতে সক্ষম হইতেছ না----ইহা হইল অপরাধীর শাস্তির জন্য ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের বিষয় কারণ তুমি এইরূপ মনে করিতে চেষ্টা করিতেছ যে, অপরাধীকে দুর্দশাগ্রস্হ অবস্হার মধ্যে প্রেরণ করা অবিচার হইবে।

২। এখন, আমার পুত্র, দেখ আমি তোমার নিকট এই সকল বিষয় ব্যাখ্যা করিব। কারণ দেখ আমাদের প্রথম পিতামাতাকে, যেই স্হান হইতে তাহাদিগকে লওয়া হইয়াছিল সেই ভূমি কর্ষণ করিবার জন্য প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে এদেনের উদ্যান হইতে প্রেরণ করিবার পর, তিনি মানুষকে সরাইয়া লইলেন, এবং এদেনের উদ্যানের পূর্বদিকে তিনি জীবন বৃক্ষকে রক্ষা করিবার জন্য চেরুবিম এবং চতুর্দিকে ঘুরিতে পারে এইরূপ জলন্ত তরবারী, স্হাপন করিলেন।

৩। এখন, আমরা দেখি যে, ভাল এবং মন্দের জ্ঞান লাভ করিবার ফলে, মানুষ ঈশ্বরের অনুরূপ হইয়া গিয়াছিল ! এবং পাছে সে পুনরায় হাত বাড়ায়, এবং জীবন বৃক্ষের ফলও গ্রহণ করে, এবং উহা ভক্ষণ করে, এবং চিরকালের জন্য জীবিত হয়, সেই কারণে প্রভু ঈশ্বর চেরুবিম এবং জলন্ত তরবারী স্হাপন করিয়াছেন যাহাতে, সে ঐ ফল গ্রহণ করিতে সক্ষম না হয়।

৪। এইরূপে আমরা দেখি যে, অনুতাপ করিবার জন্য মানুষকে সময় প্রদান করা হইয়াছিল, হাঁ একটি পরীক্ষার সময়, অনুতাপ করিবার এবং ঈশ্বরের সেবা করিবার জন্য, একটি নির্দিষ্ট সময়।

৫। কারণ দেখ, যদি আদম তখনই তাহার হাত বাড়াইতেন এবং জীবন বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতেন তাহা হইলে, তিনি চিরকালের জন্য জীবন্ত হইয়া উঠিতেন, ইহা হইলে ঈশ্বরের বাণী অনুযায়ী অনুতাপের আর কোন স্হান থাকিত না। এবং হাঁ, ঈশ্বরের বাণী মিথ্যা হইয়া যাইত। এবং মুক্তির এই বিরাট পরিকল্পনা, ব্যর্থ হইয়া যাইত।

৬। কিন্তু দেখ মানুষের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করা হইয়াছে---কাজেই তাহাদিগকে জীবন বৃক্ষ হইতে যেমন বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তাহাদিগকে পৃথিবীর বুক হইতেও বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে---এবং মানুষ চিরকালের জন্য, হারাইয়া গিয়াছে,হাঁ তাহারাপতিত মানুষ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে।

৭। এবং এখন, তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, আমাদের প্রথম পিতামাতা পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রভুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন; এইরূপে আমরা দেখি, তাহারা তাহাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলিবার অবস্হা প্রাপ্ত হইলেন।

৮। এখন দেখ, মানুষের জন্য এই পার্থিব মৃত্যু হইতে পুনরুদ্ধার হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ তাহা ঈশ্বরের এই সুখের জন্য প্রস্তুত মহান পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া দিত।

৯। কাজেই যেহেতু আত্মা কখনই মৃত্যু বরণ করেন না, এবং এই পতন মানুষের জন্য, পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক মৃত্যু আনয়ন করিয়াছে, ইহার অর্থ, তাহারা প্রভুর

সম্মুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং ইহার প্রয়োজন ছিল যে, মানব জাতিকে এই আধ্যাত্মিক মৃত্যু হইতে পুনরুদ্ধার লাভ করিতে হইবে।

১০। কাজেই যেহেতু তাহারা জঘন্য, কামজ, এবং শয়তান প্রকৃতির হইয়াছিল, সেই হেতু তাহাদিগের প্রস্তুত হইবার জন্য, ইহা ছিল পরীক্ষার সময়। ইহা প্রস্তুতিরই একটি সময়।

১১। এখন হে আমার পুত্র, তুমি স্মরণ রাখিও যদি মুক্তির জন্য এই মহান পরিকল্পনা না থাকিত (ইহাকে একদিকে সরাইয়া রাখিলে) তাহা হইলে, মৃত্যুর সাথে সাথেই তাহাদের আত্মাগুলি ঈশ্বরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইত।

১২। এবং তাহা হইলে, মানুষের জন্য পতিত অবস্থা, যাহা মানবজাতি তাহাদের অসততা দ্বারা লাভ করিয়াছে, তাহা হইতে পুনরুদ্ধারের আর কোন উপায় থাকিত না।

১৩। কাজেই ন্যায় বিচার অনুযায়ী, এই পরীক্ষার কালে, হাঁ এই প্রস্তুতি লইবার সময় মানুষের অনুতাপ করিবার শর্ত ভিন্ন, মুক্তির এই মহাপরিকল্পনা, কার্যকর হইতে পারিত না। কারণ এই অবস্থা না হইলে, করুণা কার্যকর হইতে পারিত না, একমাত্র ন্যায় বিচারের কার্যকে ব্যর্থ করা ভিন্ন। এখন, ন্যায় বিচার ব্যর্থ হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে ঈশ্বর আর ঈশ্বর রহিলেন না।

১৪। এই জন্য আমরা দেখি, সকল মানুষই পতিত হইয়াছিল, এবং তাহারা ন্যায় বিচারের আওতাভুক্ত হইয়াছিল। হাঁ ঈশ্বরের ন্যায় বিচার, যাহা তাহাদিগকে তাঁহার সম্মুখ হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য, প্রেরণ করিয়াছিল।

১৫। এখন, করুণার এই পরিকল্পনা কার্যকর হইতে পারিত না, যদি না একটি প্রায়শ্চিত সম্পাদন করা হইত; কাজেই ঈশ্বর নিজে পৃথিবীর পাপের জন্য, প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। ইহা হইয়াছিল ন্যায় বিচারের প্রয়োজন মিটাইবার নিমিত্ত, এই করুণার পরিকল্পনা কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, যাহাতে ঈশ্বর ন্যায়বান, সঠিক এবং করুণাপূর্ণ ঈশ্বর হইতে পারেন।

১৬। এখন, শাস্তির ব্যবস্থা না থাকিলে, মানুষের নিকট এই অনুতাপের প্রশ্ন আসিত না, ইহাও জীবনের আত্মার মত অনন্ত এবং ইহা, অনন্ত সুখের যে পরিকল্পনা তাহার বিপরীত দিকে স্থাপন করা হইয়াছে, এবং ইহাও জীবনের আত্মার মত অনন্ত ছিল।

১৭। এখন কোন ব্যক্তি যদি পাপ কর্ম না করে, তাহা হইলে সে কি উপায় অনুতাপ করিবে? আইন না থাকিলে, সে কি উপায় অপরাধ করিবে? শাস্তি না থাকিলে, সেই স্থানে আইন থাকিবে কি উপায়?

১৮। এখন, একটি শাস্তি ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল, এবং একটি ন্যায় আইন প্রদান করা হইয়াছিল, যাহা মানুষের জন্য, বিবেকের তীব্র দংশন আনয়ন করিয়াছিল।

১৯। এখন, যদি কোন আইন প্রদান করা না হইত----যে, হত্যা করিলে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে তাহা হইলে, যখন কেহ হত্যা করিত তখন কি সে এই ভয়ে ভীত হইত যে, তাহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

২০। এবং ইহা ভিন্ন, অপরাধের বিরুদ্ধে যদি কোন আইন প্রদান করা না হইত, তাহা হইলে মানুষের অপরাধের জন্য কোন ভয় থাকিত না।

২১। এবং যদি আইন না থাকিত এবং মানুষ অপরাধ করিত, তাহা হইলে ন্যায় বিচার অথবা করুণা কি কার্য করিতে পারিত, কারণ সেই প্রাণীর উপর তাহাদের কোন দাবি থাকিত না?

২২। কিন্তু একটি আইন প্রদান করা হইয়াছিল এবং একটি শাস্তিও নির্ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এবং করুণার দাবি মিটাইবার জন্য একটি অনুতাপ প্রদান করা হইয়াছিল। অন্যথায় ন্যায় বিচার সেই প্রাণীর জন্য, আইন প্রয়োগ করিবে এবং আইন তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবে। এইরূপ না হইলে, ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে, এবং ঈশ্বর আর ঈশ্বর রহিবেন না।

২৬। এইরূপে ঈশ্বর তাহার মহান এবং অনন্ত পরিকল্পনা যাহা পৃথিবীর প্রথম হইতেই স্থাপন করা হইয়াছিল তাহা সাধন করিবেন। এবং এইরূপে মানুষের উদ্ধার এবং মুক্তি আসিবে এবং তাহাদের ধ্বংস, এবং দুঃখ কষ্টও এইরূপেই আসিবে।

২৭। কাজেই হে আমার পুত্র, যাহার ইচ্ছা সে আসিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনের জল গ্রহণ করিতে পারে; এবং যে ইহার জন্য আসিবে না তাহাকে আসিবার জন্য বাধ্য করা হইবে না। কিন্তু শেষ বিচারের দিন তাহার কার্য অনুযায়ী ইহা তাহার নিকট পুনঃস্থাপিত হইবে।

২৮। যদি সে মন্দ কার্য করিবার জন্য বাসনা করিয়া থাকে, এবং তাহার দিনগুলিতে তাহার জন্য অনুতাপ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে দেখ, ঈশ্বরের পুনঃস্থাপনের এই নিয়ম অনুযায়ী তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে।

২৯। এখন আমার পুত্র, আমি ইচ্ছা করি যে, এই বিষয়গুলি লইয়া তুমি আর ব্যস্ত হইবে না, বরং তোমার পাপের জন্য তুমি তোমাকে চিন্তিত হইতে দিও, এইরূপ চিন্তা, যাহা তোমাকে অনুতাপের পথে আনয়ন করিবে।

৩০। হে আমার পুত্র, আমি কামনা করিব যে, তুমি আর ঈশ্বরের ন্যায় বিচারকে অস্বীকার করিবে না। তোমার পাপের জন্য তুমি ঈশ্বরের ন্যায় বিচারকে অস্বীকার করিয়া, তোমার পাপের জন্য এতটুকু পরিমাণ অজুহাতও দেখাইতে চেষ্টা করিও না। বরং তুমি ঈশ্বরের ন্যায় বিচার, তাহার করুণা, এবং তাঁহার দীর্ঘ-যন্ত্রণা ভোগ দ্বারা তোমার হৃদয়কে নিয়ন্ত্রিত হইতে দিও এবং ইহা যেন তোমাকে ধুলিকণার তুল্য বিনীত করিয়া তোলে তাহা দেখিও।

৩১। এবং এখন, হে আমার পুত্র, পৃথিবীর জনগণের নিকট প্রচার করিবার জন্য, ঈশ্বর তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন, এখন হে পুত্র, তুমি তোমার পথে গমন কর, নম্রতার সহিত সত্যের বাণী ঘোষণা কর, যাহাতে তুমি জনগণকে অনুতাপের পথে আনিতে সক্ষম হও,, যাহাতে করুণার এই মহান পরিকল্পনার অংশ তাহারা লাভ করিতে সক্ষম হয়। এবং আমি যেইরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছি ঈশ্বর তাহা তোমাকে প্রদান করুন। আমেন।

হেলাম্যান এর পুস্তক

স্যামুয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী, ল্যামানাইটগণের নিকট হইতে নেফাইতগণের নিকট

১৩ হইতে ১৫ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত।

পরিচ্ছেদ ১৩

শহরের দেয়াল হইতে স্যামুয়েল তাহার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ঘোষণা করিলেন---ন্যায় বিচারের তরবারি চতুর্থ পুরুষের উপর পতিত হইবে----ধার্মিকতার জন্য নেফাইতীয় শহর রক্ষা পাইবে-----অভিশপ্ত ভূমি----অনির্ভরযোগ্য ধনসম্পদ।

১। অতঃপর ছিয়াশী বছর হইয়া গেল এবং নেফাইতগণ তখনও পাপে লিপ্ত রহিল, হাঁ, চরম পাপে লিপ্ত রহিল, অন্যদিকে ল্যামানাইটগণ তখন মুসার আইন অনুযায়ী, সঠিক ভাবে ঈশ্বরের আদেশসমূহ পালন করিতে থাকিল।

২। অতঃপর এইরূপ ঘটিল যে, স্যামুয়েল নামে এক ব্যক্তির সেই স্থানে আবির্ভাব ঘটিল। তিনি ছিলেন একজন ল্যামানাইট, তিনি জারাহেমলার ভূমিতে আগমন পূর্বক, সেই স্থানের লোকদিগের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন। এবং অতঃপর এইরূপ ঘটিল যে, তিনি অনেকদিন ধরিয়া অনুতাপের বিষয় জনগণের নিকট প্রচার করিলেন এবং জনগণ তাঁহাকে বহিষ্কার করিয়া দিল, এবং তিনি নিজের ভূমিতে ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন।

৩। কিন্তু দেখ ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর তাঁহার নিকট পৌঁছাইল এবং তাঁহাকে পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া গিয়া, তাহারা যে ব্যবহারই করুক না কেন তবু তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রচার কার্য জনগণের নিকট চালাইয়া যাইবার জন্য, নির্দেশ ছিল।

৪। অতঃপর তাহারা তাঁহাকে শহরে প্রবেশ করিতে দিল না; কাজেই তিনি শহরের দেয়ালে উঠিয়া সেইস্হান হইতে হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিয়া ঈশ্বর তাঁহার ভিতরে যে ভাব প্রদান করিয়াছেন, তাহা জনগণের উদ্দেশ্যে, ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিলেন।

৫। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: আমি স্যামুয়েল, একজন লামানাইত, ঈশ্বর আমার ভিতরে যে বাণীগুলি প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি প্রচার করিতেছি। এবং দেখ, তিনি এই কথাগুলি আমার ভিতরে প্রদান করিয়াছেন এবং এই জনগণের নিকট তাহা প্রচার করিতে বলিয়াছেন যে, এই জনগণের মাথার উপর ন্যায় বিচারের তরবারি ঝুলিতেছে। এবং চারিশত বৎসর পার হইবার পূর্বেই এই ন্যায়বিচারের তরবারি তাহাদের উপর পতিত হইবে।

৬। হাঁ এই জনগণের জন্য, ভীষণ দুরবস্হা অপেক্ষা করিতেছে, এবং ইহা অবশ্যই এই জনগণের জন্য, নামিয়া আসিবে এবং একমাত্র অনুতাপ করা এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি অবশ্যই এই মর্ত্যে আগমন করিবেন এবং জনগণের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিবেন, এবং তাহাদের জন্য নিহত হইবেন, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্হাপন করা ভিন্ন, কেহই রক্ষা পাইবে না।

৭। এবং দেখ ঈশ্বরের একজন দেবদূত ইহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনি আমার হৃদয়ে, আনন্দের এই বার্তা আনয়ন করিয়াছেন। এবং দেখ, আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি তোমাদের নিকট এই কথা ঘোষণা করিতে, যাহাতে তোমরাও এই সুখের বার্তা লাভ করিতে পার; কিন্তু দেখ, তোমরা আমাকে গ্রহণ করিতেছ না।

৮। কাজেই প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন: নেফাইতের লোকদিগের অন্তরের কাঠিন্যের জন্য, তাহাদের মধ্যে যাহারা অনুতাপ করিবে তাহারা ভিন্ন, আমি তাহাদের সকলের নিকট হইতে, আমার বাণী লইয়া লইব এবং আমার আত্মাকে তাহাদের নিকট হইতে ফিরাইয়া লইব, এবং আর তাহাদিগকে সহ্য করিব না এবং তাহাদের ভ্রাতাদিগের অন্তরকে তাহাদের বিরুদ্ধে বিরূপ করিয়া তুলিব।

৯। এবং চারিশত বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্বেই আমি তাহাদিগকে আঘাত করিব। হাঁ আমি আমার তরবারি এবং দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী রোগ লইয়া তাহাদিগকে দর্শন দান করিব।

১০। হাঁ, আমি তাহাদিগকে আমার প্রজ্জ্বলিত রোষ লইয়া, দর্শন দান করিব। এবং চতুর্থ পুরুষের যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা শত্রুর হাতে তোমাদের শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ দেখিবার জন্য থাকিবে। এবং প্রভু বলিয়াছেন তোমরা অনুতাপ না করিলে, ইহা নিশ্চয়ই ঘটিবে এবং চতুর্থ পুরুষের তাহারা তোমাদের ধ্বংস দর্শন করিবে।

১১। কিন্তু প্রভু ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের পথে প্রত্যাবর্তন কর, তাহা হইলে আমি আমার রোষ ফিরাইয়া লইব। হাঁ, প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন, যাহারা আমার পথে ফিরিয়া আসিবে, এবং অনুতাপ করিবে তাহারা আশীর্বাদ লাভ করিবে, এবং যাহারা অনুতাপ করিবে না, তাহারা দুঃখ লাভ করিবে।

১২। হাঁ, এই বিরাট শহর জারাহেমলার জন্য দুঃখ হয় কারণ দেখ যাহারা ধার্মিক ব্যক্তি, তাহাদের জন্যই ইহা রক্ষা পাইয়াছে। হাঁ এই বিরাট শহরের জন্য দুঃখ হয় কারণ, প্রভু বলিয়াছেন যে, আমি দেখিতেছি যে, বহু ব্যক্তি এমন কি এই শহরের অধিকাংশ জনগণ, আমার বিরুদ্ধে তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া রাখিবে, প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন।

১৩। কিন্তু যাহারা অনুতাপ করিবে তাহারা ভাগ্যবান, কারণ তাহাদের জন্যই আমি ইম্মাকে নিষ্কৃতি দিব। কিন্তু দেখ, যদি সেই ধার্মিক ব্যক্তিগণ যাহারা এই শহরে রহিয়াছে তাহারা না থাকিত, তাহা হইলে আমি স্বর্গ হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া ইহাকে ধ্বংস করিয়া দিতাম।

১৪। কিন্তু দেখ, কেবল মাত্র ধার্মিক ব্যক্তিগণের কারণেই ইহা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু দেখ সেই সময় আসিয়াছে, প্রভু বলিলেন, যখন তোমরা ধার্মিক ব্যক্তিদিগকে তোমাদের মধ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে, এবং তখনই তোমরা ধ্বংস হইবার উপযুক্ত হইবে। হাঁ এই বিরাট শহরের জন্য উহা, যাহারা এই স্থানে অবস্থান করিতেছে তাহাদের পাপ এবং জঘন্য কার্যের জন্য, দুঃখের কারণ হইবে।

১৫। হাঁ, গিদিঅন শহরের এবং, সেইস্থানের জনগণের পাপ এবং জঘন্য কার্যের জন্য দুঃখ হয়।

১৬। এবং চারিপার্শ্বের সেই সকল শহরগুলির জন্য দুঃখ হয়, সেই শহরগুলি নেফাইতগণের দখলে রহিয়াছে কারণ, সেই স্থানগুলিতেও জনগণ পাপ এবং জঘন্য কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে।

১৭। এবং দেখ, সেবকদিগের প্রভু বলিলেন, জনগণ, যাহারা সেই ভূমিতে বাস করিতেছে তাহাদের জন্য, এবং হাঁ তাহাদের পাপ এবং জঘন্য কার্যের জন্য, সেই ভূমিতে অভিশাপ নামিয়া আসিবে।

১৮। অতঃপর সেবকদিগের প্রভু ঈশ্বর এইরূপ বলিলেন, হাঁ আমাদের মহান এবং পরম ঈশ্বর বলিলেন, যাহারা এইরূপে ভূমিতে তাহাদের ধনসম্পদ লুক্কায়ীত করিয়া রাখিবে, তাহারা আর উহা খুজিয়া পাইবে না, এই ভূমির অভিশাপের জন্যই এইরূপ হইবে, যদিনা তাহারা ধার্মিক হয়, এবং প্রভুর নিকট তাহাদের সম্পদ গচ্ছিত রাখে।

১৯। কারণ, প্রভু বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিব তাহারা তাহাদের সম্পদ আমার নিকট গচ্ছিত রাখুক: এবং তাহারাই অভিশপ্ত হইবে যাহারা তাহাদের সম্পদ আমার নিকট গচ্ছিত রাখিবে না। কারণ ধার্মিক ব্যক্তিগণ ভিন্ন, কেহই তাহাদের সম্পদ আমার নিকট গচ্ছিত রাখিবে না। এবং যে তাহার সম্পদ আমার নিকট গচ্ছিত রাখিবে না, সে এবং তাহার সম্পদ অভিশপ্ত, এবং এই ভূমির অভিশাপের নিমিত্ত, সেই সম্পদকে কেহই উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে না।

২০। এবং এমন একদিন আসিবে যখন তাহারা তাহাদের সম্পদকে লুক্কায়ীত করিয়া রাখিবে। কারণ, তাহারা তাহাদের হৃদয়কে সেই সম্পদের প্রতি স্থাপন করিয়াছে। এবং যেহেতু তাহারা তাহাদের হৃদয়কে সম্পদের প্রতি স্থাপন করিয়াছে সেই হেতু আমি, যখন তাহারা শত্রুর সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাইবে সেই সময় তাহাদের সম্পদ লুক্কায়ীত করিব। কারণ তাহারা আমার নিকট, সেই সম্পদ গচ্ছিত রাখিবে না। তাহাদের সম্পদ এবং তাহারা অভিশপ্ত হউক। এবং প্রভু বলিলেন, সেইদিনই তাহারা আঘাত প্রাপ্ত হইবে।

২১। এই বিরাট শহরের অধিবাসীগণ তোমরা দেখ, এবং আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, হাঁ, প্রভু সেই সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। কারণ দেখ, তিনি বলিয়াছেন তোমাদের সম্পদের জন্যই, তোমরা অভিশপ্ত হইয়াছ। এবং যেহেতু তোমরা তোমাদের হৃদয়কে ঐ সম্পদের জন্য নিযুক্ত করিয়াছ এবং যিনি তোমাদিগকে উহা দান করিয়াছেন তাহার কথা শ্রবণ কর নাই, সেইহেতু তোমাদের সম্পদও অভিশপ্ত।

২২। যে সকল বস্তু দ্বারা, ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়াছেন তাহার জন্য, তোমরা তাহাকে স্মরণ কর না। কিন্তু তোমরা সকল সময় তোমাদের ধনসম্পদের কথা স্মরণ রাখ, কিন্তু উহা তোমরা প্রভু ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার জন্য কর না। হাঁ তোমাদের হৃদয় ইহাতে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না বরং তাহারা দম্ভ, অহঙ্কার, স্ফীতি, হিংসা, শত্রুতা, দ্বেষ, অত্যাচার, হত্যা এবং সকল প্রকার অপরাধ লইয়া স্ফীত হয়।

২৩। এই কারণের জন্যই প্রভু ঈশ্বর এই ভূমির প্রতি এবং তোমাদের সকল ধনসম্পদের প্রতি; অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন। এবং এই সকলই ঘটিয়াছে তোমাদের অপরাধের কারণে।

২৪। হাঁ, এই লোকদের জন্য দুঃখ হয়, কারণ সেই সময় আগমন করিয়াছে, যখন তোমরা মহাপুরুষদিগকে বহিষ্কার করিয়াছ, তাহাদিগকে লইয়া তামাশা করিয়াছ, তাহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছ, তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছ, এবং তাহাদের প্রতি অতিতকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল সেইরূপ সকল প্রকার অত্যাচার করিয়াছ।

২৫। এবং এখন তোমরা যখন কথা বল তখন এইরূপ বল: যদি আমাদের এই সময়টি আমাদের পূর্বপুরুষদিগের সময় হইত তাহা হইলে আমরা কখনও মহাপুরুষদিগকে হত্যা করিতাম না; আমরা তাহাদিগের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতাম না এবং তাহাদিগকে বহিষ্কার করিতাম না।

২৬। দেখ, তোমরা তাহাদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট কারণ যেহেতু ঈশ্বর আছেন তাই. যদি কোন নবী তোমাদের মধ্যে আগমন করেন, এবং তোমাদের নিকট ঈশ্বরের বাণী, যাহা তোমাদের পাপ এবং অপরাধের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করে তাহা প্রচার করেন; তাহা হইলে তোমরা তাহার প্রতি রুষ্ট হও, তাহাকে বহিষ্কার কর এবং তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য সকল প্রকার চেষ্টায় লিপ্ত হও। হাঁ তোমরা তখন বলিবে, তিনি একজন ভন্ড নবী এবং তিনি একজন পাপী অথবা শয়তান ইহার কারণ, তিনি তোমাদের মন্দ কাজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

২৭। কিন্তু দেখ তোমাদের মধ্যে কেহ আগমন করিয়া, যদি এইরূপ কথা বলে: ইহা কর, ইহাতে কোন অপরাধ নাই; এবং উহা কর উহার ফলে তুমি কোন কষ্টলাভ করিবে না; হাঁ যদি সে এইরূপ বলে, তোমাদের হৃদয়ের দম্ভ লইয়া চলিতে থাক, হাঁ তোমাদের চক্ষুর দম্ভর পিছনে চলিতে থাক, এবং তোমাদের হৃদয় যাহা কামনা করে তাহাই করিতে থাক----এবং কোন ব্যক্তি যদি তোমাদিগের নিকট আগমন পূর্বক এই ধরনের কথা বলে, তাহা হইলে, তোমরা তাহাকে গ্রহণ করিবে, এবং বলিবে সেই প্রকৃত নবী।

২৮। হাঁ তোমরা তাহাকে উচ্চে তুলিয়া ধরিবে, এবং তোমরা তাহাকে তোমাদের ধন সম্পদ দান করিবে। তোমরা তাহাকে তোমাদের স্বর্ণ এবং রৌপ্য প্রদান করিবে, এবং মূল্যবান পোষাকে তোমরা তাহাকে ভূষিত করিবে, এবং যেহেতু সে তোমাদের উদ্দেশ্যে তোমাদের কথা বলিয়াছে, এবং তোমাদের প্রশংসা করিয়াছে, সেইহেতু, তোমরা তাহাদের কোন দোষ দেখিতে পাইবে না।

২৯। হে, পাপী এবং ন্যায়ভ্রষ্ট পুরুষ, তোমরা, কঠিন এবং একগুঁয়ে জনগণ; আর কতদিন প্রভু তোমাদিগকে সহ্য করিবেন বলিয়া তোমরা মনে কর? হাঁ তার কতদিন তোমরা নির্বোধ এবং অন্ধ পরিচালক দ্বারা, পরিচালিত হইবে? হাঁ আর কতদিন তোমরা আলোর অপেক্ষা অন্ধকারকে নির্বাচন করিয়া লইবে?

৩০। দেখ ঈশ্বরের রোষ ইতিমধ্যেই তোমাদের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; দেখ তিনি তোমাদের পাপের জন্য এই ভূমিকে অভিশপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

৩১। এবং দেখ সেই সময় আসিবে, যখন তিনি তোমাদের ধনসম্পদকে অভিশপ্ত করিয়া তুলিবেন যাহাতে উহারা ফসকাইয়া যাইবে, এবং তোমরা উহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। এবং তোমাদের দারিদ্র্যের সময়, তোমরা আর ঐগুলি লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

৩২। এবং তোমাদের দারিদ্র্যের দিনগুলিতে তোমরা প্রভুর নিকট আকুল হইয়া ক্রন্দন করিবে, কিন্তু তোমাদের সেই ক্রন্দন বৃথা যাইবে কারণ তোমাদের পতিত অবস্থা ইতিমধ্যেই তোমাদের উপর আবর্তিত হইয়াছে; এবং তোমাদের ধ্বংস নিশ্চিত হইয়াছে। এবং তখন সেই দিনে, তোমরা ক্রন্দনরত হইবে এবং আর্তনাদ করিবে, সেবকদিগের প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন। এবং তখন তোমরা বিলাপ করিবে এবং বলিবে:

৩৩। ওহ! যদি আমরা তখন অনুতাপ করিতাম এবং মহাপুরুষদিগকে হত্যা না করিতাম, প্রস্তর দ্বারা আঘাত না করিতাম, এবং তাহাদিগকে বহিষ্কার না করিতাম। হাঁ সেইদিন তোমরা বলিবে: ওহ। যদি আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বর যখন আমাদিগকে সম্পদ প্রদান করিয়াছিলেন তখন তাহার জন্য তাঁহাকে স্মরণ করিতাম, তাহা হইলে, আমাদের সম্পদ আমরা হারাইতাম না; কারণ দেখ, আমাদের সম্পদ আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে।

৩৪। দেখ, আমরা আমাদের যন্ত্রপাতি এইস্থানে স্থাপন করিয়াছিলাম এবং পরদিনই তাহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; এবং দেখ আমাদের নিকট হইতে, যেদিন আমরা যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছি, সেইদিন আমাদের তরবারি লইয়া লওয়া হইয়াছে।

৩৫। হাঁ আমরা আমাদের ধন সম্পদ লুক্কায়ীত করিয়া রাখিয়াছিলাম, এবং এই ভূমির অভিশাপের জন্য, তাহা আমাদের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

৩৬। ওহ! যদি আমরা সেইদিন অনুতাপ করিতাম, যেদিন ঈশ্বরের বাণী আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছিল; কারণ দেখ, এই ভূমি অভিশপ্ত হইয়াছে, এবং সকল বস্তু অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, এবং আমরা উহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছি না।

৩৭। দেখ, আমরা দানবগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছি, হাঁ আমরা তাহার দেবদূতগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছি, যে আমাদের হৃদয়কে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল। দেখ, আমাদের পাপ অনেক। হে প্রভু, তুমি কি আমাদের প্রতি আরোপিত তোমার রোষ ফিরাইয়া লইতে পার না? এবং ঐ দিনগুলিতে তোমরা এইরূপ ভাষায় আর্তনাদ করিবে।

৩৮। কিন্তু দেখ, তোমাদের পরীক্ষার সময় পার হইয়া গিয়াছে। চিরকালের জন্য বিলম্বিত হওয়া পর্যন্ত, তোমরা তোমাদের মুক্তির দিনকে ইচ্ছা করিয়া বিলম্বিত করিয়াছ, এবং তোমাদের ধ্বংস নিশ্চিত হইয়াছে। হাঁ তোমরা তোমাদের জীবনভর সেই বস্তু কামনা করিয়াছ, যাহা তোমরা লাভ করিতে সক্ষম নও। পাপ কার্যে লিপ্ত থাকিয়া তোমরা সুখ কামনা করিয়াছ, এবং ইহা ধার্মিকতা যাহা আমাদের মহান এবং অনন্ত পারিচালকের অন্তর্ভুক্ত তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

৩৯। হে, এই দেশের জনগণ আমি কামনা করি তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর; এবং আমি প্রার্থনা করি যাহাতে, প্রভুর রোষ তোমাদের নিকট হইতে ফিরিয়া যায়, এবং যাহাতে তোমরা অনুতাপ করিতে, এবং রক্ষা পাইতে পার।

পরিচ্ছেদ ১৪

ল্যামানাইট স্যামুয়েল ত্রাণকর্তার বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন---পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ত্রাণকর্তার জন্মের চিহ্ন সমূহ পাওয়া যাইবে-----তাহার মৃত্যুর চিহ্নগুলি সম্বন্ধেও পূর্বেই বলা হইয়াছিল।

১। অতঃপর ল্যামানাইট স্যামুয়েল, আরো অনেক কিছুর বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, সেই সবগুলি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নয়।

২। এখন দেখ, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: আমি তোমাদিগকে একটি চিহ্ন প্রদান করিতেছি কারণ আরো পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইবে এবং তাহার পর ঈশ্বরের পুত্র, তাঁহার নামের প্রতি যাহারা বিশ্বাস স্হাপন করিবেন তাহাদিগকে মুক্তি দান করিবার জন্য আগমন করিবেন।

৩। এবং দেখ, তাঁহার আগমনের সময় সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে একটি চিহ্ন প্রদান করিব। কারণ দেখ, স্বর্গে একটি উজ্জ্বল আলো দেখা যাইবে, এবং তাহা এতই উজ্জ্বল হইবে যে তাঁহার আগমনের পূর্বে রাত্রে আর কোন অন্ধকার থাকিবে না এবং তাহা এত বেশী পরিমাণে হইবে যে, জনগণের নিকটে তাহা দিন বলিয়াই মনে হইবে।

৪। কাজেই উহা হইবে একদিন এক রাত্র এবং আর এক দিন, যেন রাত্রি ভিন্ন কোন দিন, এবং ইহাই হইবে তোমাদের জন্য তাঁহার আগমনের বিষয় একটি চিহ্ন। কারণ তোমরা সূর্য উদয়ের এবং ইহার অস্ত যাইবার সময় জানিবে। কাজেই তাহারা নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারিবে যে উহা দুই দিন এবং এক রাত্রি হইবে। যাহা হউক সেই রাত্রিটি অন্ধকার হইবে না এবং উহা হইবে তাঁহার জন্মের পূর্বের রাত্রি।

৫। এবং দেখ, আকাশে একটি নূতন নক্ষত্র দেখা যাইবে, এইরূপ নক্ষত্র ইহার পূর্বে কেহ কোন দিন দর্শন করে নাই; এবং ইহাও তোমাদের জন্য তাঁহার আগমনের বিষয় একটি চিহ্ন হইবে।

৬। এবং দেখ. ইহাই শেষ নয়, স্বর্গেও অনেক চিহ্ন দেখা যাইবে, এবং অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিবে।

৭। এবং এইরূপ ঘটিবে যে, তোমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইবে, এবং এত বেশী অবাক হইবে যে, তোমরা সবাই ভূতলে পতিত হইবে।

৮। এবং এইরূপ ঘটিবে যে, যে ঈশ্বরের পুত্রকে বিশ্বাস করিবে, সেই অনন্ত জীবন লাভ করিবে।

৯। এবং দেখ, এইরূপে, ঈশ্বর তাহার দেবদূত কর্তৃক আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমি যেন তোমাদিগের নিকট আগমন পূর্বক এই সকল বর্ণনা করি। হাঁ, তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যাহাতে, আমি তোমাদের নিকট এইগুলির বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করি। হাঁ তিনি আমাকে বলিয়াছেন এই জনগণের নিকট চিৎকার করিয়া বল: অনুতাপ কর এবং প্রভুর পথ প্রস্তুত কর।

১০। এবং এখন, যেহেতু আমি একজন লামানাইত, এবং ঈশ্বর আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি, এবং যেহেতু এই কথাগুলি তোমাদের বিরুদ্ধে শক্ত কথা, সেইহেতু তোমরা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ এবং আমাকে ধ্বংস করিতে মনস্হ করিয়াছ, ও আমাকে তোমাদের মধ্য হইতে বহিষ্কার করিয়াছ।

১১। কিন্তু তোমরা আমার কথা শ্রবণ করিবে, কারণ এই জন্যই আমি শহরের এই দেয়ালের উপরে উঠিয়াছি যাহাতে, তোমরা আমার কথা শ্রবণ করিতে পার, এবং ঈশ্বরের শাস্তি যাহা তোমাদের পাপের কারণে, তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহার বিষয় জানিতে পার এবং যাহাতে, তোমরা অনুতাপের শর্তগুলি সম্বন্ধেও জানিতে পার।

১২। আরো যাহাতে তোমরা, ঈশ্বরের পুত্র, স্বর্গ মর্ত্যের পিতা, এবং প্রথম হইতে সকল বস্তুর সৃষ্টি কর্তা; যীশু খ্রীষ্টের, আগমন সম্বন্ধে জানিতে পার। এবং যাহাতে তোমরা তাঁহার আগমনের চিহ্নগুলি সম্বন্ধে জানিতে পার যাহার ফলে, তোমরা তাঁহার নামের প্রতি আস্হা স্হাপন করিতে মনস্হ করিতে পার।

১৩। এবং যদি তোমরা তাঁহার নামের প্রতি আস্হা স্হাপন করিতে পার, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের সকল পাপের জন্য, অনুতাপ করিবে যাহাতে, তাহার দ্বারা তোমরা তাঁহার গুণে সেই সকল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পার।

১৪। এবং দেখ, পুনরায় আমি তোমাদের নিকট আর একটি পূর্ব লক্ষণের কথা বলিতেছি হাঁ, তাঁহার মৃত্যুর সম্বন্ধে একটি পূর্বলক্ষণ।

১৫। কারণ দেখ, যাহাতে মুক্তি আসিতে পারে সেইজন্য তাঁহাকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। হাঁ তাঁহার এইরূপ হওয়ার দরকার ছিল, এবং তিনি মৃত্যু বরণ্করিবেন তাহার প্রয়োজন ছিল। মৃত দিগের জন্য পুনরুত্থান আনয়ন করিবার জন্য, যাহাতে মানবগণ ঈশ্বরের সম্মুখে আনীত হইতে পারে, তাহার জন্য, ইহার প্রয়োজন ছিল।

১৬। হাঁ দেখ, এই মৃত্যু সকল জনগণের জন্য তাহাদের প্রথম মৃত্যু, যাহা হইল আধ্যাত্মিক মৃত্যু তাহা হইতে, সকল জনগণের জন্য পুনরুত্থান এবং মৃত্যু আনয়ন করিবেন। কারণ আদমের পতনের জন্য সকল মনুষ্য সমাজ প্রভুর সম্মুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় রূপে মৃত বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

১৭। কিন্তু দেখ, ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান মানবগণকে মুক্তি দান করিবে, হাঁ এমনকি সকল জনগণকে মুক্তি দান করিবে এবং তাহাদের সকলকে প্রভুর সম্মুখে পুনঃস্হাপন করিবে।

১৮। এবং হাঁ, ইহা অনুতাপের শর্ত আনয়ন করিবে ইহার অর্থ, যে অনুতাপ করিবে, সেই ব্যক্তিকে কর্তিত করা হইবে না, এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু যে অনুতাপ করিবে না তাহাকে কর্তিত করা হইবে, এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইবে এবং এইরূপে তাহাদের উপর পুনরায় আধ্যাত্মিক মৃত্যু নামিয়া আসিবে, হাঁ একটি দ্বিতীয় মৃত্যু কারণ তাহারা ধার্মিকতার জন্য যাহা রহিয়াছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

১৯। কাজেই, তোমরা অনুতাপ কর, তোমরা অনুতাপ কর, পাছে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে জানিয়া, এবং উহা পালন না করিয়া, তোমরা তোমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাও, এবং তোমরা দ্বিতীয় মৃত্যুর কবলে পতিত হও।

২০। কিন্তু দেখ, আমি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণের কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। তাহার মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ হইল এই যে যেই দিন তিনি মৃত্যু বরণ বরিবেন সেইদিন সূর্য অন্ধকার হইয়া যাইবে, এবং আমাদিগকে কোন আলো প্রদান করিবে না। চন্দ্র এবং তারকারাজীও ঐরূপ করিবে, এবং তিনি যখন মৃত্যু বরণ করিবেন তখন হইতে তিন দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ তিনি মৃত্যু হইতে পুনরায় জাগরিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত, এই মাটির বুকে কোন আলো থাকিবে না।

২১। হাঁ, যখন তিনি মৃত্যু বরণ করিবেন তখন অনেকক্ষণ সময় লইয়া বজ্রপাত হইবে এবং বিদ্যুৎ চমকাইবে এবং পৃথিবী নড়িয়া উঠিবে এবং কম্পিত হইতে থাকিবে। এবং এই পৃথিবীতে অবস্হিত পাথর সমূহ যাহা পৃথিবীর উপরে এবং পৃথিবীর নিচে অবস্হিত, যাহা তোমরা এখন অপরিবর্তনীয় আকার বিশিষ্ট দেখিতে পাইতেছ। অথবা ইহার অধিকাংশই একটি সম্পূর্ণ অংশরূপে দেখিতে পাইতেছ, তাহা ভাঙিগয়া খন্ড খন্ড হইয়া যাইবে।

২২। হাঁ, তাহারা ভাঙিগয়া পৃথক হইয়া যাইবে। এবং তখন হইতে লইয়া সকল সময়ই উহাদিগকে ঐরূপ খন্ড খন্ড, এবং ভাঙা অবস্হায় এবং এই পৃথিবীর উপর কতগুলি ভাঙা অংশে পরিলক্ষিত হইবে। হাঁ পৃথিবীর উপরে এবং পৃথিবীর নিচে উভয় স্হানেই এইরূপ ঘটিবে।

২৩। এবং দেখ, তখন ভীষণ ঝড় হইবে, এবং তাহার ফলে অনেক পাহাড় সমতল হইয়া উপত্যকায় পরিণত হইবে, এবং অনেক স্হান, এখন যাহাকে উপত্যকা বলা হয় সেই অঞ্চলগুলি উচ্চ পাহাড় পর্ব্বতে পরিবর্তিত হইবে।

২৪। এবং অনেক রাজপথ ভাঙিগয়া যাইবে, এবং অনেক শহর জনশূন্য হইয়া যাইবে।

২৫। এবং অনেক কবর খুলিয়া যাইবে, এবং ইহাদের মৃতদেহগুলিকে বাহির করিয়া দিবে, এবং অনেকের নিকট, অনেক সাধু পুরুষদিগের আবির্ভাব ঘটিবে।

২৬। এবং দেখ, দেবদূত আমার নিকট এইরূপে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, অনেকক্ষণ ধরিয়া বজ্রপাত ঘটিবে এবং বিদ্যুৎ চমকাইবে।

২৭। এবং তিনি আমার কাছে বলিয়াছেন যখন এই বজ্র বিদ্যুৎ এবং ঝড় চলিতে থাকিবে, তখন এইগুলি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে যাহার ফলে, তিন দিন ধরিয়া সমস্ত পৃথিবীর বুকে সকল বস্তু অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে।

২৮। এবং দেবদূত আমাকে বলিয়াছেন যে, অনেকে ইহার অপেক্ষাও অনেক বড় বড় ঘটনা দর্শন করিবে, যাহাতে তাহারা ইহা বিশ্বাস করিতে সক্ষম হয় যে, এই পূর্ব লক্ষণগুলি, এবং আশ্চর্যজনক ঘটনাগুলি, পৃথিবীর বুকে ঘটিবে, ইহা এই জন্য হইবে যে, মানব সন্তানদিগের জন্য অবিশ্বাস করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না---।

২৯। এবং ইহা এই উদ্দেশ্যে হইবে যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, সে রক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। এবং যে ব্যক্তি এই কথা বিশ্বাস করিবে না যে, তাহাদের উপর ন্যায় বিচার নামিয়া আসিবে, এবং যদি তাহারা দোষী প্রমাণিত হয় তাহা হইলে, তাহারা তাহাদের নিজেদের ধ্বংস নিজেদের প্রতি টানিয়া আনিবে।

৩০। এবং এখন আমার ভ্রাতাগণ তোমরা স্মরণ রাখিও, স্মরণ রাখিও যে, যে ব্যক্তি ধ্বংস হইবে, সে নিজের জন্যই ধ্বংস হইবে এবং যে ব্যক্তি পাপকর্মে লিপ্ত হইবে, সে নিজেই উহার জন্য দায়ী থাকিবে। কারণ দেখ, তোমরা স্বাধীন, তোমরা তোমাদের নিজেদের ইচ্ছামত কার্য করিবার, অনুমতি লাভ করিয়াছ। কারণ দেখ, ঈশ্বর তোমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। এবং তোমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন।

৩১। তিনি তোমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন যাহাতে, তোমরা মন্দ হইতে ভালকে বাছিয়া লইতে পার, এবং তিনি তোমাদিগকে উহা প্রদান করিয়াছেন যাহাতে, তোমরা মৃত্যু অথবা জীবনকে বাছিয়া লইতে পার। এবং তোমরা মঙ্গলকার্য করিয়া, যাহা মঙ্গল, তাহাতে পুনঃস্হাপিত হইতে পার; অথবা মন্দ কার্য করিয়া, যাহা মন্দ, তাহাতে পুনঃস্হাপিত হইতে পার।

পরিচ্ছেদ ১৫

ল্যামানাইট স্যামুয়েল তাহার সাবধান বাণী অব্যাহত রাখিলেন----তাহার লোকদিগের একটি অংশ রক্ষা লাভ করিবে----অনুতাপ না করিলে নেফাইতগণ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবে।

১। এখন আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, দেখ, আমি তোমাদিগের নিকট এই সংবাদ ঘোষণা করিতেছি যে, যদি তোমরা অনুতাপ না কর, তাহা হইলে তোমাদের বাড়িগুলি জনশূন্য হইয়া যাইবে।

২। হাঁ তোমরা অনুতাপ না করিলে, তোমাদের গৃহের মহিলাগণকে সেই দিন শোক করিতে হইবে কারণ, যেই দিন তাহাদিগকে শোষণ করা হইবে: কারণ তোমরা পলাইবার জন্য চেষ্টা করিবে কিন্তু তাহাদের জন্য কোন আশ্রয় থাকিবে না। হাঁ তাহাদের জন্য দুঃখ হয় যাহারা সন্তান ধারণ করিবে কারণ, ভারী হওয়ার ফলে তাহারা পলায়ন করিতে সক্ষম হইবে না। তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

৩। হাঁ, যাহাদিগকে নেফাইয়ের লোক বলা হয় তাহাদিগের জন্য দুঃখ হয়, যদিনা তাহারা যখন তাহাদিগকে পূর্ব লক্ষণ গুলি এবং আশ্চর্য জনক বস্তুগুলি প্রদর্শন করা হইবে, তখন তাহারা অনুতাপ করে। কারণ দেখ, তাহারা ঈশ্বরের নির্বাচিত জনগণ, হাঁ, নেফাইয়ের লোকদিগকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে তিনি নিষ্পাপ করিয়াছিলেন, হাঁ, তাহাদের পাপের দিনগুলিতে তিনি তাহাদিগকে সংশোধন করিয়া ছিলেন, কারণ তিনি তাহাদিগকে ভালবাসিতেন।

৪। কিন্তু আমার ভ্রাতাগণ তোমরা দেখ, ল্যামানাইটগণদিগকে তাহাদের অনবরত পাপকর্মের জন্য তিনি ঘৃণা করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগের পূর্বপুরুষগণের বংশানুক্রমিক পাপের কারণে, এইরূপ ঘটিয়াছিল। কিন্তু দেখ নেফাইতগণের প্রচার কার্যের ফলে তাহাদিগের মধ্যে মুক্তি আগমন করিয়াছে, এবং এই উদ্দেশ্যেই, প্রভু তাহাদিগের দিনগুলিকে দীর্ঘায়িত করিয়াছিলেন।

৫। এবং আমি কামনা করিব এবং তোমাদেরও দেখা উচিত যে, তাহাদের অধিকাংশই তাহাদিগের নিজেদের কর্তব্যের পথে রহিয়াছে। এবং তাহারা সতর্ক হইয়া, ঈশ্বরের পথে গমন করিতেছে এবং তাহারা মুসার আইন অনুসারে তাঁহার আদেশ সমূহ, নিয়মসমূহ এবং বিচারসমূহ পালন করিয়া চলিতেছে।

৬। হাঁ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তাহাদের অধিকাংশই ইহা করিতেছে, এবং তাহারা অক্লান্ত অধ্যবসায়দের সহিত সংগ্রাম করিতেছে যাহাতে তাহারা তাহাদের ভ্রাতাদিগের অবশিষ্টাংশকে সত্যের জ্ঞান দান করিতে সক্ষম হয়। কাজেই প্রতিদিনই অনেক লোক তাহাদিগের সহিত যোগদান করিয়া, সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে।

৭। এবং দেখ, তোমরা নিজেরা ইহার সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছ কারণ তোমরা ইহা দেখিয়াছ যে, তাহাদের মধ্যে যত বেশী সত্যের জ্ঞান লাভ করিয়াছে, এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদের পাপ এবং ঘৃণার ইতিহাস সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছে, ততই তাহারা পবিত্র শাস্ত্রগুলিকে বিশ্বাস করিবার পথে অগ্রসর হইয়াছে। হাঁ পবিত্র মহাপুরুষগণের ভবিষ্যদ্বাণী যাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল, যাহা তাহাদিগকে প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পথে এবং অনুতাপ করিবার পথে আনয়ন করিয়াছিল। এই বিশ্বাস এবং অনুতাপ তাহাদের হৃদয়ে পরিবর্তন আনিয়াছিল।

৮। কাজেই, যত বেশী ব্যক্তিগণ, এই পথে আগমন করিয়াছে তোমরা নিজেরাও জান, তাহারা তাহাদের বিশ্বাস, এবং যে বস্তুগুলি দ্বারা তাহারা মুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রতি তাহারা দৃঢ় এবং অটল।

৯। তোমরা আরো জান যে, তাহারা তাহাদের যুদ্ধের অস্ত্রগুলিকেওপ্রোথিত করিয়াছে, এবং তাহারা ঐগুলি বাহির করিতে ভয় পায়, কারণ পাছে তাহারা কোন ক্রমে পাপে লিপ্ত হয়। হাঁ তোমরা জান তাহারা অপরাধ করিতে ভয় পায়---- কারণ দেখ, তাহারা বরং তাহাদের শত্রুর হাতে বিধ্বস্ত হইবে, এবং নিহত হইবে, কিন্তু তবু তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে আর অস্ত্র ধারণ করিবে না। এবং এই সকলই সম্ভব হইয়াছে খ্রীষ্টের প্রতি তাহাদের বিশ্বাসের ফলে।

১০। এবং এখন, তাহাদের এই অটল প্রকৃতির জন্য, যখন তাহারা কোন কিছু বিশ্বাস করে, তাহারা উহা বিশ্বাস করিতেই থাকে, এবং তাহদের দৃঢ়তার জন্য, যখন তাহার একবার জ্ঞান লাভ করিয়াছে তখন দেখ, প্রভু তাহাদিগের পাপ থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন, এবং তাহাদের দিনগুলিকে দীর্ঘ করিয়া দিবেন।

১১। হাঁ যদি তাহারা অবিশ্বাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হইতে থাকে তবুও, ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাহা বলিয়াছেন এবং মহাপুরুষ জিনোস, এবং অন্যান্য বহু মহাপুরুষগণ আমাদের ভ্রাতাগণ অর্থাৎ ল্যামানাইটগণের পুনরায় সত্যের পথে আগমনের বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সেই অনুযায়ী তাহাদের দিনগুলিকে দীর্ঘায়িত করিবেন।

১২। হাঁ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, পরবর্তিত কালে আমাদের ভ্রাতাদিগের অর্থাৎ ল্যামানাইটগণের প্রতি প্রভুর অঙ্গীকার সমূহ বিস্তৃত করা হইয়াছিল। এবং তাহাদের অনেক দুর্দশা থাকা সত্ত্বেও এবং তাহারা পৃথিবীর বুকে এদিকে সেদিকে বিতারিত, অনুসন্ধানের শিকার, আঘাতে জর্জরিত এবং বিদেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও, এবং পলায়নের জন্য কোন স্হান খুজিয়া না পাওয়া সত্ত্বেও, প্রভু তাহাদিগের প্রতি সদয় থাকিবেন।

১৩। এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এইরূপ হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে সত্যের জ্ঞান প্রদান করা হইবে, যাহা হইল তাহাদিগের মুক্তিদাতা, এবং তাহাদের মহান এবং সত্য পরিচালকের বিষয় জ্ঞান, এবং তাহারা তাঁহার মেষ হিসাবে পরিগণিত হইবে।

১৪। কাজেই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে তোমরা অনুতাপ না করিলে, ইহা তোমাদের অপেক্ষা তাহাদের জন্য, মঙ্গলজনক হইবে।

১৫। কারণ দেখ, যে মহিমাময় কার্যগুলি তোমাদিগকে প্রদর্শন করা হইয়াছে, যাহা তাহাদিগকে প্রদর্শন করা হয় নাই, হাঁ তাহাদিগকে যাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাসের জন্য অধঃপতিত হইয়াছে, তাহা হইলে, তোমরা নিজেরাই দেখিতে পার যে, তাহারা আর কখনও অবিশ্বাস দ্বারা অধঃপতিত হইত না।

১৬। কাজেই প্রভু বলিয়াছেন: আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করিব না। বরং আমার সুবিচার করিবার দিনে, তাহারা যাহাতে আমার সম্মুখে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে, আমি সেই ব্যবস্থা করিব। প্রভু এইরূপ বলিলেন।

১৭। এখন দেখ প্রভু নেফাইতগণ সম্বন্ধে বলিলেন: যদি তাহারা অনুতাপ না করে, এবং আমার ইচ্ছাগুলি পালন না করে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিব। প্রভু বলিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেক মহৎ কার্য সম্পাদন করা সত্ত্বেও, আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিব। এবং যেহেতু প্রভু ঈশ্বর রহিয়াছেন কাজেই এই সকলই ঘটিবে। প্রভু এইরূপ বলিলেন।

পরিচ্ছেদ ১৬

কিছু সংখ্যক নেফাইত খ্রীষ্টের সম্প্রদায়ে যোগদান করিল----অধিকাংশই স্যামুয়েলের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করিল ----তাহারা তাহাকে অসম্মান করিতে এবং অন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইল---তিনি পলাইয়া গেলেন এবং নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন-----নেফাইএর আরো যাজকবৃত্তি---নাস্তিকতা ছড়াইয়া পরিল।

১। অতঃপর ল্যামানাইট স্যামুয়েলের কথা যাহা সে শহরের দেওয়ালের উপর হইতে প্রচার করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছিল। এবং যত লোক তাহার কথা বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলেই আসিয়া নেফাইয়ের খোঁজ করিল। এবং যাহারা আসিয়া তাহাকে খুঁজিয়া পাইল, তখন তাহারা তাহার নিকট তাহাদের দোষ স্বীকার করিল, এবং কিছুই অস্বীকার করিল না, এই মনে করিয়া এইরূপ করিল যে ইহার ফলে, তাহারা হয়ত প্রভুর নিকট দীক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

২। কিন্তু, তাহাদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি স্যামুয়েলের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে নাই তাহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, এবং তাহারা দেয়ালে তাঁহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং তিনি যখন দেয়ালে দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন অনেকে তাঁহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি তাঁহার সহিত এত বেশী বর্তমানে ছিল যাহার ফলে, তাহার প্রস্তর অথবা তীর দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে সক্ষম হইল না।

৩। এখন তাহারা যখন ইহা দর্শন করিল, যে তাহারা তাঁহাকে আঘাত করিতে সক্ষম হইতেছে না তখন আরো অনেকে তাহার কথা বিশ্বাস করিল। তাহারা উহা এত বেশী বিশ্বাস করিল যে, তাহারা দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত নেফাইএর নিকট গমন করিল।

৪। কারণ দেখ, নেফাই দীক্ষা দান করিতেছিলেন ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছিলেন,প্রচার করিতেছিলেন এবং অনুতাপের জন্য জনগণের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছিলেন, তাহাদিগকে পূর্ব লক্ষণগুলি আশ্চর্যজনক বস্তুগুলি দেখাইতেছিলেন এবং জনগণের মাঝে অলৌকিক বস্তু সকল প্রদর্শন করিতেছিলেন, যাহাতে তাহারা ইহা জানিতে সক্ষম হয় যে, ত্রাণকর্তা অবশ্যই অতি সত্বর আগমন করিবেন।

৫। যেই বস্তুগুলি অতি সত্বর দেখা যাইবে সেই বস্তুগুলি সম্বন্ধে বলিলেন যাহাতে, যখন সেই বস্তুগুলির আবির্ভাব ঘটিবে তখন পূর্ব হইতেই পরিচয় থাকিবার ফলে, তাহারা সেইগুলি চিনিতে এবং স্মরণ করিতে সক্ষম হয় যাহাতে, তাহারা উহা বিশ্বাস করিতে পারে। কাজেই যত জন ব্যক্তি স্যামুয়েলের কথা বিশ্বাস করিল তাহারা সকলেই দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, আগমন করিল কারণ, তাহারা অনুতাপ করিয়া, এবং তাহাদের দোষ স্বীকার করিয়া তথায় আসিয়াছিল।

৬। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই স্যামুয়েলের কথা বিশ্বাস করে নাই। কাজেই তাহারা যখন দেখিল যে তাহারা প্রস্তর খণ্ড এবং তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে সক্ষম হইতেছে না, তখন তাহারা তাহাদের পরিচালকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল: এই ব্যক্তিকে ধরিয়া বন্ধন যুক্ত কর, কারণ দেখ, তাহার সহিত একটি শয়তান রহিয়াছে। এবং তাহার মধ্যে শয়তানের যে ক্ষমতা রহিয়াছে তাহার ফলে, আমরা তাহাকে প্রস্তর এবং তীর দ্বারা আঘাত করিতে সক্ষম হইতেছি না। কাজেই তাহাকে ধর, বন্ধন যুক্ত কর, এবং এই স্থান হইতে লইয়া যাও।

৭। এবং যখন তাহারা তাঁহার দেহে হস্ত স্থাপন করিতে উদ্যত হইল, তখন দেখ, তিনি নিজে দেয়াল হইতে নামিয়া পরিলেন এবং তাহাদের হাতের নাগালের বাহিরে পলাইয়া গেলেন, হাঁ তাঁহার নিজের দেশে গেলেন এবং তাঁহার নিজের লোকদিগের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে এবং প্রচার কার্য চালাইতে লাগিলেন।

৮। এবং দেখ, নেফাইতগণ আর কখনও তাহার বিষয় শুনিল না। এবং এইরূপই ছিল সেই জনগণের ইতিহাস।

৯। এইরূপে বিচারকগণের নেফাইএর লোকদিগের উপর রাজত্বকালের ছিয়াশি বৎসর অতিক্রান্ত হইল।

১০। এবং এইরূপে, বিচারকগণের রাজত্বকালের সাতাশী বৎসরও অতিক্রম হইল। এবং এইসময় অধিকাংশ লোকই তাহাদের দাম্ভিকতা, এবং পাপের মধ্যে রহিল, এবং কম সংখ্যক লোক অতিরিক্ত সর্তকতার সহিত, ঈশ্বরের পথে গমন করিল।

১১। এবং বিচারকগণের রাজত্বের অষ্ট আশী বৎসরেও অবস্থা এই একই রূপ ছিল।

১২। জনগণের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন ভিন্ন অবস্থা একই ছিল, জনগণ তাহাদিগকে পাপের ভারে আরো কঠিন করিয়া তুলিল এবং যাহা ঈশ্বরের আদেশের বিপরীত, সেই সকল কার্য বিচারকগণের উননব্বই বৎসর রাজত্বকালে, আরো বেশী করিয়া করিতে লাগিল।

১৩। কিন্তু বিচারকগণের রাজত্বকালের নব্বুই বৎসরে এইরূপ ঘটিল যে, জনগণকে অনেক লক্ষণ এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রদর্শন করা হইল। এইরূপে মহাপুরুষদিগের বাণীসমূহ পরিপূর্ণ হইতে চলিল।

১৪। এবং দেবদূতগণ, জনগণের নিকট এবং জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের নিকট দর্শন দান করিলেন, এবং তাহাদের নিকট অতি আনন্দের সুখবর, প্রচার করিলেন। এইরূপে এই বৎসরে শাস্ত্রের বাণী সত্য হইতে চলিল।

১৫। যাহা হউক, জনগণ তাহাদিগের অন্তরকে কঠিন করিয়া তুলিল, তাহাদের মধ্যে অতি বিশ্বাসী লোকগণ ভিন্ন, সকলেই ঐরূপ করিল। উভয় নেফাইতগণ এবং ল্যামানাইটগণ তাহাদের নিজেদের শক্তি এবং জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল:

১৬। তাহারা এতগুলির ভিতরে কিছু কিছু বিষয় ঠিকই ধারণা করিতে পারিয়াছে। কিন্তু দেখ, আমরা জানি যে এই সকল মহৎ এবং চমকপ্রদ বস্তুগুলি, যাহার সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা কখনও ঘটিতে পারে না।

১৭। এবং তাহারা এই ধরনের কথা বলিয়া নিজেদেকে লইয়া পূর্ণ হইয়া এবং ব্যস্ত হইয়া রহিল। তাহারা বলিল:

১৮। ত্রাণকর্তা নামে কেহ এই পৃথিবীতে আগমন করিবে, এই কথা যুক্তি সঙ্গত নহে। যদি এইরূপ হয় তাঁহাকে যেরূপ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের পিতা, তাহা হইলে কেন তিনি একই সময় আমাদিগের নিকট এবং জেরুজালেমে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের নিকট দর্শন দান করিবেন না?

১৯। হাঁ কেন তিনি তাহাকে জেরুজালেমের ভূমিতে, এবং সেই একই সাথে এই ভূমিতেও নিজেকে প্রদর্শন করিবেন না?

২০। কিন্তু দেখ, আমরা জানি যে, ইহা একটি মন্দ ইতিহাস, যাহা আমাদের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক আমাদের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছে, যাহাতে আমরা এই কথা বিশ্বাস করি যে, অনেক মহান এবং চমৎকার ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু উহা আমাদের মধ্যে ঘটিবে না, বরং এমন একটি স্থানে ঘটিবে যাহা অনেক দূরে, এবং যে স্থানের সহিত আমাদের কোন পরিচয় নাই। এইরূপে তাহারা আমাদিগকে অজ্ঞ রাখিতে সক্ষম হইবে, কারণ আমরা আমাদের স্বচক্ষে ঐগুলি সত্য, এই প্রমাণ লাভ করিতে সক্ষম হইব না।

২১। এবং তাহার শয়তানের চাতুর্যপূর্ণ, এবং রহস্যময় কৌশল দ্বারা, কিছু বিরাট রহস্য প্রদর্শন করিবে যাহা আমরা বুঝিতে সক্ষম নই, এবং যাহা আমাদিগকে তাহাদের কথার দাসে পরিণত করিবে, এবং তাহাদেরও দাসে পরিণত করিবে, কারণ আমরা সেই কথাগুলি শিক্ষালাভ করিবার জন্য, তাহাদিগের উপর নির্ভর করিব। এবং এইরূপে আমরা তাহাদের কথা মানিয়া লইলে, তাহারা আমাদের সমস্ত জীবন ব্যাপী আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবে।

২২। এবং এই লোকেরা তাহাদের মনে মনে আরো অনেক কিছু কল্পনা করিয়াছিল, উহা হইল বোকামী এবং অর্থহীন। এবং তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল কারণ, শয়তান তাহাদিগকে সর্বদা পাপ কর্মে লিপ্ত থাকিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। হাঁ সে এই দেশের সকল ব্যক্তির নিকট গুজব এবং কলহ ছড়াইতে লাগিল, যাহাতে সে মঙ্গল জনক বস্তুর বিরুদ্ধে এবং যাহা আগমন করিবে তাহার বিরুদ্ধে জনগণের হৃদয়কে কঠিন করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়।

২৩। এবং যে সকল আশ্চর্যজনক ঘটনাগুলি এবং লক্ষণগুলি প্রভুর লোকদিগের মধ্যে দেখা যাইতেছিল, এবং বহু অলৌকিক ঘটনা, যাহা তাহারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও, শয়তান দেশের লোকদিগের হৃদয় বেশ ভাল রূপেই দখল করিয়া লইয়াছিল।

২৪। এইরূপে নেফাইয়ের লোকদিগের উপর বিচারকগণের রাজত্বকালের নব্বুই বৎসর অতিক্রান্ত হইল।

২৫। এবং এই রূপে হেলাম্যানের এবং তাহার পুত্রগণের বিবরণ অনুযায়ী হেলাম্যানের পুস্তক সমাপ্ত হইল।

তৃতীয় নেফাই

নেফাইয়ের পুস্তক

নেফাইয়ের পুত্র, যিনি হেলাম্যানের পুত্র ছিলেন

এবং হেলাম্যান ছিলেন হেলাম্যানের পুত্র এবং পিতা-হেল্যামান ছিলেন আলমার পুত্র এবং নেফাইয়ের বংশধর, যিনি আবার লেহাইয়ের পুত্র ছিলেন, যেই লেহাই জুদাহর রাজা জেদেকিয়াহর রাজত্বকালের প্রথম বৎসরে, জেরুজালেম হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন।

পরিচ্ছেদ ১

হেলাম্যানের পুত্র নেফাই প্রস্হান করিলেন,ত্রাণকর্তার জন্মের পূর্ব লক্ষণগুলি প্রদান করা হইয়াছিল---বিপরীত ফল দেখা গেল----পুনরায় গাদিয়ানতন দল।

১। এখন এইরূপে একানব্বুই বৎসর অতিক্রান্ত হইল, এবং লেহাই জেরুজালেম পরিত্যাগ করিবার পর, ছয়শত বৎসর পার হইয়া গেল। এবং ইহা ছিল সেই বৎসর, যেই বৎসর ল্যাকোনীয়াস দেশের প্রধান বিচারক, এবং গভর্নর ছিলেন।

২। এবং হেলাম্যানের পুত্র নেফাই, তাহার পুত্র নেফাই যে, তাহার প্রমাণ পুত্র ছিল তাহার নিকট সকল পিতলের ফলকগুলি, এবং তাহার নিকট যে সকল ইতিহাস রক্ষিত ছিল সেই সকল, এবং জেরুজালেম হইতে লেহাইয়ের প্রস্হানের পর হইতে যে সকল বস্তুগুলি পবিত্র ভাবে রক্ষা করা হইয়াছিল, সেই সকল বস্তুর ভার তাহার নিকট প্রদান পূর্বক, তিনি জারাহেমলার ভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

৩। অতঃপর তিনি ভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং কোথায় তিনি গেলে তাহা কেহ জানে না। এবং তাহার পুত্র নেফাই ইতিহাস গুলিকে হাঁ, তাহার লোকদিগের ইতিহাসগুলিকে তাহার নিজের কাছে রক্ষা করিলেন।

৪। অতঃপর, বিরানব্বুই বৎসরের প্রারম্ভে দেখ, মহাপুরুষগণের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি আরো বেশী করিয়া পূর্ণ হইতে চলিল। কারণ, জনগণের মাঝে আরো বিরাট লক্ষণ সমূহ এবং অলৌকিক ব্যাপার দেখা যাইতে লাগিল।

৫। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, লামানাইত স্যামুয়েল কর্তৃক যে সকল ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবার সময় পার হইয়া গিয়াছে।

৬। এবং তাহারা তাহাদের ভ্রাতাদিগের বিরুদ্ধে আনন্দউৎসব করিতে লাগিল, তাহারা বলিল: দেখ সময় পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্যামুয়েলের কথা পরিপূর্ণ হয় নাই। কাজেই এই বিষয় তোমাদের আনন্দ, এবং বিশ্বাস মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।

৭। এবং এইরূপ হইল যে, তাহারা সমস্ত দেশ ব্যাপী ভীষণ হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিল। এবং যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা, পাছে ঐ সকল কথাগুলি কোন ক্রমে না ঘটে, এই ভাবিয়া ভীষণ দুঃখিত হইয়া পরিল।

৮। কিন্তু দেখ, তাহারা দৃঢ়তার সহিত সেই দিনের, সেই রাত্রের এবং তাহার পরদিনের যাহাকে মনে হইবে একই দিন এবং কোন রাত্রি নাই তাহার অপেক্ষায় রহিল, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে যে তাহাদের বিশ্বাস বিফলে যায় নাই।

৯। অতঃপর এইরূপ ঘটিল, অবিশ্বাসীগণ কর্তৃক একটি দিন নির্দিষ্ট করা হইল, যখন সেই লক্ষণ সমূহ না দেখা গেলে, সকল ব্যক্তি যাহারা ঐসকল ইতিহাসে বিশ্বাস করিয়াছিল, যাহা মহাপুরুষ স্যামুয়েল কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে।

১০। অতঃপর নেফাইয়ের পুত্র নেফাই যখন তাহার জনগণের এই পাপের অবস্হা দেখিলেন তখন, তাহার অন্তর অতিশয় দুঃখিত হইল।

১১। অতঃপর, তিনি বাহির হইয়া গেলেন, এবং ভূমির উপর মাথা নত করিয়া তাঁহার লোকগণ, যাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাস স্হাপনের ফলে ধ্বংস হইতে যাইতেছে, তাহাদের হইয়া ঈশ্বরের নিকট আকুল আবেদন নিবেদন করিলেন।

১২। অতঃপর তিনি সমস্ত দিন ধরিয়া চিৎকার করিয়া প্রভুর নিকট তাঁহার আকুল আবেদন নিবেদন করিলেন; এবং দেখ, প্রভুর কণ্ঠস্বর তাহার নিকট পৌঁছাইল এবং বলিল:

১৩। তোমার মস্তক উত্তোলন কর, এবং ভাল ভাবে আনন্দ কর। কারণ দেখ সময় আগত প্রায়, এবং এই রাত্রেই লক্ষণ সমূহ দেখা যাইবে এবং আগামীকল্য আমি পৃথিবীকে এই সত্য প্রদর্শন করিবার জন্য আগমন করিব যে, যে কথাগুলি আমার পবিত্র মহাপুরুষগণের মুখ দ্বারা আমি প্রচার করিয়াছি, সেই সকল আমি পূর্ণ করিব।

১৪। দেখ, সৃষ্টির গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া মানব সন্তানদিগকে আমি যাহা যাহা জ্ঞাত করাইয়াছি সেই সকল কিছু পরিপূর্ণ করিবার জন্য, এবং উভয় পিতা ও পুত্রের ----আমার জন্য পিতার এবং আমার শরীরের জন্য পুত্রের সকল ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিবার জন্য, আমি নিজেই আগমন করিব। এবং দেখ, সেই সময় সন্নিকটবর্তী এবং এই রাত্রেই সেই লক্ষণ দেখা যাইবে।

১৫। এবং এইরূপ ঘটিল যে, নেফাইয়ের নিকট যে বার্তা প্রেরণ করা হইল, তাহা যেরূপ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছিল, সেই রূপ ভাবেই পরিপূর্ণ হইল। কারণ দেখ সূর্য অস্তমিত হইবার পরও কোন অন্ধকার দেখা গেল না, এবং রাত্রি আসিবার পরও কোন অন্ধকার না দেখিয়া, জনগণ আশ্চর্য হইতে আরম্ভ করিল।

১৬। এবং অনেক লোক, যাহারা মহাপুরুষগণের বাণীগুলি বিশ্বাস করে নাই তাহারা মাটিতে পড়িয়া মৃতের মত হইয়া গেল কারণ, তাহারা জানিত যে,

মহাপুরুষগণের বাণী যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদের যে বিরাট পরিকল্পনা তাহা বানচাল হইয়া গিয়াছে। কারণ যে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা নিকটে আসিয়া গিয়াছে।

১৭। এবং তাহারা বুঝিতে শুরু করিয়াছিল যে, ঈশ্বরের পুত্র অতি সত্বর দেখা দিবেন। হাঁ এক কথায় পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং উভয় দক্ষিণ এবং উত্তরের ভূমিগুলিতে, পৃথিবীর উপরে যত লোক রহিয়াছে তাহারা সকলেই এত বেশী অবাক হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা ভূতলে পতিত হইয়া গিয়াছিল।

১৮। কারণ তাহারা জানিত মহাপুরুষগণ বহুকাল যাবত এই সকল বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, এবং যে লক্ষণ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা হাতের কাছে আসিয়াছে; এবং তাহারা তাহাদের পাপ এবং অবিশ্বাসের জন্য ভীত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

১৯। অতঃপর এইরূপ ঘটিল ঐ রাত্রে কোন অন্ধকারই দেখা গেল না বরং ইহা এতই উজ্জ্বল ছিল যে, উহাকে মধ্যাহ্নের মত মনে হইল। অতঃপর পুনরায় প্রভাতে, প্রতিদিনের মত সূর্য উদিত হইল এবং তাহারা জানিত ইহাই হইল সেই দিন যেই দিন প্রভু জন্ম গ্রহণ করিবেন। কারণ যে লক্ষণ সমূহ প্রদান করা হইয়াছিল সেই অনুযায়ী এরূপ ঘটিবে।

২০। হাঁ সকল কিছুই ঘটিয়াছিল, মহাপুরুষগণের বাণী অনুযায়ী সেই বিষয়গুলির প্রতিটি অনুপরমাণু পর্যন্ত ঘটিয়াছিল।

২১। অতঃপর সেই বাণী অনুযায়ী একটি নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাবও ঘটিল।

২২। ইহার পর, সেই সময় হইতে শয়তান কর্তৃক জনগণের মধ্যে, তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া তুলিবার জন্য, মিথ্যা কথা প্রেরিত হইতে লাগিল এই উদ্দেশ্যে যে, যে সকল লক্ষণসমূহ এবং আশ্চর্যজনক বস্তু তাহারা দেখিয়াছে তাহারা যেন ঐ সকল বিশ্বাস না করে। কিন্তু ঐ সকল মিথ্যা কথা, এবং প্রতারণা সত্ত্বেও জনগণের অধিকাংশ লোকই উহা বিশ্বাস করিল এবং অসৎপথ হইতে, প্রভুর নিকট সৎপথে আগমন করিল।

২৩। অতঃপর নেফাই এবং আরো অনেকে জনগণের মাঝে মাঝে গমন করিলেন, এবং অনুতাপের দ্বারা দীক্ষা প্রদান করিলেন, এইরূপে পাপ হইতে তাহাদের বিরাট মুক্তি লাভ ঘটিল। এবং এইরূপে সেই ভূমিতে জনগণ পুনরায় শান্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিল।

২৪। এবং যাহারা শাস্ত্র বাণী প্রচার করিয়া, শাস্ত্র অনুসারে এই কথা প্রমাণ করিতে চাহিতেছিল যে, মুসার আইন পালন করিবার আর প্রয়োজন নাই তাহাদের কথা ভিন্ন আর কোন শব্দ শোনা যাইতেছিল না। এখন, শাস্ত্র বুঝিতে সক্ষম না হইয়া এই স্থানে তাহারা ভুল করিয়াছিল।

২৫। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং কোন স্থানে তাহারা ভুল বুঝিয়াছে তাহা বুঝিতে সক্ষম হইল। কারণ তাহাদের নিকট এই সত্য প্রকাশ করা হইল যে, সেই আইন এখনও পরিপূর্ণ হয় নাই এবং ইহার প্রতিটি অংশই পরিপূর্ণ

হইবে। হাঁ, তাহাদের নিকট এই বাণী পৌঁছাইল যে, উহা অবশ্যই পরিপূর্ণ হইতে হইবে। এবং হাঁ উহা পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উহাদের কোন ক্ষুদ্রমত অংশও বাদ পরিবে না। কাজেই সেই বৎসরই তাহাদের ভুলের কথা তাহারা জানিতে সক্ষম হইল এবং তাহাদের ভুলের জন্য দোষ স্বীকার করিল।

২৬। এইরূপে বিরানব্বুই বৎসর অতিক্রান্ত হইল এবং ইহা পবিত্র মহাপুরুষগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে পূর্ব লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহার ফলে মানুষের মাঝে খুশীর জোয়ার আনয়ন করিয়াছিল।

২৭। অতঃপর কেবলমাত্র গাদিয়ানতনের ডাকাতের দল ভিন্ন তিরানব্বুই বৎসরটিও শান্তিতেই অতিবাহিত হইল। উহারা পাহাড়ে বসবাস করিত এবং দেশে উৎপাত করিত। কারণ তাহাদের এত শক্ত ঘাঁটি ছিল এবং গোপন জায়গা ছিল যে, জনসাধারণ কখনই তাহাদিগকে উৎখাত করিতে পারিত না। কাজেই তাহারা অনেক খুন করিল, এবং মানুষের মাঝে ব্যাপক নরহত্যা সংঘটিত করিল।

২৮। অতঃপর চুরানব্বুই বৎসরে তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কারণ নেফাইতগণের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করিত, যাহারা পলাইয়া গেল। এবং ইহার ফলে নেফাইতগণের মধ্যে যাহারা রহিয়া গেল তাহাদিগকে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইল।

২৯। এবং ল্যামানাইটগণের মধ্যেও অনেক দুঃখ দুর্দশা দেখা দিয়াছিল, কারণ তাহাদের অনেক সন্তান ছিল যাহারা বড় হইয়া উঠিয়াছিল এবং বহুদিন ধরিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যাহাতে, তাহারা নিজেদের জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিল এবং কিছু সংখ্যক জোরামাইতদের মিথ্যা কথা এবং তোষামোদের বাক্য দ্বারা গাদিয়ানতন দস্যুদিগের দলে যোগদান করিবার জন্য, পরিচালিত হইয়াছিল।

৩০। এবং এইরূপে ল্যামানাইটগণও দুর্দশাগ্রস্ত হইল এবং তাহাদিগের উঠতি পুরুষের পাপের জন্য, বিশ্বাসী এবং ধার্মিক হিসাবে তাহাদের সংখ্যা কমিতে লাগিল।

পরিচ্ছেদ ৮

ত্রাণকর্তাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া প্রাণবধ করিবার বিষয়, বর্ণিত লক্ষণ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইল----ঝড়, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় এবং অগ্নি----একটি ভীষণ এবং সাংঘাতিক ধ্বংস ---অন্ধকারের তিনটি দিন।

১। এবং এখন এইরূপ ঘটিল যে, আমাদের ইতিহাস অনুযায়ী এবং আমরা জানি আমাদের ইতিহাস সত্য কারণ দেখ, যিনি এই ইতিহাস রক্ষা করিয়াছেন তিনি ন্যায়বান ব্যক্তি----কারণ যীশুর নামে তিনি সত্যই অলৌকিক কার্যসকল সমাধা করিয়াছিলেন: এবং এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে যীশুর নাম লইয়া অলৌকিক কার্য সমাধা করিতে পারে যদিনা সে তাহার পাপ হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

২। অতঃপর এই ব্যক্তি কর্তৃক আমাদের সময়ের হিসাবে যদি কোন ভুল না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তেত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল।

৩। এবং জনগণ অনেক আগ্রহের সঙ্গে মহাপুরুষ ল্যামানাইতর স্যামুয়েল, যে লক্ষণ সমূহের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল, হাঁ সেই সময় যখন সমগ্র ভূমির উপর তিনদিন ব্যাপী অন্ধকার নামিয়া আসিবে সেই সময়।

৪। এবং এতগুলি লক্ষণ প্রদান করা সত্ত্বেও জনগণের মাঝে সন্দেহ এবং মত বিরোধ দেখা দিতে শুরু করিল।

৫। অতঃপর চৌত্রিশ বৎসরের সময়, প্রথম মাসে, এবং সেই মাসের চতুর্থ দিবসে একটি ভীষণ ঝড় উঠিল, এবং এইরূপ ঝড় যাহা সারা দেশে কেহ কখনও দেখে নাই।

৬। এবং একটি ভীষণ সাংঘাতিক ঝটিকাও দেখা গেল; এবং ভীষণ ভাবে বজ্রপাত হইতে লাগিল, উহা এত বেশী হইতে লাগিল যে, সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল যেন, ইহা ভাঙিগয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে চলিয়াছে।

৭। এবং অনেক বেশী তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ যাহা দেশের জনগণের নিকট কখনও পরিচিত ছিল না, উহা চমকাইতে লাগিল।

৮। এবং জারাহেমলার সহরে আগুন লাগিয়া গেল।

৯। এবং মরনি শহর সমুদ্রের গভীরে তলাইয়া গেল এবং উহার জনগণ ডুবিয়া গেল।

১০। মরনিয়া শহরে সকল মাটি একত্রিত করা হইল যাহার ফলে সেই শহরের জায়গাটি একটি বিরাট পাহাড়ে পরিণত হইল।

১১। এবং দক্ষিণের ভূমিতেও ভীষণ এবং সাংঘাতিক ধ্বংস দেখা গেল।

১২। কিন্তু দেখ, উত্তরের ভূমিতে আরো বেশী ভীষণ প্রকৃতির ধ্বংসলীলা সংঘটিত হইল। কারণ দেখ, সমস্ত দেশটার প্রতিকৃতি পরিবর্তিত হইল। ঝড়, ঘূর্ণী ঝড়, বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎএর এবং সমস্ত পৃথিবীতে ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে ঐরূপ অবস্থা হইল।

১৩। প্রধান রাস্তাগুলি ভাঙিগয়া গেল, এবং সমতল রাস্তাগুলি নষ্ট হইয়া গেল, এবং অনেক সমতল ভূমি, অসমতল ভূমিতে পরিণত হইল।

১৪। এবং বহু প্রসিদ্ধ শহর জলে নিমজ্জিত হইল, এবং অনেকগুলি দগ্ধ হইয়া গেল এবং অনেকগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহার বাড়ীগুলির ছাদ ভাঙিগয়া পরিল, এবং উহাদের জনগণ নিহত না হইল, এবং স্থানগুলি সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য না হইয়া গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত উহাদের ভূমি কম্পিত হইতে লাগিল।

১৫। কিছু কিছু শহর রহিয়া গেল: কিন্তু উহাদের প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল এবং শহরের অনেকেই নিহত হইয়াছিল।

১৬। অনেককেই ঘূর্ণী ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। এবং কোথায় তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল কেহই বলিতে পারে না। কেবল তাহারা নিজেরাই জানিল যে, তাহাদিগকে ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।

১৭। এইরূপে পৃথিবীর সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি এই ঝড়, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ এবং ভূমিকম্পের ফলে বিকৃত হইয়া গেল।

১৮। এবং দেখ পাথরগুলি ফাটিয়া ভাগ হইয়া গেল। সমস্ত পৃথিবীর বুকে উহা ভাঙিগয়া খন্ড খন্ড হইয়া গেল। এবং উহা এত বেশী করিয়া হইল যে, তাহারা ভগ্ন টুকরা জোড়া এবং চির খাওয়া হিসাবে সমস্ত দেশের বুকে রহিয়া গেল।

১৯। অতঃপর এইরূপ ঘটিল যে, যখন, পৃথিবীর এই বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, এবং ভূমিকম্প থামিয়া গেল---কারণ দেখ তাহারা প্রায় তিন ঘণ্টা অবস্হান করিয়াছিল। এবং অনেকে বলিয়াছে যে, আরো বেশী সময় উহা ছিল; যাহা হউক এই ভীষণ এবং সাংঘাতিক অবস্হা আনুমানিক তিন ঘণ্টা অবস্হান করিয়াছিল--- এবং দেখ, ইহার পর সমস্ত দেশের বুকে অন্ধকার নামিয়া আসিল।

২০। ইহার পর সমস্ত দেশের বুকে গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, উহা এতই বেশী ছিল যে, দেশের অধিবাসীগণ যাহারা মাটিতে পতিত হয় নাই, তাহার সেই অন্ধকারের কুয়াশা অনুভব করিতে সক্ষম হইল।

২১। এবং অন্ধকারের জন্য কোন আলো, মোম বাতি, টর্চ রহিল না। অতিশুষ্ক কাঠ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কোন আগুনও রহিল না। যাহাতে কোন ক্রমেই কোন আলো থাকিতে না পারে।

২২। এবং কোন আলো অথবা কোন আগুন অথবা কোন ক্ষীণ আলোর আভাস, অথবা সূর্য, অথবা চন্দ্র কিম্বা তারকারাজী দেখা গেল না, কারণ দেশের বুকে অন্ধকারের কুয়াশা এতই বেশী ছিল।

২৩। অতঃপর এইরূপ ঘটিল যে এই আলো না দেখিবার অবস্হা, তিন দিন ধরিয়া অবস্হান করিল। কাজেই অনবরত ভাবে সকল জনগণের ভিতরে শোক, চিৎকার এবং ক্রন্দন চলিতে লাগিল। হাঁ অন্ধকার, এবং যে ভীষণ সর্বনাশ তাহাদের উপর আবর্তিত হইয়াছিল তাহার জন্য, জনগণের আর্তনাদ ভীষণ মর্মান্তিক হইয়াছিল।

২৪। এবং এক স্হানে তাহাদিগকে এই বলিয়া চিৎকার করিতে শোনা গিয়াছিল: আহা! যদি আমরা এই ভীষণ দারুণ সাংঘাতিক দিন আসিবার পূর্বেই অনুতাপ করিতাম, তাহা হইলে আমাদের ভ্রাতাগণ রক্ষা পাইতে পারিত, এবং তাহারা সেই বিখ্যাত শহর জারাহেমলার দগ্ধ হইত না।

২৫। এবং অন্য আর এক স্হানে তাহাদিগকে এই বলিয়া কাঁদিতে এবং দুঃখ করিতে শোনা গেল: ওহ! যদি আমরা এই ভীষণ এবং নিদারুণ দিনের পূর্বেই অনুতাপ করিতাম, এবং প্রেরিত পুরুষ দিগকে হত্যা না করিতাম, এবং তাহাদিগের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ না করিতাম, এবং তাহাদিগকে বহিস্কার না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের মাতাগণ, এবং আমাদিগের সুকন্যাগণ, এবং সন্তানগণ রক্ষা লাভ করিত এবং তাহারা এই প্রসিদ্ধ শহর মরনিয়াহতে সমাধিস্হ হইত না। এইরূপে, জনগণের ভীষণ এবং নিদারুণ আর্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল।

যীশু খ্রীষ্ট নেফাইয়ের লোকদিগের নিকট দর্শন দান করিয়াছিলেন। বহু লোক একত্রে প্রাচুর্যের দেশে জমায়েত হইলে, তিনি তাহাদিগকে পরামর্শ দিলেন। এবং এইরূপে, তিনি তাহাদিগকে দর্শন দান করিয়াছিলেন।

১১ হইতে ২৬ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

পরিচ্ছেদ ১১

অনন্ত পিতা খ্রীষ্টের বিষয় ঘোষণা করিলেন---পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট আবির্ভূত হইলেন----বহু জনগণকে তাহার ক্ষত অনুভব করিয়া দেখিবার অনুমতি প্রদান করা হইল----দীক্ষার প্রণালী নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল----তর্ক এবং বিবাদ নিষিদ্ধ করা হইল----খ্রীষ্টই হইলেন প্রধান প্রস্তর।

১। অতঃপর এইরূপ ঘটিল যে, নেফাইয়ের লোকদিগের অনেকেই প্রাচুর্যের দেশে যে মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছিল, তাহার চারিপার্শ্বে একত্রিত হইল: তাহারা একে অন্যের সহিত অবাক হইয়া, এবং আশ্চর্য হইয়া, কথা বলিতেছিল এবং একে অন্যেকে যে বিরাট এবং আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা প্রদর্শন করিতেছিল।

২। এবং তাহারা, যাঁহার মৃত্যুর বিষয় লক্ষণ সমূহ প্রদান করা হইয়াছিল, সেই যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধেও আলোচনা করিতেছিল।

৩। অতঃপর এইরূপ হইল যখন তাহারা একে অন্যের সহিত এইরূপ আলোচনা করিতেছিল, তখন তাহারা একটি কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, মনে হইল, স্বর্গ হইতে উহা বাহির হইয়া আসিয়াছে! তাহারা সকলে এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল কারণ, তাহারা যে কণ্ঠস্বরটি শুনিয়াছিল, তাহার বিষয় কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না; ইহা কোন কর্কশ কণ্ঠস্বর ছিল না, এবং কণ্ঠস্বরটি খুব উচ্চ আওয়াজ যুক্তও ছিল না। যাহা হউক, যদিও কণ্ঠস্বরটি মৃদু আওয়াজ-যুক্ত ছিল, তথাপি, ইহা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিল, এত বেশী পরিমাণে যে, তাহাদের শরীরের এরূপ কোন অংশ ছিল না যাহা কম্পিত হইল না। হাঁ ইহা তাহাদের অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করিল: এবং তাহাদের হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল।

৪। ইহার পর এইরূপ ঘটিল যে, তাহারা পুনরায় সেই কণ্ঠস্বরটি শ্রবণ করিল, কিন্তু উহা বুঝিতে সক্ষম হইল না।

৫। এবং পুনরায়, তৃতীয়বারের মত তাহারা সেই কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিল, এইবার তাহারা উহা শ্রবণ করিবার জন্য, কান পাতিয়া রাখিল। এবং যে স্থান হইতে কণ্ঠস্বরটি ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। এবং তাহারা অবিচল ভাবে, যেই স্থান হইতে সেই কণ্ঠস্বরটি ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

৬। এবং দেখ, তৃতীয়বার যে কণ্ঠস্বরটি তাহারা শ্রবণ করিয়াছিল, তাহা তাহারা বুঝিতে সক্ষম হইল: এবং উহা তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল:

৭। যাহার প্রতি আমি অতিশয় সন্তুষ্ট, যাহার মাধ্যমে, আমি আমার নামকে মহিমান্বিত করিয়াছি, আমার সেই প্রিয় পুত্রকে অবলোকন কর---তাহার বাণী শ্রবণ কর।

৮। অতঃপর এইরূপ ঘটিল যখন তাহারা বুঝিতে পারিল, তখন তাহারা পুনরায় ঊর্ধ্বে স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, এবং দেখ, তাহারা এবং ব্যক্তিকে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে দেখিল; তিনি একটি শুভ্র পোষাক পরিহিত ছিলেন; তিনি নামিয়া আসিলেন এবং তাহাদের মাঝে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; এবং সকল জনগণের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল, এবং তাহারা বাকরুদ্ধ হইয়া গেল, এমনকি একে অন্যের সহিত কথা বলিতেও সক্ষম হইল না, এবং ইহা কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে পারিল না। কারণ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের সম্মুখে একজন দেবদূতের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

৯। ইহার পর তিনি তাহার হস্ত প্রসারিত করিলেন এবং জনগণের উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিতে লাগিলেন:

১০। দেখ আমি সেই যীশু খ্রীষ্ট, প্রেরিত পুরুষগণ যাহার আগমনের কথা পৃথিবীর নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

১১। এবং দেখ, আমিই হইলাম এই পৃথিবীর আলো এবং জীবন; এবং পিতা আমাকে যে তিক্ত পেয়ালা হইতে পান করিতে দিয়াছেন, তাহা আমি পান করিয়াছি, এবং পৃথিবীর সকল পাপের ভার নিজের উপর লইয়া, আমি আমার পিতার নাম মহিমান্বিত করিয়াছি, যাহার জন্য আমি প্রথম হইতে শুরু করিয়া সকল বস্তুর জন্য, পিতার ইচ্ছা সহ্য করিয়াছি।

১২। অতঃপর যীশু যখন সেই কথাগুলি বর্ণনা করিলেন তখন সকল জনসমষ্টি, ভূতলে পতিত হইল; কারণ, তাহারা স্মরণ করিতে পারিল যে, তাহাদিগকে মাঝে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, খ্রীষ্ট স্বর্গে আরোহণের পর তাহাদিগের নিকট নিজেকে প্রদর্শন করিবেন।

১৩। ইহার পর প্রভু তাহাদিগের উদ্দেশ্যে এইরূপ বলিলেন:

১৪। তোমরা ওঠ এবং আমার নিকটে আইস, যাহাতে তোমরা আমার প্রতি হস্ত স্থাপন করিতে সক্ষম হও এবং যাহাতে, তোমরা আমার হস্ত এবং পদে পেরেকের দাগ গুলি অনুভব করিতে সক্ষম হও। যাহাতে, তোমরা এই সত্য জানিতে সক্ষম হও যে, আমিই ইসরায়েলের ঈশ্বর, এবং এই সকল পৃথিবীর আমি ঈশ্বর, এবং পৃথিবীর পাপের কারণে, আমি নিহত হইয়াছি।

১৫। অতঃপর, জনগণ তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইল, এবং তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল এবং তাহারা তাঁহার হস্ত এবং পদে পেরেকের চিহ্নগুলি অনুভব করিতে পারিল। এইরূপে তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত না সকলেই তাঁহার সম্মুখে যাইতে সক্ষম হইল ততক্ষণ পর্যন্ত এক জনের পর আর একজন আগাইয়া

গেল এবং তাহারা তাহাদের চক্ষু দ্বারা উহা দর্শন করিল, এবং হস্ত দ্বারা অনুভব করিল, এবং তাহারা নিশ্চিতরূপে জানিল এবং এই ইতিহাস বহন করিল যে, ইনিই হইলেন তিনি যাঁহার বিষয়, প্রেরিত পুরুষগণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, তিনি আসিবেন।

১৬। এবং যখন তাহারা সকলে অগ্রসর হইয়া নিজেরা প্রমাণ লাভ করিল তখন তাহার সকলে সমস্বরে এই বলিয়া, চিৎকার করিয়া ক্রন্দনরত হইল:

১৭। হোসানা! হে, পরমেশ্বর ঈশ্বর, তোমরা নাম মহিমান্বিত হউক, ইহা বলিয়া তাহারা যীশুর পদতলে পতিত হইল এবং তাঁহার আরাধনা করিল।

১৮। অতঃপর তিনি নেফাইয়ের উদ্দেশ্যে বলিলেন (কারণ নেফাই সেই জনগণের মাঝে ছিলেন) এবং তাহাকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন।

১৯। নেফাই উঠিয়া দাঁড়ালেন এবং তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন, এবং প্রভুর সম্মুখে নিজেকে অবনত করিলেন, এবং তাঁহার পদ চুম্বন করিলেন।

২০। এবং প্রভু তখন তাহাকে উত্থিত হইতে আদেশ করিলেন। তিনি উত্থিত হইয়া প্রভুর সম্মুখে দন্ডায়মান হইলেন।

২১। প্রভু তখন তাহাকে বলিলেন: আমি তোমাকে এই ক্ষমতা প্রদান করিতেছি যে, আমি পুনরায় স্বর্গে আরোহণ করিবার পর তুমি এই লোকদিগকে দীক্ষা দান করিবে।

২২। এবং প্রভু পুনরায় অন্যান্য লোকদিগকে আহ্বান করিলেন, এবং একই রূপে তাহাদিগকে বলিলেন: এবং তাহাদিগকে দীক্ষা দিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন, এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: এইরূপে তোমরা দীক্ষা প্রদান করিবে; এবং তোমাদিগের মধ্যে কোন মতবিরোধ থাকিবে না।

২৩। তোমাদিগকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, যাহারা তোমাদের কথা শ্রবণ পূর্বক অনুতাপ করিবে, এবং আমার নামে দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তোমরা এইরূপে তাহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করিবে---দেখ, তোমরা জলে অবতরণ করিয়া দন্ডায়মান রহিবে, এবং আমার নামে তোমরা দীক্ষা দান করিবে।

২৪। এবং এখন দেখ, তাহাদের নাম ধরিয়া আহ্বান করিয়া এই কথাগুলি তোমরা উচ্চারণ করিবে, বলিবে:

২৫। যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক যে ক্ষমতা আমাকে প্রদান করা হইয়াছে, সেই ক্ষমতার দ্বারা, আমি পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে তোমাকে দীক্ষা প্রদান করিতেছি। আমেন।

২৬। এবং ইহার পর তোমরা তাহাদিগকে জলে নিমজ্জিত করিবে, এবং পুনরায় জল হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

২৭। এবং এইরূপে, আমার নামে তোমরা দীক্ষা দান করিবে; কারণ দেখ, তোমাদিগকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এক। আমি পিতায় অবস্থান করি এবং পিতা আমাতে অবস্থান করেন, এবং আমি ও পিতা এক।

২৮। এবং যেইরূপ আমি তোমাদিগকে আদেশ প্রদান করিয়াছি, সেইরূপ তোমরা দীক্ষা প্রদান করিবে। আগে যেমন হইয়াছি তেমন আর কোন মত বিরোধ তোমাদের মধ্যে থাকিবে না, এবং আগের মতই আমার নীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কোন মতবিরোধ থাকিবে না।

২৯। কারণ তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যাহার তর্ক করিবার স্পৃহা রহিয়াছে, সে কখনও আমার নয়, বরং সেই হইবে শয়তানের লোক, যে হইল তর্কের পিতা, এবং সে মানুষের হৃদয়কে তাহারা একে অন্যের সহিত যাহাতে রাগান্বিত হইয়া তর্ক করে, সেই নিমিত্ত উত্তেজিত করে।

৩০। দেখ, একের বিরুদ্ধে অন্যকে রাগে উত্তেজিত করা আমার নীতি নয়। বরং আমার নীতি হইল ঐ সকল বস্তুগুলিকে পরিত্যাগ করা।

৩১। দেখ, সত্য সত্যই আমি বলিতেছি যে, আমি তোমাদের নিকট আমার নীতি ঘোষণা করিব।

৩২। এবং ইহা আমার নীতি এবং ইহা হইল সেই নীতি যাহা পিতা কর্তৃক আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। আমি পিতার সাক্ষ্য বহন করিতেছি, এবং পিতা আমার লক্ষ্য বহন করিয়া থাকেন, এবং পবিত্র আত্মা আমার এবং পিতার সাক্ষ্য বহন করিয়া থাকেন। এবং আমি এই সাক্ষ্য বহন করিতেছি যে, পিতা সকল স্থানে সকল ব্যক্তিকে অনুতাপ করিতে, এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

৩৩। এবং যে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, এবং দীক্ষা গ্রহণ করিবে, সেই কেবল রক্ষা পাইবে। এবং তাহারাই হইবে সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে স্থান লাভ করিবে।

৩৪। এবং যে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, এবং দীক্ষা গ্রহণ করিবে না, সে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৩৫। আমি অবশ্যই নিশ্চয় করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, ইহাই হইল আমার নীতি, এবং ইহার জন্য, আমি পিতার নিকট হইতে সাক্ষ্য বহন করিয়াছি। এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই ব্যক্তি পিতার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে। এবং তাহার নিকট পিতা আমার সাক্ষ্য বহন করিবেন, কারণ, সে অগ্নি এবং পবিত্র আত্মার সহিত তাঁহার দর্শন লাভ করিবে।

৩৬। এবং এইরূপ পিতা আমার সাক্ষ্য বহন করিবেন, এবং পবিত্র আত্মা আমার এবং পিতার সাক্ষ্য তাহার নিকট বহন করিবেন। কারণ পিতা, আমি, এবং পবিত্র আত্মা এক।

৩৭। এবং পুনরায় আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে তোমাদিগকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে, এবং ছোট শিশুর অনুরূপ হইতে হইবে, এবং আমার নামে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে অন্যথায় তোমার কোন মতেই এই সকল বস্তু লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

৩৮। এবং পুনরায় আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে তোমাদিগকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে, এবং আমার নামে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং ছোট শিশুর ন্যায় সরল হইতে হইবে, অন্যথায়, কোন মতেই তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

৩৯। অবশ্যই, নিশ্চয় করিয়া আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, ইহাই হইল আমার নীতি। এবং যাহারা ইহার দ্বারা প্রস্তুত হইবে, তাহারা আমার প্রস্তরের উপর প্রস্তুত হইবে, এবং নরকের দুয়ার তাহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান করিবে না।

৪০। এবং যাহারা ইহার অপেক্ষা বেশী, অথবা কম ঘোষণা করিবে এবং তাহাকে আমার নীতি বলিয়া ঘোষণা করিবে, তাহারা শয়তানের নিকট আসিবে, এবং আমার প্রস্তরের উপর প্রস্তুত হইবে না, বালির ভিতের উপর সে প্রস্তুত হইবে, এবং যখন বন্যা আসিবে এবং বাতাস তাহাদিগকে আঘাত করিবে, তখন নরকের দুয়ার তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য, মুক্ত থাকিবে।

৪১। অতএব এই জনগণের মাঝে গমন কর, এবং আমি যাহা বর্ণনা করিলাম, পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত তাহা প্রচার করিতে থাক।

পরিচ্ছেদ ১২

নেফাইতদের নিকট ত্রাণকর্তার শিক্ষা প্রদান-----তিনি বারোজন শিষ্যকে আহ্বান করিলেন এবং ক্ষমতা প্রদান করিলেন---জনগণের প্রতি তাহার ভাষণ---পাহাড়ে প্রদত্ত উপদেশগুলি পুনরায় বর্ণনা করা হইল---ম্যাথিউ ৫ এর সহিত তুলনা কর।

১। অতঃপর প্রভু যীশু যখন নেফাই এবং যাহাদিগকে তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাদিগের নিকট এই কথাগুলি বর্ণনা করিতেছিলেন (যাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল এবং যাহারা দীক্ষা প্রদান করিবার ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা সংখ্যায় বারো জন ছিলেন। এবং দেখ অতঃপর তিনি জনগণের প্রতি তাঁহার হস্ত প্রসারিত করিলেন, এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া এইরূপ বলিলেন: যে বারোজনকে আমি তোমাদিগকে পরামর্শ দান করিবার জন্য এবং তোমাদিগের সেবক হইবার জন্য, তোমাদের মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়াছি, তাহাদিগের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিলে, তোমরা আশীর্বাদ লাভ করিবে, এবং তাহাদিগকে আমি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি যাহাতে, তাহারা জল দ্বারা তোমাদিগকে দীক্ষা দান করিতে পারে, দেখ, আমি তোমাদিগকে অগ্নি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা, দীক্ষা প্রদান করিব। কাজেই যদি তোমরা আমাকে দেখিবার পর আমাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং দীক্ষার গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমরা আশীর্বাদ লাভ করিবে।

২। এবং পুনরায়, তোমরা আমাকে দেখিয়াছ এই সাক্ষ্য প্রদান করিলে, এবং আমি আছি তোমরা এই সাক্ষ্য প্রদান করিলে, যাহারা তোমাদিগের কথা বিশ্বাস করিবে, তাহারা আরো বেশী আশীর্বাদ লাভ করিবে। হাঁ যাহারা তোমাদের কথায়

বিশ্বাস করিবে, নম্রতার গভীর নামিয়া আসিবে, এবং দীক্ষা গ্রহণ করিবে, তাহারা আশীর্বাদ লাভ করিবে। কারণ তাহারা অগ্নি এবং পবিত্র আত্মার দর্শন লাভ করিবে, এবং তাহাদের পাপের ক্ষমা লাভ করিবে।

৩। হাঁ যাহারা তাহাদের আত্মাতে দীনহীন তাহারা ধন্য কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদেরই জন্য।

৪। এবং পুনরায়, যাহারা শোক প্রকাশ করে তাহারা ধন্য, কারণ তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করা হইবে।

৫। মৃদু প্রকৃতির যাহারা, তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা ভূমির অধিকারী হইবে।

৬। যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত এবং তৃষিত তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা পবিত্র আত্মা লাভ করিয়া পূর্ণ হইবে।

৭। যাহার করুণাশীল তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা করুণা লাভ করিবে।

৮। যাহাদের হৃদয় নির্মল তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিবে।

৯। যাহারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তাহারা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচিত হইবে।

১০। যাহারা আমার নামের জন্য, অত্যাচারিত হইয়াছে তাহারা ধন্য, কারণ স্বর্গ রাজ্য তাহাদেরই জন্য।

১১। যখন লোকে তোমাদিগকে মন্দ কথা বলিবে, এবং আমার কারণে মিথ্যা ভাবে, তোমাদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার মন্দ কথা বলিবে, তখন তোমরা ধন্য।

১২। কারণ, তোমরা অনেক আনন্দে উল্লসিত হইবে কারণ, স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার অনেক হইবে কারণ, তোমাদের পূর্বে যে নবীগণ ছিলেন তাহাদিগকেও তাহারা এইভাবে অত্যাচার করিয়াছিল।

১৩। আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাদিগকে পৃথিবীর লবণ হইবার জন্য, প্রদান করিয়াছি। কিন্তু সেই লবণ যদি স্বাদ হারায়, তাহা হইলে, কি ভাবে তাহা পৃথিবীকে লবণাক্ত করিবে? তখন লবণ কোন কার্যেই আর আসিবে না বরং মানুষের পদতলে দলিত মথিত হইবার জন্য, ইহাকে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে।

১৪। আমি তোমাদিগকে বিশেষ ভাবে বলিতেছি যে; এই জনগণের আলো, আমি তোমাদের হস্তে প্রদান করিতেছি। যে শহর পাহাড়ের উপর অবস্থিত তাহা গুপ্ত থাকিতে পারে না।

১৫। দেখ, কেহ কি মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহা কাঠের নিচে রাখে? না বরং তাহারা উহাকে মোমবাতিদানের উপর রক্ষা করে। এবং উহা যাহারা বাড়ির মধ্যে অবস্থান করিতেছে, সেই সকল ব্যক্তিকে আলো প্রদান করে।

১৬। কাজেই তোমাদের আলো মনুষ্যদিগের সম্মুখে উজ্জ্বল হইতে দিও, যাহাতে, তাহারা তোমাদের সৎকর্মগুলি দর্শন করিতে সক্ষম হয়, এবং স্বর্গে তোমাদের পিতার মহিমাকীর্তন করে।

১৭। এই কথা তোমরা মনে করিওনা যে, আমি মহাপুরুষদিগের আইন সকল ধ্বংস করিতে আসিয়াছি। আমি উহা ধ্বংস করিতে নয় বরং ঐ সকল পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।

১৮। কারণ, আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, এই নিয়মগুলির এক মাত্রা অথবা এক বিন্দুও বিফল হয় নাই বরং আমাকে ঐ সকলই পূর্ণ হইয়াছে।

১৯। এবং দেখ, আমি তোমাদিগকে আমার পিতার আইন এবং আদেশসমূহ প্রদান করিয়াছি যাহাতে তোমরা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার, এবং যাহাতে, তোমরা ভগ্ন হৃদয়, এবং অনুতপ্ত আত্মা লইয়া, তোমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করিতে, এবং আমার নিকট আগমন করিতে সক্ষম হও। দেখ তোমরা তোমাদের সকল আদেশ লাভ করিয়াছ এবং আইন পূর্ণ হইয়াছে।

২০। অতএব আমার নিকট আইস এবং উদ্ধার লাভ কর; কারণ আমি নিশ্চয় করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, এই সময় আমার আদেশ সমূহ রক্ষা করা ভিন্ন, তোমরা কোন ক্রমেই স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে না।

২১। তোমরা শুনিয়াছ যে, এই কথা অতীতে বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং তোমাদের জন্য ইহা লিপিবদ্ধও করা হইয়াছিল যে, তুমি হত্যা করিবে না, এবং যে হত্যা করিবে সে ঈশ্বরের বিচারেরর দায় পতিত হইবে।

২২। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি নিজের ভ্রাতার প্রতি রোষ প্রকাশ করিবে, সেই ব্যক্তি বিচারের দায়ে পতিত হইবে। এবং যে ব্যক্তি নিজের ভ্রাতাকে বলিবে নির্ব্বোধ, সে মহাসভার দায়ে পতিত হইবে, এবং যে ব্যক্তি তাহার নিজের ভ্রাতাকে বলিবে, রে মূর্খ ! সে নরকের অগ্নির দায়ে পতিত হইবে।

২৩। অতএব, যদি তোমরা আমার নিকট আইস, অথবা আমার নিকটে আসিবার বাসনা প্রকাশ কর এবং তোমাদের ভ্রাতাদিগের তোমাদের বিরুদ্ধে যাহা কিছু আছে তাহা স্মরণ কর---

২৪। তোমাদের ভ্রাতাদিগের নিকট গমন কর এবং তাহাদের সহিত প্রথমে বিবাদ মিটাইয়া ফেল, অতঃপর, হৃদয়ে সকল উদ্দেশ্য লইয়া, আমার নিকট আগমন কর, তাহা হইলে, আমি তোমাদিগকে গ্রহণ করিব।

২৫। অন্যায় পথে চলাকালীন, সত্বর তোমার অন্যায়ের কথা স্বীকার করিয়া ফেল, পাছে কোন সময় সে তোমাকে পরাভূত করে, এবং তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হও।

২৬। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এরূপ ক্ষেত্রে তুমি অত্যধিক পরিমাণে সেনাইন প্রদান না করিলে, তুমি কোন মতেই বাহির হইয়া আসিতে পারিবে না। এবং যখন তুমি কারাগারে থাকিবে, তখন কি তুমি একটি সিনাইনও দিতে সক্ষম হইবে ? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি তোমরা উহাতে সক্ষম হইবে না।

২৭। দেখ প্রাচীন কালে এইরূপ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল যে, তোমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে না।

২৮। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যে কোন ব্যক্তি, যদি সে কোন মহিলার প্রতি লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে, সে তাহার অন্তরে ব্যভিচারের পাপে পাপী হইবে।

২৯। দেখ, আমি তোমাদিগকে একটি আদেশ প্রদান করিতেছি যে, তোমরা কেহই এই সকল বস্তু হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিবে না।

৩০। কারণ, এই সকল বস্তু হইতে নিজেকে দূরে রাখা মঙ্গলজনক, ইহার জন্য, নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার অপেক্ষা, তোমরা তোমাদের দুঃখ কষ্টকে বরণ করিয়া লইবে।

৩১। এই কথাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তাহার উচিত লিখিত ভাবে তাহাকে পরিত্যাগ পত্র প্রদান করা।

৩২। কিন্তু আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া এই কথা বলিতেছি যে, যদি কেহ ব্যভিচার ভিন্ন তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, সে তাহাকে ব্যভিচারের পথে আগাইয়া দেয়। এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যক্তি ব্যভিচার করে।

৩৩। এবং পুনরায় ইহাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, তুমি মিথ্যা দিব্য করিবে না, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্যে তোমার সকল অঙ্গীকার সমূহ পালন করিবে।

৩৪। কিন্তু আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি কখনও কোন প্রকার দিব্য করিও না। স্বর্গের নামে করিও না কারণ, ইহা ঈশ্বরের সিংহাসন।

৩৫। অথবা পৃথিবীর নামেও করিও না কারণ, ইহা তাঁহার পদ স্থাপন করিবার স্থান।

৩৬। মাথার দিব্য প্রদান করিও না কারণ, শুভ্র কি কৃষ্ণবর্ণ, কোন প্রকার কেশ তৈয়ার করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই।

৩৭। তোমাদের আলোচনাকে হাঁ, হাঁ, অথবা না না এইরূপ হইতে দিও কারণ ইহার অপেক্ষা যাহা বেশী হয়, তাহা মন্দ হইতে আসে।

৩৮। এবং দেখ, ইহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, চক্ষুর জন্য চক্ষু এবং দন্তের জন্য দন্ত।

৩৯। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা মন্দকে প্রতিরোধ করিও না, বরং কেহ তোমাদের দক্ষিণ গালে আঘাত করিলে, তোমরা অন্য গালটি তাহার দিকে পাতিয়া দিও।

৪০। এবং যদি কেহ আইনের নামে মামলা করিয়া, তোমাদের কোর্তা লইয়া যায় তাহা হইলে, তাহাকে তোমাদের আলখিল্লাটিও লইতে দিও।

৪১। এবং যদি কেহ এক মাইল যাইতে তোমাকে বাধ্য করে, তাহা হইলে, তাহার সহিত দুই মাইল গমন করিও।

৪২। যে তোমার নিকট কিছু কামনা করে, তাহাকে প্রদান করিও, এবং যে তোমাদের নিকট ধার চাহিবে তাহার প্রতি বিমুখ হইও না।

৪৩। দেখ ইহাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে এবং তাহার শত্রুকে ঘৃণা করিবে।

৪৪। কিন্তু দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা তোমাদের শত্রুদিগকে ভালবাসিও, যে তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আশীর্বাদ প্রদান করিও, যে তোমাকে ঘৃণা করিবে, তাহার মঙ্গল করিও এবং যাহারা ঘৃণার সহিত তোমাদিগকে ব্যবহার করিবে, এবং অত্যাচার করিবে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও।

৪৫। যাহাতে তোমরা স্বর্গে অবস্থিত যে পিতা; তাহার সন্তানরূপে পরিগণিত হইতে পার। কারণ তিনি ভাল মন্দ সকল ব্যক্তির জন্যই তাহার সূর্যকে উদিত করিয়াছেন।

৪৬। অতএব, প্রাচীনকালে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যাহা আইনের অধীনে ছিল সেই সকলই, আমাতে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

৪৭। পুরাতন বস্তুগুলি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং সকল বস্তুই নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে।

৪৮। কাজেই আমি কামনা করিব, তোমরা খাঁটি হইবে। আমার অনুরূপ অথবা তোমাদের পিতা যিনি স্বর্গে অবস্থান করেন তাঁহার তুল্য, খাঁটি হইবে।

পরিচ্ছেদ ১৩

নেফাইতগণের প্রতি ত্রাণকর্তার উপদেশ অব্যাহত রহিল---বারো জনের প্রতি তাহার আদেশ সমূহ---ম্যাথিউ এর সহিত তুলনা কর।

১। আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, আমি কামনা করিব, তোমরা দরিদ্রকে ভিক্ষা প্রদান করিবে, কিন্তু স্মরণ রাখিও তোমরা মানুষকে দেখাইবার জন্য, তাহাদিগের সম্মুখে ভিক্ষা প্রদান করিবে না। অন্যথায় তোমরা সদাপ্রভুর নিকট হইতে কোন পুরস্কার লাভ করিবে না।

২। কাজেই যখন তোমরা দান করিবে, তখন তোমরা তোমাদের সম্মুখে বাজনা বাজাইও না, যেরূপ কপট লোকেরা মানুষের গৌরব কুড়াইবার জন্য, সাইনাগগ এবং রাস্তায় করিয়া থাকে। আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি, তাহারা নিজেদের পুরস্কার লাভ করিয়াছ।

৩। যখন তুমি দান করিবে, তখন তোমরা বাম হস্তকেও জানিতে দিবে না, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তুমি কি করিয়াছে।

৪। যাহাতে, তোমার দান গোপন থাকে। এবং তোমার পিতা যিনি গোপনেই তাহা দর্শন করেন, তিনি নিজে তোমাকে খোলাখুলি ভাবে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

৫। যখন তুমি প্রার্থনা নিবেদন করিবে, তখন কপট ব্যক্তিদের ন্যায় উহা করিও না। কারণ তাহারা সাইনাগগ এবং রাস্তায় প্রার্থনা নিবেদন করিতে ভালবাসে,

যাহাতে লোকে তাহাদিগকে দেখিতে পায়। আমি সত্যই বলিতেছি, তাহারা নিজেদের পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

৬। কিন্তু তোমরা যখন প্রার্থনা নিবেদন করিবে, তখন তোমরা একান্ত নিভৃত কক্ষে, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া, তোমার পিতা যিনি গোপনে অবস্থান করেন, তাঁহার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিও। তিনি গোপনেই উহা দর্শন করিবেন, এবং তোমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

৭। এবং প্রার্থনা কালে, অখ্রীষ্টানদের অনুরূপ অনর্থক পুনরুক্তি করিও না। কারণ, তাহারা মনে করে, তাহাদের অত্যধিক কথার জন্যই, তাহাদিগের কথা শ্রবণ করা হইবে।

৮। কাজেই তাহাদের মত হইও না কারণ, তোমাদের পিতা তোমরা উহা কামনা করিবার পূর্বেই জানিয়া থাকেন, কি তোমাদের প্রয়োজন।

৯। কাজেই তোমরা এইরূপে প্রার্থনা নিবেদন করিও: তোমাদের পিতা যিনি স্বর্গে অবস্থান করেন, তাহার নাম মহিমান্বিত হউক!

১০। স্বর্গের অনুরূপ মর্ত্যেও তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।

১১। আমরা যেমন আমাদের নিজ নিজ ঋণীগণকে ক্ষমা করিয়াছি, সেইরূপ আমাদের সকল ঋণ তুমি ক্ষমা করিও।

১২। আমাদিগকে লোভের পথে পরিচালিত করিও না, বরং শয়তানের কবল হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিও।

১৩। কারণ রাজ্য, ক্ষমতা, এবং মহিমা চিরকাল ধরিয়া তোমারই রহিয়াছে। আমেন।

১৪। কারণ, যদি তুমি অন্যায়কারীকে ক্ষমা কর তাহা হইলে, তোমাদের স্বর্গের পিতাও তোমাকে ক্ষমা করিবেন।

১৫। কিন্তু যদি তুমি অন্যায়কারীকে, তাহাদের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা না কর, তাহা হইলে, তোমার পিতাও তোমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

১৬। ইহা ভিন্ন, যখন তুমি উপবাস করিবে তখন তুমি কপট ব্যক্তিদিগের ন্যায় বিষণ্ণ বদন হইও না, কারণ, তাহারা লোককে তাহাদের উপবাস দেখাইবার জন্য, মুখ বিকৃত করিয়া রাখে। আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি, তাহারা নিজেদের পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

১৭। কিন্তু তুমি যখন উপবাস করিবে, তখন মস্তকে তৈল লেপন করিবে, এবং তোমার মুখ ধৌত করিবে।

১৮। যাহাতে, তুমি লোকের সামনে উপবাসী হিসাবে ধরা না পরিয়া, বরং তোমার পিতার নিকট ধরা পর, যিনি গোপনে অবস্থান করেন। এবং তোমার পিতা, গোপনে যিনি তোমাকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি তোমাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।

১৯। এই পৃথিবীতে তোমরা ধন সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখিও না, এই স্থানে উহা পোকায় এবং মরিচায় নষ্ট করিয়া দেয়, এবং চোর উহা ভাঙিগয়া ফেলে এবং চুরি করে।

২০। বরং স্বর্গে তোমার ধন সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখিও, সেইস্থানে পোকা অথবা মরিচায় উহা নষ্ট হইবে না, এবং সেই স্থানে চোর উহা ভাঙিগতে এবং চুরি করিতে সক্ষম হইবে না।

২১। কারণ যেই স্থানে তোমার ধন সম্পদ থাকিবে, তোমার মনও সেই স্থানে অবস্হান করিবে।

২২। দেহের আলো হইল চক্ষু; কাজেই যদি তোমার চক্ষু সরল হয় তাহা হইলে, তোমার সমস্ত শরীর আলোয় ভরিয়া উঠিবে।

২৩। কিন্তু তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তাহা হইলে তোমার সর্ব শরীরে অন্ধকার ছাইয়া যাইবে। অতএব তোমার অন্তরের যে আলো, সেই আলো যদি অন্ধকারময় হয়, তাহা হইলে সেই অন্ধকার কত ভীষণ হইবে!

২৪। কোন ব্যক্তিই দুইজন প্রভুর সেবা করিতে সক্ষম নয়। কারণ, হয় সে একজনকে ভালবাসিবে, অপরকে ঘৃণা করিবে, অথবা সে একজনের প্রতি অনুরক্ত হইবে এবং অন্যকে বঞ্চিত করিবে। তোমরা ঈশ্বর এবং ধনসম্পদ উভয়ের সেবা করিতে সক্ষম নও।

২৫। অতঃপর যীশু যখন এইসকল কথা বর্ণনা করিলেন, তখন যে বারোজনকে তিনি নির্বাচন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন: আমি যেই কথাগুলি বর্ণনা করিলাম, তাহা স্মরণ রাখিও। কারণ তোমরাই হইলে তাহারা যাহাদিগকে আমি এই জনগণকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য, নির্বাচন করিয়াছি। কাজেই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, কি ভোজন করিব, অথবা কি পান করিব, এইরূপ ভাবে তোমাদের নিজের জীবনের বিষয় অথবা কি পরিধান করিব, এইরূপ ভাবে নিজের শরীরের বিষয় চিন্তা করিও না। মাংস হইতে জীবন এবং পোষাক হইতে শরীর কি বড় নয়?

২৬। আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর কারণ, তাহারা বপন করে না, তাহারা ফসল তোলে না, এবং তাহারা উহা গোলাঘরেও সঞ্চয় করিয়া রাখে না। তবুও তোমাদের স্বর্গের পিতা তাহাদিগকে খাদ্য যোগাইয়া থাকেন। তোমরা কি তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ নও?

২৭। তোমাদের মধ্যে এমন কে রহিয়াছে, যে চিন্তা করিয়া তাহার নিজের উচ্চতা এক হস্ত মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে?

২৮। এবং কেন তোমরা পোষাকের জন্য চিন্তা কর? মাঠে স্হল কমলের কথা চিন্তা কর, কি রূপে তাহারা গড়িয়া ওঠে। তাহারা পরিশ্রম করে না, সুতাও কাটেনা, তবুও তাহারা কেমন বাড়িয়া ওঠে।

২৯। এবং তবু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, এমন কি সলোমনও তাহার এত গৌরব থাকা সত্ত্বেও, ইহাদের একটির মতও সুসজ্জিত ছিল না।

৩০। কাজেই ঈশ্বর যদি মাঠের ঘাস, যাহা আজ আছে কাল যাহাকে উনুনে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহাকে এইরূপ ভাবে সজ্জিত করিতে পারে তাহা হইলে, যদি তোমাদের অল্প বিশ্বাসও না থাকে, তবুও তিনি তোমাদিগকে কাপড়ে সজ্জিত করিবেন।

৩১। কাজেই আমরা কি ভক্ষণ করিব? কি পান করিব? অথবা কি দিয়া সজ্জিত হইব? তাহা ভাবিয়া চিন্তিত হইও না।

৩২। কারণ তোমাদের স্বর্গের পিতা এই সকল বিষয় অবিদিত রহিয়াছেন যে, এই সকল বস্তুর তোমাদের প্রয়োজন রহিয়াছে।

৩৩। কিন্তু প্রথমে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাহার ধার্মিকতার অন্বেষণ কর, তাহা হইলে, ঐ সকল বস্তু তোমাদিগকে প্রদান করা হইবে।

৩৪। কাজেই, আগামী কল্যের কথা চিন্তা করিও না। কারণ আগামী কল্য নিজেই তাহার বিষয় চিন্তা করিবে। দিনের জন্য সেই দিনের মন্দই যথেষ্ট।

পরিচ্ছেদ ১৪

ত্রাণকর্তার উপদেশ অব্যাহত রহিল---জনগণের প্রতি আরো নির্দেশ প্রদান---ম্যাথিউ ৭ এর সহিত তুলনা কর।

১। অতঃপর যখন যীশু এই সকল কথা বলিলেন---তখন তিনি জনগণের প্রতি ঘুরিলেন এবং পুনরায় তাহাদের উদ্দেশ্যে তাহার মুখ খুলিলেন, বলিলেন: আমি সত্যই তোমাদিগকে বলিতেছি যে, কাহারো বিচার করিও না, যাহাতে তোমরা বিচারের দায় লাভ না কর।

২। কারণ যেরূপ ভাবে তোমরা বিচার করিবে, সেই ভাবেই তোমরাও বিচার লাভ করিবে। এবং যেই পরিমাণে তোমরা পরিমাপ করিবে, সেই পরিমানেই তোমাদিগকে পরিমাপ করা হইবে।

৩। এবং তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা রহিয়াছে, তাহা কেন দেখিতেছ এবং তোমার নিজের চক্ষু যে কড়িকাঠ রহিয়াছে, তাহা কেন বিচার করিয়া দেখিতেছ না?

৪। অথবা তুমি কিরূপে তোমার ভ্রাতাকে বলিবে আইস তোমার চক্ষুর কুটা বাহির করিয়া দেই যেই স্থানে দেখ, তোমার নিজের চক্ষুতেই কড়িকাঠ রহিয়াছে?

৫। হে কপট ব্যক্তি, আগে তোমার নিজের চক্ষুর কড়িকাঠ বাহির করিয়া লও। অতঃপর তুমি তোমার ভ্রাতার চক্ষুর কুটা বাহির করিয়া দিবার জন্য, উহা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবে।

৬। পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে প্রদান করিও না, অথবা তোমার মুক্তা শূকরদিগের সম্মুখে ফেলিয়া দিও না, পাছে তাহারা উহা পদ দ্বারা দলিত করে, এবং পুনরায় ফিরিয়া তোমাকে ছিঁড়িয়া ফেলে।

৭। প্রার্থনা কর, উহা তোমাদিগকে প্রদান করা হইবে, খোঁজ কর তাহা হইলে তোমরা খুঁজিয়া পাইবে। দ্বারে আঘাত কর, তাহা হইলে দ্বার তোমাদের জন্য খুলিয়া যাইবে।

৮। কারণ প্রত্যেকেই যাহারা প্রার্থনা জানায় তাহারা লাভ করিতে সক্ষম হয়। এবং যে খুঁজিয়া বেড়ায়, সে খুঁজিয়া পায় এবং যে দ্বারে আঘাত করে, তাহার জন্য দ্বার খুলিয়া যায়।

৯। অথবা তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে রহিয়াছে যে, নিজের পুত্র রুটি প্রার্থনা করিলে, তাহাকে প্রস্তর প্রদান করিবে?

১০। অথবা যদি যে মৎস প্রার্থনা করে তাহাকে কি সে সর্প প্রদান করা হইবে।

১১। কাজেই তোমরা মন্দ হইয়াও, যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম বস্তু সকল কি ভাবে প্রদান করিতে হয়, তাহা জানিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে, স্বর্গে অবস্থান কারণ তোমাদের যে পিতা, তিনি তাহার কাছে যাহারা প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে কত উত্তম বস্তু দান করিবেন?

১২। অতএব তোমরা সকল বিষয়ই, যাহা লোকে তোমাদের প্রতি করুক বলিয়া তোমরা ইচ্ছা কর তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিবে, কারণ, ইহাই হইল আইন, এবং প্রেরিত পুরুষদের কথা।

১৩। সংকীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও কারণ, ধ্বংসের পথে যাহা তোমাকে লইয়া যাইবে সেই দ্বার প্রশস্ত, এবং সেই রাস্তা পরিসর। এবং অনেকেই সেই পথে প্রবেশ করিবে।

১৪। কারণ, যাহা তোমাকে জীবনের পথে লইয়া যাইবে, সেই দ্বার সংকীর্ণ, এবং পথ অপরিসর, এবং অল্প লোকই সেই পথের সন্ধান লাভ করিবে।

১৫। ভন্ড নবীগণ হইতে সাবধান। যাহারা মেষের পোষাক পরিধান করিয়া, তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে কিন্তু তাহারা অন্তরে হিংস্র নেকড়ে বাঘ।

১৬। তোমরা তাহাদের ফল হইতেই, তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে? লোকে কি কন্টক হইতে দ্রাক্ষাফল, অথবা কাঁটাগাছ হইতে ডুমুর ফল, সংগ্রহ করিয়া থাকে?

১৭। এই প্রকারে প্রত্যেকটি ভাল গাছ ভাল ফল প্রদান করে, কিন্তু একটি মন্দ গাছ মন্দ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

১৮। একটি ভাল গাছ মন্দ ফল প্রদান করিতে, অথবা একটি মন্দ গাছ ভাল ফল প্রদান করিতে পারে না।

১৯। প্রত্যেকটি গাছ যাহা ভাল ফল প্রদান করিতে পারে না তাহাকে কাটিয়া ফেলা হয়, এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়।

২০। কাজেই তোমরা উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে সক্ষম হইবে।

২১। যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে না, বরং যে ব্যক্তি আমার পিতা, যিনি স্বর্গে অবস্থান করেন, তাহার ইচ্ছা পালন করে, সেই ব্যক্তি সেই স্থানে প্রবেশ করিবে।

২২। অনেকেই আমাকে সেই দিন বলিবে হে প্রভু, তোমার নামেই কি আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করি নাই, এবং তোমার নামেই কি আমরা শয়তানকে বহিষ্কার করি নাই, এবং তোমার নামেই কি আমরা অনেক আশ্চর্যজনক কার্য সম্পন্ন করি নাই?

২৩। তখন আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বলিব: আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই, হে তোমরা অন্যায়কারীগণ আমার নিকট হইতে, তোমরা দূর হও।

২৪। কাজেই যে কেহ আমার এই সকল বাণীগুলি শ্রবণ করিয়া, তাহা পালন করিবে আমি তাহাকে বুদ্ধিমান বলিয়া পছন্দ করিব, কারণ সে প্রস্তরের উপর নিজের গৃহ নির্মাণ করিল।

২৫। ইহার পর যখন বৃষ্টি নামিবে, এবং বন্যা হইবে এবং বায়ু প্রবাহিত হইবে, এবং উহা সেই গৃহে আঘাত করিবে, কিন্তু, তথাপি উহা পতিত হইবে না কারণ, গৃহটি প্রস্তরের উপর নির্মিত হইয়াছিল।

২৬। এবং প্রত্যেকে যাহারা আমার এই সকল কথা শ্রবণ করিবে কিন্তু তাহা পালন করিবে না তাহারা নির্বোধ বলিয়া পরিগণিত হইবে কারণ, তাহারা বালির উপর গৃহ নির্মাণ করিল----

২৭। এবং যখন বৃষ্টি নামিবে, বন্যা আসিবে এবং বায়ু প্রবাহিত হইয়া গৃহগুলিতে আঘাত করিবে, তখন উহার পতন ঘটিবে, এবং সেই পতন হইবে নিদারুণ।

পরিচ্ছেদ ১৫

মুসার আইনকে রহিত করা হইল---আইন প্রণেতা আইনকে পরিপূর্ণ করিলেন---অন্য দলের মেষ।

১। অতঃপর যখন যীশু তাঁহার এই ভাষণ সমাপ্ত করিলেন, তখন তিনি চারিদিকে জনগণের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন: দেখ আমার পিতার নিকট গমনের পূর্বে, আমি তোমাদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিলাম তাহা তোমরা শ্রবণ করিয়াছ। কাজেই যে ব্যক্তি আমার এই সকল কথা স্মরণ রাখিবে, এবং উহাদিগকে পালন করিবে, তাহাকেই কেবল আমি শেষ বিচারের দিন প্রতিষ্ঠিত করিব।

২। অতঃপর যীশু যখন এই সকল কথা বর্ণনা করিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সেই জনগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি, মুসার আইনের বিষয় তিনি কি করিবেন, সেই বিষয় বিচলিত এবং উৎসুক হইয়াছে। কারণ, তাহারা এই কথা বুঝিতে সক্ষম হইতেছিল না যে, সকল পুরাতন বিষয় গত হইয়া গিয়াছে, এবং সকল বিষয় নূতন করিয়া হইয়াছে।

৩। এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: আমি যে তোমাদিগকে বলিয়াছি সকল পুরাতন বিষয় গত হইয়া গিয়াছে, এবং সকল বিষয় নূতন করিয়া হইয়াছে, এই সম্বন্ধে অবাক হইও না।

৪। দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, মুসার নিকট যেই আইন প্রদান করা হইয়াছিল, সেই আইন পরিপূর্ণ হইয়াছে।

৫। দেখ, আমিই সেই ব্যক্তি যে আইন প্রদান করিয়াছিলাম, এবং আমিই সেই ব্যক্তি যে, ইসরায়েলে আমার লোকদিগের সহিত চুক্তি করিয়াছিলাম; কাজেই আমার আইন পূর্ণ হইয়াছে। কারণ আমি নিজেই সেই আইন পরিপূর্ণ করিবার জন্য, আগমন করিয়াছি। কাজেই ইহা সমাপ্ত হইয়াছে।

৬। দেখ, আমি প্রেরিত পুরুষদিগকে নষ্ট করিয়া দেই নাই কারণ দেখ, যাহা কিছু আমাতে পূর্ণ হয় নাই, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি সেই সকলই পরিপূর্ণ হইবে।

৭। এবং যেহেতু আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, পুরাতন বস্তু সকলের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে ইহার অর্থ এই নয়, যে সকল বস্তুর আবির্ভাব ঘটিবে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেইগুলি আমি নষ্ট করিয়া দিয়াছি।

৮। কারণ দেখ, আমার লোকদের সহিত আমি যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরিপূর্ণ হয় নাই। কিন্তু মুসার নিকট যে আইন প্রদান করা হইয়াছিল, আমাতে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

৯। দেখ, আমিই আইন এবং আলো। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এবং শেষ পর্যন্ত সহ্য করিয়া যাও, তাহা হইলে, তোমরা বাঁচিয়া যাইবে। কারণ যে শেষ পর্যন্ত সহ্য করিবে, তাহাকেই আমি অনন্ত জীবন প্রদান করিব।

১০। দেখ, আমি তোমাদিগকে আদেশসমূহ প্রদান করিয়াছি; কাজেই আমার আদেশগুলি পালন করিয়া চলিও। এবং ইহাই হইল আইন, এবং প্রেরিত পুরুষগণের বাণী, কারণ তাহারা সত্য সত্যই আমার হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল।

১১। অতঃপর যখন যীশু এই সকল কথা বর্ণনা করিলেন তখন যে, বারো জনকে তিনি নির্বাচন করিয়াছিলেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন।

১২। তোমরা আমার শিষ্য: এবং তোমরা এই জনগণ, যাহারা যোষেফের পরিবারের অবশিষ্টাংশ, তাহাদের নিকট একটি আলোর সদৃশ।

১৩। এবং দেখ, এই ভূমি তোমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছ। এবং পিতা তোমাদিগকে ইহা প্রদান করিয়াছেন।

১৪। এবং পিতা আমাকে কখনই এইরূপ আদেশ করেন নাই যে, ইহা আমি জেরুজালেমে তোমাদের ভ্রাতাদিগের নিকট বর্ণনা করিব।

১৫। অথবা পিতা আমাকে এইরূপ আদেশও প্রদান করেন নাই যে, আমি তাহাদিগের নিকট ইসরায়েলের পরিবারের অন্যান্য গোষ্ঠী সমূহ, যাহাদিগকে পিতা সেই ভূমি হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের বিষয় তাহাদের নিকট বলিব।

১৬। পিতা আমাকে এই পর্যন্ত, আদেশ করিয়াছেন যে আমি তাহাদিগকে এইরূপ বলিব:

১৭। যে, অন্য মেষসকল যাহারা এই দলের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহাদিগকেও আমার দলে আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবে। এবং একটিই মাত্র মেষের দল, এবং একজন মেষপালক রহিবে।

১৮। এবং যখন তাহাদের একগুঁয়েমি এবং অবিশ্বাসের জন্য, তাহারা আমার কথা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। কাজেই আমি পিতার এই বিষয়, তাহাদের নিকট আর কিছু না বলিবার জন্য, আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।

১৯। কিন্তু আমি সত্যই বলিতেছি যে, পিতা আমাকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তাহাদিগের পাপের জন্যই, তোমরা তাহাদিগের নিকট হইতে পৃথক হইয়াছ। কাজেই তাহাদের পাপের কারণেই, তাহারা তোমাদের সম্বন্ধে জানিতে সক্ষম হয় নাই।

২০। এবং তোমাদিগকে আমি নিশ্চয় করিয়া, পুনরায় বলিতেছি যে, অন্য যে সকল গোষ্ঠীগুলিকে পিতা; তাহাদের নিকট হইতে পৃথক করিয়াছেন, তাহাদের পাপের জন্য, তাহারা তাহাদের বিষয়ও কিছু জানে না।

২১। এবং আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি, যাহাদের কথা আমি বর্ণনা করিয়াছি তোমরাই হইলে তাহারা; আমার অন্যান্য মেষ সকল; যাহারা দলের মধ্যে নাই, তাহাদিগকে অবশ্যই দলে আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবে। এবং একটিই মাত্র মেষের দল এবং একজনই মেষপালক থাকিবে।

২২। এবং তাহারা আমার কথা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারা মনে করিয়াছিল উহারা হইল অইহুদিগণ। কারণ তাহারা ইহা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই যে, অইহুদিগণ তাহাদের প্রচারের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হইবে।

২৩। এবং তাহারা আমার এই কথাও বুঝিতে সক্ষম হয় নাই যে, আমি বলিয়াছি, তাহারা আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতে সক্ষম হইবে। এবং তাহারা ইহাও বুঝিতে সক্ষম হয় নাই, যে অইহুদিগণ কখনই আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবে না----এবং আমি একমাত্র পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ভিন্ন, কখনই নিজে তাহাদের নিকট প্রকাশ করিব না।

২৪। কিন্তু দেখ তোমরা আমার দর্শন লাভ করিয়াছ, এবং আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়াছ। এবং তোমরা আমার মেষ এবং পিতা আমাকে যাহাদিগকে দান করিয়াছেন, তোমরা তাহাদের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

পরিচ্ছেদ ১৬

তথাপি আর একটি দলের জন্য ত্রাণকর্তার বাণী শ্রবণ করা বাকী ছিল---বিশ্বাসী অইহুদি ব্যক্তিগণের জন্য আশীর্বাদ ----যাহারা শাস্ত্রবাণী প্রত্যাখ্যান করিবে, তাহাদের অবস্থা---মহাপুরুষ ইসায়েহের কথা উদ্ধৃত করা হইল।

১। তোমাদিগকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আমার আরো মেষ রহিয়াছে, তাহারা এই ভূমিতে বাস করে না, এবং তাহারা জেরুজালেমেও বাস করে না, অথবা তাহারা চারিদিকে আমি যাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছি, সেইরকম কোন ভূমির কোন অংশে বাস করে না।

২। কারণ, যাহাদের কথা আমি বর্ণনা করিতেছি, তাহারা হইল সেই সকল ব্যক্তি যাহারা এখনও আমার বাণী শ্রবণ করে নাই, এবং কোন সময়ই আমি তাহাদের নিকট আমার নিজেকে প্রকাশ করি নাই।

৩। কিন্তু আমি পিতার নিকট হইতে এইরূপ একটি আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি যে, আমাকে তাহাদের নিকট গমন করিতে হইবে যাহাতে, তাহারা আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিতে, এবং আমার মেষের দলের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে যাহাতে একটি মাত্র মেষের দল, এবং একজন মাত্র মেষ পালক থাকিতে পারে। কাজেই আমি তাহাদের নিকট নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য গমন করিতেছি।

৪। এবং আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি যে, আমি প্রস্থান করিবার পর, তোমরা এই সকল বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে যাহাতে যদি এইরূপ হয় যে, জেরুজালেমে আমার লোকেরা যাহারা আমাকে দর্শন করিয়াছে এবং আমার যাজকত্বের সময় অবস্থান করিয়াছে, তাহারা আমার নামে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না জানায় যাহাতে তাহার পবিত্র আত্মার বিষয় এবং অন্যান্য গোষ্ঠী যাহাদের তাহারা চেনে না তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। তাহা হইলে এই বাণীগুলি যাহা তোমরা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে তাহা রক্ষা করা হইবে এবং অইহুদিগণের নিকট প্রকাশ করা হইবে যাহাতে, অইহুদিগণের পূর্ণতার দ্বারা, সেই লোকদিগের বংশের অবশিষ্টাংশ যাহারা তাহাদের পাপের কারণে, পৃথিবীর বুকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরিয়াছে তাহারা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, অথবা আমার সম্বন্ধে অর্থাৎ তাহাদের মুক্তিদাতার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়।

৫। এবং তখন আমি পৃথিবীর চারিঅংশ হইতে তাহাদিগকে একত্রিত করিব, এবং পিতা ইসরায়েলের দশ পরিবারের সকল ব্যক্তির সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন, তাহা আমি পরিপূর্ণ করিব।

৬। এবং সেই অইহুদিগণ যাহারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং পবিত্র আত্মা, যে তাহাদের নিকট আমার এবং পিতার সাক্ষ্য বহন করে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহারা ধন্য।

৭। কারণ, পিতা বলিয়াছেন আমার প্রতি তাহাদের বিশ্বাসের জন্য, এবং হে ইসরায়েলের পরিবার তোমাদের অবিশ্বাসের জন্য পরবর্তী কালে এই পরম সত্য অইহুদিগণের নিকট প্রকাশিত হইবে, যাহাতে এই সকল বস্তুর পূর্ণতা তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইবে।

৮। কিন্তু অইহুদিগণের মাঝে যাহারা অবিশ্বাসী হইবে তাহাদের জন্য দুঃখ হয়। কারণ, এই ভূমিতে আগমন করা সত্ত্বেও এবং আমার লোকেরা যাহারা ইসরায়েলের পরিবার তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা; এবং আমার লোকেরা যাহারা

ইসরায়েলের পরিবার তাহাদিগকে তাহাদের মধ্য হইতে বহিষ্কার করা; এবং তাহাদের দ্বারা তাহারা পদদলিত হওয়া সত্ত্বেও।

৯। এবং অইহুদিগণের প্রতি পিতার করুণার নিমিত্ত এবং আমার লোকেরা যাহারা ইসরায়েলের পরিবার তাহাদের প্রতি ন্যায় বিচারের কারণে আমি সত্য সত্যই তোমাদিগকে বলিতেছি যে, এই সকল কিছুর পর, এবং আমি আমার লোকেরা যাহারা ইসরায়েলরের পরিবার তাহাদিগের আঘাতে জর্জরিত হইবার, দুঃখ কষ্ট ভোগ করিবার, নিহত হইবার এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে বহিষ্কার হইবার, এবং তাহাদিগের দ্বারা ঘৃণীত হইবার, এবং তাহাদের দ্বারা ধিকৃত এবং তাহাদের মধ্যে একটি প্রবাদে পরিণত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছি---

১০। এবং এইরূপে পিতা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে আমি তোমাদিগকে বলিব: যেদিন অইহুদিগণ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে পাপ করিবে, এবং সকল জাতির ঊর্ধ্বে এবং পৃথিবীর সকল জনগণের ঊর্ধ্বে, তাহারা অহংকারে স্ফীত হইয়া উঠিবে এবং সকল প্রকার মিথ্যায়, প্রতারণায়, হীনতা এবং সকল প্রকার চাতুর্য, হত্যা, পুরোহিত দিগের অপকৌশল, বেশ্যাবৃত্তি এবং গুপ্ত জঘণ্য কার্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে; এবং যদি তাহারা এই সকল কার্যগুলিতে লিপ্ত হয় এবং আমার শাস্ত্রের পরিপূর্ণতাকে প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে দেখ, পিতা বলিয়াছেন যে, আমি তাহাদের মধ্য হইতে আমার শাস্ত্রের পরিপূর্ণতা বাহির করিয়া আনিব।

১১। এবং ইহার পর আমি আমার লোকদিগের সহিত যে চুক্তি সম্পন্ন করিয়াছিলাম, হে ইসরায়েলের পরিবার, আমি তাহাদিগের নিকট আমার শাস্ত্র আনয়ন করিব।

১২। এবং হে ইসরায়েলের জনগণ, আমি তোমাদিগের নিকট ইহাই প্রদর্শন করিব যে, অইহুদিগণেরা তোমাদের অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না, এবং আমি, হে ইসরায়েলের জনগণ, তোমাদের সহিত আমার চুক্তির কথা স্মরণ রাখিব, এবং তোমরা আমার শাস্ত্রের পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

১৩। কিন্তু যদি অইহুদিগণ অনুতাপ করে, এবং আমার পথে প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে পিতা বলিয়াছেন, হে ইসরায়েলের পরিবার তোমরা দেখ, তাহারা আমার লোকদিগের মাঝে পরিগণিত হইবে।

১৪। এবং আমি আমার জনগণ, যাহারা ইসরায়েলের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাহাদিগকে, তাহাদের মাঝে গমন পূর্বক, তাহাদিগকে পদদলিত করিতে দিবনা।

১৫। কিন্তু তাহারা যদি আমার নিকট প্রত্যাবর্তন না করে এবং আমার কণ্ঠস্বরের প্রতি মনোযোগ প্রদান না করে তাহা হইলে, আমি তাহাদিগকে কষ্ট প্রদান করিব এবং আমি আমার জনগণ, হে ইসরায়েলের পরিবার, আমি এইরূপ করিব যে, তাহারা তাহাদিগের মাঝে গমন করিবে এবং তাহাদিগকে পদদলিত করিবে, এবং তাহারা, যে লবণের কোন স্বাদ নাই এবং যাহা কোন কার্যের উপযোগী নয় বরং ফেলিয়া দিবার যোগ্য সেইরূপ হইবে এবং আমার জনগণের, হে ইসরায়েলের পরিবার পদদলিত হইবার যোগ্য হইবে।

১৬। শপথ করিয়া আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, এইরূপ ভাবেই পিতা আমাকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন----আমি এই জনগণকে এই ভূমিটি তাহাদিগের উত্তরাধিকারের জন্য প্রদান করিব।

১৭। এবং এইরূপে মহাপুরুষ ইসায়াহর বাণী পরিপূর্ণ হইবে, যাহাতে বলা হইয়াছে:

১৮। তোমাদের প্রহরীগণ তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উচ্চে তুলিয়া ধরিবে, এবং একত্রিত হইয়া তাহারা গাহিতে থাকিবে, কারণ প্রভু যখন জাইয়নকে আনয়ন করিবেন, তখন তাহারা সকলেই একমত হইবে।

১৯। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হও, একত্রে গান কর, হে জেরুজালেমের বিধ্বস্ত ভূমিসকল: কারণ প্রভু তাহার লোকদিগকে শান্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি জেরুজালেমকে মুক্ত করিয়াছেন।

২০। প্রভু তাহার পবিত্র বাহু সকল জাতির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। এবং পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত সকলে ঈশ্বরের মুক্তি দেখিবে।

পরিচ্ছেদ ১৭

ত্রাণকর্তার নির্দেশ অব্যাহত রহিল----হারাইয়া যাওয়া গোষ্ঠীগুলি----ত্রাণকর্তা রুগ্ন ব্যক্তিকে আরোগ্য করিলেন এবং শিশুদিগকে আশীর্বাদ করিলেন---একটি চমৎকার এবং মর্মস্পর্শী দৃশ্য।

১। দেখ, এখন এইরূপ ঘটিল, এই সকল কথাগুলি বলিবার পর, যীশু চতুর্দিকে জনগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: দেখ আমার সময় সন্নিকটবর্তী।

২। আমি দেখিতে পাইতেছি যে, তোমরা দুর্বল; যাহার ফলে তোমরা আমার সকল বক্তব্য, যেগুলি আমি পিতার নিকট হইতে এই সময় তোমাদের কাছে বলিবার জন্য; আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই কথাগুলি তোমরা বুঝিতে সক্ষম হইতেছ না।

৩। কাজেই তোমরা তোমাদের গৃহে গমন কর, এবং আমি তোমাদের নিকট যাহা বর্ণনা করিলাম সেই বিষয় চিন্তা করা, এবং আমার নামে পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন কর, যাহাতে তোমরা এই সকল বুঝিতে সক্ষম হও, এবং আগামী কল্যের জন্য তোমাদের মনকে প্রস্তুত কর, এবং আমি পুনরায় তোমাদের নিকট আগমন করিব।

৪। কিন্তু এখন, আমি আমার পিতার নিকট গমন করিব, এবং অন্যান্য হারাইয়া যাওয়া গোষ্ঠীগুলির নিকটেও, দর্শন দান করিবার জন্য গমন করিব। কারণ পিতার নিকট হইতে, তাহারা হারাইয়া যায় নাই। তিনি জানেন কোথায় তিনি তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছেন।

৫। অতঃপর এইরূপ ঘটিল যে, যখন যীশু এইরূপভাবে বর্ণনা করিলেন, তখন তিনি পুনরায় চতুর্দিকে জনতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং দেখিলেন, তাহাদের চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে এবং তাহারা তাঁহার প্রতি এরূপ দৃঢ়তার সহিত তাকাইয়া রহিয়াছে যেন, তাহারা তাঁহাকে আরো কিছু সময় থাকিবার জন্য মিনতি করিতেছে।

৬। তখন তিনি তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন দেখ, তোমাদের প্রতি মমতায় আমার পাত্র পূর্ণ হইয়াছে।

৭। তোমাদের মাঝে কেহ রুগ্ন রহিয়াছে কি? তাহাকে এই স্থানে আনয়ন কর। তোমাদের মাঝে কেহ পঙ্গু অথবা অন্ধ অথবা, পঙ্গু অথবা বিকলাঙ্গ অথবা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, অথবা নির্জীব বা বধির অথবা যে কোন রকম যন্ত্রণায় আক্রান্ত রহিয়াছে কি? তাহাকে এই স্থানে আনয়ন কর, আমি তাহাদিগকে রোগমুক্ত করিব, কারণ তোমাদের প্রতি আমার মমতা হইয়াছে, আমার পাত্র তোমাদের জন্য করুণায় পূর্ণ হইয়াছে।

৮। কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি, তোমরা কামনা করিতেছ যে, তোমাদের ভ্রাতাদিগের নিকট জেরুজালেমে আমি যাহা প্রদর্শন করিয়াছি তোমাদের নিকটও তাহা করি, কারণ আমি দেখিতেছি যে তোমাদিগকে আরোগ্য করিবার জন্য, পর্যাপ্ত বিশ্বাস তোমাদের মাঝে রহিয়াছে।

৯। অতঃপর যখন তিনি এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিলেন তখন সকল জনতা একত্রিত হইয়া তাহাদের রুগ্ন, যন্ত্রণায় কাতর, পঙ্গু এবং তাহাদের অন্ধ ও তাহাদের বোবা এবং তাহাদের সেই সকল ব্যক্তি যাহার নানান রকম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া সামনে অগ্রসর হইল। এবং যাহাদিগকে তাহাদের নিকট আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে তিনি আরোগ্য করিলেন।

১০। এবং তাহাদের সকলেই, যাহারা আরোগ্য লাভ করিল, এবং যাহারা সুস্থ ছিল তাহারা সকলেই তাঁহার পদতলে মস্তক স্থাপন করিল, এবং তাঁহার আরাধনা করিল। এবং যত লোক তাহার নিকট আগমন করিল তাহারা সকলেই তাঁহার পদচুম্বন করিল, এত বেশী করিল যাহাতে তাঁহার পদ তাহাদের অশ্রুজলে ধৌত হইয়া গেল।

১১। অতঃপর তিনি তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

১২। কাজেই তাহারা তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে আনয়ন করিল এবং তাঁহার চারিপার্শ্বে ভূমিতে তাহাদিগকে স্থাপন করিল, এবং যীশু তাহাদের মধ্যে দন্ডায়মান হইলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সকলকে তাহাদের নিকট আনয়ন করা হইল, ততক্ষণ পর্যন্ত জনতা পথ করিয়া দিল।

১৩। অতঃপর যখন তাহাদের সকলকে আনয়ন করা হইল, এবং যীশু তাহাদিগের মধ্যে দন্ডায়মান হইলেন, তখন তিনি সকল জনতাকে ভূমিতে নতজানু হইতে আদেশ করিলেন।

১৪। অতঃপর যখন তাহারা ভূমিতে নতজানু হইল, তখন যীশু নিজে নিজে গভীর ভাবে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন: পিতা ইসরায়েলের পরিবারের লোকদিগের পাপের জন্য আমি কষ্ট ভোগ করিয়াছি।

১৫। এবং এই কথা বলিবার পর তিনি নিজেও ভূমির উপরে নতজানু হইলেন; এবং দেখ, তিনি পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিলেন, এবং যে বিষয়গুলি তিনি প্রার্থনা করিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নয়। এবং যে জনতা তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়াছিল, তাহারাই তাহার ইতিহাস বহন করিয়াছে।

১৬। এবং এইরূপে তাহারা ইহার সাক্ষ্য বহন করিয়াছিল : যখন যীশু পিতার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন এত চমৎকার এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা ইতিপূর্বে কেহ দর্শন করে নাই অথবা শ্রবণ করে নাই।

১৭। কোন ভাষায় তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, অথবা কোন ব্যক্তি দ্বারা উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নয়, অথবা জনগণের হৃদয়ের জন্য, আমরা যীশু কথা বলিবার সময় যে চমৎকার বস্তু ঘটিতে দেখিলাম এবং শ্রবণ করিলাম তাহা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এবং যখন তাহাকে আমাদের জন্য; পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিতে শুনিলাম তখন আমাদের যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহাও কাহারো পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়।

১৮। অতঃপর যীশু যখন পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন সমাপ্ত করিলেন, তখন তিনি দণ্ডায়মান হইলেন: কিন্তু জনতার আনন্দ তখন এত বেশী ছিল যে তাহারা তাহাতেই অভিভূত ছিল।

১৯। অতঃপর যীশু তাহাদের উদ্দেশ্যে কথা বলিলেন, এবং তাহাদিগকে উঠিতে আদেশ করিলেন।

২০। এবং তাহারা ভূমি হইতে উত্থিত হইল, এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: তোমাদের বিশ্বাসের জন্য, তোমরা ধন্য। এবং এখন দেখ আমার আনন্দও পরিপূর্ণ হইয়াছে।

২১। এবং যখন তিনি এই কথগুলি বলিলেন তখন তিনি অশ্রুসিক্ত হইলেন; এবং জনতা তাহার সাক্ষ্য বহন করিল, এবং তিনি তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে একজন একজন করিয়া কাছে লইলেন, তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন, এবং পিতার নিকট তাহাদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করিলেন।

২২। এবং এই সকল সমাপ্ত করিবার পর তিনি পুনরায় অশ্রুসিক্ত হইলেন।

২৩। এবং তিনি জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন : তোমাদের শিশু সন্তানদিগকে দেখ।

২৪। এবং দেখিতে গিয়া, তাহারা স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; এবং তাহারা দেখিল স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গেল, এবং তাহারা আরো দেখিল, দেবদূতগণ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতেছেন, যেন তাহারা অগ্নির মধ্য হইতে অবতরণ করিতেছেন, এবং তাহারা নামিয়া আসিয়া সেই শিশুদিগকে বেষ্টন করিয়া

দন্ডায়মান হইলেন, এবং তাঁহারা অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন। এবং দেবদূতগণেরা তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলেন।

২৫। জনতা তাহা দর্শন করিল এবং তাহার সাক্ষ্য বহন করিল; এবং তাহারা জানে যে, তাহাদের সাক্ষ্য সত্য কারণ তাহাদের সকলেই তাহা দর্শন করিয়াছিল এবং শ্রবণ করিয়াছিল, এবং তাহারা সংখ্যায় দুই হাজার পাঁচশত জন ছিল। এবং তাহাদের মধ্যে পুরুষ, মহিলা এবং শিশুও ছিল।

পরিচ্ছেদ ১৮

নেফাইতগণের মধ্যে রুটি এবং মদ্য দ্বারা প্রভুর ভোজ প্রতিষ্ঠা করা হইল---প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হইল---পবিত্র আত্মা প্রদান করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

১। অতঃপর যীশু তাহার শিষ্যদিগকে আদেশ করিলেন যাহাতে তাহারা তাঁহার নিকট রুটি এবং মদ্য আনয়ন করে।

২। এবং যখন তাহারা মদ্য এবং রুটির জন্য গমন করিল, তখন তিনি জনতাকে আদেশ করিলেন যাহাতে তাহারা ভূমির উপর উপবেশন করে।

৩। এবং যখন শিষ্যগণ রুটি এবং মদ্য লইয়া আগমন করিলেন, তখন তিনি রুটি গ্রহণ করিলেন ইহাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং তিনি উহা তাহার শিষ্যদিগকে প্রদান করিলেন, এবং ভক্ষণ করিতে বলিলেন।

৪। যখন তাঁহারা উহা ভক্ষণ করিলেন এবং পরিতৃপ্ত হইলেন, তখন যীশু উহা জনতাকে প্রদান করিতে আদেশ করিলেন।

৫। এবং যখন জনতা উহা ভক্ষণ করিল এবং পরিতৃপ্ত হইল, তখন তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন: দেখ তোমাদের মধ্য হইতে একজনকে কার্যভার প্রদান করা হইবে, এবং তাহাকে আমি রুটি খন্ডিত করিবার, ইহাকে আশীর্বাদ করিবার এবং আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহারা ইহা বিশ্বাস করিবে, এবং আমার নামে দীক্ষা গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে উহা প্রদান করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিব।

৬। এবং তোমরা সকল সময় ইহা পালন করিবে, আমি যেইরূপ ভাবে করিলাম এবং যেইরূপ ভাবে রুটি ভাঙিগলাম এবং উহাকে আশীর্বাদ করিলাম এবং তোমাদিগকে উহা প্রদান করিলাম সেইরূপ করিবে।

৭। এবং ইহা তোমরা আমার দেহ যাহা তোমাদিগকে আমি প্রদর্শন করাইয়াছি তাহার স্মরণে করিবে। এবং ইহার দ্বারা পিতার নিকট তোমরা এই সাক্ষ্য বহন করিবে যে, তোমরা সর্বদা আমাকে স্মরণ রাখিয়াছ। এবং যদি তোমরা সর্বদা আমাকে স্মরণ কর তাহা হইলে, তোমরা সর্বদা আমার আত্মাকে তোমাদের সহিত পাইবে।

৮। অতঃপর তিনি যখন এইরূপ বলিতেছিলেন তখন তিনি তাহার শিষ্যদিগকে পেয়ালা হইতে মদ্য পান করিতে, এবং অতঃপর উহা জনগণকে প্রদান করিতে, যাহাতে তাহারাও উহা পান করিতে পারে, তাহার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

৯। অতঃপর তাহারা ঐরূপ করিলেন এবং উহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এবং ইহার পর তাহারা জনগণকে উহা প্রদান করিলেন এবং তাহারাও উহা পান করিল এবং পরিতৃপ্ত হইল।

১০। এবং শিষ্যেরা এইরূপ করিবার পর যীশু তাহাদিগকে বলিলেন: তোমরা ধন্য কারণ যাহা তোমরা করিয়াছে, তাহাতে আমার আদেশ তোমরা রক্ষা করিয়াছে, এবং ইহা পিতার নিকট এই সাক্ষ্য বহন করে যে, আমি তোমাদিগকে যে আদেশ প্রদান করিব তাহা পালন করিতে তোমরা ইচ্ছুক।

১১। এবং ইহা তোমরা তাহাদের নিকট যাহারা অনুতাপ করিবে, এবং আমার নামে দীক্ষা গ্রহণ করিবে তাহাদের জন্য সর্বদা সম্পন্ন করিবে: এবং আমার রক্তের স্মরণে, যাহা তোমাদের জন্য আমি প্রদান করিয়াছি, তাহার স্মরণে করিবে, যাহাতে তোমরা পিতার নিকট এই সাক্ষ্য বহন করিতে সক্ষম হও যে তোমরা আমাকে স্মরণ কর। এবং তোমরা যদি সর্বদা আমাকে স্মরণ রাখ, তাহা হইলে আমার আত্মা, সর্বদা তোমাদের সহিত রহিবে।

১২। এবং আমি তোমাদিগকে এই আদেশ প্রদান করিতেছি যে, তোমরা এইরূপ করিবে। এইরূপ করিলে তোমরা আশীর্বাদ লাভ করিবে কারণ তাহা হইলে, তোমরা আমার প্রস্তরের উপর নির্মিত হইবে।

১৩। এবং তোমাদের মধ্যে কেহ ইহা অপেক্ষা কম, বা বেশী করিলে, সে আমার প্রস্তরের উপর নির্মিত হইবে না বরং বালির ভিতের উপর প্রস্তুত হইবে: এবং যখন বৃষ্টি নামিবে, বন্যা আসিবে, এবং ঝড় উঠিবে, ও উহাকে আঘাত করিবে, তখন উহা পতিত হইবে। এবং নরকের দ্বার তাহাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

১৪। কাজেই যদি তোমরা আমার আদেশ, যাহা পিতা আমাকে তোমাদিগকে প্রদান করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন তাহা পালন কর তাহা হইলে তোমরা ধন্য।

১৫। আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি যে, দেখিও যাহাতে তোমরা সর্বদা প্রার্থনা কর এবং নিশিপালন করা যাহাতে পাছে তোমরা শয়তান কর্তৃক প্রলোভিত না হও, এবং তাহার দাসে পরিণত হইবার পথে, পরিচালিত না হও।

১৬। এবং আমি যে রূপে তোমাদের মাঝে প্রার্থনা নিবেদন করিলাম তোমরা সেইরূপ ভাবে আমার সম্প্রদায়ে, আমার জনগণ যাহারা অনুতাপ করিবে, এবং আমার নামে দীক্ষা গ্রহণ করিবে, তাহাদের মাঝে প্রার্থনা নিবেদন করিবে। দেখ আমিই হইলাম আলো; আমি তোমাদের নিকট একটি আদর্শ স্থাপন করিলাম।

১৭। অতঃপর যীশু তাহার শিষ্যদিগকে এই কথাগুলি বলিবার পর, তিনি পুনরায় জনতার প্রতি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেনঃ

১৮। দেখ, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা অবশ্যই সর্বদা প্রার্থনা করিবে এবং নিশি পালন করিবে, কারণ পাছে তোমরা শয়তান কর্তৃক প্রলোভিত

হও; কারণ শয়তান তোমাদিগকে লাভ করিতে ইচ্ছা করে, যাহাতে সে গমের মত তোমাদিগকে ইচ্ছামত চালুনি দ্বারা ঝাঁকিতে সক্ষম হয়।

১৯। কাজেই তোমরা অবশ্যই আমার নামে, পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিবে।

২০। এবং আমার নামে তোমরা পিতার নিকট যাহাই প্রার্থনা করিবে যাহা ন্যায় সঙ্গত, এবং যাহা লাভ করিবে বলিয়া তোমরা বিশ্বাস করিবে, দেখ, উহা তোমাদিগকে প্রদান করা হইবে।

২১। তোমাদের পরিবারের মাঝে সর্বদা আমার নামে পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিও, যাহাতে তোমাদের স্ত্রী এবং সন্তানগণ আশীর্বাদ লাভ করিতে সক্ষম হয়।

২২। এবং দেখ, তোমরা প্রায়ই একত্রে মিলিত হইবে, এবং যখন তোমরা একত্রিত হইবে তখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট আগমন করিতে বাধা প্রদান করিবে না, বরং তাহারা যাহাতে তোমাদের নিকট আগমন করিতে পারে, সেই জন্য তাহাদিগকে বাধা প্রদান না করিয়া, বরং সাহায্য করিবে।

২৩। বরং তোমরা তাহাদিগের জন্য প্রার্থনা করিবে, এবং তাহাদিগকে বহিষ্কার করিবে না। এবং যদি প্রায়ই তাহারা তোমাদের নিকট আগমন করে তাহা হইলে, তোমরা আমার নামে পিতার নিকট তাহাদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করিবে।

২৪। এইরূপে তোমরা তোমাদের আলোর বর্তিকা ধারণ করিবে, যাহাতে সকল পৃথিবীর নিকট ইহা উজ্জ্বল হইয়া থাকে। দেখ আমি হইলাম সেই আলো, যাহা তোমরা তুলিয়া ধরিবে---যাহা তোমরা আমাকে করিতে দেখিয়াছ। দেখ আমাকে তোমরা পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিতে দেখিয়াছ, এবং তোমরা উহার সাক্ষ্য রহিয়াছ।

২৫। এবং তোমরা দেখিয়াছ যে, আমি তোমাদের কাহাকেও চলিয়া না যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছি, বরং তোমাদিগকে আমার নিকটে আসিবার জন্য আদেশ, করিয়াছি; যাহাতে তোমরা দর্শন করিতে, এবং অনুভব করিতে সক্ষম হও। পৃথিবীর জন্যও তোমরা ঐরূপ করিবে এবং যাহারা এই আদেশ লঙ্ঘন করিবে, তাহারা প্রলোভনের পথে পরিচালিত হইবে।

২৬। অতঃপর যীশু এই কথাগুলি বলিবার পর, তিনি আবার তাঁহার শিষ্যগণ, যাহাদিগকে তিনি নির্বাচন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন:

২৭। দেখ, আমি নিশ্চয় করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, আমি তোমাদিগকে আর একটি আদেশ প্রদান করিব, এবং তাহার পর আমাকে আমার পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিতে হইবে, যাহাতে, তিনি আমাকে আর যে যে, আদেশগুলি প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি পালন করিতে পারি।

২৮। এবং এখন দেখ, ইহাই হইল সেই আদেশ যাহা আমি তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি : তোমরা যখন আমার মাংস এবং রক্ত বিতরণ করিবে, তখন জ্ঞানতঃ অযোগ্য ভাবে কোন ব্যক্তিকে উহা প্রদান করিবে না।

২৯। কারণ যে ব্যক্তি অযোগ্য রূপে আমার মাংস এবং রক্ত ভক্ষণ করিবে, এবং পান করিবে সে তাহার নিজের আত্মার অমঙ্গল পান করিবে, এবং ভক্ষণ করিবে। কাজেই তোমরা যদি জানিতে পার কোন ব্যক্তি আমার মাংস এবং রক্ত ভক্ষণ করিবার অথবা পান করিবার অযোগ্য, তাহা হইলে তোমরা তাহাকে উহা হইতে বিরত করিবে।

৩০। যাহা হউক, তোমরা তাহাকে তোমাদের মধ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে না, বরং তোমরা তাহাকে উপদেশ প্রদান করিবে, এবং আমার নামে পিতার নিকট তাহার জন্য, প্রার্থনা নিবেদন করিবে। এবং যদি এইরূপ হয়, সে অনুতপ্ত হয়, এবং আমার নামে দীক্ষা গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা তাহাকে গ্রহণ করিবে, এবং আমার মাংস এবং রক্ত তাহাকে প্রদান করিবে।

৩১। কিন্তু যদি সে অনুতাপ না করে, তাহা হইলে সে আমার লোকদিগের সহিত পরিগণিত হইবে না, যাহাতে সে আমার লোকদিগকে ধ্বংস করিতে সক্ষম না হয়। কারণ দেখ, আমি আমার মেষদিগকে চিনি এবং তাহাদিগের সংখ্যা নির্ধারণ করা আছে।

৩২। যাহা হউক তোমরা তোমাদের সাইনাগগ অথবা তোমাদের উপাসনালয় হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কারে করিয়া দিবে না, কারণ তাহাদিগকে তোমরা ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতে থাকিবে। কারণ, তোমরা জাননা যে তাহারা প্রত্যাবর্তন, অথবা অনুতাপ করিবে কিনা এবং হৃদয়ের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য লইয়া আমার নিকট আগমন করিবে কিনা এবং আমি তাহাদিগকে আরোগ্য করিব। এবং তোমরা হইবে তাহাদিগকে মুক্তির পথে আনয়ন করিবার উপায়।

৩৩। কাজেই আমি তোমাদিগকে যাহা আদেশ করিলাম তাহা পালন করিয়া চলিও, যাহাতে তোমরা ধ্বংস হইয়া না যাও। কারণ ভগবান যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সে হতভাগ্য।

৩৪। তোমাদের ভিতরে যে মতানৈক্য ছিল তাহা দূর করিবার জন্য আমি তোমাদিগকে এই আদেশসমূহ প্রদান করিলাম। এবং তোমাদিগের মধ্যে যদি আর কোন মতানৈক্য না থাকে, তাহা হইলে তোমরা ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করিবে।

৩৫। এবং এখন আমি পিতার নিকট গমন করিব কারণ, তোমাদের জন্য এখন আমার পিতার নিকট যাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

৩৬। অতঃপর যীশু যখন এই সকল বক্তব্য সমাপ্ত করিলেন তাহার পর তিনি তাহার হস্ত দ্বারা তাঁহার নির্বাচিত শিষ্যদিগকে এক এক ধরিয়া সকলকে স্পর্শ করা পর্যন্ত স্পর্শ করিতে থাকিলেন, এবং স্পর্শ করিবার সময় তাহাদিগের প্রতি কিছু বলিলেন।

৩৭। এবং তিনি শিষ্যদিগকে যাহা বলিলেন জনতা তাহা শ্রবণ করিল না, কাজেই তাহারা উহার সাক্ষ্য বহন করিল না। কিন্তু শিষ্যগণ উহার সাক্ষ্য বহন করিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা প্রদান করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন। এবং আমি তোমাদিগকে এখন তাহাই প্রদর্শন করিব যে উহা সত্য।

৩৮। অতঃপর যীশু তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পর, একটি মেঘ আসিয়া জনতাকে আচ্ছাদন করিল, যাহাতে তাহারা যীশুকে আর দেখিতে পাইল না।

৩৯। এবং যখন তাহারা আচ্ছাদিত রহিল তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন এবং স্বর্গে আরোহণ করিলেন। এবং শিষ্যগণ তাহা দর্শন করিলেন এবং এই সাক্ষ্য বহন করিলেন যে তিনি স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন।

পরিচ্ছেদ ১৯

নেফাইতিয় বারো জনের নাম----তাহাদিগের দীক্ষা----পবিত্র আত্মা প্রদান করা হইল---ত্রাণকর্তার দ্বিতীয় বার দর্শন দান---একটি অবর্ণনীয় প্রার্থনার উচ্ছাস।

১। অতঃপর যীশু স্বর্গে আরোহণ করিবার পর জনতা ভাঙিগয়া গেল, এবং প্রতিটি ব্যক্তি তাহার স্ত্রী এবং সন্তানগণকে লইয়া তাহার নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

২। এবং এই খবর অচিরেই, অন্ধকার হইবার পূর্বেই, জনতার মধ্যে বিস্তৃত হইল যে, জনতা যীশুকে দর্শন করিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং আগামী কল্য জনতাকে তিনি আবার দর্শন দান করিবেন।

৩। হাঁ, সমস্ত রাত্র ধরিয়াই যীশু সম্বন্ধে চারিদিকে এই গুঞ্জন চলিতে থাকিল। এবং এত বেশী লোকের ভিতর তাহারা এই খবর ছড়াইয়া দিল যাহাতে অনেক লোক, অনেক বেশী লোক সমস্ত রাত ধরিয়া প্রচুর পরিশ্রম করিল, যাহাতে পরদিন তাহারা, যে স্থানে যীশু জনতাকে দর্শন দান করিবেন, সেই স্থানে থাকিতে পারে।

৪। অতঃপর জনতা একত্রে জমায়েত হইবার পর দেখ, নেফাই এবং তাহার ভ্রাতা যাহাকে তিনি মৃত হইতে পুনরুত্থিত করিয়াছিলেন, এবং যাহার নাম ছিল টিমোথি, এবং তাহার পুত্র যাহার নাম ছিল জোনাস, এবং মাথনি ও তাহার ভ্রাতা মাথনিহা এবং কুমেন এবং কুমেননহি, এবং জেরেমিয়াহ এবং সেমনর এবং জোনাস, এবং জেদেকিয়াহ এবং ইসায়াহ---এইগুলিই হইলেন সেই শিষ্যদিগের নাম, যাহাদিগকে যীশু নির্বাচন করিয়াছিলেন---অতঃপর তাহারা অগ্রসর হইল এবং জনতার মধ্যে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

৫। এবং দেখ, জনতা সংখ্যায় এত বেশী ছিল যে, তাহাদিগকে বারোটি ভাগে বিভক্ত করিয়া আলাদা করা হইল।

৬। এবং সেই বারোজন জনতাকে শিক্ষা প্রদান করিলেন; এবং দেখ, তাহারা জনতাকে ভূমির উপরে নতজানু হইবার এবং যীশুর নামে পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

৭। এবং শিষ্যগণও যীশুর নামে পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। অতঃপর তাহারা দণ্ডায়মান হইলেন এবং জনগণকে ধর্মের উপদেশ প্রদান করিলেন।

৮। এবং যখন তাহারা যীশু যাহা বলিয়াছেন সেই একই কথা---এবং যীশু যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে একটুও এদিক ওদিক না করিয়া, শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন ---তখন দেখ, তাহারা পুনরায় নতজানু হইলেন এবং যীশুর নামে পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিলেন।

৯। এবং তাহারা যাহা একান্ত ভাবে কামনা করেন তাহার জন্য প্রার্থনা করিলেন: এবং তাহারা কামনা করিলেন যাহাতে তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা প্রদান করা হয়।

১০। এবং এইরূপে প্রার্থনা নিবেদন করিবার পর তাহারা জলের ধারে গমন করিলেন এবং জনতা তাহাদিগকে অনুসরণ করিল।

১১। অতঃপর নেফাই জলে অবতরণ করিয়া নিমজ্জিত হইলেন এবং দীক্ষিত হইলেন।

১২। এবং তিনি জল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, দীক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এবং তিনি সেই সকল ব্যক্তি, যাহাদিগকে যীশু নির্বাচন করিয়াছেন, তাহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

১৩। অতঃপর তাহারা সকলেই যখন দীক্ষা লাভ করিলেন এবং জল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন পবিত্র আত্মা তাহাদের উপর আবর্তিত হইলেন, এবং তাঁহারা পবিত্র আত্মা এবং অগ্নি দ্বারা পরিপূর্ণ হইলেন।

১৪। এবং দেখ তাহারা এইরূপে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন যেন উহা ছিল অগ্নি। এবং উহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছিল, এবং জনতা তাহার সাক্ষ্য ছিল, এবং তাহারা উহার সাক্ষ্য বহন করিয়াছিল। এবং স্বর্গ হইতে দেবদূতগণ অবতরণ করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫। অতঃপর যখন দেবদূতগণ শিষ্যদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন, সেই সময় দেখ, যীশু সেইস্থানে আবির্ভূত হইলেন, এবং তাহাদের মাঝে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিলেন।

১৬। অতঃপর তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিলেন, এবং তাহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, তাহাদিগকে পুনরায় ভূমিতে নতজানু হইতে হইবে, এবং শিষ্যদিগকেও পুনরায় ভূমিতে নতজানু হইতে হইবে।

১৭। অতঃপর যখন তাহারা সকলেই ভূমিতে নতজানু হইল, তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে প্রার্থনা নিবেদন করিতে আদেশ করিলেন।

১৮। এবং দেখ, তাঁহারা প্রার্থনা নিবেদন করিতে শুরু করিলেন; এবং তাঁহারা যীশুর নিকট, তাঁহাকে তাহাদের প্রভু এবং ঈশ্বর সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা নিবেদন করিলেন।

১৯। অতঃপর যীশু তাহাদিগের মধ্য হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু দূরে গমন করিয়া, ভূমির প্রতি মাথা নত করিলেন এবং বলিলেন:

২০। পিতা, আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, যে, তুমি, আমি যাহাদিগকে নির্বাচন করিয়াছি, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা প্রদান করিয়াছ। এবং আমার প্রতি তাহাদের বিশ্বাসের জন্যই, আমি পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে নির্বাচন করিয়া লইয়াছি।

২১। পিতা, আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা জানাই যে, যাহারা তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিবে, তাহাদের সকলকেই তুমি পবিত্র আত্মা প্রদান করিও।

২২। পিতা, তাহারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে বলিয়া তুমি তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা প্রদান করিয়াছ; এবং তুমি দেখিয়াছ, তাহারা আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, কারণ তুমি তাহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়াছ, এবং তাহারা আমার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছে। এবং তাহারা আমার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছে কারণ, আমি তাহাদের সহিত রহিয়াছি।

২৩। এখন পিতা, আমি তোমার নিকট তাহাদের জন্য, এবং যাহারা তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাহাদের জন্যও প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি, যাহাতে তাহারা আমার উপর এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে আমি তোমার মত তাহাদের মাঝে অবস্থান করিতে পারি এবং পিতা, তুমি আমাদের মধ্যে অবস্থান কর, যাহাতে আমরা এক হইতে পারি।

২৪। অতঃপর যীশু পিতার নিকট এইরূপে প্রার্থনা নিবেদন করিবার পর, তিনি তাহার শিষ্যদিগের নিকট আগমন করিলেন, এবং দেখ তখনও তাহারা অনবরত ভাবে কোন বিরতি ছাড়াই, তাঁহার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিতেছিলেন। এবং তাহারা বেশী কথার সংযোজনা করে নাই, কারণ তাহারা কি রূপে প্রার্থনা করিবে, তাহা তাহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছিল, এবং তাহারা তাহাদের বাসনায় পূর্ণ হইয়াছিল।

২৫। অতঃপর যীশুর নিকট প্রার্থনা করিবার সময় যীশু তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। এবং তাঁহার প্রসন্ন মুখ তাহাদের প্রতি মৃদু হাস্য করিল, এবং তাহার মুখভাব হইতে বিচ্ছুরিত আলো তাহাদের উপর উজ্জ্বল হইয়া রহিল এবং দেখ, তাহারা যীশুর চেহারা এবং তাঁহার শুভ্র, আচ্ছাদনের মত শুভ্র হইয়াছিল। এবং সেই শুভ্রতা সকল প্রকার শুভ্রতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল, এমন কি পৃথিবীর বুকে এমন কোন শুভ্র বস্তু ছিল না যাহা তাঁহার তুল্য শুভ্র ছিল।

২৬। এবং যীশু তাহাদিগকে বলিলেন: তোমরা প্রার্থনা করিতে থাক; তাহাদের প্রার্থনা চলিতে লাগিল।

২৭। এবং পুনরায় তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কিছু দূরে গিয়া ভূমির প্রতি আনত হইলেন, এবং পুনরায় তিনি পিতার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন:

২৮। পিতা, আমি তোমার প্রতি এই কারণে কৃতজ্ঞ যে, তুমি, আমি যাহাদিগকে তাহাদের বিশ্বাসের জন্য নির্বাচন করিয়াছি তাহাদিগকে তুমি পবিত্র করিয়াছ,

এবং আমি তাহাদের জন্য, এবং যাহারা তাহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে তাহাদের জন্য, প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি যাহাতে, তাহারা তাহাদের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা আমাতে শুদ্ধ হইতে পারে, যেরূপ তাহারা আমাতে শুদ্ধ হইয়াছে।

২৯। পিতা আমি পৃথিবীর সকলের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি না, বরং তাহাদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি যাহাদিগকে তাহাদের বিশ্বাসের জন্য, তুমি আমাকে প্রদান করিয়াছ যাহাতে তাহারা আমাতে বিশুদ্ধ হইতে পারে, যাহাতে তোমার মত আমিও তাহাদের মাঝে এবং পিতা, তুমি আমাতে অবস্থান করিতে পার, যাহাতে আমরা এক হইতে পারি, যাহাতে আমি তাহাদের মাঝে মহিমান্বিত হইতে পারি।

৩০। এই কথাগুলি বলিবার পর, যীশু পুনরায় তাহার শিষ্যদিগের নিকট আগমন করিলেন; এবং দেখ, তাহারা কোন বিরতি ছাড়াই অটল ভাবে, তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। এবং তিনি পুনরায় তাহাদের প্রতি মৃদু হাস্য করিলেন; এবং দেখ তাঁহারা যীশুর অনুরূপ শুভ্র হইলেন।

৩১। অতঃপর তিনি পুনরায় কিছু দূরে গমন করিয়া পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন:

৩২। এবং তিনি যে ভাষায় প্রার্থনা নিবেদন করিলেন কোন ভাষার পক্ষে তাহার বর্ণনা করা সম্ভব নয়, এবং কোন মানুষের পক্ষেও তাঁহার প্রার্থনার কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নয়।

৩৩। এবং জনতা তাহা শ্রবণ করিল, এবং ইহার সাক্ষ্য বহন করিল। তাহাদের হৃদয় উন্মুক্ত হইয়াছিল, এবং তাহারা তাহাদের হৃদয় দিয়া তিনি যে ভাষায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে সক্ষম হইল।

৩৪। যাহা হউক, যে ভাষায় তিনি প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছিলেন তাহা এতই মহান এবং চমৎকার ছিল যে, সেই সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা, অথবা কোন ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

৩৫। অতঃপর প্রার্থনা নিবেদন সমাপ্ত করিবার পর, যীশু পুনরায় তাহার শিষ্যদিগের নিকট আগমন করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন: এত দৃঢ় বিশ্বাস আমি কখনও সকল ইহুদিদিগের মধ্যে দর্শন করি নাই; কাজেই তাহাদের অবিশ্বাসের জন্য আমি তাহাদিগের নিকট এই মহান অলৌকিক বস্তুগুলি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হই নাই।

৩৬। আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে তাহাদের মধ্যে এইরূপ কেহই নাই যে, তোমরা যে সকল মহান বস্তুগুলি দর্শন করিয়াছ তাহা দর্শন করিয়াছে। এবং যে মহান বস্তুগুলি তোমরা শ্রবণ করিয়াছ, তাহারা তাহাও শ্রবণ করে নাই।

পরিচ্ছেদ ২০

বিস্ময়কর ভাবে রুটি এবং মদ্য সরবরাহ করা হইল---জেকবের বংশের অবশিষ্টাংশ---ত্রাণকর্তা নিজেকে মুসার মত একজন নবী বলিয়া ঘোষণা করিলেন---অনেক নবীদিগের কথা উদ্ধৃত করা হইল।

১। অতঃপর তিনি জনতাকে, এবং তাহার শিষ্যদিগকে প্রার্থনা নিবেদন করা হইতে বিরত হইতে বলিলেন। এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অন্তরের মাঝে প্রার্থনা নিবেদন করা হইতে বিরত হইতে বারণ করিলেন।

২। এবং তিনি তাহাদিগকে উঠিয়া, নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলেন। তাহারা উঠিয়া নিজেদের পায়ে ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

৩। অতঃপর তিনি, পুনরায় রুটি খণ্ডিত করিলেন এবং উহাকে আশীর্বাদ করিয়া শিষ্যদিগকে তাহা ভক্ষণ করিতে দিলেন।

৪। তাহাদিগের ভক্ষণ সমাপ্ত হইলে, তিনি তাহাদিগকে রুটি খণ্ডিত করিতে, এবং জনতাকে তাহা বিতরণ করিতে আদেশ করিলেন।

৫। তাহারা উহা জনতাকে বিতরণ করিবার পর, তিনি তাহাদিগকে পান করিবার জন্য, মদ্যও প্রদান করিলেন, এবং তাহাদিগকে তাহা জনতাকে বিতরণ করিতে আদেশ করিলেন।

৬। এখন, শিষ্যগণ কর্তৃক কোন রুটি অথবা মদ্য সেই স্থানে আনীত হয় নাই, অথবা জনতা কর্তৃকও উহা আনীত হয় নাই।

৭। কিন্তু তিনি সত্য সত্যই তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য রুটি, এবং পান করিবার জন্য, মদ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

৮। এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: যে এই রুটি ভক্ষণ করিল, সে তাহার হৃদয় দ্বারা আমার দেহ ভক্ষণ করিল, এবং যে এই মদ্য পান করিল, সে তাহার হৃদয় দ্বারা আমার রক্ত পান করিল! এবং তাহার হৃদয় আর ক্ষুধিত, অথবা তৃষিত থাকিবে না বরং সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকিবে।

৯। এখন সকল জনতা উহা ভক্ষণ এবং পান করিবার পর দেখ, তাহারা ঐশ্বরিক শক্তিতে পূর্ণ হইল। এবং তাহারা সকলে একস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, এবং যাহাকে তাহারা শ্রবণ করিয়াছে, এবং দর্শন করিয়াছে, সেই যীশুর মহিমা কীর্তন করিতে লাগিল।

১০। অতঃপর যখন সকলে যীশুর মহিমা কীর্তন করিল, তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে, দেখ, এখন পিতা আমাকে এই লোকদিগের যাহারা ইসরায়েলের পরিবারের একটি অংশ, তাহাদের জন্য যে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই আদেশ আমি পালন করিয়াছি।

১১। তোমরা স্মরণ রাখ যে, আমি তোমাদের নিকট কথা বলিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, কখন ইসায়াহর বাণীগুলি পরিপূর্ণ হইবে---দেখ ঐ সকল লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তোমাদের নিকটেই তাহা রহিয়াছে, কাজেই তাহা তোমরা খুঁজিয়া বাহির কর।

১২। এবং আমি নিশ্চয়ই করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যখন উহা পরিপূর্ণ হইবে, তখনই হে ইসরায়েলের পরিবার, পিতা তাঁহার লোকদিগের সহিত যে চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছেন তাহা পূর্ণ হইবে।

১৩। ইহার পর সেই অবশিষ্ট বংশধরগণ, যাহারা পৃথিবীর বুকে দেশ বিদেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহারা পূর্ব হইতে, পশ্চিম হইতে, দক্ষিণ হইতে এবং উত্তর হইতে সকলে একত্রে সমবেত হইবে। এবং তাহারা তখন প্রভু, তাহাদের ঈশ্বর, যিনি তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছে, তাঁহার বিষয় জ্ঞান লাভ করিবে।

১৪। এবং পিতা আমাকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, আমি তোমাদিগকে এই ভূমিটির উত্তরাধিকার প্রদান করিব।

১৫। এবং আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যদি অইহুদিগণ আমার লোকদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার পর, তাহারা যে আশীর্বাদ লাভ করিবে, তাহার পর যদি তাহারা অনুতাপ না করে–

১৬। তখন তোমরা যাহার যেকবের পরিবারের একটি অংশ, তোমরা তাহাদের মধ্যে গমন করিবে। এবং তোমরা সংখ্যায় যাহারা অনেক বেশী তাহাদের মধ্যে থাকিবে। এবং সেই স্থানে তোমরা সিংহ যেমন বনের অন্যান্য পশুদিগের মাঝে অবস্থান করে, এবং একটি মেষের পালের মাঝে যেমন একটি তরুণ সিংহের অবস্থা, সেইরূপ হইবে, যে, যদি সে উহাদের মধ্য দিয়া গমন করে তাহা হইলে দাঁত দিয়া সকল কিছু টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে এবং কেহ তাহা হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না।

১৭। তোমাদের শত্রুর প্রতি তোমাদের হস্ত উত্তোলিত হইবে, এবং তোমাদের সকল শত্রু ধ্বংস হইয়া যাইবে।

১৮। এবং আমি আমার সকল জনগণকে একত্রিত করিব, যে ভাবে একজন ব্যক্তি উঠানে তাহার শষ্যের আঁটি সমূহ একত্রিত করে।

১৯। কারণ পিতা যাহাদিগের সহিত চুক্তি করিয়াছেন আমার সেই লোকদিগকে আমি প্রস্তুত করিব। হাঁ, আমি তোমাদের শিঙ লোহার করিয়া দিব, এবং পায়ের খুর পিতলের প্রস্তুত করিয়া দিব। এবং তোমরা বহুলোককে আঘাত করিয়া টুকরা করিয়া ফেলিবে। এবং আমি তাহাদের মুনাফা এবং সম্পত্তি এই পৃথিবীর প্রভুর নিকট উৎসর্গ করিব। এবং দেখ আমিই সেই ব্যক্তি যে এই সকল করিবে।

২০। অতঃপর, পিতা বলিলেন যে, আমার ন্যায় বিচারের তরবারি সেই দিন তাহাদের উপরে ঝুলিতে থাকিবে। এবং তাহারা অনুতাপ না করিলে, উহা তাহাদের উপর পতিত হইবে, পিতা এইরূপ বলিলেন; হাঁ পৃথিবীর সকল অইহুদি জাতির উপর ইহা পতিত হইবে।

২১। অতঃপর, হে ইসরায়েলের পরিবার আমি আমার জনগণকে এইরূপে প্রতিষ্ঠা করিব।

২২। এবং দেখ, তোমাদের পিতা জেকবের সহিত আমি যে চুক্তি করিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ করিবার জন্য, এই ভূমিতে আমি এই লোকদিগকে প্রতিষ্ঠা করিব। এবং ইহা একটি নূতন জেরুজালেমে পরিণত হইবে। এবং স্বর্গীয় ক্ষমতা এই জনগণের মাঝে অবস্থান করিবে। হাঁ, এমনকি আমি নিজেও ইহাদের সহিত অবস্থান করিব।

২৩। দেখ, আমি সেই ব্যক্তি, মুসা যাহার কথা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রভু ঈশ্বর, একজন মহাপুরুষকে তোমাদের ভ্রাতাদিগের নিকট উত্থিত করিবেন, তিনি আমারই মত হইবেন। তিনি তোমাদিগকে যাহা বলিবেন তোমরা সকলেই সেই সকল কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবে। অতঃপর যাহারা সেই মহাপুরুষের কথা শ্রবণ করিবে না; তাহারা মুনষ্য সমাজ হইতে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

২৪। আমি সত্যই তোমাদিগকে বলিতেছি, এবং হাঁ, স্যামুয়েলে হইতে আরম্ভ করিয়া, পরিবর্তী কালের সকল নবীগণই আমার কথা বলিয়াছেন, এবং আমার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

২৫। এবং দেখ, তোমরা হইলে মহাপুরুষগণের সন্তান; এবং তোমরা ইসরায়েলের পরিবারের লোক; এবং পিতা, আব্রাহামের নিকট এই বলিয়া তোমাদের পিতাদিগের নিকট যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন তোমরা তাহার অন্তর্ভুক্ত: এবং তোমাদের বংশধরদিগের দ্বারা পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী আশীর্বাদ লাভ করিবে।

২৬। পিতা আমাকে প্রথমে তোমাদের নিকটে উত্থিত করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রত্যেককে তাহাদের পাপগুলি হইতে ফিরাইয়া লইয়া, তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন; কারণ তোমরা সেই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সন্তান।

২৭। এবং তোমরা আশীর্বাদ লাভ করিবার পর, পিতা আব্রাহামের নিকট এই কথা বলিয়া যে চুক্তি করিয়াছিলেন যে, তোমার সন্তানদিগের মাধ্যমেই পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী আশীর্বাদ লাভ করিবে তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে–আমার মাধ্যমে অইহুদিগণের উপর পবিত্র আতমা বর্ষিত হইবে, অইহুদিগণের প্রতি এই আশীর্বাদ তাহাদিগকে সকলের উপরে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে, তাহাতে হে ইসরায়েলের পরিবার, আমার লোকেরা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

২৮। তাহারা এই ভূমির জনগণের উপর, ঐশ্বরিক শাস্তিদানের যন্ত্র হইয়া উঠিবে। যাহা হউক; আমার শাস্ত্রের পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার পর, যদি তাহারা আমার বিরুদ্ধে তাহাদের হৃদয়কে কঠিন করিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহাদের পাপের বোঝা আমি তাহাদের মস্তকে ফিরাইয়া দিব, পিতা এইরূপ বলিলেন।

২৯। এবং আমার লোকদিগের সহিত যে চুক্তি আমি সম্পাদিত করিয়াছি, তাহা আমি স্মরণ রাখিব। এবং তাহাদিগের সহিত আমি এই চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছি যে, আমি আমার সময় মত, তাহাদিগকে একত্রিত করিব, যাহাতে তাহাদের পিতৃভূমি অর্থাৎ জেরুজালেমের ভূমি যাহা আমি তাহাদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহা পুনরায় তাহাদের উত্তরাধিকারর জন্য, প্রদান করিতে পারি, পিতা এইরূপ বলিলেন।

৩০। অতঃপর এইরূপ ঘটিবে, যখন আমার শাস্ত্রবাণী তাহাদিগের নিকট প্রচারিত হইবে।

৩১। এবং তাহারা আমাকে বিশ্বাস করিবে যে, আমি যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, এবং আমার নামে তাহারা পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিবে।

৩২। ইহার পর তাহাদের প্রহরীগণ, তাহাদের কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিবে; এবং একস্বরে তাহারা গান গাহিবে, কারণ তাহারা সকলে একমত হইবে।

৩৩। তখন পিতা পুনরায় তাহাদিগকে একত্রিত করিবেন, এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করিবার জন্য, জেরুজালেম তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।

৩৪। তখন তাহারা আনন্দে ভাঙিগয়া পরিবে–একত্রে গান গাহিবে, হে জেরুজালেমের বিধ্বস্ত ভূমি সকল। কারণ পিতা তাহার জনগণকে মুক্ত করিয়াছেন, তিনি জেরুজালেমকে মুক্ত করিয়াছেন।

৩৫। পিতা, তাঁহার পবিত্র বাহু সকল জাতির চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন: এবং পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত সকলেই পিতার মুক্তি দর্শন করিবে; এবং পিতা ও আমি এক।

৩৬। ইহার পর যাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহাই ঘটিবে: জাগ্রত হইবে জেরুজালেম সহর, জেরুজালেমের মত পবিত্র সহরের অধিবাসীরা সুন্দর সুন্দর পোষাক পরিধান করিবে। এখন হইতে এইস্থানে আর কোন পৌত্তলিক এবং অপবিত্র কেউ আগমন করিবে না।

৩৭। তোমার দেহের ধূলাবালি ঝাড়িয়া ফেল: হে জেরুজালেম, তুমি উঠিয়া বস; তোমার গলার শৃঙ্খল খুলিয়া ফেল, হে জাইয়নের বন্দী কন্যা।

৩৮। কারণ এইরূপই প্রভু বলিয়াছেন বিনা কারণে তুমি বিক্রীত হইয়াছ, এবং কোন মুক্তিপণ ছাড়াই তুমি মুক্তি লাভ করিবে।

৩৯। আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, আমার লোকেরা আমার নাম জানিতে পারিবে। হাঁ সেই দিন তাহারা জানিতে পারিবে যে, আমিই সেই ব্যক্তি যে, এই কথা বলিয়াছি।

৪০। তখন তাহারা বলিবে: পাহাড়ের উপর তাঁহার পাদুকা কত সুন্দর, যাহা তাহাদের জন্য সুখের খবর আনয়ন করে, যাহা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, এবং যাহা তাহাদের নিকট মঙ্গলের সু সংবাদ আনয়ন করে, যাহা মুক্তি প্রতিষ্ঠা করে, যাহা জাইয়নের প্রতি এইরূপ বলে: তোমার ঈশ্বর রাজত্ব করেন।

৪১। অতঃপর একটি আর্তনাদ শোনা যাইবে: সরিয়া যাও, তোমরা এইস্থান হইতে প্রস্থান কর, যাহা অপবিত্র তাহা স্পর্শ করিও না। তোমরা তাহার মধ্য হইতে প্রস্থান কর তোমরা বিশুদ্ধ হও, যাহাতে প্রভুর পাত্র সকল ধারণ করিতে পার।

৪২। কারণ তোমরা দ্রুত প্রস্থান করিতে অথবা বেগে বাহির হইয়া যাইতে পারিবে না কারণ প্রভু তোমাদের সম্মুখে গমন করিবেন, এবং ইসরায়েলের পরমেশ্বর তোমাদের পশ্চাতে থাকিবেন।

৪৩। দেখ আমার সেবক, বিচক্ষণতার সহিত ব্যবস্হা করিবে সে মহিমান্বিত এবং উচ্চপ্রশংসিত হইবে, এবং প্রচুর উন্নত হইবে।

৪৪। তোমার প্রতি যতলোক তোমাকে দেখিয়া অবাক হইয়াছিল–তাহার চেহারার যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা এত বেশী এবং তাহার দেহের যে কোন মানব সন্তান অপেক্ষা বেশী ক্ষতি সাধন করা হইয়াছিল----

৪৫। এইরূপে তিনি অনেক জাতিকে ছড়াইয়া দিবেন, সকল রাজাগণ তাহার নিকট মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে, কারণ যাহা তাহাদিগের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা তাহারা দেখিতে পাইবে। এবং যাহা তাহারা শ্রবণ করে নাই তাহা তাহারা মানিয়া লইবে।

৪৬। সত্য সত্যই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, এই সকল বস্তু অবশ্যই ঘটিবে, যেরূপ ভাবে পিতা আমাকে আদেশ করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ ভাবেই ঘটিবে। এবং এইরূপে পিতা, তাহারা লোকদিগের সহিত যে চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন, তাহা পূর্ণ হইবে। এবং ইহার পর আমার লোকেরা পুনরায় জেরুজালেমে বসবাস করিবে, এবং এই ভূমিতে তাহাদের উত্তরাধিকার লাভ করিবে।

পরিচ্ছেদ ২১

পিতার কার্যের নিদর্শন---অনুতপ্ত অইহুদিগণের জন্য গৌরবময় লক্ষস্হল---অননুতাপী দিগের জন্য দন্ডের ভবিষ্যদ্বাণী---নূতন জেরুজালেম।

১। এবং আমি নিশ্চয় করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, আমি তোমাদিগকে একটি নিদর্শন প্রদান করিতেছি, যাহার ফলে তোমরা বুঝিতে পারিবে কখন এই সকল ঘটনা ঘটিবে---যে আমি তাহাদিগকে, হে ইসরায়েলের পরিবার, তাহাদের অনেকদিনের এই বিচ্ছিন্নতাকে একত্রিত করিব, এবং তাহাদিগের মধ্যে পুনরায় আমার জাইয়ন প্রতিষ্ঠা করিব।

২। এবং দেখ, নিদর্শন হিসাবে এই বস্তুটি আমি তোমাদিগকে প্রদান করিব--- কারণ সত্যই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যখন এই সকল বস্তু যাহা আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি, এবং এখন হইতে নিজে আমি যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব, এবং পবিত্র আত্মা, যাহা পিতা কর্তৃক তোমাদিগকে অর্পণ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা, অইহুদিগণের নিকট প্রকাশ করা হইবে, যাহাতে

তাহারা এই লোকেরা জেকবের পরিবারের একটি অংশ তাহা জানিতে, এবং ইহারা আমার লোক যাহারা তাহাদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইবে তাহা জানিতে সক্ষম হয়।

৩। আমি নিশ্চয় করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যখন এই সকল কথা পিতা কর্তৃক তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইবে এবং পিতা কর্তৃক তাহাদের নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইবে:

৪। কারণ পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী; তাহারা এই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং পিতার ক্ষমতার সাহায্যে, স্বাধীন জনগণ হিসাবে স্থাপিত হইবে, যাহাতে এই বস্তুগুলি তাহাদের নিকট হইতে, তোমাদের বংশধরদিগের একটি অংশের নিকট পৌঁছাইতে পারে। যাহাতে পিতার চুক্তি, যাহার জন্য তিনি তাঁহার লোকদিগের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন, হে ইসরালের পরিবার, তাহা পরিপূর্ণ হইতে পারে;

৫। অতঃপর এই কার্যগুলি এবং এখন হইতে যে কার্যগুলি তোমাদিগের মধ্যে সম্পাদিত হইবে সেইগুলি, অইহুদিগণের দ্বারা তোমাদের বংশধর, যাহারা তাহাদের পাপের কারণে অবিশ্বাসে অধঃপতিত হইবে তাহাদের নিকট আনীত হইবে।

৬। কাজেই এইজন্য পিতার জন্য, ইহা সুবিধাজনক হইবে যে, ইহা অইহুদিগণ কর্তৃক আনীত হউক, যাহাতে তিনি অইহুদিগণের নিকট তাহার ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন। কারণ তাহারা যদি তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া না রাখে তাহা হইলে, যাহাতে তাহারা অনুতাপ করিতে, আমার নিকট আগমন করিতে, এবং আমার নামে দীক্ষা গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, এবং আমার শাস্ত্রের সত্য বিষয়গুলি জানিতে সক্ষম হয়, তাহারা অর্থাৎ ইসরায়েলের পরিবার বর্গ আমার লোক হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে।

৭। যখন এই সকল ঘটনা ঘটিবে যে, তোমাদের বংশধরগণ এই সকল জানিতে আরম্ভ করিবে---তখন ইহা তাহাদের নিকট একটি নিদর্শন হইবে, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে যে, ইসরায়েলের জনগণের সহিত পিতা যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

৮। এবং যখন সেইদিন আসিবে, তখন রাজাগণ তাহাদিগের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে কারণ, যাহা তাহাদিগকে বলা হয় নাই তাহা তাহারা দেখিতে পাইবে, এবং যাহা তাহারা শ্রবণ করে নাই তাহা তাহারা গ্রহণ করিবে।

৯। কারণ, সেই দিন আমার জন্য পিতা একটি কার্য সম্পাদিত করিবেন, যাহা তাহাদের মধ্যে একটি বিরাট এবং চমৎকার কার্য হইবে। এবং যাহারা ইহা বিশ্বাস করিবে না তাহাদের মধ্যে ইহা হইবে, যদিও একজন ব্যক্তি ইহা তাহাদিগের নিকট ঘোষণা করিবে।

১০। কিন্তু দেখ, আমার সেবকের জীবন আমার হাতে, কাজেই তাহারা তাঁহার ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না যদিও তাহাদের কারণে সে যন্ত্রণা ভোগ করিবে। তথাপি আমি তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিব, কারণ আমি তাহাদিগকে ইহাই প্রদর্শন করিব যে, শয়তানের চাতুর্য অপেক্ষা, আমার ইচ্ছা অনেক বড়।

১১। অতঃপর যাহারা আমার বাণীতে অর্থাৎ যে হইল যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার বাণীতে বিশ্বাস করিবে না, যাহা পিতা তাহাকে অইহুদিগণের নিকট ইহা প্রকাশ করিতে এবং তাহাকে উহা অইহুদিগণের নিকট আনয়ন করিবাব ক্ষমতা প্রদান করিবেন, (মুসা যেই ভাবে বলিয়াছেন উহা সেই ভাবেই হইবে) তাহা হইলে তাহারা, আমার লোক, যাহারা চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

১২। এবং আমার লোকেরা, যাহারা জেকবের বংশের একটি অংশ অইহুদিগণের মধ্যে থাকিবে, হাঁ, তাহাদিগের মধ্যে অবস্হান করে, একটি তরুণ সিংহ যেমন মেষের পালে থাকে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিবার সময় যেমন সে তাহাদিগকে দন্ড দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় এবং তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার কেহ থাকে না, সেইরূপ হইবে।

১৩। তাহাদিগের শত্রুদিগের প্রতি তাহাদের হস্ত উত্তোলিত হইবে, এবং তাহাঁদের সকল শত্রু ধ্বংস হইয়া যাইবে।

১৪। হাঁ, অইহুদিগন অনুতাপ না করিলে, তাহারা হতভাগ্য হইবে। কারণ পিতা বলিয়াছেন সেইদিন এইরূপ হইবে যে, আমি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের অশ্বকে বিনাশ করিব, এবং তোমাদের রথগুলিকে ধ্বংস করিব।

১৫। এবং আমি তোমাদের দেশের শহরগুলিকে ধ্বংস করিব, এবং তোমাদের সকল শক্ত ঘাঁটিগুলিকে নষ্ট করিব।

১৬। এবং তোমাদের ভূমি হইতে আমি ডাকিনীবিদ্যা ধ্বংস করিব, এবং তোমরা আর কোন দৈবজ্ঞ দেখিবে না।

১৭। তোমাদের খোদিত মূর্তিও আমি ধংস করিব, এবং তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের দন্ডায়মান মূর্তিও আমি ধ্বংস করিব এবং তোমরা আর তোমাদের হস্তের দ্বারা সম্পাদিত কার্যকে, পূজা করিবে না।

১৮। এবং আমি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের কুঞ্জবনগুলি তুলিয়া লইব: এইরূপে আমি তোমাদের শহরগুলিকে ধ্বংস করিব।

১৯। অতঃপর সকল মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, দুঃখ কষ্ট, পুরোহিতবিদ্যা এবং বেশ্যাবৃত্তির সমাপ্তি ঘটিবে।

২০। কারণ অতঃপর এইরূপ ঘটিবে, পিতা বলিলেন যে, সেইদিন যাহারা অনুতাপ করিবে না, এবং আমার প্রিয় পুত্রের নিকট আগমন করিবে না, সেইদিন হে ইসরায়েলের পরিবার, আমি তাহাদিগকে আমার লোকদিগের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিব।

২১। এবং, আমি তাহাদের উপর, বিধর্মীদের উপর যেইরূপ, সেইরূপ সমুচিত প্রতিশোধ এবং, রোষ, যাহার কথা তাহারা কখনও শ্রবণ করে নাই তাহা প্রদান করিব।

২২। কিন্তু যদি তাহারা অনুতাপ করে, এবং আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, এবং তাহাদের হৃদয়কে কঠিন করিয়া না রাখে, তাহা হইলে আমি তাহাদের মাঝে আমার সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিব, এবং তাহারা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং জেকবের বংশের এই অংশ, যাহাদিগকে আমি তাহাদিগের

উত্তরাধিকারের জন্য, এই ভূমি প্রদান করিয়াছি, তাহাদের সহিত পরিগণিত হইবে।

২৩। এবং তাহারা আমার লোক জেকবের বংশধরদিগকে, এবং ইসরায়েলের পরিবারের যতলোক আগমন করিবে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে যাহাতে, তাহারা একটি শহর গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হয়, যাহাকে নূতন জেরুজালেম বলা হইবে।

২৪। এবং তাহার পর তাহারা আমার লোকদিগকে যাহারা পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে এই নূতন জেরুজালেমে একত্রিত হইতে সাহায্য করিবে।

২৫। ইহার পর তাহাদের মাঝে স্বর্গের ক্ষমতা নামিয়া আসিবে; এবং তাহার মাঝে আমিও থাকিব।

২৬। অতঃপর, সেই দিন পিতার কার্য আরম্ভ হইবে। এমন কি যখন এই শাস্ত্র এই জনগণের একটি অংশের নিকট প্রচার করা হইবে, তখন আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, সেই দিন আমার সকল বিচ্ছিন্ন জনগণের মাঝে পিতার কার্য আরম্ভ হইবে, হাঁ এমন কি যে গোষ্ঠীগুলি হারাইয়া গিয়াছে, যাহা পিতা জেরুজালেম হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, তাহাদের মাঝেও।

২৭। হাঁ, আমার সকল বিচ্ছিন্ন জনগণের মাঝে, তাঁহারা যাহাতে আমার নিকট আগমন করিতে পারে, যাহাতে তাহারা আমার নামে পিতাকে আহ্বান করিতে পারে, তাহার পথ প্রস্তুত করিবার জন্য, পিতার সহিত কার্য আরম্ভ হইবে।

২৮। হাঁ, এবং ইহার পর, সকল জাতির মাঝে যাহাতে তাঁহার লোকেরা তাহাদের গৃহে তাহাদের নিজস্ব ভূমিতে একত্রিত হইতে পারে, তাহার পথ প্রস্তুতের নিমিত্ত, পিতার কার্য আরম্ভ হইবে।

২৯। তাহারা সকল জাতির মধ্য হইতে গমন করিবে এবং তাহারা দ্রুতবেগে গমন করিবে না। অথবা তাড়াহুড়ো করিবেনা, কারণ প্রভু বলিয়াছেন আমি তাহাদের আগে থাকিব কিংবা তাহাদের পশ্চাদভাগে থাকিয়া আমি সব নিরীক্ষণ করিব।

পরিচ্ছেদ ২২

ত্রাণকর্তা মহাপুরুষ ইসায়াহর আরো ভবিষ্যদ্বাণীগুলি উদ্ধৃত করিলেন---- ইসায়াহ ৫৪ এর সহিত তুলনা কর।

১। অতঃপর যাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা ঘটিবে: হে বন্ধ্যা, অপ্রসূতি তুমি আনন্দ গান কর; হে গর্ভব্যথা বিহীনা তুমি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হও এবং উচ্চস্বরে আনন্দ কর, কারণ প্রভু বলিয়াছেন সধবার সন্তান অপেক্ষা অনাথার সন্তান অধিক।

২। তোমার তাঁবুর স্থান পরিসর কর এবং তাহাদিগকে তোমার শিবিরের পর্দা বিস্তার করিতে দিও, মিতব্যায়ী হইও না, তোমার রজ্জু দীর্ঘ করিও এবং তোমাদের খুঁটিগুলি শক্ত করিও।

৩। কারণ তোমরা দক্ষিণ দিকে ও বামদিকে বিস্তৃতি লাভ করিবে এবং তোমাদের বংশধরগণ অইহুদিগণের ভূমি দখল করিবে এবং পতিত শহরগুলিতে বসতি স্থাপন করিবে।

৪। ভয় করিও না, কারণ, তুমি লজ্জিত হইবে না। তুমি বিষণ্ণ হইও না কারণ তোমাকে লজ্জাকর অবস্থায় ফেলা হইবে না। তুমি তোমার যৌবনের অপমান ভুলিয়া যাইবে, তোমার যৌবনের নিন্দা এবং তোমার বৈধব্যের নিন্দা তুমি আর স্মরণ করিবে না।

৫। কারণ তোমার নির্ম্মাতা, তোমার স্বামী তাহার নাথ হইল সেবকগণের প্রভু; এবং তোমার মুক্তিদাতা হইল ইসরায়েলের পরমেশ্বর--- তাহাকে সকল পৃথিবীর ঈশ্বর বলিয়া আহ্বান করা হইবে।

৬। কারণ, প্রভু তোমাকে পরিত্যক্তা এবং হৃদয়ের দুঃখে দুঃখিতা মহিলার ন্যায়, এবং যৌবন কালে পরিত্যক্তা স্ত্রীর ন্যায় তোমাকে ডাকিয়াছেন, ঈশ্বর এইরূপ বলিলেন।

৭। কারণ, আমি তোমাকে একটি ছোট্ট মুহূর্ত্তের জন্য ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু অনেক করুণা লইয়া আমি তোমাকে সংগ্রহ করিব।

৮। সামান্য রাগে আমি ক্ষণিকের জন্য তোমার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু চিরস্থায়ী দয়া লইয়া আমি তোমার প্রতি করুণা করিব, তোমার মুক্তিদাতা প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন।

৯। কারণ, ইহা আমার নিকট নোয়াহর জলের মত। কারণ আমি যেরূপ শপথ করিয়াছিলাম যে, নোয়াহের জল আর পৃথিবীকে প্লাবিত করিবে না, সেইরূপ আমি শপথ করিয়াছি যে, আমি তোমার প্রতি আর রুষ্ট হইব না।

১০। কারণ, পর্বতগুলি বিচ্ছিন্ন হইবে, এবং পাহাড়গুলি সরিয়া যাইবে, কিন্তু আমার দয়া সর্বদাই তোমাদের জন্য আছে। আমার লোকদিগের সহিত আমার চুক্তিও সরিয়া যাইবে না, প্রভু, যাহার করুণা তোমার প্রতি রহিয়াছে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন।

১১। যে দুঃখী, ঝটিকা বিধ্বস্ত, এবং সান্ত্বনা বিহীন দেখ, আমি সুন্দর রং দ্বারা তোমার প্রস্তর বসাইব এবং নীলমণি প্রস্তর দ্বারা তোমার ভিত্তি স্থাপন করিব।

১২। এবং আমি পদ্মরাগমণি দ্বারা তোমার জানালা প্রস্তুত করিব, এবং সূর্য্যকান্তমণি দ্বারা তোমার সকল দ্বারগুলি প্রস্তুত করিব, এবং মনোহর প্রস্তর দ্বারা তোমার সকল পরিসীমা প্রস্তুত করিব।

১৩। এবং তোমার সকল সন্তানেরা প্রভুর নিকট শিক্ষা লাভ করিবে। এবং তোমার সন্তানগণ পরম শান্তি লাভ করিবে।

১৪। ধার্মিকতা দ্বারা তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবে। অত্যাচার হইতে তুমি দূরে থাকিবে, কারণ তুমি আর ভয় পাইবে না, বরং আতঙ্ক হইতে দূরে থাকিবে, কারণ উহা আর তোমার কাছে আসিবে না।

১৫। দেখ, তাহারা নিশ্চয়ই তোমার বিরুদ্ধে দল পাকাইবে, কিন্তু তাহা আমার দ্বারা হইবে না। যাহারা তোমার বিরুদ্ধে একত্রিত হইবে, তাহারা তোমার কারণে পতিত হইবে।

১৬। দেখ আমি, সেই কর্মকার সৃষ্টি করিয়াছি, যে জ্বলন্ত অঙ্গারে বাতসে দেয়, এবং তাহা তাহার কার্যের নিমিত্ত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে, এবং বিনষ্ট করিবার জন্য নাশকের সৃষ্টিও আমিই করিয়াছি।

১৭। তোমার বিরুদ্ধে যে অস্ত্র গঠিত হইবে তাহা কখনই সার্থক হইবে না, এবং যে কোন রসনা তোমার বিরুদ্ধে গড়িয়া উঠিলে, বিচারে তুমি তাহাকে দোষী প্রতিপন্ন করিবে। প্রভুর সেবকদের ইহাই অধিকার, এবং তাহারা তাহাদের ধার্মিকতা আমার নিকট হইতে লাভ করিয়াছে, প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন।

পরিচ্ছেদ ২৩

ত্রাণকর্তা আদেশ করিলেন যে নেফাইয়ের বিবৃতিতে যাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা সরবরাহ করা হইবে-- ল্যামানাইত স্যামুয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী যোগ করা হইল।

১। এবং এখন দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমাদিগকে এই বস্তুগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। হাঁ আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি যে, তোমরা অধ্যবসায় সহকারে এই বস্তুগুলি খুঁজিয়া বাহির করিবে। কারন ইসায়াহর এই বাণীগুলি মহান।

২। কারণ তিনি সত্যই আমার লোকেরা যাহারা ইসরায়েলের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাহাদের বিষয় সকল কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, কাজেই নিশ্চয় তিনি অইহুদিগণের নিকটেও এই বিষয় কিছু বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

৩। এবং তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার কথা অনুযায়ী ঠিক ভাবে ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে।

৪। অতএব আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। আমি যাহা তোমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখ। এবং পিতার ইচ্ছা ও সময় অনুযায়ী তাহা অইহুদিগণের নিকট প্রকাশিত হইবে।

৫। এবং যে ব্যক্তি আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবে, অনুতাপ করিবে এবং দীক্ষা গ্রহণ করিবে সেই ব্যক্তিই কেবল রক্ষা পাইবে। প্রেরিত পুরুষ দিগের বাণীগুলি অনুসন্ধান কর, কারণ তাহাদের অনেকেই রহিয়াছেন, যাঁহারা এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

৬। অতঃপর যীশু এইসকল কথাগুলি বলিবার পর, তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, সকল শাস্ত্রগুলি তাহাদের নিকট ব্যাখ্যা করিবার পর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: দেখ আমি তোমাদিগকে বলিব যে, যে শাস্ত্রগুলি তোমরা পাইয়াছ এবং যাহা তোমাদের নিকট লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, তাহা তোমরা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে।

৭। অতঃপর তিনি নেফাইকে বলিলেন : তুমি যে ইতিহাসগুলি রক্ষা করিয়াছ তাহা লইয়া আইস।

৮। নেফাই ইতিহাসগুলি আনয়ন করিবার পর তিনি উহা তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিলেন, উহার উপর তাহার দৃষ্টি স্থাপন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন:

৯। আমি সত্যই তোমাদিগকে বলিতেছি যে,আমি ল্যামানাইত স্যামুয়েলকে এই জনগনের নিকট এই সাক্ষ্য প্রদান করিতে আদেশ করিয়াছিলাম যে, যেদিন পিতা তাঁহার নাম আমাতে মহিমান্বিত করিবেন, তখন অনেক সাধুপুরুষ মৃতদিগের মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন, অনেকের নিকট দর্শন দান করিবেন। এবং তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিবেন। এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: উহা কি সত্য ছিল না ?

১০। তাঁহার শিষ্যগণ তখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন: হাঁ প্রভু, স্যামুয়েল তোমার কথা অনুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, এবং তাহা পূর্ণ হইয়াছিল।

১১। তখন যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, তাহা হইলে কেন তোমরা ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখ নাই যে, বহু সাধুপুরুষ উত্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা অনেকের নিকট দর্শন দান করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ধর্মের উপদেশ দান করিয়াছিলেন ?

১২। অতঃপর নেফাই স্মরণ করিলেন যে, ঐ সকল বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

১৩। অতঃপর এইরূপ ঘটিল যে, যীশু বিষয়গুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। কাজেই তাঁহার আদেশ অনুযায়ী ঐ বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হইল।

১৪। ইহার পর যীশু সকল শাস্ত্রগুলি, যাহা তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছিল তাহা একত্রিত করিয়া, ব্যাখ্যা করিবার পর তিনি তাহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, তিনি যাহা তাহাদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই তাহারা শিক্ষা প্রদান করিবেন।

পরিচ্ছেদ ২৪

মালাখির বাণীগুলি নেফাইতদের নিকট প্রদান করা হইল--- চাঁদা এবং দানের সম্বন্ধে আইন ---মালাখি ৩ এর সহিত তুলনা কর।

১। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে আদেশ করিলেন যাহাতে তাহারা মালাখির বাণীগুলি যাহা পিতা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন এবং যাঁহা তিনি তাহাদিগের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যেন তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। অতঃপর তিনি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন তাহারা সেইভাবে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং তিনি তাহাদিগকে যাহা বর্ণনা করিলেন তাহার কথাগুলি এইরূপ ছিল: পিতা মালাখির নিকট এইরূপ বলিয়াছেন যে দেখ, আমি আমার দূত প্রেরণ করিব, সে আমার সম্মুখে আমার পথ প্রস্তুত করিবে, এবং সেই প্রভু যাঁহার অন্বেষণ তোমরা করিতেছ তিনি সহসা তাহার মন্দিরে আগমন করিবেন, চুক্তির সেই দূত যাহাতে তোমাদের আনন্দ, দেখ তিনি আসিবেন। সেবকগণের প্রভু ইহা বলিয়াছেন।

২। কিন্তু তাঁহার আগমনের দিনটিকে কে সহ্য করিতে পারিবে, এবং তাঁহার আবির্ভাব ঘটিলে কে সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিতে সক্ষম হইবে? কারণ তিনি শোধনাগারের অগ্নির ন্যায় এবং রজকের সাবানের ন্যায় হইবেন।

৩। তিনি রৌপ্যের শোধনকারক এবং শুচিকারক হইয়া বসিবেন। তিনি লেভাইয়ের সন্তানদিগকে শুচি করিয়া তুলিবেন, এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়া তুলিবেন, যাহাতে তাহারা প্রভুর নিকট ধার্মিকতার দান উৎসর্গ করিতে সক্ষম হয়।

৪। তখন জুদা ও জেরুজালেমের অর্থ নিবেদন, তাহার নিকট অতীত কালে এবং প্রাচীনকালের বৎসরগুলিতে যেইরূপ হইয়াছিল সেই রূপ মনোরম হইবে।

৫। এবং আমি বিচার করিবার জন্য তোমাদের নিকট আগমন করিব। এবং আমি যাদুকরগণের বিরুদ্ধে ব্যভিচারিগণের বিরুদ্ধে, মিথ্যা শপথকারীগণের বিরুদ্ধে এবং যাহারা বেতনের বিষয় বেতনভোগীর প্রতি, বিধবা এবং পিতৃহীন ব্যক্তির প্রতি এবং অপরিচিতের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করে এবং আমার প্রতি ভীত হয় না, তাহাদের বিরুদ্ধে সত্বর সাক্ষ্য প্রদান করিব। সেবকগণের প্রভু এইরূপ বলিলেন:

৬। কারণ আমিই প্রভু, আমার কোন পরিবর্তন নাই, কাজেই, হে জেকবের সন্তানগণ তোমরা বিনষ্ট হইবে না।

৭। তোমাদের পূর্বপুরুষদিগের সময় হইতেই তোমরা আমার বিধিসমূহ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছ এবং তাহাদিগকে রক্ষা কর নাই। আমার নিকট প্রত্যাগমন কর, তাহা হইলে আমিও তোমাদের নিকট প্রত্যাগমন করিব। সেবকগণের প্রভু এইরূপ বলিলেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ কোথায় আমরা প্রত্যাগমন করিব?

৮। মানুষ কি কখনও ঈশ্বরকে প্রতারণা করিতে সক্ষম? তথাপি তোমরা আমাকে প্রতারিত করিয়াছ। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, আমরা কি রূপে তোমাকে প্রতারিত করিয়াছি? চাঁদায় (দশমাংশ) এবং সম্প্রদানে।

৯। তোমরা অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়াছ, কারণ তোমরা আমার বস্তু চুরি করিয়াছ, হাঁ তোমাদের সকল জাতি ঐরূপ করিয়াছে।

১০। তোমরা সকল চাঁদা (দশমাংশ) গোলাঘরে আনয়ন কর, যাহাতে আমার ঘরে মাংস থাকে; ইহার পর তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ, সেবকগণের প্রভু বলিলেন, আমি স্বর্গের সকল জানালা খুলিয়া দিয়া তোমাদের প্রতি এইরূপ পরিমাণে আশীর্বাদ বর্ষণ করি কিনা, যাহা গ্রহণ করিবার মত স্থান তোমাদের নাই।

১১। এবং আমি তোমাদের খাতিরে গ্রাসককে ভর্ৎসনা করিব, এবং সে তোমাদের ভূমির ফল ধ্বংস করিবে না। এবং দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে তোমাদের ফল অকালে ঝরিয়া পরিবে না–সেবকগণের প্রভু এইরূপ বলিলেন।

১২। এবং সকল জাতি তোমাদিগকে ধন্য ধন্য করিবে, কারণ তোমরা একটি মনোরম দেশ হইবে। সেবকগণের প্রভু এইরূপ বলিলেন।

১৩। প্রভু বলিলেন, তোমরা আমার বিরুদ্ধে শক্ত কথা বলিয়াছ। তথাপি তোমরা বলিতেছ: তোমার বিরুদ্ধে আমরা কি বলিয়াছি?

১৪। তোমরা বলিয়াছ: ঈশ্বরের সেবা করা অর্থহীন এবং তাহার বিধিসমূহ পালন করিয়া এবং সেবকগণের প্রভুর সম্মুখে মলিন ভাবে গমন করিয়া আমাদের কি লাভ?

১৫। এবং এখন আমরা দাম্ভিক লোকদিগকে সুখী বলি, হাঁ যাহারা অসদকর্মে লিপ্ত তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে হাঁ, এমনকি যাহারা ঈশ্বরকে প্রলোভিত করিতে চাহে তাহারাও রক্ষা পাইয়াছে।

১৬। তখন যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করিয়াছিল তাহারা প্রায়ই আলাপ করিল, এবং প্রভু তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিলেন: এবং তাঁহার সম্মুখে, যাহারা প্রভুকে ভয় করিল এবং তাঁহার নাম ধ্যান করিল তাহাদের স্মরণার্থে একটি পুস্তক লিপিবদ্ধ করা হইল।

১৭। এবং যেইদিন আমি আমার অলঙ্কার প্রস্তুত করিব, সেইদিন তাহারা আমার হইবে–সেবকগণের প্রভু এইরূপ বলিলেন। এবং কোন ব্যক্তি যেমন তাহার নিজ পুত্র, যে তাহার সেবা করে তাহার প্রতি কোমল হয়, আমিও তাহাদিগের প্রতি সেইরূপ কোমল হইব।

১৮। সেইদিন তোমরা ফিরিয়া আসিবে, এবং ধার্মিক ও পাপীর মধ্যে এবং যে ঈশ্বরের সেবা করে এবং যে তাঁহার সেবা করে না তাহাদের মধ্যে প্রভেদ লক্ষ করিতে সক্ষম হইবে।

পরিচ্ছেদ ২৫

মালাখির বাণীগুলি অব্যাহত রহিল---ইলায়জাহ এবং তাঁহার উদ্দেশ্য---প্রভুর সেই বিশিষ্ট এবং ভীষণ দিন---মালাখি ৪ এর সহিত তুলনা কর।

১। কারণ দেখ সেইদিন আসিয়াছে, যাহা চুল্লীর মত জ্বলিতে থাকিবে। এবং সকল দাম্ভিক এব হাঁ, সকলে যাহারা পাপ কর্ম করে তাহারা খড়ের তুল্য হইবে।

এবং যে দিন আসিবে, উহা তাহাদিগকে এইরূপ ভাবে প্রজ্জ্বলিত করিবে, যাহাতে ইহার মূল কি শাখা কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। সেবকদিগের প্রভু এইরূপ বলিলেন।

২। কিন্তু তোমরা যাহারা আমার নামে ভীত হইবে, তাহাদের জন্য ধার্মিকতার পুত্র, তাহার পক্ষে আরোগ্য লইয়া উদিত হইবেন এবং তোমরা সেই স্থানে গমন করিয়া, পালের গোবৎসদের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

৩। এবং তোমরা পাপী লোকদিগকে পদদলিত করিবে: কারণ যেদিন আমি ঐরূপ করিব, সেই দিন তাহারা তোমাদের পদতলে দলিত ভস্মের ন্যায় হইবে– সেবকগণের প্রভু এইরূপ বলিলেন।

৪। তোমরা আমার সেবক মুসার আইনের কথা স্মরণ কর, যাহা আমি তাহাকে বিধি এবং বিচার সহ হোরেবে সমস্ত ইসরায়েলের জন্য, আদেশ করিয়াছিলাম।

৫। দেখ, প্রভুর সেই বিরাট এবং ভীষণ দিন আগমন করিবার পূর্বে, আমি প্রেরিত পুরুষ ইলায়জাহকে তোমাদিগের নিকট প্রেরণ করিব।

৬। এবং তিনি পিতাদিগের অন্তরকে সন্তানদিগের প্রতি এবং সন্তানদিগের অন্তরকে তাহাদের পিতাদিগের প্রতি ফিরাইয়া লইবেন, পাছে আমি আগমন করিয়া পৃথিবীকে অভিশাপ দ্বারা আঘাত করি।

পরিচ্ছেদ ২৬

ত্রাণকর্তা, প্রথম হইতে লইয়া সকল বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন----শিশু সন্তানদিগের মুখ হইতে চমৎকার ভাষা নির্গত হইল---শিষ্যদিগের কার্য।

১। অতঃপর যীশু এই সকল কথা বর্ণনা করিবার পর তিনি জনতার নিকট ঐগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন: এবং তিনি সকল বিষয় উভয় বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

২। এবং তিনি বলিলেন, যে শাস্ত্রগুলি তোমাদের কাছে নাই, এই সেই শাস্ত্রগুলি তোমাদিগকে প্রদান করিবার জন্য, পিতা আমাকে আদেশ করিয়াছে। কারণ তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে ভবিষ্যতের বংশধরদিগকে ইহা প্রদান করা হয়।

৩। তিনি সকল বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া, যে দিন তিনি মহিমামন্ডিত হইয়া আগমন করিবেন সেইদিন পর্যন্ত ----হাঁ এমনকি সকল বস্তু যাহা পৃথিবীর বুকে আসিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না উপকরণগুলি গাঢ় তাপে গলিত হইয়া যাইবে এবং পৃথিবী একটি গোটানো কাগজের মত একত্রে জড়াইয়া যাইবে এবং স্বর্গ এবং মর্ত অদৃশ্য হইয়া যাইবে সেই পর্যন্ত।

৪। এবং সেই বিশিষ্ট এবং শেষ দিনে যখন সকল ব্যক্তি, সকল গোষ্ঠী, সকল জাতি এবং সকল ভাষার লোক তাহাদের কার্য অনুযায়ী তাহারা ভাল প্রমাণিত

হইবে, অথবা মন্দ প্রমাণিত হইবে সেই বিচার লাভের জন্য ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, সেই দিনটি পর্যন্ত----

৫। তাহারা পুনরুত্থানের দ্বারা অনন্ত জীবন লাভ করিবার মত ভাল কিনা; এবং তাহারা পুনরুত্থান দ্বারা ধ্বংস হইবার মত মন্দ কিনা; সম্পূর্ণ সমান্তরাল হইয়া একটি এক হস্তে, এবং অন্যটি অন্য হস্তে স্থাপিত হইবে, ত্রাণকর্তা, যিনি পৃথিবীর আরম্ভের পূর্ব হইতেই ছিলেন তাঁহার মধ্যে যে করুণা, ন্যায় বিচার এবং পবিত্রতা রহিয়াছে সেই অনুযায়ী ইহা হইবে।

৬। এবং এখন, যীশু সত্য সত্যই যাহা জনগণকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, তাহার শত অংশের এক অংশও এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নয়।

৭। কিন্তু দেখ, তিনি যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, তাহা বেশীর ভাগই নেফাইয়ের ফলকসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮। এবং আমি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা হইল তিনি জনগণকে যাহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার ক্ষুদ্রতর অংশ; এবং আমি তাহা এই উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছি যাহাতে, তাহা যীশু যেই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন সেই কথা অনুযায়ী, অইহুদিগণ কর্তৃক এই জনগণের মধ্যে আনীত হয়।

৯। এবং তাহারা ইহা লাভ করিবার পর, প্রথমে তাহাদের জন্য ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করা সুবিধাজনক হইবে, এবং যদি এইরূপ হয় তাহারা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহা হইলে, আরো মহান বস্তু সকল তাহাদের নিকট প্রকাশ করা হইবে।

১০। এবং যদি এইরূপ হয় যে, তাহারা ঐসকল বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে তাহাদের সর্বনাশের জন্য মহান বস্তুগুলি হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে।

১১। দেখ আমি সেই সকল বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলাম, যাহা নেফাইয়ের ফলকগুলিতে খোদিত রহিয়াছে, কিন্তু প্রভু তাহাতে বাধা দান করিয়া বলিয়াছেন: আমি আমার জনগণের বিশ্বাস পরীক্ষা করিব।

১২। কাজেই আমি মরমন, প্রভু আমাকে যাহা লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছেন সেইগুলিই কেবল লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এখন আমি মরমন, আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি এবং আমাকে যাহা লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করা হইয়াছে তাহা লিখিতে যাইতেছি।

১৩। কাজেই, আমি তোমাদিগকে বলিব, তোমরা জানিবে যে, প্রভু সত্য সত্যই জনগণকে তিনদিন ধরিয়া শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এবং ইহার পর প্রায়ই তিনি তাহাদিগকে দর্শন দান করিয়াছেন, রুটি খণ্ডিত করিয়াছেন, এবং আশীর্বাদ করিয়া তাহা জনগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন।

১৪। এবং এইরূপ ঘটিয়াছিল যে, তিনি জনতার সন্তানদিগকে, যাহাদের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এবং উপদেশ দান করিয়াছিলেন, এবং তিনি তাহাদের ভাষাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহারা তাহাদের পিতাদিগের নিকট অনেক বিস্ময়কর বিষয় বর্ণনা করিয়াছিল, এমনকি

তিনি যাহা জনগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয়। এবং তিনি তাহাদের ভাষাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে তাহারা উচ্চারণ করিতে সক্ষম হয়।

১৫। অতঃপর তিনি স্বর্গে আরোহণ করিবার পর---দ্বিতীয় বার তিনি জনগণকে দর্শন দান করেন এবং পিতার নিকট গমন করেন। এবং তাহাদের রুগ্নদিগকে, পঙ্গু ব্যক্তিদিগকে আরোগ্য করিয়া, এবং তাহাদের অন্ধদিগের চক্ষু খুলিয়া, এবং বধিরদিগের কর্ণ মুক্ত করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রকার আরোগ্য সাধন করিয়া, এবং মৃতদিগের মধ্য হইতে একজনকে উত্থিত করিয়া, এবং জনগণকে তাহার ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া, অতঃপর তিনি স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

১৬। অতঃপর দেখ, পরদিন সকল জনতা একত্রিত হইল। এবং তাহারা সন্তানদিগকে দেখিল এবং শ্রবণ করিল। হাঁ; এমনকি ছোট শিশুগণও তাহাদের মুখ খুলিল, এবং বিস্ময়কর বিষয় উচ্চারণ করিল। এবং তাহারা যে সকল বিষয় উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহা কোন মানুষের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।

১৭। অতঃপর যে শিষ্যদিগকে যীশু নির্বাচন করিয়াছিলেন তাহারা সেই সময় হইতেই, যতজন তাহাদের নিকট আগমন করিল, তাহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করিলেন এবং শিক্ষা দান করিলেন। এবং যতজন যীশুর নামে দীক্ষা লাভ করিল, তাহারা সকলেই পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হইল।

১৮। এবং তাহাদের অনেকেই অবর্ণনীয় বস্তু যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা সঙ্গত নয় তাহা দর্শন করিল, এবং শ্রবণ করিল।

১৯। এবং তাহারা একে অন্যকে শিক্ষা দান করিল, এবং উপদেশ প্রদান করিল। এবং তাহাদের সকলের মধ্যে একই বস্তু বিদ্যমান ছিল। সকলেই একে অন্যের সহিত আদান প্রদানে ন্যায়বান ছিল।

২০। অতঃপর যীশু যেই ভাবে তাহাদিগকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ভাবে তাহারা সকল বিষয় সমাধা করিল।

২১। এবং যাহারা যীশু নামে দীক্ষা লাভ করিল, তাহাদিগকে খ্রীষ্টের সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা হইল।

পরিচ্ছেদ ২৭

যীশু খ্রীষ্ট তাহার সম্প্রদায়ের নামকরণ করিলেন ----পিতা কর্তৃক সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইল----পুস্তকে যাহাকিছু লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে সেই অনুযায়ী মানুষের বিচার হইবে।

১। অতঃপর যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যগণ যখন, তাহারা যাহা শ্রবণ করিয়াছেন এবং দর্শন করিয়াছেন তাহা প্রচার করিতে থাকিলেন, এবং ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং

দীক্ষা দান করিতে থাকিলেন তখন এইরূপ ঘটিল সকল শিষ্যগণ সমবেত হইয়া জোরাল প্রার্থনা এবং উপবাসের দ্বারা একত্রিত হইলেন।

২। এবং যীশু পুনরায় তাহাদিগকে দর্শন দান করিলেন, কারণ তাহারা তাঁহার নামে পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিতেছিলেন। যীশু আগমন করিলেন, এবং তাহাদিগের মাঝে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন। তোমরা এমন কি বস্তু কামনা কর, যাহা আমি তোমাদিগকে প্রদান করিতে পারি?

৩। এবং তাহারা বলিলেন: প্রভু আমরা কামনা করিব তুমি আমাদিগকে বলিয়া দিবে, কি নামে আমরা এই সম্প্রদায়কে ডাকিব। কারণ জনগণের মাঝে এই বিষয় লইয়া মতবিরোধ দেখা দিয়াছে।

৪। প্রভু তখন তাহাদিগকে বলিলেন: আমি নিশ্চয় করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, এরূপ কেন হইবে যে, জনগণ এই বিষয় লইয়া গুঞ্জন তুলিবে, এবং মত বিরোধ ঘটাইবে?

৫। তাহারা কি শাস্ত্র পাঠ করে নাই যাহাতে এই কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, তোমরা খ্রীষ্টের নামে পরিচিত হইবে যাহা হইল আমার নাম? কারণ এই নামেই তোমরা শেষ বিচারের দিনে পরিচিত হইবে।

৬। এবং যে ব্যক্তি আমার নামে পরিচিত হইবে, এবং শেষ পর্যন্ত তাহা বহন করিবে সেই ব্যক্তিই কেবল শেষ দিনে রক্ষা লাভ করিবে।

৭। কাজেই তোমরা যাহাই কর না কেন সেই সকলই আমার নামে করিবে। অতএব তোমরা সম্প্রদায়কে আমার নামে ডাকিবে। এবং তোমরা আমার নামে পিতাকে ডাকিবে, যাহার ফলে তিনি আমার জন্য সম্প্রদায়কে আশীর্বাদ করিবেন।

৮। আমার নামে পরিচিত না হইলে, ইহা আমার সম্প্রদায় হইল কি রূপে? কারণ কোন সম্প্রদায় যদি মুসার নামে পরিচিত হয় তাহা হইলে তাহা হইবে মুসার সম্প্রদায়: অথবা ইহা যদি কোন ব্যক্তির নামে পরিচিত হয় তাহা হইলে ইহা সেই ব্যক্তির সম্প্রদায় হইবে। কিন্তু যদি ইহা আমার নামে পরিচিত হয় এবং যদি ইহা আমার শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া থাকে, তবে তাহা হইবে আমার সম্প্রদায়।

৯। আমি সত্যই বলিতেছি তোমরা আমার শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া প্রস্তুত হইয়াছ। কাজেই তোমরা যাহাই ডাকনা কেন সবই আমার নামে ডাকিবে। কাজেই তোমরা যদি পিতার নিকট এই সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনা নিবেদন কর, এবং ইহা যদি আমার নামে হয় তাহা হইলে পিতা তাহা শ্রবণ করিবেন।

১০। এবং যদি সম্প্রদায়টি আমার শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হয়, তাহা হইলে পিতা ইহাতে তাহার নিজের কার্যকলাপ প্রদর্শন করিবেন।

১১। এবং যদি ইহা আমার শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত না হইয়া, মানুষের কার্যের উপর, অথবা শয়তানের কার্যের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তাহারা তাহাদের কার্যের জন্য একটি সময়ই আনন্দ করিবে এবং ধীরে ধীরে তাহাদের সমাপ্তি আসিবে, এবং তাহারা কর্তিত হইয়া, আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে, যেই স্থান হইতে কেহ আর ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হয় না।

১২। কারণ, তাহাদের কার্যের জন্য তাহারা ঐ ফল লাভ করিবে, কারণ ইহা তাহাদেরই কৃত কর্ম, যাহার জন্য তাহারা কর্তিত হইবে। কাজেই, আমি তোমাদের নিকট যাহা বর্ণনা করিয়াছি তাহা স্মরণ রাখিও।

১৩। দেখ, আমি তোমাদের নিকট আমার শাস্ত্র প্রদান করিয়াছি। এবং ইহাই হইল সেই শাস্ত্র যাহা আমি তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি যে, আমি আমার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, এই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছি, কারণ পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

১৪। এবং আমার পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন যাহাতে, আমি ক্রুশবিদ্ধ হইয়া উত্তোলিত হইতে পারি; এবং তাহার পর আমি ক্রুশবিদ্ধ হইয়া উত্তোলিত হইয়াছি, যাহাতে, আমি সকল মানুষকে আমার নিকট আনয়ন করিতে সক্ষম হই, যাহাতে, আমি যেমন মানুষ কর্তৃক উত্তোলিত হইয়াছি, মানুষ সেইরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য, তাহাদের কার্য অনুযায়ী তাহারা ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহার জন্য বিচার লাভ করিবার জন্য, পিতা কর্তৃক উত্তোলিত হইতে পারি।

১৫। এবং এই কারণে আমি উত্তোলিত হইয়াছি। কাজেই পিতার ক্ষমতার দ্বারা আমি সকল মানুষকে আমার নিকট আনয়ন করিব, যাহাতে তাহারা তাহাদের কৃত কর্ম অনুযায়ী সুবিচার লাভ করিতে সক্ষম হয়।

১৬। অতঃপর এইরূপ হইবে যে, যে ব্যক্তি অনুতাপ করিবে এবং আমার নামে দীক্ষা গ্রহণ করিবে সে পূর্ণ হইবে। এবং যদি সে শেষ পর্যন্ত উহা বহন করিয়া যায়, তাহা হইলে দেখ সেই দিন, যেইদিন আমি পৃথিবীর বিচার করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইব সেইদিন, আমি আমার পিতার নিকট তাহাকে নির্দোষ প্রমাণ করিব।

১৭। এবং যে শেষ পর্যন্ত ইহা বহন করিয়া লইবে না, সে হইবে সেই ব্যক্তি যে কর্তিত হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে, এবং পিতার ন্যায়বিচারের কারণে, তাহারা আর সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে না।

১৮। এবং ইহাই হইল সেই বাণী যাহা তিনি মানব সন্তানগণের জন্য প্রদান করিয়াছেন এবং এই কারণে, তিনি তাঁহার বাণী যাহা তিনি প্রদান করিয়াছেন তাহা পূর্ণ করিয়াছেন তিনি মিথ্যা বলেন নাই, বরং তাহার সকল বাণী পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

১৯। এবং কোন অপবিত্র বস্তু তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে না। কাজেই যাহারা তাহাদের বিশ্বাসের দ্বারা, এবং তাহাদের সকল পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া, এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রক্ষা করিয়া, আমার রক্ত দ্বারা তাহাদের পোষাক বিশুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহই তাঁহার পান্থশালায় প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে না।

২০। এখন ইহাই হইল সেই আদেশসমূহ: অনুতাপ কর, তোমরা সবাই পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তোমরা অনুতাপ কর, এবং আমার নিকট আইস এবং আমার নামে দীক্ষা গ্রহণ কর, যাহাতে তোমরা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করিয়া পবিত্র হইতে সক্ষম হও, যাহাতে তোমরা শেষ বিচারের দিন নিষ্পাপ হিসাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পার।

২১। আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, ইহাই হইল আমার শাস্ত্র: এবং সম্প্রদায়ের জন্য তোমাদিগকে কি কি অবশ্যই করিতে হইবে তাহা তোমরা জান: কারণ যে কার্য তোমরা আমাকে করিতে দেখিয়াছ, তোমরাও সেইরূপ করিবে: কারণ তোমরা আমাকে যাহা করিতে দেখিয়াছ তাহাই তোমরা করিবে।

২২। অতএব এই সকল কার্যগুলি সম্পন্ন করিলে তোমরা ধন্য কারণ তাহা হইলে, শেষ বিচারের দিন তোমরা উত্তোলিত হইবে।

২৩। কেবল মাত্র যাহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তাহা ভিন্ন, যাহা তোমরা দর্শন করিয়াছ, এবং শ্রবণ করিয়াছ, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখ।

২৪। এই জনগণের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখ, যাহা যেরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেইরূপ ভাবে ঘটিবে, এবং যাহা ঘটিয়াছে।

২৫। কারণ দেখ, যে পুস্তকগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং যে পুস্তকগুলি লিপিবদ্ধ করা হইবে, সেই অনুযায়ী এই জনগণ বিচার লাভ করিবে। কারণ তাহাদের মাধ্যমেই মানুষের মাঝে তাহাদের কার্যগুলি প্রকাশিত হইবে।

২৬। এবং দেখ, সকল বস্তুই পিতা কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। কাজেই যে পুস্তকগুলি লিখিত হইবে, তাহাদের ভিত্তিতেই এই পৃথিবীর বিচার করা হইবে।

২৭। এবং তোমরা জানিয়া রাখ আমি তোমাদিগকে যে মত প্রদান করিব, এবং যাহা হইবে ন্যায় বিচার, সেই অনুযায়ী তোমরা এই জনগণের বিচারক নিযুক্ত হইবে। কাজেই তোমাদিগকে কিরূপ ব্যক্তি হইতে হইবে? আমি সত্যই তোমাদিগকে বলিতেছি, আমার অনুরূপ হইতে হইবে।

২৮। এবং এখন আমি পিতার নিকট প্রস্থান করিব। এবং আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আমার নামে তোমরা পিতার নিকট যাহাই প্রার্থনা করিবে, তাহাই তোমাদিগকে প্রদান করা হইবে।

২৯। কাজেই, প্রার্থনা কর, তাহা হইলেই তোমরা লাভ করিবে। আঘাত কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্য দুয়ার খুলিয়া যাইবে। কারণ যে প্রার্থনা করিবে, সে লাভ করিবে। এবং যে আঘাত করিবে, তাহার জন্য দুয়ার খুলিয়া যাইবে।

৩০। এবং এখন দেখ, তোমাদের জন্য এবং এই পুরুষের জন্যও আমার অনেক আনন্দ হইয়াছে। হাঁ, এমনকি পিতা, এবং পবিত্র দেবদূতগণও তোমাদের জন্য, এবং এই পুরুষের জন্য আনন্দে উল্লসিত হইয়াছেন; কারণ তাহাদের কেহই হারাইয়া যায় নাই।

৩১। দেখ, আমি কামনা করি, তোমরা ইহা বুঝিতে সক্ষম; কারণ আমি তাহাদিগকে বুঝাইতেছি যাহারা এখন এই পুরুষে জীবিত রহিয়াছে। এবং তাহাদের কেহ বিপথে গমন করে নাই; এবং তাহাদের মাঝেই রহিয়াছে আমার আনন্দের পূর্ণতা।

৩২। কিন্তু দেখ, এই পুরুষ হইতে লইয়া চতুর্থ পুরুষের জন্য আমার দুঃখ হয়, কারণ তাহারা তাহার দ্বারা বন্দী হইয়া সর্বনাশের পুত্রের মত পরিচালিত হইবে।

কারণ তাহারা স্বর্ণ রৌপ্যের জন্য এবং যাহা পোকায় কাটিতে পারে এবং চোর যাহা ভাঙিগয়া চুরি করিতে পারে তাহার জন্য আমাকে বিক্রয় করিবে। এবং সেইদিন আমি তাহাদিগকে দর্শন দান করিব, এবং তাহাদের কার্যের ফল তাহাদের মাথায় চাপাইয়া দিব।

৩৩। অতঃপর যীশু তাঁহার এই বক্তব্যগুলি সমাপ্ত করিবার পর, তিনি তাহার শিষ্যদিগকে বলিলেন: তোমরা সোজা দুয়ার দিয়া গমন করিও। কারণ জীবনের পথে যাহা পরিচালিত করে তাহার পথ সংকীর্ণ এবং দুয়ার সোজা, এবং অল্প লোকই তাহা খুঁজিয়া পাইবে। এবং মৃত্যুর পথে যাহা পরিচালিত করে তাহার দুয়ার প্রশস্ত এবং পথ পরিসর, এবং অনেকেই যতক্ষণ পর্যন্ত না রাত্র আসে এবং কোন মানুষই কার্য করিতে পারে না ততক্ষণ পর্যন্ত সেই পথে গমণ করিবে।

পরিচ্ছেদ ২৮

বারোজনের প্রত্যেককেই তাহাদের অন্তরের বাসনা মঞ্জুর করা হইল---প্রভু পুনরায় মহিমামন্ডিত হইয়া পৃথিবীতে আগমন করিবার কাল পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করিবার জন্য তিনজনকে নির্বাচন করা হইল---চমৎকার বস্তুসকল সেই তিনজনকে প্রদর্শন করান হইল---তাঁহারা মৃত্যু এবং ধ্বংস হইতে মুক্ত হইলেন।

১। এবং ইহার পর যীশু এই কথাগুলি সমাপ্ত করিবার পর, তিনি এক এক করিয়া তাহার প্রতিটি শিষ্যের সহিত কথা বলিলেন। তাহাদিগকে তিনি বলিলেন: আমি পিতার নিকট গমন করিবার পর, তোমরা আমার নিকট কি কামনা কর?

২। তিনজন ভিন্ন অন্য সকলেই তাহার নিকট এই বলিলেন: আমরা এই ইচ্ছা করি যে, আমাদের এই মনুষ্য জীবন সমাপ্ত হইবার পর, অর্থাৎ আমাদের এই যাজকত্ব যাহার জন্য তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছ তাঁহার পর, যাহাতে আমরা সত্বর তোমার রাজ্যে তোমরা নিকট গমন করিতে সক্ষম হই।

৩। এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: তোমরা ধন্য কারণ, তোমরা আমার নিকট এই বস্তু কামনা করিয়াছ। অতএব তোমাদের যখন বাহাত্তর বৎসর বয়স হইবে তাহার পর, তোমরা আমার নিকট আমার রাজ্যে আগমন করিবে। এবং আমার নিকটে বিশ্রাম খুজিয়া পাইবে।

৪। এবং তাহাদের নিকট এই কথা বলিবার পর তিনি সেই তিন জনের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন: আমি পিতার নিকট গমন করিবার পর, তোমরা আমার নিকট কি কামনা কর?

৫। তাহারা অন্তরে দুঃখিত হইলেন কারণ তাহারা যাহা কামনা করিয়াছিলেন তাহা তাহার নিকট বলিতে সাহস করিতেছিলেন না।

৬। এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: দেখ আমি তোমাদের মনের বাসনা সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছি, এবং তোমরা সেই বস্তু কামনা করিতেছ যাহা আমার

প্রিয় জন; যে আমি ইহুদিগণ কর্তৃক উত্তোলিত হইবার পূর্বে আমার যাজকত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে আমার নিকট কামনা করিয়াছিল।

৭। কাজেই তোমরা আরো বেশী পরিমাণে ধন্য, কারণ তোমরা কোনদিনই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে না বরং তোমরা মানব সন্তানদিগের প্রতি পিতার সর্ব প্রকার কার্যকলাপ দর্শন করিবার জন্য জীবিত থাকিবে, পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী সকল বিষয় পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, যাহার পর আমি আমার মহিমা লইয়া এবং স্বর্গের ক্ষমতা লইয়া আগমন করিব ততদিন পর্যন্ত.।

৮। এবং তোমরা কখনই মৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করিবে না। কিন্তু আমি আমার মহিমা লইয়া আগমন করিবার পর তোমরা চক্ষের নিমেষে মর দেহ হইতে অমরত্ব লাভ করিবে। এবং ইহার পর তোমরা আমার পিতার রাজ্যে আশীর্বাদ লাভ করিবে।

৯। এবং পুনরায়, যখন তোমরা দেহ ধারণ করিয়া থাকিবে, তখন তোমরা কোন কষ্ট ভোগ করিবে না, এবং পৃথিবীর পাপের জন্য দুঃখ করা ভিন্ন, তোমাদের আর কোন দুঃখিও থাকিবে না। এবং এই সকলই আমি করিব, কারণ ইহাই তোমরা আমার নিকট কামনা করিতে চাহিয়াছ যে, যাহাতে যেইদিন পৃথিবীর সকলে উপস্থিত হইবে সেইদিন তোমরা মানুষের আত্মাগুলিকে আমার নিকট আনয়ন করিতে সক্ষম নহও।

১০। এবং এই কারণে তোমরা পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করিবে। এবং তোমরা আমার পিতার রাজ্যে উপবেশন করিবে। হাঁ, পিতা যেইরূপ পরিপূর্ণ আনন্দ আমাকে দান করিয়াছেন তোমরাও সেইরূপ পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করিবে। এবং তোমরা আমার অনুরূপ হইবে, এবং আমি হইলাম আমার পিতার অনুরূপ এবং পিতা ও আমি এক।

১১। এবং পবিত্র আত্মা আমার ও পিতার সাক্ষ্য বহন করিয়া থাকে; এবং আমার কারণে পিতা মনুষ্য সন্তানদিগকে পবিত্র আত্মা প্রদান করিয়াছেন।

১২। অতঃপর যীশু এই সকল কথাগুলি বর্ণনা করিবার পর, তিনি সেই তিনজন যাহারা বিলম্ব করিতেছিলেন তাহাদিগকে ভিন্ন তাঁহাদের অন্য আর সবাইকে অঙগুলি দ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং অতঃপর তিনি প্রস্থান করিলেন।

১৩। এবং দেখ, স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং তাহারা স্বর্গে গৃহীত হইলেন এবং অনির্বচনীয় বস্তু সকল দেখিলেন এবং শ্রবণ করিলেন।

১৪। এবং সেই সকল বস্তুর বিষয় উচ্চারণ করিতে তাহাদিগকে বারণ করা হইয়াছিল। এবং যাহা তাঁহারা দর্শন করিয়াছেন এবং শ্রবণ করিয়াছেন তাহা উচ্চারণ করিবার ক্ষমতাও তাহাদিগকে প্রদান করা হয় নাই।

১৫। এবং তাহারা কি দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, অথবা দেহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহারা বলিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহাদের কাছে এইরূপ মনে হইয়াছিল যে, তাঁহাদের দেহের একটি রূপান্তর ঘটিয়াছিল, যাহাতে

তাহারা এই মরদেহ হইতে একটি অমরত্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সেইজন্য ঈশ্বরের বস্তুগুলি দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৬। কিন্তু অতঃপর এইরূপ ঘটিল, তাহারা পুনরায় পৃথিবীর বুকে উপদেশ প্রদান করিতে শুরু করিলেন; যাহা হউক তাহাদিগকে যে আদেশসমূহ প্রদান করা হইয়াছিল, সেই আদেশ অনুযায়ী, তাঁহারা যাহা দর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রবণ করিয়াছিলেন সেই বিষয় কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই।

১৭। এবং এখন, তাহাদের দেহের পরিবর্তনের দিন হইতে তাঁহারা নশ্বর অথবা অবিনশ্বর হইয়া ছিলেন তাহা আমি বলিতে সক্ষম নই।

১৮। কিন্তু এই পর্যন্ত জানি যে, যে বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছিল তাহা অনুযায়ী তাহারা পৃথিবীর বুকে গমন করিয়াছিলেন এবং সকল জনগণকে যাহারা তাহাদের প্রচার কার্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া তাহাদের নিকট ধর্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এবং যতজন দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা পবিত্র আত্মা লাভ করিয়াছিল।

১৯। এবং যাহারা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না তাহাদের দ্বারা তাঁহারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। এবং কারাগারগুলি তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই কারণ তাহারা ভাঙিগয়া দুইভাগ হইয়া গিয়াছিল।

২০। এবং তাঁহারা মাটির নিচে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের বাণী দ্বারা মাটিকে এতই আঘাত করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মাটির গভীরতা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া উঠিলেন ইহার পর আর তাহারা তাঁহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পার এইরূপ গর্ত খনন করিতে সক্ষম হইল না।

২১। এবং তাহারা তিনবার চুল্লিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের কোন ক্ষতি সাধিত হয় নাই।

২২। এবং দুইবার তাহারা হিংস্র জন্তুর খাঁচায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেখ, তাঁহারা শিশু যেইরূপ মেষ শাবকের সহিত খেলা করে, হিংস্র জন্তুদিগের সহিত তাঁহারা সেইভাবে খেলা করিলেন এবং তাঁহাদের কোন ক্ষতি সাধিত হইল না।

২৩। এবং এইরূপে তাঁহারা নেফাইয়ের সকল ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন, এবং সেই ভূমির সকলের নিকট ত্রাণকর্তার শাস্ত্র প্রচার করিলেন। এবং তাহারা প্রভুর পথে ধর্মান্তরিত হইল এবং খ্রীষ্টের সম্প্রদায়ে একত্রিত হইল। এবং এইরূপে যীশু খ্রীষ্টের বাণী অনুযায়ী সেই পুরুষের সকল ব্যক্তি আশীর্বাদ লাভ করিল।

২৪। এবং এখন আমি মরমন, কিছু সময়ের জন্য এই সকল বিষয় সম্বন্ধে বর্ণনা করা সমাপ্ত করিব।

২৫। দেখ আমি, যাহারা কখনও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবেন না তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু প্রভু আমাকে বারণ করিয়াছেন। কাজেই আমি তাহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিব না, কারণ তাঁহারা পৃথিবী হইতে লুপ্তকায়ীত অবস্থায় রহিয়াছেন।

২৬। কিন্তু দেখ, আমি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াছি, এবং তাঁহারা আমার নিকট ধর্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

২৭। এবং দেখ, তাঁহারা অইহুদিগণের মধ্যে থাকিবেন, কিন্তু অইহুদিগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে সক্ষম হইবে না।

২৮। তাহারা ইহুদিদিগের মাঝেও অবস্হান করিবেন এবং ইহুদিগণ তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে পারিবে না।

২৯। এবং এইরূপ ঘটিবে যখন প্রভু ইচ্ছা করিবেন যে, তাহারা ইসরায়েলের সকল বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর নিকট, সকল জাতির নিকট, গোষ্ঠীর নিকট ভাষার নিকট ধর্ম উপদেশ প্রদান করিবেন এবং তাহাদের মধ্যে হইতে অনেক প্রাণকে যীশুর পথে আনয়ন করিবেন যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে, এবং তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদক যে ক্ষমতা রহিয়াছে তাহার কারণেও।

৩০। তাঁহারা ঈশ্বরের দেবদূতের তুল্য, এবং যদি তাঁহারা যীশুর নামে পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করেন; তাহা হইলে তাঁহারা মানুষকে যাহাই প্রদর্শন করিবেন তাহাই তাহাদের নিকট মঙ্গলজনক মনে হইবে।

৩১। কাজেই সেই বিশিষ্ট আগত প্রায় দিনটি, যখন সকল ব্যক্তিকে অবশ্যই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে দন্ডায়মান হইতে হইবে তাহার পূর্বে মহান এবং চমৎকার কার্যগুলি তাহাদের দ্বারা সম্পাদন করা হইবে।

৩২। হাঁ, অইহুদিগণের মাঝেও শেষ বিচারের দিন আগমন করিবার পূর্বে বিশিষ্ট এবং চমৎকার কার্য তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

৩৩। এবং তোমাদের কাছে যদি খ্রীষ্টের চমৎকার কাজের বিবরণ সহ কোনো শাস্ত্র থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে খ্রীষ্টের বাণী অনুযায়ী তোমরা জানিবে, এই বস্তুগুলি অবশ্যই ঘটিবে।

৩৪। এবং যে যীশুর বাণীর প্রতি কর্ণপাত করিবে না তাহার জন্য, এবং যাহাদিগকে তিনি তাহাদের মাঝে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদের কথায়ও কর্ণপাত করিবে না, তাহাদের জন্য, দুঃখ হয়। কারণ যে ব্যক্তি যীশুর বাণী গ্রহণ করিবে না এবং যাহাদিগকে তিনি প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদের বাণী গ্রহণ করিবে না, তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করে না। কাজেই তিনিও শেষ বিচারের দিন তাহাদিগকে গ্রহণ করিবেন না।

৩৫। এবং তাহাদের জন্য জন্মগ্রহণ না করাই মঙ্গলজনক ছিল। কারণ তোমরা কি এইরূপ মনে কর যে, তোমরা অসন্তুষ্ট ঈশ্বর যিনি মানুষের পায়ের নিচে দলিত হইয়াছেন তাহার ন্যায়বিচার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে, যাহাতে মুক্তি আসিতে পারে?

৩৬। এবং এখন দেখ, আমি যেহেতু তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, যাহাদিগকে প্রভু নির্বাচন করিয়ানে, হাঁ---সেই তিনজন যাহারা উপরে স্বর্গে গৃহীত হইয়াছিলেন, আমি জানিনা যে, তাহারা মরদেহ হইতে অমরত্বে পবিত্র হইয়াছিলেন কিনা---

৩৭। কিন্তু দেখ, যেহেতু আমি উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সেই হেতু আমি প্রভুর নিকট জানিতে চাহিয়াছি এবং তিনি আমার নিকট এই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহাদের দেহে একটি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল, অন্যথায় তাহাদিগকে মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইত।

৩৮। কাজেই, যাহাতে তাঁহারা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে না পারেন সেই কারণে তাহাদের দেহে একটি পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছিল, যাহাতে পৃথিবীর পাপ ভিন্ন আর কোন কিছুর ব্যথা অথবা দুঃখ তাঁহারা অনুভব করিতে না পারেন।

৩৯। এখন এই পরিবর্তন শেষ দিনে যে পরিবর্তন সাধিত হইবে তাহার সমতুল ছিল না। বরং তাঁহাদের মধ্যে এত বেশী একটি পরিবর্তন আসিয়াছিল যে তাহার জন্য শয়তানের ক্ষমতা তাহাদের উপর ফলে নাই, শয়তান তাহাদিগকে প্রলোভিত করিতে পারিল না। উপরন্তু তাঁহাদের দেহকে বিশুদ্ধ করা হইয়াছিল যাহাতে তাহারা পবিত্র হন এবং পৃথিবীর কোন শক্তিই তাঁহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে না পারে।

৪০। এবং খ্রীষ্টের শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তাঁহারা এই অবস্থায় থাকিলে এবং সেই দিন তাহারা আরো একটি বিরাট পরিবর্তন লাভ করিবেন, এবং ঈশ্বরের রাজ্যে গৃহীত হইবেন, এবং আর বাহিরে গমন করিবেন না বরং অনন্তাকালের জন্য ঈশ্বরের সহিত স্বর্গে বাস করিলেন।

পরিচ্ছেদ ২৯

যাহারা প্রভুর কার্য এবং বাণী প্রত্যাখ্যান করিবে তাহাদের জন্য মরমনের সাবধান বাণী।

১। এবং এখন দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যখন প্রভু এইরূপ ইচ্ছা করিবেন যে, তাঁহারা বাণী অনুযায়ী এইসকল বক্তব্যগুলি অইহুদিগণের নিকট আনীত হইবে, সেইদিন তোমরা জানিতে পারিবে যে, ইসরায়েলের সন্তানদিগের সহিত তাহাদিগকে তাহাদের পৈতৃক ভূমিতে পুনস্থাপনের বিষয় পিতা যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।

২। এবং তোমরা জানিতে পারিবে যে, প্রভুর বাণীগুলি, যাহা পবিত্র মহাপুরুষদিগের মুখ হইতে নিসৃত হইয়াছিল, তাহা সকলই পূর্ণ হইবে। এবং তোমাদের আর এইরূপ কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না যে, প্রভু ইসরায়েলের সন্তানদিগের নিকট আগমন করিতে বিলম্ব করিতেছেন।

৩। এবং তোমাদের মনে এইরূপ কল্পনার উদয় হইবেনা যে, বর্ণিত সব বাণী ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ দেখ, প্রভু তাহার শিষ্য এবং ইসরায়েলের পরিবারের সহিত যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা তিনি স্মরণ রাখিবেন।

৪। এবং যখন তোমরা এই বাণীগুলি তোমাদের মাঝে সফল হইতে দেখিবে, তখন তোমাদের আর প্রভুর কার্য প্রত্যাখ্যান করিবার প্রয়োজন হইবে না, কারণ তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তে তাঁহারা ন্যায়বিচারের তরবারি অবস্থান করিবে। এবং দেখ যদি তোমরা তাহার কার্য প্রত্যাখ্যান করিয়া থাক, তবে সেই দিন তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে, সত্বর ইহা তোমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে।

৫। যে প্রভুর কার্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহার জন্য দুঃখ হয়। হাঁ যে খ্রীষ্টকে এবং তাঁহার কার্যগুলিকে অস্বীকার করিবে, তাহার জন্য দুঃখ হয়।

৬। হাঁ যে প্রভুর উদ্ঘাটিত রহস্যগুলি অস্বীকার করিবে, এবং যে বলিবে, প্রভু আর রহস্য উদ্ঘাটন, ভবিষ্যদ্বাণী, দান, ভাষা আরোগ্য অথবা পবিত্র আত্মার ক্ষমতা দ্বারা আর কোন কার্য সম্পাদন করেন না, তাহার জন্য দুঃখ হয়।

৭। হাঁ, এবং তাহার জন্য দুঃখ হয়, যে সেই দিন মুনাফা লাভ করিবার জন্য বলিবে যে, যীশু কর্তৃক কোন অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন করা সম্ভব নয়। কারণ যে ব্যক্তির এইরূপ করা সম্ভব নয়। কারণ যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে, যে সর্বনাশের সন্তান অর্থাৎ ত্রাণকর্তার বাণী অনুযায়ী যাহার জন্য কোন করুণার স্থান থাকিবে না, তাহার অনুরূপ হইবে।

৮। এবং তোমাদিগকে আর গুঞ্জন, অথবা অমনস্ক হইতে হইবে না, অথবা ইহুদি অথবা ইসরায়েলরে পরিবারের আর কোন অংশকে লইয়া আর উপহাস করিতে হইবেনা, কারণ দেখ, প্রভু তাহাদের সহিত তাঁহার চুক্তির কথা স্মরণ রাখিয়াছেন, এবং তাহার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তিনি তাহাদের প্রতি তাঁহার কার্য সম্পন্ন করিবেন।

৯। ইহার পর তোমাদের এইরূপ মনে করিবার প্রয়োজন হইবে না যে, তোমরা প্রভুর দক্ষিণ হস্তকে বামহস্তে পরিবর্তন করিতে পার, যাহাতে তিনি তাহার চুক্তি, যাহা তিনি ইসরায়েলের পরিবারের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন তাহা পরিপূর্ণ করিবার জন্য দন্ড প্রদান করিতে না পারেন।

পরিচ্ছেদ ৩০

মরমন অইহুদিগণকে অনুতাপ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

১। হে অইহুদিগণ, তোমরা শ্রবণ কর, এবং তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের কথা শ্রবণ কর, যাহা তোমাদের বিষয় বর্ণনা করিবার জন্য তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন, কারণ দেখ তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাকে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন:

২। অইহুদিগণ তোমরা তোমাদের পাপের পথ হইতে প্রত্যাবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপ কার্যের জন্য, মিথ্যা কথার জন্য, তোমাদের প্রতারণার জন্য, তোমাদের বেশ্যাবৃত্তির জন্য ও তোমাদের গুপ্ত জঘন্য কার্যের জন্য, তোমাদের পৌত্তলিকতার জন্য, তোমাদের হত্যার জন্য, তোমাদের পুরোহিতবিদ্যার জন্য, তোমাদের হিংসার জন্য, তোমাদের দুঃখের জন্য তোমরা অনুতাপ করা। এবং সকল পাপ কার্য, এবং জঘন্য কার্য পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আইস এবং আমার নামে দীক্ষা গ্রহণ কর যাহাতে তোমরা পাপের মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হও এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হও যাহাতে তোমরা আমার নিজের লোকেদের সঙ্গে, যাহারা ইসরায়েলের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সমগোত্রীয় হইতে পার।

চতুর্থ নেফাই

নেফাইয়ের পুস্তক

ইনি হইলেন সেই নেফাইয়ের পুত্র---যিনি যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্য ছিলেন। নেফাইয়ের ইতিহাস অনুযায়ী তাঁহার লোকদিগের বিবরণ।

খ্রীষ্টের সম্প্রদায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ---নেফাইতগণ এবং লামানাইতগণ ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে লাগিল ---দুইশত বৎসরের ধার্মিকতার যুগ অতিক্রান্ত হইবার পর, মতবিরোধ এবং অধঃপতন শুরু হইল----আমস এবং আম্মারণ পালা ক্রমে ইতিহাসগুলি রক্ষা করিলেন।

১। ইহার পর চৌত্রিশ বৎসর, এমন কি পঁয়ত্রিশ বৎসরও পার হইয়া গেল, এবং দেখ যীশুর শিষ্যগণ চারিদিকে সকল জায়গায়, খ্রীষ্টের একটি সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিলেন। এবং যতজন ব্যক্তি তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিল এবং সত্য সত্যই তাহাদের পাপ কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইল, তাহারা সকলেই যীশুর নামে দীক্ষা লাভ করিল; এবং তাহারা পবিত্র আত্মা হইল।

২। অতঃপর ছত্রিশতম বৎসরের সময় দেশের সকল ব্যক্তি উভয় নেফাইতগণ এবং লামানাইতগণ প্রভুর পথে ধর্মান্তর গ্রহণ করিল, এবং তাহাদিগের মধ্যে কোন কলহ এবং মতবিরোধ রহিল না এবং সকল ব্যক্তি ন্যায়ভাবে একে অন্যের সহিত ব্যবহার করিল।

৩। এবং তাহাদের সকলেই সকল বস্তু সার্বজনীন ভাবে ভোগ করিল; কাজেই তাহাদের মধ্যে ধনী দরিদ্র, মুক্ত এবং বন্ধন যুক্ত ছিলনা বরং তাহারা সকলেই মুক্ত এবং স্বর্গীয় দানের অংশীদার ছিল।

৪। সাঁইত্রিশ বৎসরও এই একই ভাবে অতিক্রান্ত হইল, এবং তখনও দেশের উপর শান্তি বিরাজ করিয়াছিল।

৫। এবং যীশুর শিষ্যগণ কর্তৃক তখন এত বেশী চমৎকার কার্য সম্পাদিত হইতেছিল যে, তাঁহারা রুগ্নদিগকে আরোগ্য করিলেন, মৃতকে উত্থিত করিলেন এবং পঙ্গুকে চলিতে, অন্ধকে তাহার দৃষ্টি লাভ করিতে এবং বধিরকে শ্রবণ করিতে সাহায্য করিলেন। এবং মনুষ্য সন্তানদিগের মাঝে তাঁহারা সর্বপ্রকার অলৌকিক ঘটনা সম্পাদিত করিলেন। এবং সকল অলৌকিক ঘটনাই তাহারা যীশুর নামে সংঘটিত করিলেন।

৬। এবং এই রূপে আটত্রিশ বৎসর এমন কি উনচল্লিশ বৎসরও পার হইয়া গেল। এবং একচল্লিশ এবং বিয়াল্লিশ বৎসরও এই একই রূপে কাটিল, হাঁ, উনপঞ্চাশ একান্ন এবং বাহান্ন বৎসরও এইরূপে অতিক্রান্ত হইল। হাঁ এমনকি উনষাট বৎসরও এইরূপে সমাপ্ত হইয়া গেল।

৭। এবং প্রভু তাহাদিগকে সেই দেশে প্রচুর পরিমাণে উন্নতি করিতে দিলেন। হাঁ, এত বেশী পরিমাণে উন্নতি করিতে দিলেন যে, যেই স্থানে শহরগুলি সব অগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল সেই স্থানে, আবার তাহারা নূতন শহর নির্মাণ করিল।

৮। হাঁ সেই বিশিষ্ট শহর জারাহেমলাও তাহারা পুনরায় গঠন করিল।

৯। কিন্তু অনেক শহর ছিল যেইগুলি জলের নিচে নিমজ্জ হইয়াছিল, এবং তাহাদের উপরে জল আসিয়া স্থায়ী হইয়াছিল, কাজেই সেই শহরগুলিকে আর পুনরায় গঠন করা সম্ভব হইল না।

১০। এবং এখন দেখ, নেফাইয়ের লোকেরা শক্তিশালী হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত তাহাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, এবং অচিরেই তাহারা একটি অতি সুন্দর এবং আনন্দদায়ক জাতিতে পরিণত হইল।

১১। এবং তাহারা বিবাহ করিল, অনেকের বিবাহ হইল, এবং প্রভুর সমস্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহারা আশীর্বাদ লাভ করিল।

১২। এবং তাহারা আর মুসার বিধি পালন করিয়া অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিল না। বরং তাহারা তাহাদের প্রভু ঈশ্বরের আদেশগুলি, যাহা তাহারা লাভ করিয়াছিল তাহা পালন করিয়া চলিল। উপবাস এবং প্রার্থনা করিয়া, এবং প্রায়ই প্রার্থনা এবং প্রভুর বাণী শ্রবণ করিবার জন্য একত্রিত হইয়া, তাহারা উহা পালন করিল।

১৩। ইহার পর, সেই দেশের সকল জনগণের মাঝে আর কোন কলহ রহিল না: যীশুর শিষ্যদিগের দ্বারা বিশিষ্ট অলৌকিক ঘটনাগুলি সম্পাদিত হইতে থাকিল।

১৪। এইরূপে একাত্তর বৎসর এবং বাহাত্তর বৎসরও অতিক্রান্ত হইয়া গেল। হাঁ এক কথায় উনসত্তর বৎসরও পার হওয়া পর্যন্ত, হাঁ এমনকি একশত বৎসর পার হইয়া গেল, এবং যীশুর শিষ্যগণ, যাহাদিগকে তিনি নির্বাচন করিয়াছিলেন, এবং যে তিনজনকে বিলম্ব করিতে হইয়াছিল তাহার ভিন্ন, সকলেই ঈশ্বরের স্বর্গে গমন করিলেন। এবং অন্যান্য শিষ্যগণ তাহাদিগের স্থানে কার্যভার গ্রহণ করিলেন, এবং সেই পুরুষের অনেকেই মৃত্যু বরণ করিল।

১৫। এবং ইহার পরও জনগণের হৃদয়ের মাঝে ঈশ্বরের ভালবাসা অবস্থান করিয়া থাকিবার ফলে, সেই দেশে আর কোন ঝগড়া বিবাদ দেখা দিল না।

১৬। এবং তাহাদের মধ্যে কোন হিংসা, দুঃখ কষ্ট, বেশ্যাবৃত্তি, মিথ্যা কথা, খুন খারাপি, অথবা কোন প্রকার লোভ লালসা রহিল না, এবং অবশ্যই তাহারা, ঈশ্বর যত ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সুখী ছিল।

১৭। তাহাদিগের মধ্যে ডাকাতি ছিল না, খুনী ছিল না অথবা তাহাদিগের মধ্যে কোন লামানাইত বা অন্য কোন প্রকার জাত ছিল না; বরং তাহারা সকলেই এক ছিল, তাহারা ছিল খ্রীষ্টের সন্তান, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

১৮। এবং তাহারা কত ভাগ্যবান ছিল! কারণ, প্রভু নিজে তাহাদের সকল কর্মে তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। হাঁ এমনকি তাহারা একশত দশ বৎসর

অতিক্রম হইয়া যাওয়া পর্যন্ত, আশীর্বাদ লাভ করিল, এবং উন্নতি করিল। এবং খ্রীষ্ট হইতে শুরু করিয়া প্রথম যুগ শেষ হইয়া গেল এবং কোন দেশের মধ্যে আর কোন কলহ রহিল না।

১৯। এবং এইরূপ ঘটিয়াছিল যে, যে নেফাই এই শেষ ইতিহাস রক্ষা করিয়াছিলেন (তিনি ঐগুলি নেফাইয়ের ফলকে রক্ষা করিয়াছিলেন) তিনি মৃত্যু বরণ করিলেন, এবং তাঁহার স্থানে তাঁহার পুত্র আমস ইহা রক্ষা করিলেন। এবং তিনিও উহা নেফাইয়ের ফলকেই রক্ষা করিলেন।

২০। এবং তিনি চুরাশি বৎসর পর্যন্ত উহা রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তখনও দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছিল, কেবল মাত্র জনতার একটি ক্ষুদ্র অংশ; সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, এবং নিজেরা লামানাইত বলিয়া পরিচিত হইল, এইরূপে দেশে পুনরায় লামানাইত গঠিত হইতে শুরু করিল।

২১। অতঃপর আমসও মৃত্যু বরণ করিলেন। (এবং উহা ছিল খ্রীষ্টের আগমনের সময় হইতে লইয়া এক শত চুরানব্বুই বৎসর) এবং তাঁহার পুত্র আমস ইতিহাস রক্ষা করিয়া চলিলেন। এবং তিনিও নেফাইয়ের ফলকের উপর সেই ইতিহাস রক্ষা করিলেন। এবং ইহাও নেফাইয়ের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এবং ইহাই হইল সেই পুস্তক।

২২। এইরূপে দুইশত বৎসর পার হইয়া গেল। এবং কয়েকজন ভিন্ন, দ্বিতীয় পুরুষেরও সকল লোক মৃত্যু বরণ করিল।

২৩। এবং আমি মরমন তোমাদিগকে ইহাই বলিব যে, তোমাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, তখন জনতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা সংখ্যায় এত বেশী হইয়াছিল যে, সেই দেশের বুকে বিভিন্ন স্থানে তাহারা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং তাহারা অতিশয় ধনী হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টের নামে সাফল্য লাভ করিবার ফলেই এইরূপ হইয়াছিল।

২৪। এবং এখন, এই দুইশত এক বৎসরে, যাহারা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে এইরূপ দেখা গেল যে, তাহারা মূল্যবান পোষাক পরিধান করিতেছে এবং সকল প্রকার মূল্যবান মুক্তা, এবং পৃথিবীর সকল সুন্দর বস্তু তাহারা ব্যবহার করিতেছে।

২৫। এবং তখন হইতে, তাহাদের বিষয় সম্পত্তি আর সার্বজনীন বলিয়া গণ্য হইত না।

২৬। এবং তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে শুরু করিল। এবং তাহারা নিজেদের লাভের জন্য, নিজেদের সম্প্রদায় গঠন করিতে লাগিল, এবং খ্রীষ্টের সত্য সম্প্রদায়কে অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিল।

২৭। অতঃপর দুইশত দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, সেই দেশে অনেক সম্প্রদায় গঠিত হইল। হাঁ অনেক সম্প্রদায় ছিল, যাহারা খ্রীষ্টকে জানে বলিয়া মিথ্যা দাবি করিত, অথচ তাহারা তাঁহার শাস্ত্রের অধিকাংশ বিষয়ই অস্বীকার করিত। তাহারা উহা এত বেশী করিল যে, তাহারা সকল প্রকার পাপ কার্যকে প্রশয়

দিল, এবং পবিত্র বস্তু, সেইরূপ ব্যক্তিকে প্রদান করিল যাহাকে তাহার অযোগ্যতার কারণে উহা প্রদান করা নিষিদ্ধ ছিল।

২৮। এবং পাপের কারণে, এবং শয়তানের ক্ষমতা, যাহা তাহাদের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহার জন্যই, এইরূপ সম্প্রদায় অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকিল।

২৯। ইহা ভিন্ন, আর এক ধরনের সম্প্রদায় গঠিত হইল তাহারা খ্রীষ্টকে অস্বীকার করিল। এবং তাহারা খ্রীষ্টের সত্য সম্প্রদায়কে, তাহাদের নম্রতা, এবং খ্রীষ্টের প্রতি তাহাদের বিশ্বাসের জন্য, তাঁহাদিগকে অত্যাচার করিল। এবং তাহাদের মধ্যে যে অনেক অলৌকিক কার্য সম্পাদান করা হইয়াছিল, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিল।

৩০। কাজেই যীশুর যে শিষ্যগণ তাহাদের সহিত রহিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদিগের উপর তাহারা তাহাদের ক্ষমতা, এবং প্রভুত্ব প্রয়োগ করিল, এবং তাহারা তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু ঈশ্বরের বাণীর শক্তি, যাহা তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল তাহারা দ্বারা কারাগার ভাঙিগয়া খন্ড হইয়া গেল, এবং তাঁহারা বিশিষ্ট অলৌকিক কার্য সম্পাদন করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

৩১। যাহা হউক, এইসকল অলৌকিক কার্য সম্পাদিত হইবার পরও, জনগণ তাহাদের হৃদয়কে কঠিন করিয়া রাখিল, এবং তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে চাহিল। যীশুকে যেইরূপ তাঁহার বাণীর জন্য জেরুজালেমের ইহুদিগণ তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল সেইরূপ করিল।

৩২। এবং তাঁহাদিগকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির চুল্লিতে নিক্ষেপ করা হইল এবং তাঁহারা বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহাদের কোন ক্ষতি সাধিত হইল না।

৩৩। এবং তাহারা তাঁহাদিগকে হিংস্র জন্তুর গুহায় নিক্ষেপ করিল, এবং শিশু যেমন মেষ লইয়া খেলা করে, তাঁহারাও হিংস্র জন্তু লইয়া সেইরূপ খেলা করিলেন, এবং তাঁহাদের দেহের কোন ক্ষতি হইল না, এবং তাঁহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

৩৪। যাহা হউক, জনগণ তাহাদের হৃদয়কে কঠিন করিয়া রাখিল কারণ, তাহারা অনেক ভন্ড পুরোহিত এবং নবী দ্বারা অনেক সম্প্রদায় গঠন করিবার জন্য, এবং সকল প্রকার পাপ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য, পরিচালিত হইয়াছিল। এবং তাহারা যীশুর লোকদিগের প্রতি আঘাত হানিয়াছিল; কিন্তু যীশুর লোকেরা তাহাদিগকে প্রতিঘাত করে নাই। এবং এইরূপে তাহারা বছর বছর ধরিয়া, পাপ এবং অবিশ্বাসে অধঃপাতে যাইতে লাগিল। দুই শত ত্রিশ বৎসর এইরূপে পার হইয়া গেল।

৩৫। ইহার পর এই বৎসর, হাঁ দুইশত একত্রিশ বৎসরে জনগণের মাঝে একটি বিরাট মত বিরোধ দেখা গেল।

৩৬। অতঃপর এই বৎসর একদল লোক দেখা দিল তাহাদিগকে নেফাইত বলা হইল এবং তাহারা খ্রীষ্টের সত্যিকারের বিশ্বস্ত লোক ছিল। এবং তাহাদের মধ্যে

আরো কিছু লোক ছিল যাহাদিগকে লামানাইতগণ,---জেকোবাইত, যেষেফাইত এবং জোরামাইত বলিয়া পরিচিত করিল।

৩৭। কাজেই যাহাদের খ্রীষ্টের প্রতি সঠিক বিশ্বাস রহিয়াছে, এবং যাহারা খ্রীষ্টের আরাধনা করে তাহাদের মধ্যে অবশ্য সেই তিন জন ছিলেন যাহারা দেরিতে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল তাহাদিগকে নেফাইত, যেকোবাইত, যোষেফাইত এবং জোরামাইত বলা হইল।

৩৮। অতঃপর যাহারা শাস্ত্রবাণী প্রত্যাখ্যান করিল, তাহাদিগকে লামানাইত, লেমুনাইত এবং ইসমায়েলাইত বলা হইল, এবং তাহারা অবিশ্বাসের অন্ধকারে পতিত হয় নাই, বরং তাহারা ইচ্ছাকৃত ভাবে খ্রীষ্টের শাস্ত্রের বিরোধিতা করিল, এবং তাহারা তাহাদের সন্তানদিগকে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ প্রথম হইতেই যেইরূপ অধঃপাতে গিয়াছিল তাহাদের সন্তানদিগকেও সেইরূপ খ্রীষ্টের শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাসী হইতে, শিক্ষা প্রদান করিল।

৩৯। প্রথমে যেইরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ তাহাদের পিতাদিগের পাপ এবং ঘৃণার জন্য এইরূপ হইল। এবং তাহাদিগকে, ঈশ্বরের সন্তানদিগকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা প্রদান করা হইল। লামানাইতগণকে যেইরূপ প্রথম হইতেই নেফাইয়ের সন্তানদিগকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল সেইরূপ।

৪০। এবং এইরূপে দুইশত চুয়াল্লিশ বৎসর পার হইয়া গেল, এবং জনগণের অবস্থা তখনও এইরূপ ছিল। এবং জনগণের মধ্যে পাপীগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিল, এবং সংখ্যায় ঈশ্বরের সন্তানগণ অপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইল।

৪১। এবং তখনও তাহারা তাহাদের মাঝে সম্প্রদায় গঠন করা অব্যাহত রাখিল এবং সকল প্রকার মূল্যবান বস্তু দ্বারা নিজেদেরকে সজ্জিত করিল। এবং এইরূপে দুইশত পঞ্চাশ বৎসর, এবং দুইশত ষাট বৎসরও অতিক্রান্ত হইল।

৪২। এইরূপে জনতার মন্দ অংশটি পুনরায় গুপ্ত শপথ এবং গাদিয়ানতন দল গঠন করিতে আরম্ভ করিল।

৪৩। এবং যাহাদিগকে নেফাইয়ের লোক বলা হইত তাহারাও তাহাদের অতিরিক্ত ধন সম্পদের জন্য, তাহাদের হৃদয়ে গর্ব অনুভব করিতে লাগিল। এবং তাহারা তাহাদের ভ্রাতৃবৃন্দ, লামানাইতদিগের, মতই দাম্ভিক হইয়া উঠিল।

৪৪। এবং এই সময় হইতেই শিষ্যগণ পৃথিবীর পাপের কারণে দুঃখিত হইতে লাগিলেন।

৪৫। ইহার পর তিনশত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেলে উভয় নেফাই এবং লামানাইত এর লোকেরা অতিশয় মন্দ হইয়া গেল, এবং কেহ কাহারো অপেক্ষা কিছু কম হইল না।

৪৬। অতঃপর সমস্ত দেশের উপর গাদিয়ানতনের দস্যুদিগের উৎপাত শুরু হইল। এবং একমাত্র যীশুর শিষ্যগণ ব্যতীত আর কেহই ধার্মিক রহিল না। এবং তাহারা প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করিতে লাগিল এবং সকল প্রকার মন্দ কারবারে লিপ্ত হইল।

৪৭। অতঃপর তিনশত পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর (জনগণ তখনও পাপে লিপ্ত ছিল) আমস মৃত্যু বরণ করিলেন। এবং তাঁহার স্থানে তাঁহার ভ্রাতা আম্মারণ ইতিহাস রক্ষা করিলেন।

৪৮। এইরূপে তিনশত বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, এবং আম্মারণ পবিত্র আত্মা কর্তৃক বাধ্য হইয়া, পবিত্র ইতিহাসগুলি লুক্কায়িত করিলেন, হাঁ সকল ইতিহাস যাহা পুরুষ পুরুষ ধরিয়া, এমন কি যীশু খ্রীষ্টের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তিনশত বিশ বৎসর পর্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়া আসিয়াছে, এবং যাহা অতিশয় পবিত্র বস্তু, তাহা লুক্কায়িত করিলেন।

৪৯। এবং তিনি উহা প্রভুর নিকট লুক্কায়িত করিলেন, যাহাতে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, এবং প্রভুর অঙ্গীকার অনুযায়ী, তাহা যেকবের পরিবারের একটি অংশের নিকট পুনরায় প্রকাশিত হইতে পারে।

মরমনের পুস্তক

পরিচ্ছেদ ১

পবিত্র খোদিত বস্তুগুলির জন্য আম্মারণ কর্তৃক মরমনকে ভার প্রদান---যুদ্ধ বিগ্রহ এবং অপরাধ---তিনজন নেফাইত শিষ্যের প্রস্থান ---মরমনকে প্রচার কার্য হইতে বিরত করা হইল---আবিনাদি এবং লামানাইত স্যামুয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল।

১। এবং এখন আমি মরমন যাহা দর্শন করিয়াছি এবং শ্রবণ করিয়াছি তাহার একটি ইতিহাস রচনা করিলাম, এবং ইহার নাম করণ করিলাম মরমনের পুস্তক।

২। এবং যখন আম্মারণ প্রভুর নিকট ইতিহাসগুলি লুক্কায়িত করিলেন, তখন তিনি আমার নিকট আগমন করিলেন (আমি তখন দশ বৎসরের বালক ছিলাম, এবং আমার লোকদিগের অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম) এবং আম্মারণ আমাকে বলিলেন: আমি দেখিতেছি তুমি একজন পরম প্রকৃতির বালক; এবং তোমার দৃষ্টি শক্তি প্রখর।

৩। কাজেই আমি কামনা করিব যে, যখন তুমি চব্বিশ বৎসরের যুবক হইবে, তখন তোমার উচিত হইবে এই লোকদিগের বিষয় তুমি যাহা দর্শন করিয়াছ, তাহা স্মরণ করা; এবং যখন তুমি ঐ বয়স প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি আনতুম দেশে, সিম নামে যে পাহাড় আছে, তাহার নিকট গমন করিবে, এবং সেই স্থানে আমি প্রভুর নিকট এই জনগণের বিষয়, সকল পবিত্র খোদিত ফলকগুলি, গচ্ছিত রাখিয়াছি।

৪। এবং দেখ তুমি নিজে নেফাইয়ের ফলকগুলি গ্রহণ করিবে এবং বাকী সকল বস্তু, সেইগুলি যেইস্থানে ছিল সেই স্থানেই রক্ষা করিবে। এবং এই লোকদের বিষয় যাহা যাহা তুমি লক্ষ্য করিয়াছে, সেই সকল বস্তু তুমি নেফাইয়ের ফলকে খোদিত করিয়া রাখিবে।

৫। এবং আমি মরমন, নেফাইয়ের একজন বংশধর (এবং আমার পিতার নাম মরমন ছিল) এবং আমি, আম্মারণ আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি স্মরণ রাখিয়াছি।

৬। এবং ইহার পর আমি, যখন আমার বয়স এগার বৎসর হইয়াছিল সেই সময় আমার পিতা কর্তৃক, দক্ষিণের ভূমিতে, এবং জারাহেমলার ভূমিতে, আনীত হইয়াছিলাম।

৭। সমস্ত দেশটি অট্টালিকা দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল, এবং জনসংখ্যাও অগণিত হইয়াছিল, যেন ইহারা সমুদ্রের বালুকারাজি।

৮। অতঃপর এই বৎসর নেফাইতদিগের অর্থাৎ যাহারা নেফাইত, জেকোবাইত, যোষেফাইত এবং জোরামাইত নামে পরিচিত ছিল, তাহাদের মধ্যে একটি যুদ্ধ দেখা দিল। এবং এইযুদ্ধ নিফাইত এবং লামানাইত, লেমুয়েলাইত এবং ইসমায়েলাইতদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল।

৯। এখন লামানাইত, লেমুয়েলাইত এবং ইসমায়েলাইতদের সকলেই লামানাইত হিসাবে পরিচিত ছিল। কাজেই দুই পক্ষ হইল নেফাইতগণ এবং লামানাইতগণ।

১০। এবং ঘটনা এইরূপ ঘটিল যে, তাহাদের মধ্যে এই যুদ্ধ জারাহেমলার প্রান্তে, সিডন এর জলের ধারে আরম্ভ হইল।

১১। অতঃপর এইরূপ হইল যে, নেফাইতগণ অনেক লোক সংগ্রহ করিল, সংখ্যায় তাহারা ত্রিশ হাজারেরও বেশী ছিল। অতঃপর, এই বৎসরে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হইল, যাহাতে নেফাইতগণ লামানাইতণকে পরাজিত করিল, এবং তাহাদের অনেককে নিহত করিল।

১২। অতঃপর লামানাইতগণ তাহাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করিল, এবং ভূমিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং সেই শান্তি চার বৎসরের জন্য অব্যাহত রহিল, এবং এই সময় কোন রক্তপাত ঘটিল না।

১৩। কিন্তু তথাপি সমস্ত দেশের বুকে পাপ রহিয়া গেল, এবং এত বেশী পরিমাণে উহা ছিল যে, প্রভু তাঁহার প্রিয় শিষ্যদিগকে তুলিয়া লইলেন, এবং জনগণের পাপের জন্য অলৌকিক কার্যগুলি; এবং লোকদিগকে আরোগ্য করিবার কার্যগুলির, এই খানেই পরিসমাপ্তি ঘটিল।

১৪। এবং তাহাদের অবিশ্বাস ও পাপের জন্য, প্রভুর আর কোন ঐশ্বরিক দান রহিল না, এবং পবিত্র আত্মাও আর কাহাকেও প্রদান করা হইল না।

১৫। এবং আমি পনেরো বৎসর বয়ক্রম কালে, এবং এক ধরনের নম্র হৃদয়ের ছিলাম বলিয়া, আমি প্রভুর দর্শন লাভ করিলাম, পরীক্ষিত হইলাম এবং যীশুর মহিমা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলাম।

১৬। এবং আমি এই জনগণের নিকট প্রচার করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, এবং আমাকে তাহাদের নিকট ধর্ম প্রচার করা হইতে বিরত করা হইল। কারণ দেখ, তাহারা ইচ্ছা করিয়া তাহাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। এবং তাহাদের পাপের জন্য, তাঁহার প্রিয় শিষ্যদিগকে সেই ভূমি হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল।

১৭। কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে রহিয়া গেলাম, এবং আমাকে তাহাদের নিকটে প্রচার করা হইতে বিরত করা হইল। তাহাদের অন্তরের কাঠিন্যের জন্যই এইরূপ হইল। এবং তাহাদের হৃদয়ের এই কাঠিন্যের জন্য, এই ভূমিও তাহাদের কারণে অভিশপ্ত হইল।

১৮। এবং সেই গাদিয়ানতন দস্যুগণ, যাহারা লামানাইতদের অংশ ছিল তাহারা দেশে এত বেশী উপদ্রব করিতে শুরু করিল যে, দেশের অধিবাসীগণ তাহাদের ধনসম্পদ মাটির নিচে লুক্কায়িত করিয়া রাখিল। এবং ঐ সকল হারাইয়া গেল, কারণ প্রভু ঐদেশকে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন, যাহার ফলে, তাহারা ঐগুলিকে ধরিয়া রাখিতে, অথবা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইল না।

১৯। এবং সেই স্থানে মায়াবিদ্যা, ডাকিনী বিদ্যা, এবং যাদুর প্রচলন শুরু হইল। এবং শয়তানের ক্ষমতা, সমস্ত দেশের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যেই ভাবে আবিনাদি এবং লামানাইত স্যামুয়েল বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই ইহা পূর্ণ হইল।

পরিচ্ছেদ ৪

নেফাইতগণ লামানাইতগণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ শুরু করিল---নেফাইতগণ আর বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হইল না---সিম পাহাড়ের নিকট হইতে, পবিত্র ইতিহাস গুলি আনয়ন করা হইল।

১। অতঃপর তিনশত তিষট্টি বৎসরে, নেফাইতগণ তাহাদের সৈন্য লইয়া, লামানাইতগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ডেসোলেশন দেশের বাহিরে বাহির হইয়া আসিল।

২। ইহার পর, এইরূপ ঘটিল যে, নেফাইতদিগের সৈন্যগণকে পুনরায় ডেসোলেশন দেশে বিতারিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। এবং যখন তাহারা পরিশ্রান্ত ছিল, তখন লামানাইতগণের আর একটি নূতন সৈন্যদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এবং তাহারা একটি নিদারুণ যুদ্ধে লিপ্ত হইল। এই আঘাত এত কঠিন ছিল যে, লামানাইতগণ ডেসোলেশন শহর দখল করিয়া লইল এবং বহু নেফাইতগণকে হত্যা করিল, এবং অনেককে বন্দী হিসাবে লইয়া গেল।

৩। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা পলাইয়া গেল, এবং টিয়ানকুম শহরের অধিবাসীদিগের সহিত যোগদান করিল। এখন, এই টিয়ানকুম শহর সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এবং ইহা ডেসোলেশন শহর হইতেও নিকটেই ছিল।

৪। এবং নেফাইতদিগের সৈন্যগণ, লামানাইতদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল বলিয়াই, তাহারা আঘাত পাইতে শুরু করিল। এইরূপ না হইলে, লামানাইতগণ কখনই তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইত না।

৫। কিন্তু দেখ, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার পাপীদিগকে অবশ্যই পরাজিত করিবে। এবং পাপীদিগের দ্বারাই পাপীদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইল। কারণ পাপীগণই, মনুষ্য সন্তানদিগের হৃদয়কে, রক্তপাত করিতে উত্তেজিত করে।

৬। অতঃপর লামানাইতগণ টিয়ানকুম শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য, প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিল।

৭। অতঃপর তিনশত চৌষট্টি বৎসরে, লামানাইতগণ, টিমানকুম শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আগমন করিল, যাহাতে তাহারা টিয়ানকুম শহরও দখল করিতে সক্ষম হয়।

৮। ইহার পর তাহারা প্রতিহত হইল, এবং নেফাইতগণ কর্তৃক বিতারিত হইল। এবং যখন নেফাইতগণ দেখিল যে, তাহারা লামানাইতদিগকে বিতারিত

করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন তাহারা তাহাদের নিজেদের শক্তির জন্য গর্বিত হইল, এবং তাহাদের নিজেদের শক্তিতে অগ্রসর হইয়া পুনরায় ডেসোলেশন শহর দখল করিয়া লইল।

৯। এখন এই সকল ঘটনাগুলি সংঘটিত হইয়াছিল, এবং উভয় নেফাইতগণ এবং লামানাইতগণের পক্ষের হাজার হাজার লোক নিহত হইয়াছিল।

১০। এবং তিনশত ছেষট্টি বৎসর পার হইয়া যাইবার পর, লামানাইতগণ পুনরায় নেফাইতগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইল এবং তথাপি নেফাইতগণ, তাহারা যে পাপ করিয়াছিল তাহার জন্য অনুতাপ করিল না, বরং অনবরত ভাবে তাহাদের পাপ কার্য চালাইয়া যাইতে লাগিল।

১১। এবং তাহাদের উভয় নেফাইতগণ এবং লামানাইতগণের মধ্যে, রক্তপাত এবং হত্যার যে বীভৎস দৃশ্য দেখা গেল তাহা কোন লোকের পক্ষে ভাষায় বর্ণনা করা অথবা, তাহার সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব ছিল। তাহাদের প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর কঠিন হইয়াছিল, যাহার ফলে, তাহারা অনবরত ভাবে রক্তপাত ঘটাইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিল।

১২। এবং লেহাইয়ের সকল সন্তানদিগের মধ্যে আর কখনও এইরূপ ভীষণ পাপ কার্য সংঘটিত হয় নাই, এমনকি প্রভুর আদেশ অনুযায়ী, এই লোকদিগের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সমস্ত ইসরায়েলের পরিবারের মধ্যে কখনও ঘটে নাই।

১৩। অতঃপর লামানাইতগণ পুনরায় ডেসোলেশন শহর দখল করিল, এবং নেফাইতগণের অপেক্ষা লামানাইতগণের সংখ্যা বেশী হইয়াছিল বলিয়াই এইরূপ ঘটিল।

১৪। এবং তাহারা টিয়ানকুম শহরের বিরুদ্ধেও অগ্রসর হইল, এবং ইহার জনগণকে ঐ স্থান হইতে বিতারিত করিল। এবং অনেক শিশু ও মহিলাদিগকে বন্দী হিসাবে লইয়া গেল, এবং তাহাদিগের পুতুল ঈশ্বরের নিকট তাহাদিগকে উৎসর্গ করিল।

১৫। অতঃপর তিনশত সাতষট্টি বৎসরে নেফাইতগণ লামানাইতগণের প্রতি, যেহেতু তাহারা তাহাদের সন্তান এবং মহিলাদিগকে উৎসর্গ করিয়াছিল, সেই হেতু তাহার ক্রুদ্ধ হইল, যাহার ফলে, তাহারা অতিরিক্ত ক্রোধ লইয়া, লামানাইতগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গেল। এবং সেই ক্রোধ এত বেশী ছিল যে, তাহারা লামানাইতগণকে পরাজিত করিল, এবং তাহাদের ভূমি হইতে তাহাদিগকে বিতারিত করিল।

১৬। এবং লামানাইতগণ তিনশত পঁচাত্তর বৎসরের পূর্বে আর নেফাইতগণের বিরুদ্ধে আগমন করিল না।

১৭। এবং সেই বৎসর, তাহারা তাহাদিগের সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়া নেফাইতগণকে আক্রমণ করিল। এবং তাহারা সংখ্যায় এত বেশী ছিল যে, তাহাদিগকে গণনা করা সম্ভব ছিল না।

১৮। এবং সেই সময় হইতে লইয়া, নেফাইতগণের লামানাইতগণের উপর আর কোন ক্ষমতাই রহিল না, বরং তাহারা তাহাদিগের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হইতে লাগিল, যে ভাবে শিশির বিন্দু সূর্য্যের আলোতে মুছিয়া যায়।

১৯। অতঃপর লামানাইতগণ পুনরায় ডেসোলেশন শহরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। এবং ডেসোলেশনের ভূমিতে একটি অতি নিদারুণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল, এবং এই যুদ্ধে নিফাইতগণ পরাজিত হইল।

২০। তাহারা পুনরায় তাহাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল, এবং বোয়াজ শহরে আগমন করিল। এবং সেই স্থানে তাহারা অসীম সাহসিকতার সহিত লামানাইতগণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল, যাহার ফলে, লামানাইতগণ দ্বিতীয়বার আগমন করিবার পূর্ব পর্যন্ত, তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইল না।

২১। এবং যখন দ্বিতীয়বার তাহারা আগমন করিল, তখন নেফাইতগণ বিতারিত হল, এবং হত্যাযজ্ঞে ভীষণ ভাবে নিহত হইল এবং তাহাদের সন্তানগণ এবং মহিলাগণ পুনরায় পুতুল দেবতার নিকট উৎসর্গকৃত হইল।

২২। এবং ইহার পর নেফাইতগণ, তাহাদের উভয় শহর এবং গ্রামের অধিবাসীগণকে লইয়া পুনরায় সেই স্থান হইতে পলাইয়া গেল।

২৩। এবং এখন আমি মরমন, যখন দেখিতে পাইলাম যে, লামানাইতগণ সেই ভূমির পতন ঘটাইতে যাইতেছে, তখন আমি সিম পাহাড়ের নিকট গমন করিলাম এবং আম্মারণ প্রভুর কাছে যে ইতিহাস গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহা বাহির করিয়া লইলাম।

পরিচ্ছেদ ৬

কিউমোরাহ পাহাড় এবং ইহার ইতিহাস---দুই জাতির মধ্যে শেষ যুদ্ধ---লামানাইতগণ জয়লাভ করিল---চব্বিশ জন নেফাইত বাচিয়া রহিল।

১। এবং এখন আমার লোকদিগের ধ্বংসের বিষয় যে ইতিহাস, তাহা আমি সমাপ্ত করিব। অতঃপর, আমরা লামানাইতদিগের সম্মুখে অগ্রসর হইলাম।

২। এবং আমি মরমন, লামানাইতদিগের রাজার নিকট একটি লিখিত পত্র প্রদান করিলাম, যাহাতে সে আমাদিগকে কিউমোরাহয় একত্রিত হইবার জন্য, অনুমতি প্রদান করে। ইহা কিউমোরাহ নামক একটি পাহাড়ের ধারে অবস্থিত ছিল, এবং সেই স্থান হইতে আমরা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিতাম।

৩। অতঃপর লামানাইতগণের রাজা, আমি যাহা তাহার নিকট কামনা করিয়াছিলাম, তাহার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করিল।

৪। ইহার পর, আমরা কিউমোরাহ ভূমির দিকে অগ্রসর হইলাম, এবং আমরা কিউমোরাহ পাহাড়ের চতুর্দিকে আমাদের তাঁবু খাটাইলাম। এবং ইহা অনেক জল নদী এবং ঝরনার দেশ ছিল। এবং এই স্থানে আমরা লামানাইতগণের বিরুদ্ধে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিব বলিয়া আশা করিলাম।

৫। এবং তিনশত চুরাশি বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, আমরা আমাদের সকল অবশিষ্ট লোকদিগকে কিউমোরাহর ভূমিতে একত্রিত করিতে সক্ষম হইলাম।

৬। এবং ইহার পর, আমরা আমাদের সকল জনগণকে একত্রে কিউমোরাহ দেশে সমবেত করিবার পর, আমি মরমন বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিলাম। এবং এই সত্য বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাই হইবে আমাদের জনগণের শেষ যুদ্ধ এবং প্রভুর নিকট হইতে এইরূপ নির্দেশ লাভ করিয়া যে, যে ইতিহাসগুলি আমাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট হইতে আমার নিকট আসিয়াছে তাহা পবিত্র এবং কোনরূপেই তাহাকে লামানাইতদিগের হস্তগত হইতে দেওয়া হইবে না, (কারণ লামানাইতগণ উহা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে) অতএব আমি নেফাইয়ের ফলকগুলি হইতে, এই ইতিহাস রচনা করিলাম এবং যেই ইতিহাসগুলির ভার প্রভু কর্তৃক আমাকে অর্পণ করা হইয়াছিল, সেই সকল আমি কিউমোরাহ পাহাড়ে লুক্কায়িত করিলাম। কেবল ইহা হইতে কয়েকটি ফলক আমি আমার পুত্র মরনিকে প্রদান করিয়াছিলাম।

৭। অতঃপর আমার লোকেরা তাহাদের স্ত্রী পুত্র সহ এখন লামানাইতগণকে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইল। এবং তাহাদের হৃদয়ে মৃত্যুর সেই ভীষণ ভয়, যাহা সকল পাপীদের হৃদয়কে আতঙ্কিত করিয়া তোলে, সেই ভয় লইয়া, তাহাদের জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতে লাগিল।

৮। অতঃপর তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিল, এবং তাহাদের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাইয়া, প্রতিটি আত্মা আতঙ্কে পূর্ণ হইয়া গেল।

৯। ইহার পর তাহারা তাহাদের তরবারি লইয়া, তাহাদের তীর ধনুক লইয়া, এবং তাহাদের কুঠার ও যুদ্ধের সর্বপ্রকার অস্ত্র লইয়া, তাহারা আমার লোকদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

১০। অতঃপর, তাহারা আমার লোকদিগকে হত্যা করিল হাঁ, আমার সহিত যে দশ সহস্র ব্যক্তি ছিল তাহাদিগকে, এবং আমি তাহাদের মাঝে আহত হইয়া পড়িয়া রহিলাম। তাহারা আমার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, যাহাতে তাহারা আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাইল না।

১১। এবং তাহারা আমার লোকদিগকে হত্যা করিয়া চলিয়া গেল, আমাদের মধ্যে কেবল চব্বিশ জন ব্যক্তি রক্ষা লাভ করিয়াছিল (এবং তাহাদের মধ্যে আমার পুত্র মরনি ছিল) এবং মৃতদিগের মধ্য হইতে আমরাই বাঁচিয়া রহিলাম; পরদিন যখন লামানাইতগণ তাহাদের আস্তানায় প্রত্যাবর্তন করিল, তখন কিউমোরাহ পাহাড়ের উপর হইতে আমার দশ সহস্র লোক, যাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল, আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিল।

১২। এবং আমরা, আমার পুত্র মরনি কর্তৃক যে দশ সহস্র ব্যক্তি পরিচালিত হইয়াছিল, তাহাদিগকেও দেখিতে পাইলাম।

১৩। এবং দেখ গিদগিদ্দিওনাহর দশ সহস্রের পতন ঘটিল, এবং সে তাহাদের মধ্যে ছিল।

১৪। এবং দশ সহস্র লইয়া লামাহর পতন ঘটিল, দশ সহস্র লইয়া গিলগ্যালএর পতন ঘটিল, দশ সহস্র লইয়া লিমহাহ এর পতন ঘটিল, দশ সহস্র লইয়া জোনিমের পতন ঘটিল এবং এইরূপে ক্যামেনিহাহ, মননিহাহ, আনতিওনাম, সিবলম, সেম, এবং জোস ইহাদের প্রত্যেকের তাহাদের নিজস্ব দশ সহস্র ব্যক্তি লইয়া পতন ঘটিল।

১৫। অতঃপর ইহা ভিন্ন, আরো দশজন তাহাদের দশ সহস্র ব্যক্তি লইয়া ধ্বংস হইয়াছিল। হাঁ কেবল মাত্র সেই চব্বিশ জন যাহারা আমার সহিত ছিল তাহারা ভিন্ন, এবং আরো অল্প কিছু যাহারা পলাইয়া দক্ষিণের দেশগুলিতে গমন করিয়াছিল তাহারা ভিন্ন, সকলেই ধ্বংস হইয়াছিল। এবং কিছু সংখ্যক যাহারা লামানাইতদিগের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছিল তাহারাও ধ্বংস হইল, এবং তাহাদের অস্থি, মাংস এবং রক্ত, যাহারা তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিল তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্যক্ত হইয়া, মাটিতে চটকাইয়া যাইবার জন্য, মিশিয়া যাইবার জন্য, এবং তাহাদের মাতা বসুন্ধরার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য, ভূমিতে পড়িয়া রহিল।

১৬। আমার লোকদিগের এই হত্যাকাণ্ডে আমার হৃদয় যন্ত্রণায় পূর্ণ হইয়া গেল, এবং আমি চিৎকার করিয়া লাগিলাম:

১৭। ওহে, সুসন্তানগণ কি ভাবে তোমরা প্রভুর পথ হইতে প্রস্থান করিতে সক্ষম হইলে! ওহে সুবোধ জনগণ, কিরূপে তোমরা সেই যীশু যিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য, বাহু বাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলে!

১৮। দেখ, তোমরা যদি এইরূপ না করিতে, তাহা হইলে তোমাদের পতন ঘটিত না। কিন্তু দেখ তোমাদের পতন ঘটিল, এবং আমি তোমাদিগকে হারাইয়া শোক প্রকাশ করিতেছি।

১৯। ওহে, তোমরা সুপুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, স্বামী এবং স্ত্রীগণ, হে সকল সুজন ব্যক্তিগণ, কি রূপে তোমাদের এই পতন সম্ভব হইল!

২০। কিন্তু দেখ, তোমরা চলিয়া গিয়াছ, এবং আমার এই শোক আর তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইবে না।

২১। এবং সেই দিন অতি সত্বর আগমন করিবে, যেদিন তোমাদের এই মরদেহ অমরত্ব লাভ করিবে, এবং এই দেহ যাহা ক্ষয় হইয়া মুছিয়া যাইতেছে, তাহা অক্ষয় দেহে পরিণত হইবে এবং তখন তোমরা অবশ্যই তোমাদের কার্য অনুযায়ী বিচার লাভ করিবার জন্য, ত্রাণকর্তার বিচারসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে, এবং তখন এইরূপ হইবে, যদি তোমরা ধার্মিকতাপূর্ণ হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদের পূর্বপুরুষ যাহারা তোমাদের পূর্বে গমন করিয়াছে, তাহাদের সহিত আশীর্বাদ লাভ করিবে।

২২। ওহ, যদি এই বিরাট ধ্বংস তোমাদের উপর নামিয়া আসিবার পূর্বে তোমরা অনুতাপ করিতে! কিন্তু দেখ, তোমরা চলিয়া গিয়াছ, এবং পিতা, হাঁ স্বর্গের অনন্ত পিতা তোমাদের অবস্থা অবগত রহিয়াছেন, এবং তিনি তাহার আইনবোধ এবং অনুকম্পা দ্বারা তোমাদের সুবিচার করিবেন।

পরিচ্ছেদ ৭

মরমন লামানাইতদিগের নিকট এই সত্য ঘোষণা করিলেন যে তাহারা ইসরায়েলের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত---তাহাদিগকে তাহাদের মুক্তির জন্য সাবধান করিলেন।

১। এবং এখন দেখ, আমি এই লোকদিগের একটি অংশ, যাহারা রক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাদের নিকট আমি কিছু বলিতে চাহি। যদি এইরূপ হয় যে, ঈশ্বর তাহাদের নিকট আমার বাণীগুলি প্রদান করেন যাহাতে তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের বিষয় জানিতে সক্ষম হয়। হাঁ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমরা ইসরায়েলের পরিবারের অংশ; এবং এই ভাষায় আমি উহা বর্ণনা করিয়াছি।

২। জানিয়া রাখ, তোমরা ইসরায়েলের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

৩। জানিয়া রাখ, তোমাদিগকে অবশ্যই অনুতাপের পথে আগমন করিতে হইবে, অন্যথায়, তোমরা রক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

৪। জানিয়া রাখ, তোমাদিগকে অবশ্যই যুদ্ধের হাতিয়ারগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং রক্তপাত করিয়া আর আনন্দ লাভ করিও না, এবং ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন আর রক্তপাত ঘটাইও না।

৫। জানিয়া রাখ, তোমাদিগকে অবশ্যই তোমাদের পূর্বপুরুষদের বিষয় জানিতে হইবে, এবং তোমাদের সকল পাপ এবং অপরাধের জন্য, অনুতাপ করিতে হইবে, উপরন্তু খ্রীষ্টের প্রতি এই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, তিনি ইহুদিগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, এবং প্রভুর ক্ষমতার সাহায্য তিনি পুনরায় উত্থিত হইয়াছিলেন; এইভাবেই তিনি কবরকে জয় করিয়াছিলেন; তিনি মৃত্যুর যন্ত্রণাকেও গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন।

৬। এবং তিনি মৃতদিগের জন্য পুনরুত্থান আনয়ন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে, মানুষকে অবশ্যই তাহার বিচারাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য উত্থিত হইতে হইবে।

৭। এবং তিনিই এই পৃথিবীর জন্য, মুক্তি আনয়ন করিয়াছেন যাহার ফলে, যে ব্যক্তি শেষ বিচারের দিন তাহার নিকট নির্দোষ প্রমাণিত হইবে, তাহাকে ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁহার সম্মুখে বসবাস করিতে দেওয়া হইবে, যাহাতে সে স্বর্গে ঐ ঐকতান সঙ্গীত যোগদান করিয়া, অনন্ত সুখের অবস্থায় অবস্থান করিয়া, পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা যাহা হইল একেশ্বর, তাহার মহিমা কীর্তন করিতে পারে।

৮। কাজেই অনুতাপ কর, এবং যীশু খ্রীষ্টের নামে দীক্ষা গ্রহণ কর, এবং খ্রীষ্টের শাস্ত্র যাহা তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইবে, কেবল মাত্র এই ইতিহাসগুলিই নয়, এবং সেই সকল ইতিহাসগুলিও যাহা ইহুদিগণের নিকট হইতে অইহুদিগণের নিকটে আনীত হইবে, এবং অইহুদিগণের নিকট হইতে যাহা তোমাদিগের নিকট আনীত হইবে, সেইগুলিকে সাফল্যের সহিত রক্ষা করিও।

৯। কারণ দেখ, এই কারণেই উহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যাহাতে, তোমরা ঐসকল বিশ্বাস করিতে সক্ষম হও। এবং যদি তোমরা ঐগুলি বিশ্বাস কর তাহা হইলে, তোমরা এইগুলিও বিশ্বাস করিবে। এবং এইগুলি বিশ্বাস করিলে, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে জানিতে সক্ষম হইবে, এবং ঈশ্বর কর্তৃক যে অলৌকিক কার্যগুলি তাহাদিগের মাঝে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধেও জানিতে পারিবে।

১০। এবং তোমরা আরো জানিতে সক্ষম হইবে যে, তোমরা জেকোবের বংশধরদিগেরই একটি অংশ; কাজেই প্রথম চুক্তির লোকদিগের সহিত তোমরা পরিগণিত হইয়াছ; এবং যদি তোমরা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং আমাদের ত্রাণকর্তাকে অনুসরণ করিয়া, তিনি যেই ভাবে আদেশ প্রদান করিয়াছেন সেই ভাবে প্রথমে জল এবং তাহার পর অগ্নি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ কর, তাহা হইলে, ইহা শেষ বিচারের দিন তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে। আমেন।

পরিচ্ছেদ ৮

মরনি তাঁহার পিতার ইতিহাস সমাপ্ত করিলেন–কিউমোরাহর হত্যাকাণ্ডের পর---নিহতদিগের মধ্যে মরমন ছিলেন---লামানাইতগণ এবং দস্যুগণ ভূমি দখল করিল---মরমনের ইতিহাস মাটির নিচ হইতে প্রকাশিত হইবার সময় বাকী রহিল---পরবর্তী দিনগুলির অবস্থা, এবং দুরবস্থার বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হইল।

১। দেখ, আমি মরনি, আমার পিতা মরমনের ইতিহাস সমাপ্ত করিতেছি। দেখ, আমার পিতা আমাকে যে আদেশ করিয়াছেন সেই অল্প কিছু বিষয় ভিন্ন, আমার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার আর কিছু নাই।

২। অতঃপর কিউমোরাহর সেই ভীষণ যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর দেখ, যে নেফাইতগণ পলাইয়া দক্ষিণের দেশগুলিতে চলিয়া গিয়াছিল, লামানাইতগণ তাহাদের সকল ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিল। তাহাদের সবাইকে ধ্বংস করিবার পূর্ব পর্যন্ত, তাহারা ঐরূপ করিল।

৩। এবং আমার পিতাও তাহাদের হস্তে নিহত হইলেন, কেবল মাত্র আমি একাকী আমার লোকদিগের এই দুঃখপূর্ণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য, রহিয়া গেলাম। কিন্তু দেখ, তাহারা প্রস্থান করিয়াছে, এবং আমি আমার পিতার আদেশ রক্ষা করিতেছি। এবং আমি জানিনা তাহারা আমাকে হত্যা করিবে কিনা।

৪। কাজেই, আমি এই ইতিহাস রচনা করিয়া, তাহা মাটির নিচে লুক্কায়িত করিব এবং তাহার পর আমি কোথায় যাই তাহাতে কিছু যায় আসে না।

৫। দেখ, আমার পিতা এই ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, এবং ইহাতে তিনি তাহার উদ্দেশ্যও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এবং এই ফলকগুলিতে স্থান থাকিলে, আমিও উহা লিখিয়া রাখিতাম, কিন্তু তাহার স্থান নাই। এবং আমার নিকট কোন

ধাতুও নাই কারণ, আমি একা রহিয়াছি। আমার পিতা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, সেই সাথে আমার সকল আত্মীয় স্বজনও গিয়াছে। এবং আমার কোন বন্ধু নাই, এবং যাওয়ার মতো কোন জায়গাও নাই। কতক্ষণ প্রভু আমাকে জীবিত রাখিবেন, তাহা আমি জানি না।

৬। দেখ, আমাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তার আগমনের সময় হইতে চারিশত বৎসর পার হইয়া গেল।

৭। এবং দেখ লামানাইতগণ আমার লোক নেফাইতদিগকে, একবারে শেষ না করা পর্যন্ত; এক শহর হইতে আর এক শহরে, এবং এক স্থান হইতে আর এক স্থানে, খুঁজিয়া বেড়াইল। এবং তাহাদের এই পতন নিদারুণ হইল। হাঁ, আমার লোক নেফাইতগণের এই পতন নিদারুণ এবং অতি বিস্ময়কর হইয়াছিল।

৮। এবং দেখ, ঈশ্বরের হস্ত কর্তৃক ইহা সম্পাদিত হইয়াছিল। এবং আরো দেখ, লামানাইতগণ একে অন্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইল। এবং এই ভূমির উপর অনবরত ভাবে হত্যা, এবং রক্তপাত ঘটিতে লাগিল। এবং এই যুদ্ধের শেষ কোথায় তাহা কাহার জানা ছিল না।

৯। এবং এখন দেখ, আমি তাহাদিগের বিষয় আর কিছুই বলিতেছি না। এবং দেশের বুকে একমাত্র লামানাইতগণ, এবং দস্যুগণ ভিন্ন আর কেহই অবস্থান করিতেছিল না।

১০। এবং একমাত্র যীশুর শিষ্যগণ, যাহারা দেশের জনগণ অতিরিক্ত পাপে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে, যখন প্রভু আর তাহাদিগকে জনগণের মাঝে রাখিতে চাহিলেন না সেই সময় পর্যন্ত যাহারা সেই দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহারা ভিন্ন, সত্য ঈশ্বর সম্বন্ধে আর কেহই অবগত ছিল না। এবং এই পৃথিবীর বুকে তাঁহারা কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা কাহারো জানা ছিল না।

১১। কিন্তু দেখ, আমি এবং আমার পিতা তাঁহাদের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম, এবং তাহারা আমাদিগের নিকট ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

১২। এবং যে ব্যক্তি এই ইতিহাস লাভ করিবে, এবং ইহার ভিতরে যে ত্রুটি রহিয়াছে তাহার জন্য ইহাকে নষ্ট করিবে না, সেই ব্যক্তি ইহার অপেক্ষাও মূল্যবান বস্তু সকল লাভ করিবে। দেখ আমি মরনি, যদি আমার পক্ষে তোমাদের নিকট সকল বিষয় প্রকাশ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি তাহা করিতাম।

১৩। দেখ, আমি এই জনগণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি। আমি মরমনের পুত্র এবং আমার পিতা ছিলেন নেফাই এর বংশধর।

১৪। এবং আমি সেই ব্যক্তি, যে প্রভুর নিকট এই ইতিহাসগুলি লুক্কায়িত করিয়া রাখিতেছি। কাজেই প্রভুর আদেশ অনুযায়ী এই ফলকগুলির আর কোন মূল্য রহিল না। কারণ তিনি সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে, কেহ মুনাফা লাভ করিবার জন্য এইগুলি লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু ইহাতে লিখিত ইতিহাসগুলি মূল্যবান হইবে। এবং যে ব্যক্তি ইহাকে প্রকাশ্যে আনয়ন করিবে, তাহাকে প্রভু আশীর্বাদ প্রদান করিবেন।

১৫। কারণ, ঈশ্বর কর্তৃক যাহাকে ক্ষমতা প্রদান করা হইবে সে ভিন্ন ইহা আর কেহ প্রকাশ্যে আনয়ন করিতে, সক্ষম হইবে না। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল, তাঁহার মহিমার জন্য, অথবা প্রাচীন এবং প্রভুর দীর্ঘ বিস্তৃত চুক্তিবদ্ধ জনগণের মঙ্গলের জন্য, ইহা সাধিত হইবে।

১৬। এবং সেই ব্যক্তি, যিনি ইহাকে প্রকাশ্য আলোকে আনয়ন করিবেন তিনি ধন্য হউন। কারণ ঈশ্বরের বাণী অনুযায়ী, ইহা অন্ধকার হইতে আলোকে আনীত হইবে। হাঁ, ইহাকে মৃত্তিকার নিচ হইতে বাহির করা হইবে, এবং ইহা অন্ধকারে উজ্জ্বল হইয়া রহিবে, এবং জনগণের নিকট প্রকাশিত হইবে। এবং ঈশ্বরের ক্ষমতার সাহায্যেই ইহা সংঘটিত হইবে।

১৭। এবং, তাহাতে কোন ত্রুটি হইলে, উহা এক ব্যক্তিরই ত্রুটি হইবে। কিন্তু দেখ, আমরা জানি কোন ত্রুটি হইবে না। যাহা হউক ঈশ্বর সকল বিষয় অবগত রহিয়াছেন। কাজেই যে অগ্রাহ্য করিবে, তাহাকে সাবধান হইতে দেওয়া হউক, কারণ পাছে সে নরকের অগ্নির সামনে পতিত হয়। এবং বিপদ ডাকিয়া আনে।

১৮। এবং যে এই কথা বলিবে যে, আমাকে দেখিতে দাও অন্যথায় তোমাদিগকে আঘাত করা হইবে---তাহাকে সাবধান হইতে দাও, যাহাতে পাছে সে ঈশ্বর যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, সেইরূপ আদেশ করিয়া বসে।

১৯। কারণ দেখ, যে ব্যক্তি কঠোর ভাবে বিচার করে, সেই ব্যক্তি পুনরায় কঠোর বিচার লাভ করিবে। কারণ তাহার কার্য অনুযায়ী, সে মূল্য লাভ করিবে। যে আঘাত করিবে, সে পুনরায় ঈশ্বর কর্তৃক আঘাত লাভ করিবে।

২০। দেখ শাস্ত্রে কি বলে---মানুষ আঘাত করিবে না, অথবা বিচারও করিবে না; কারণ প্রভু বলিয়াছেন বিচার করিবার ভার আমার এবং সমুচিত প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতাও আমার, এবং আমি প্রতিফল প্রদান করিব।

২১। এবং যে ব্যক্তি রোষ প্রকাশ করিবে, এবং প্রভুর কার্যের বিরুদ্ধে এবং প্রভুর চুক্তিবদ্ধ লোক, যাহারা ইসরায়েলের পরিবার, তাহাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানিবে, এবং বলিবে; আমরা ঈশ্বরের কার্য সমূহ ধ্বংস করিব এবং প্রভু ইসরায়েলের পরিবারের সহিত তাঁহার চুক্তির কথা আর স্মরণ রাখিবেন না---সেই ব্যক্তি কর্তিত হইবার, এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবার বিপদের মাঝে রহিবে।

২২। কারণ তাঁহার অঙ্গীকার সমূহ পরিপূর্ণ হইবার পূর্ব পর্যন্ত, তাহার অনন্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইতেই থাকিবে।

২৩। যিশাইয়ের (ইসায়াহর) ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখ। দেখ, আমি ঐগুলি লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম নই। হাঁ, দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যে সাধুপুরুষগণ আমার আগে প্রস্থান করিয়াছেন এবং এই ভূমি যাহাদের দখলে ছিল তাহারা আর্তনাদ করিবে হাঁ, ধূলিকণা হইতে প্রভুর নিকট তাহারা আর্তনাদ জানাইবে। এবং যেহেতু প্রভু রহিয়াছেন, সেই হেতু তিনি, তাহাদিগের সহিত যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিবেন।

২৪। কারণ তিনি তাঁহাদের প্রার্থনার কথা জানেন যে, তাহারা তাহাদের ভ্রাতাদিগের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। এবং তিনি তাহাদের বিশ্বাসের কথাও জানেন, কারণ তাঁহার নামেই তাঁহারা পর্ব্বত পর্যন্ত সরাইতে সক্ষম ছিলেন। এবং তাঁহার নামে তাঁহারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে পারিতেন। এবং তাঁহার বাণীর শক্তিদ্বারা তাঁহারা কারাগারকে মাটির বুকে ভাঙিগয়া পড়িতে সাহায্য করিয়াছিলেন। হাঁ এমন কি অগ্নিময় চুল্লিও তাহাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই। অথবা কোন হিংস্র জন্তু এবং বিষাক্ত সর্পও তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, কেবল মাত্র তাঁহার বাণীর ক্ষমতার জন্য।

২৫। এবং দেখ, তাঁহার জন্যই তাঁহারা প্রার্থনাও করিয়াছিলেন যে, প্রভু এই সকল ঘটনাগুলি প্রকাশিত করিবেন।

২৬। এবং কেহ এই কথা বলিতে পারে না যে, তাঁহারা আগমন করিবেন না, কারণ তাঁহারা অবশ্যই আগমন করিবেন কারণ প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন। কারণ প্রভুর শক্তি দ্বারা তাঁহারা ভূমির মধ্যে হইতে বাহির হইয়া আসিবেন এবং কেহই ইহা রদ করিতে পারিবে না। এবং ইহা সেই দিন সংঘটিত হইবে যেদিন এইরূপ বলা হইবে যে সকল অলৌকিক কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। এবং ইহা এইরূপ ভাবে হইবে যেন মৃতদিগের মধ্য হইতে কেহ কথা বলিতেছে।

২৭। এবং এমন একদিনে ইহা সংঘটিত হইবে যেদিন সাধুগণের রক্ত গুপ্ত কার্য এবং অন্ধকারের কার্যের জন্য প্রভুর নিকট আর্তনাদ জানাইতে থাকিবে।

২৮। হাঁ, ইহা সেই দিনই সংঘটিত হইবে যেদিন ঈশ্বরের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হইবে, এবং সম্প্রদায়গুলি বিকৃত হইবে এবং দাম্ভিকতায় তাহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে। হাঁ, সেইদিন, যেইদিন সম্প্রদায়ের পরিচালক এবং শিক্ষকগণ তাহাদের হৃদয়ের দাম্ভিকতায় পূর্ণ হইয়া, তাহাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকদিগকে হিংসা করিবে।

২৯। হাঁ, ইহা সেইদিন সংঘটিত হইবে, যেইদিন বিদেশভূমি হইতে অগ্নির ঝড়ের শব্দ এবং ধূম্রের কুয়াশা শোনা যাইবে।

৩০। এবং অনেক স্থান হইতে তখন, যুদ্ধের শব্দ, যুদ্ধের গুজব এবং ভূমিকম্পের কথা শোনা যাইবে।

৩১। হাঁ, ইহা সেইদিন সংঘটিত হইবে যখন পৃথিবীর বুক ভীষণ নোংরায় ভরিয়া যাইবে, সেই স্থানে হত্যা কান্ড, ডাকাতি, মিথ্যাকথা, প্রতারণা, বেশ্যাবৃত্তি এবং সকল প্রকার জঘন্য কার্য চলিতে থাকিবে। যেইদিন বহু লোক এইকথা বলিবে যে, এইরূপ কর, অথবা ঐরূপ কর তাহাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ প্রভু শেষ বিচারের দিন উহা সমর্থন করিবেন। তাহাদের জন্য দুঃখ হয় যাহারা তিক্ততার রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, এবং পাপের বন্ধনে রহিয়াছে।

৩২। হাঁ, ইহা সেই দিন সংঘটিত হইবে যেইদিন এইরূপ সম্প্রদায় সকলের সৃষ্টি হইবে যাহারা বলিবে: আমার নিকট আইস, এবং তোমাদের অর্থের জন্যই তোমরা তোমাদের সকল পাপের ক্ষমা লাভ করিবে।

৩৩। ওহে, তোমরা পাপী, সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট এবং একগুঁয়ে কেন তোমরা নিজেদের সুবিধার জন্য সম্প্রদায় গঠন করিয়াছ? তোমরা তোমাদের হৃদয়ের সর্বনাশ করিতে পার সেই জন্য কেন তোমরা ঈশ্বরের বাণীগুলিকে বিকৃত করিয়াছ? দেখ, তোমরা ঈশ্বরের উদ্ঘাটিত রহস্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কারণ দেখ, সেই দিন আসিবে যখন এই সকল বাণী অবশ্যই পরিপূর্ণ হইবে।

৩৪। দেখ, প্রভু আমাকে যে সকল বিরাট এবং আশ্চর্যজনক ঘটনাগুলি অতি সত্বর ঘটিবে তাহা প্রদর্শন করাইয়াছেন; সেই দিন, কিন্তু তোমাদের মাঝে এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইবে।

৩৫। দেখ, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে এইরূপ ভাবে কথা বলিতেছি যে তোমরা যেন একেবারে আমার সামনেই আছে। কিন্তু দেখ, যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগকে, আমাকে প্রদর্শন করাইয়াছেন, এবং আমি তোমাদের কার্য কলাপ সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছি।

৩৬। এবং আমি জানি তোমরা তোমাদের হৃদয়ের দাম্ভিকতা লইয়া চলিয়া থাক। এবং তোমাদের কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভিন্ন, এমন কেহ নাই যে তাহাদিগের হৃদয়ের দাম্ভিকতা দ্বারা স্ফীত হয় নাই, তোমরা মূল্যবান পোষাক পরিধান দ্বারা, হিংসা দ্বারা, শত্রুতা দ্বারা, অত্যাচার দ্বারা এবং সকল প্রকার পাপ কার্য দ্বারা ঐরূপ হইয়াছ। এবং হাঁ, তোমাদের সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তি তোমাদের হৃদয়ের দাম্ভিকতার কারণে দূষিত হইয়াছে।

৩৭। কারণ দেখ, তোমরা তোমাদের অর্থ, তোমাদের সম্পদ, এবং তোমাদের সুন্দর পোষাক এবং তোমাদের উপাসনা গৃহকে সজ্জিত করা, এইগুলিকে তোমরা দরিদ্র ব্যক্তিগণ অপেক্ষা, অভাবি ব্যক্তিগণ অপেক্ষা, রুগ্ন ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এবং দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিগণের অপেক্ষা বেশী ভালবাসিয়াছ।

৩৮। ওহে, তোমরা দূষিত এবং খল ব্যক্তিগণ, শিক্ষকগণ, যাহারা তোমরা নিজেদেরকে যে বস্তু ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে তাহার জন্য বিক্রয় করিয়াছ, কি কারণে তোমরা ঈশ্বরের পবিত্র সম্প্রদায়কে অপবিত্র করিয়াছ? কেন তোমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছ না যে, পৃথিবীর এই প্রশংসার কারণে যে দুঃখ, যাহা কোন কালেই সমাপ্ত হইবে না, তাহার অপেক্ষা অনন্ত সুখ অনেক বেশী মূল্যবান।

৩৯। কি কারণে তোমরা প্রাণহীন বস্তু সকল দ্বারা, তোমাদিগকে সজ্জিত কর, এবং তথাপি ক্ষুধিত, অভাবি, উলঙগ, জরাগ্রস্থ এবং দুঃখি লোকদিগকে তোমাদের পাশ দিয়া গমন করিতে দেও, এবং তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাও না?

৪০। হাঁ, কি কারণে তোমরা মুনাফা লাভের জন্য তোমাদের গুপ্ত জঘন্য বৃত্তিগুলি সৃষ্টি করিয়া, বিধবা এবং অনাথ দিগকে প্রভুর নিকট শোক প্রকাশ করিতে দিতেছ, এবং তোমাদের মাথার উপর তাঁহার প্রতিশোধ পতিত হইবার জন্য, তাহাদের স্বামী এবং পিতাদিগের রক্তকে মাটির বুকে আর্তনাদ করিতে দিতেছ?

৪১। দেখ, প্রতিশোধের তরবারী তোমাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে। এবং সেই সময় দ্রুত আসিবে, যখন তিনি সাধুপুরুষদের রক্ত প্রতিশোধ হিসাবে তোমাদের জন্য গ্রহণ করিবেন, কারণ তিনি আর সেই আর্তনাদ সহ্য করিবেন না।

পরিচ্ছেদ ৯

অবিশ্বাসীদের প্রতি মরনির বক্তৃতা---খ্রীষ্টের বিষয় তাঁহার সাক্ষ্য প্রদান--- নেফাইতগণের ভাষা পরিমার্জিত মিশরীয় ভাষা হিসাবে পরিচিত ছিল।

১। এখন আমি তাহাদের সম্বন্ধেও বর্ণনা করিতেছি যাহার খ্রীষ্টের প্রতি আস্থাবান নয়।

২। দেখ, তোমরা কি তোমাদের জন্য, প্রভুর পরিদর্শনের দিনটিতে বিশ্বাস করিবে--- দেখ যেই দিন প্রভুর আবির্ভাব ঘটিবে, সেই বিশেষ দিনটি, যেইদিন পৃথিবী একটি গোটানো কাগজের ন্যায় দলা পাকাইয়া যাইবে, এবং ইহার সকল উপাদানগুলি ভীষণ তাপে গলিতে থাকিবে, হাঁ সেই শেষ বিচারের দিন, যখন তোমরা ঈশ্বরের মেষের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য, আনীত হইবে– তখন কি তোমরা বলিতে পারিবে ঈশ্বর নাই ?

৩। তখন কি তোমরা আর খ্রীষ্টকে অস্বীকার করিতে পারিবে, অথবা তোমরা ঈশ্বরের মেষকে দেখিতে পাইবে ? তোমরা কি মনে কর তোমাদের অপরাধের বিবেক লইয়া, তোমরা তাঁহার সহিত বাস করিতে পারিবে ? তোমরা কি মনে কর তোমরা সেই পবিত্র জনের সহিত সুখে বসবাস করিতে পারিবে, যখন তোমাদের হৃদয়গুলি তোমাদের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উদ্বিগ্ন হইবে যে, তোমরা সকল সময় তাঁহার আইনকে অপব্যবহার করিয়াছ ?

৪। দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমাদের অপরাধের জ্ঞান লইয়া নরকে অভিশপ্ত আত্মাগুলির সহিত বসবাস করা অপেক্ষা পবিত্র এবং ন্যায়বান ঈশ্বরের সহিত বসবাস করা, তোমাদের পক্ষে আরো কষ্টকর হইবে।

৫। কারণ দেখ, যখন তোমরা তোমাদের নির্লজ্জতা দর্শন করিবার জন্য, এবং একই সাথে ঈশ্বরের মহিমা এবং যীশু খ্রীষ্টের পবিত্রতা দর্শন করিবার জন্য আনীত হইবে, তখন ইহা তোমার মধ্যে একটি অনির্বাণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে।

৬। হে অবিশ্বাসীগণ, তোমরা সেই সময় প্রভুর দিকে মুখ ফিরাইবে, উচ্চস্বরে যীশুর নামে পিতার নিকট আর্তনাদ করিবে, যাহাতে তোমরা সেই শেষ বিচারের দিন মেষের রক্ত দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া নির্দোষ, পবিত্র, সুন্দর এবং শুদ্র প্রমাণিত হইতে সক্ষম হও।

৭। এবং পুনরায় আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে যে ঈশ্বরের উদ্ঘাটিত রহস্য সমূহকে অস্বীকার করিবে, এবং বলিবে ঐগুলি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে যাহার ফলে, আর কোন উদ্ঘাটিত রহস্য, ভবিষ্যদ্বাণী, ঈশ্বরের দান, আরোগ্য করা, ভাষায় বর্ণনা করা এবং ভাষার ব্যাখ্যা নাই;

৮। দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যে এই সকল বিষয় অস্বীকার করে সে খ্রীষ্টের শাস্ত্র সম্বন্ধে অবগত নয়; হাঁ, সে শাস্ত্র পাঠ করে নাই; এবং তাহা হইলে সে ঐ সকল বুঝিতে সক্ষম নয়।

৯। কারণ আমরা কি এই বিষয় পাঠ করি নাই যে, ঈশ্বর গতকাল, আজ এবং অনন্ত কাল ধরিয়া একই রহিয়াছেন এবং থাকিবেন, এবং তাহার মধ্যে কোন পরিবর্তন, অথবা পরিবর্তনের ছায়া অবস্থান করে না ?

১০। এবং এখন যদি তোমরা এইরূপ কোন ঈশ্বরের কল্পনা করিয়া থাক যে পরিবর্তিত হয়, এবং যাহার উপর পরিবর্তনের ছায়া পতিত হয়, তাহা হইলে তোমরা এইরূপ একজন ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়াছ যে কোন অলৌকিক কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম নয়।

১১। কিন্তু দেখ, আমি তোমাদিগকে একজন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বর এমন কি, আব্রাহাম, আইসাক এবং জেকবের ঈশ্বরকে প্রদর্শন করাইব। এবং সেই একই ঈশ্বর যিনি স্বর্গ এবং মর্ত্য এবং ইহাতে অবস্থিত সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন।

১২। দেখ, তিনি আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আদম হইতেই মানুষের পতন শুরু হইয়াছে। এবং মানুষের এই পতনের জন্যই যীশু খ্রীষ্ট আগমন করিয়াছিলেন, এমন কি পিতা এবং পুত্র এবং যীশু খ্রীষ্টের কারণে মানুষের মুক্তি আসিয়াছে।

১৩। এবং মানুষের মুক্তি, যাহা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আসিয়াছে তাহার ফলে, তাহাদিগকে পুনরায় প্রভুর সম্মুখে আনয়ন করা হইয়াছে। হাঁ, ইহাই হইল সেই স্থান, যেই স্থানে সকল মানব মুক্তি লাভ করিয়াছে। কারণ খ্রীষ্টের মৃত্যু পুনরুত্থান আনয়ন করিয়াছে, যাহা অনন্ত নিদ্রা, যে নিদ্রা হইতে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্ষমতা দ্বারা যেইদিন ভেরীর শব্দে মানুষ জাগরিত হইবে, সেই নিদ্রা হইতে মুক্তি আনয়ন করিয়াছে। এবং তাহারা সকলে, কি বৃহত কি ক্ষুদ্র সকলেই আগমন করিবে, এবং সকলেই তাহাদের মৃত্যুর বন্ধন যাহা হইল পার্থিব, সেই মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, তাঁহার কাঠগড়ার সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

১৪। এবং অতঃপর পরমেশ্বর ন্যায়বিচার তাহাদের উপর পতিত হইবে; এবং তখন সেই সময় আসিবে, যখন যে ব্যক্তি ঘৃণীত তখনও সে ঘৃণীত থাকিয়া যাইবে। এবং যে ব্যক্তি ধার্মিক সেই ব্যক্তি তখনও ধার্মিক থাকিয়া যাইবে। যাহারা সুখী তাহারা তখনও সুখী থাকিবে; এবং যাহারা অসুখী তাহারা তখনও অসুখী থাকিবে।

১৫। এবং এখন তোমরা যাহারা নিজেরা এইরূপ একজন ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছ যে, কোন অলৌকিক কার্য করিতে সক্ষম নয়, আমি তোমাদিগকে প্রশ্ন করিব, আমি তোমাদের নিকট যে সকল বস্তু বর্ণনা করিয়াছি তাহা সকলই কি ঘটিয়া গিয়াছে? সকল কিছুরই কি পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে ? দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না তাহা ঘটে নাই। এবং ঈশ্বর এখনও অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করিবার ঈশ্বর হইতে, বিরত হন নাই।

১৬। দেখ ঈশ্বর আমাদের সম্মুখে যে সকল ঘটনা ঘটাইয়াছেন তাহা কি

চমৎকার নয় ? হাঁ, এবং এমন কে রহিয়াছে যে ঈশ্বরের চমৎকার কার্যগুলিকে বুঝিতে পারে ?

১৭। কে বলিবে যে, ইহা একটি অলৌকিক ঘটনা নয় যে, তাহার বাণীর ক্ষমতার দ্বারা এই স্বর্গ এবং মর্ত্য প্রস্তুত হইয়াছে, এবং তাহার বাণীর ক্ষমতার দ্বারা পৃথিবীর ধূলিকণা হইতে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাঁহার বাণীর ক্ষমতার দ্বারা, সকল অলৌকিক কার্য সম্পাদিত হইয়াছে ?

১৮। এবং কে এইরূপ কথা বলিতে পারে যে, যীশু খ্রীষ্ট অনেক অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেন নাই ? এবং শিষ্যগণের দ্বারাও অনেক বিশিষ্ট অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করা হইয়াছে।

১৯। এবং যদি তখন অলৌকিক ঘটনা সকল সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেন ঈশ্বর অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করা হইতে বিরত থাকিয়াও, অপরিবর্তীত জন হইবেন ? এবং দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে তিনি পরিবর্তীত হন নাই, এইরূপ হইলে তিনি আর ঈশ্বর হওয়া হইতে এবং অলৌকিক কার্য সম্পাদন করিবার ঈশ্বর হইতে ক্ষান্ত হন নাই।

২০। এবং যে কারণে তিনি মনুষ্য সন্তানদিগের মাঝে অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত করা হইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা হইল, তাহারা অবিশ্বাসের অধঃপাতে পতিত হইয়াছে, এবং সঠিক পথ হইতে প্রস্থান করিয়াছে, এবং সেই ঈশ্বর যাঁহার প্রতি তাহাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছে।

২১। দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, কোনো সন্দেহ না করিয়া যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের প্রতি আস্থাভাজন হইবে, এবং যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের হাতে পিতার নিকট কিছু প্রার্থনা করিবে, উহা তাহাকে প্রদান করা হইবে। এবং সকলের নিকট এমন কি পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সকলের প্রতি এই অঙ্গীকার রহিয়াছে।

২২। কারণ ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার শিষ্যগণ যাহারা রহিয়া গিয়াছেন তাহাদের নিকট এইরূপ বলিয়াছেন। এবং হাঁ, সকল জনতার সামনে তিনি তাঁহার অন্য শিষ্যগণকেও ইহা বলিয়াছেন যে, তোমরা পৃথিবীর সকল স্থানে গমন কর এবং সকল প্রাণীর নিকট এই শাস্ত্র বাণী প্রচার কর।

২৩। এবং যে ব্যক্তি দীক্ষায় বিশ্বাস করিবে, সে রক্ষা পাইবে, এবং যে উহা বিশ্বাস করিবে না সে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

২৪। এবং যাহারা বিশ্বাস করিবে তাহারা এই সকল লক্ষণ সমূহ দেখিবে--- আমার নামে তাহারা সকল শয়তানকে দূর করিবে; তাহারা নূতন ভাষায় কথা বলিবে, তাহারা সর্পকে বশীভূত করিবে; এবং তাহারা কোন বিষাক্ত বস্তু পান করিলে তাহাদের কোন ক্ষতি সাধিত হইবে না। তাহারা রুগ্নের গায়ে হস্ত স্থাপন করিলে, তাহারা আরোগ্য লাভ করিবে।

২৫। এবং যে ব্যক্তি কোন সন্দেহ না করিয়া, আমার শাস্ত্রের প্রতি আস্থাভাজন হইবে, তাহার নিকট আমি আমার সকল বাণীগুলি সত্য প্রমান করিব, এই পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত আমি তাহা করিব।

২৬। এখন দেখ, কে অমন রহিয়াছে যে প্রভুর কার্যের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হইতে পারে ? কে তাহার বাণীগুলি অস্বীকার করিতে পারে ? কে এমন রহিয়াছে যে প্রভুর অসীম ক্ষমতার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হইতে পারে ? কে প্রভুর কার্যসমূহকে অবজ্ঞা করিতে পারে ? কে খ্রীষ্টের সন্তানদিগকে ঘৃণা করিতে পারে ? দেখ, তোমরা যাহারা ঈস্বরের কার্য সমূহ অবজ্ঞাকারী, কারণ তোমরা সন্দেহ করিবে এবং ধ্বংস হইবে।

২৭। কাজেই তোমরা অবজ্ঞা করিও না, সন্দেহ বাতিক হইওনা বরং প্রভুর বাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, এবং যে সকল বস্তুর তোমাদের প্রয়োজন রহিয়াছে তাহার জন্য, যীশুর হাতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। সন্দেহ করিও না বরং বিশ্বাসী হও, এবং প্রাচীন কালের ব্যক্তিগণের মত তোমাদের সর্বঅন্তকরণ দিয়া তোমরা প্রভুর পথে আগমন কর, এবং তাঁহার ভয়ে ভীত এবং কম্পিত হইয়া, নিজেদের মুক্তির পথ প্রস্তুত করিয়া লও।

২৮। তোমাদের এই পরীক্ষা কালে তোমরা বুদ্ধিমান হও। সকল আবর্জনা হইতে তোমরা নিজেদেরকে মুক্ত কর। এইরূপ কিছু প্রার্থনা করিও না, যাহা তোমার ভোগের জন্য ব্যয় করিতে পার বরং দৃঢ়ভাবে এবং অটল হইয়া, এইরূপ প্রার্থনা করিও যাহাতে তোমরা লোভের নিকট নতি স্বীকার করিবে না, এবং যাহাতে তোমরা সত্য এবং চিরস্হায়ী ঈশ্বরের সেবা করিবে।

২৯। দেখিও, যাহাতে তোমরা অযোগ্য ভাবে দীক্ষা গ্রহণ না কর: দেখিও তোমরা যাহাতে অযোগ্য ভাবে খ্রীষ্টের ভোজ গ্রহণ না কর। বরং দেখিও যাহাতে তোমরা এই সকল কার্য যোগ্যভাবে সম্পন্ন কর, এবং চিরঞ্জীব ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে, উহা সম্পন্ন করিও। যদি তোমরা এইরূপ কর, এবং শেষদিন পর্যন্ত তাহা পালন কর, তাহা হইলে কোনমতেই তোমরা বহিষ্কৃত হইবে না।

৩০। দেখ, আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা বলিতেছি যেন আমি মৃতদের নিকট হইতে কথা বলিতেছি; কারণ আমি জানি তোমরা আমার কথা শ্রবণ করিবে।

৩১। আমার ত্রুটির জন্য আমাকে দোষারোপ করিওনা, এবং আমার পিতাকেও তাঁহার ত্রুটির জন্য দোষারোপ করিও না, অথবা যাহারা আমাদের পূর্বে রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাদিগকেও নয়, বরং ঈশ্বরকে এই জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিও যে, তিনি আমাদের ত্রুটি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা, আমরা যেইরূপ ছিলাম, তাহার অপেক্ষাও বেশী জ্ঞানী হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পার।

৩২। এবং এখন দেখ, আমাদের জ্ঞান লইয়া আমাদের মধ্যে যাহাকে পরিবর্তীত মিশরীয় ভাষা বলা হয় সেই ভাষায় আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা আমাদের নিকটে হস্তান্তরিত করা হইয়াছিল, এবং আমাদের কথা বলিবার ভাষা অনুযায়ী, ইহার পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছিল।

৩৩। এবং আমাদের এই ফলকগুলি পর্যাপ্ত পরিমানে বৃহত হইলে, আমরা হিব্রু ভাষায় ইহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের দ্বারা হিব্রু ভাষাও

পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং যদি আমরা হিব্রু ভাষায় ইহা লিপিবদ্ধ করিতাম, তাহা হইলে দেখ, তোমরা আমাদের এই ইতিহাসে আর কোন ত্রুটি খুঁজিয়া পাইতে না।

৩৪। কিন্তু আমরা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি প্রভু তাহা জানেন, এবং তিনি ইহাও জানেন যে, আর কোন ব্যক্তি আমাদের এই ভাষা জানে না। কাজেই, তিনি এই ভাষা অনুবাদ করিবার উপায়, প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

৩৫। এবং এই বস্তুগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যাহাতে আমরা আমাদের পোষাক, আমাদের ভ্রাতাগণ যাহারা অবিশ্বাস দ্বারা অধঃপাতে গিয়াছে, তাহাদের রক্ত হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হই।

৩৬। এবং দেখ, এই সকল বিষয় যাহা আমরা আমাদের ভ্রাতাগণের জন্য কামনা করিয়াছিলাম, হাঁ, এবং খ্রীষ্টের নিকট তাহাদের পুনরুদ্ধার পর্যন্ত এইগুলি, সাধুপুরুষগণ যাহারা এই ভূমিতে বাস করিয়াছেন তাহাদের প্রার্থনা অনুযায়ী করা হইয়াছে।

৩৭। এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করুন, এবং তাহাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁহারা তাহাদের উত্তর লাভ করুন। এবং পিতা ঈশ্বর, ইসরায়েলের পরিবারের সহিত তিনি যে চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছেন সেই চুক্তির কথা স্মরণ রাখুন। এবং চিরকালের জন্য তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামের প্রতি তাহাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে তাহাদিগকে আশীর্বাদ সিক্ত করুন। আমেন।

মরনির পুস্তক

পরিচ্ছেদ ১

মরনির নিঃসঙ্গ অবস্থা---তিনি লামানাইতদের মঙ্গল হইবে এই আশা করিয়া রচনা করিলেন।

১। এখন আমি মরনি জারেদের লোকদিগের ইতিহাসগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিবার পর, আমি আর বেশী কিছু রচনা করিবনা বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি এখনও ধ্বংস হইয়া যাই নাই, এবং আমি লামানাইতদের নিকটে নিজেকে প্রকাশ করি নাই, কারণ পাছে তাহারা আমাকে ধ্বংস করে।

২। কারণ দেখ, তাহাদের নিজেদের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে হিংস্রতা ছিল। এবং তাহাদের ঘৃণার জন্য, প্রতিটি নেফাইত যে খ্রীষ্টকে অস্বীকার করিবে না তাহাদিগকে তাহারা হত্যা করিয়াছিল।

৩। এবং আমি মরনি, খ্রীষ্টকে অস্বীকার করিব না। কাজেই আমি চিন্তা করিতেছিলাম আমার জীবন রক্ষার জন্য আমি কি করিতে পারি।

৪। কাজেই আমি যেইরূপ ধারণা করিয়াছিলাম তাহার বিপরীত করিয়া, আরো কিছু বিষয় রচনা করিয়া রাখিতেছি। কারণ, আমি আর কিছু লিপিবদ্ধ করিব না বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আরো কিছু বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি, যাহাতে হয়ত প্রভুর ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কোন সময় আমার ভ্রাতাগণ লামানাইতদিগের জন্য, উহা উপযোগী হইতে পারে।

পরিচ্ছেদ ২

বারো জন নেফাইত কর্তৃক পবিত্র আত্মা অর্পণ করিবার বিষয়।

১। খ্রীষ্ট তাঁহার সেই বারোজন শিষ্য যাহাদিগকে তিনি নির্বাচন করিয়াছিলেন, তাহাদের উপর হস্ত স্থাপন করিবার সময় যে সকল কথাগুলি তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন--

২। এবং তিনি তাহাদিগকে নাম ধরিয়া আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন : তোমরা আন্তরিক প্রার্থনার মাধ্যমে আমার নাম লইয়া পিতাকে স্মরণ করিবে। এবং এইরূপ করিবার পর, তোমরা সেই ক্ষমতা লাভ করিবে, যাহাতে যেই ব্যক্তির উপর তোমরা হস্ত স্থাপন করিবে, তাহাকে তোমরা পবিত্র আত্মা প্রদান করিতে পারিবে, এবং আমার নামে তোমরা এইরূপ করিবে, কারণ আমার শিষ্যগণ এইরূপই করিয়া থাকে।

৩। এখন, খ্রীষ্ট তাহার প্রথম আবির্ভাবের সময় এই কথাগুলি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু জনতা তাহা শ্রবণ করে নাই কিন্তু শিষ্যগণ উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এবং ইহার পর যত জনের প্রতি তাঁহারা হস্ত স্থাপন করিয়াছেন সকলেই পবিত্র আত্মা অনুভব করিতে পারিয়াছে।

পরিচ্ছেদ ৩

পুরোহিত এবং গুরুদিগকে কার্যভার অর্পণ করিবার বিষয়।

১। যে উপায়ে শিষ্যগণ, যাহাদিগকে সম্প্রদায়ের পাদরি বলা হইত তাঁহারা পুরোহিত এবং গুরুদিগকে কার্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন--

২। যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করিবার পর, তাঁহারা তাহাদের উপর হস্ত স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন:

৩। যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাকে পুরোহিত হিসাবে কার্য করিবার জন্য, কার্যভার অর্পণ করিলাম, (অথবা তিনি যদি গুরু হন) আমি তোমাকে গুরু হিসাবে কার্যভার প্রদান করিলাম। এবং শেষ পর্যন্ত, খ্রীষ্টের নামের প্রতি আস্থাভাজন হইয়া, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে অনুতাপ এবং পাপের মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, আমি তোমাকে ভার প্রদান করিলাম।

৪। এবং এইরূপে তাঁহারা ঐশ্বরিক দান এবং মানুষের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান অনুযায়ী পুরোহিতগণকে এবং গুরুগণকে কার্যভার অর্পণ করিতেন। এবং তাহাদের ভিতরে পবিত্র আত্মার যে শক্তি ছিল, সেই শক্তির দ্বারা, তাঁহারা তাহাদিগকে কার্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

পরিচ্ছেদ ৪

প্রভুর ভোজের রুটি বিতরণ করিবার রীতি।

১। যে উপায়ে তাহাদের পাদরিগণ, এবং পুরোহিতগণ, যীশু খ্রীষ্টের রক্ত এবং মাংস সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বিতরণ করিতেন এবং তাহারা খ্রীষ্ঠের আদেশ অনুযায়ী উহা সম্পন্ন করিতেন, কাজেই আমরা জানি উহাই ছিল সঠিক উপায়। এবং পাদরি অথবা পুরোহিত উহা বিতরণ করিতেন---

২। এবং তাঁহারা সম্প্রদায়ের সহিত একত্রে নতজানু হইতেন এবং খ্রীষ্টের নামে পিতার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা নিবেদন করিতেন:

৩। হে ঈশ্বর, অনন্তকালের পিতা, আমরা তোমার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে, এই রুটিকে আশীর্বাদ করিবার জন্য, এবং যাহারা ইহা গ্রহণ করিবে তাহাদের সকলের হৃদয়ের জন্য ইহাকে পবিত্র করিয়া দিবার নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি। যাহাতে তাহারা তোমার পুত্রের দেহের স্মরণে উহা ভক্ষণ করিতে পারে, এবং হে ঈশ্বর অনন্ত কালের পিতা, তোমার নিকট এই সাক্ষ্য বহন করিতে পারে যে, তাহারা তাহাদের উপর তোমার পুত্রের নাম গ্রহন করিতে, এবং তাহারা তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে এবং তাঁহার আদেশসমূহ যাহা তিনি তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন তাহা পালন করিতে আগ্রহী। আমেন।

পরিচ্ছেদ ৫

প্রভুর ভোজের মদ্য বিতরণ করিবার রীতি।

১। মদ্য বিতরণ করিবার রীতি--- দেখ তাহারা পাত্র ধারন করিতেন, এবং বলিতেন:

২। হে ঈশ্বর, অনন্তকালের পিতা, আমরা তোমার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে যাহারা এই মদ্য পান করিবে তাহাদের আতমার জন্য, তাহাদিগকে আশীর্বাদ এবং পবিত্র করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইতেছি, যাহাতে তাহারা তোমার পুত্রের রক্ত যাহা তাহাদের জন্য পাত করা হইয়াছিল তাহার স্মরণে ইহা পান করিতে পারে; যাহার ফলে তাহারা, হে ঈশ্বর, অনন্তকালের পিতা, তোমার নিকট এই সাক্ষ্য বহন করিতে পারে যে, তাহারা সকল সময় তাঁহাকে স্মরণ করে, য়াহাতে তাহারা তাঁহার আতমাকে তাহাদের সহিত লাভ করিতে সক্ষম হয়। আমেন।

পরিচ্ছেদ ৬

দীক্ষার রীতি এবং সর্ত--সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলা।

১। এবং এখন আমি দীক্ষার বিষয় বর্ণনা করিব। দেখ, পাদরিগণ পুরোহিতগণ এবং গুরুগণ দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারা উহা লাভ করিবার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা না মিটাইয়া উহা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

২। এবং তাঁহারা এমন কোন ব্যক্তিকে দীক্ষা প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করেন নাই, যাহারা ভগ্ন হৃদয় এবং অনুতপ্ত আতমা ভিন্ন তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছে, এবং সম্প্রদায়ের নিকট এই সাক্ষ্য বহন করিয়াছে যে, তাহারা সত্য সত্যই তাহাদের সকল পাপের জন্য অনুতপ্ত।

৩। এবং তাহারা তাহাদের উপর খ্রীষ্টের নাম গ্রহণ করা এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকা ভিন্ন, কেহ দীক্ষার জন্য গৃহীত হন নাই।

৪। এবং তাহারা দীক্ষা লাভের জন্য গৃহীত হইবার পর, এবং তাহারা গঠিত এবং পবিত্র আতমা কর্তৃক বিশুদ্ধ হইবার পর, তাহারা খ্রীষ্টের সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল, যাহাতে তাহারা তাহাদিগকে সৎপথে রাখিবার জন্য, সর্বদা প্রার্থনা নিবেদন করিতে সতর্ক থাকিবার জন্য, খ্রীষ্ট, যিনি তাহাদের বিশ্বাসের প্রনেতা এবং সমাপক, কেবল তাঁহার গুনের প্রতি নির্ভর করিয়া, ঈশ্বরের মঙ্গলবাণী দ্বারা স্মরণীয় হইতে, এবং সুগঠিত হইতে পারেন।

৫। এবং সম্প্রদায়ের সদস্যগণ প্রায়ই উপবাস করিবার জন্য, প্রার্থনা নিবেদন করিবার জন্য এবং তাহাদের আতমার মঙ্গলসাধনের বিষয় একে অন্যের সহিত আলোচনা করিবার জন্য, একত্রে সমবেত হইতেন।

৬। এবং তাঁহারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্মরণে রুটি এবং মদ্য গ্রহণ করিবার জন্য, একত্রে সমবেত হইতেন।

৭। এবং তাহাদের মধ্যে যাহাতে কোন পাপ কার্য সংঘটিত না হইতে পারে সেই জন্য তাহারা খুব বেশী সতর্ক ছিলেন। এবং যাহাদিগকে অপরাধ করিতে দেখা যাইত সম্প্রদায়ে তিনজন সদস্য পাদরীদিগের সম্মুখে তাহাদিগকে অপরাধী বলিয়া রায় প্রদান করিত, এবং তাহারা যদি অনুতাপ না করিত, এবং তাহাদের দোষ স্বীকার না করিত তাহা হইলে তাহাদের নাম মুছিয়া দেওয়া হইত, এবং তাহারা খ্রীষ্টের লোক বলিয়া পরিগণিত হইত না।

৮। কিন্তু যখনই তাহারা অনুতপ্ত হইত এবং সৎ উদ্দেশ্য লইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিত, তখন তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইত।

৯। এবং ঐশ্বরীক শক্তির অনুপ্রেরনা এবং পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সভাগুলি পরিচালিত হইত। কারন পবিত্র আত্মা তাঁহাদিগকে যেইভাবে প্রচার করিতে, উপদেশ প্রদান করিতে, প্রার্থনা নিবেদন করিতে অথবা আবেদন করিতে বা গান করিতে পরিচালিত করিতেন সেই ভাবেই উহা সম্পাদন করা হইত।

পরিচ্ছেদ ৭

মরনি, মরমনের বিশ্বাস, আশা, এবং বিশ্ব প্রেমের বিষয় শিক্ষাগুলি, প্রদান করিয়াছেন।

১। এখন আমি মরনি, আমার পিতা মরমনের কিছু কথা, যাহা তিনি বিশ্বাস, আশা এবং বিশ্ব প্রেমের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন সেই বিষয় আমি কিছু বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি, কারণ, তিনি জনগণের নিকট, তাহাদিগকে সাইনাগগ, যাহা তাহারা উপাষণা করিবার জন্য নির্মান করিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবার সময়, তিনি এইরূপভাবে বর্ণনা করিতেন।

২। এবং যখন আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, আমি মরমন, তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি পিতা ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্টের মহিমা এবং তাঁহার ইচ্ছার দ্বারা আমি ইহা করিতেছি, কারণ তিনি আমাকে এই ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে আমি তোমাদের নিকট এই সময় কথা বলিবার অনুমতি লাভ করিয়াছি।

৩। কাজেই আমি তোমাদিগকে সম্প্রদায়ের কথা বলিব ত্রাণকর্তার শান্তিকামী অনুসরণকারীগণ যাহারা, তাহাদিগের কথা বলিব এবং যে প্রচুর পরিমান আশার কথা লাভ করা হইয়াছে তাহার কথা বলিব যাহার সাহায্যে তোমরা এখন হইতে লইয়া, যেই সময় প্রভুর সহিত স্বর্গে বিশ্রাম করিবে সেই পর্যন্ত, তাঁহার পান্থশালায় প্রবেশ করিতে সক্ষম হও।

৪। এবং এখন আমার ভ্রাতাগণ মনুষ্যসন্তানদিগের সহিত শান্তিপূর্ণ ভাবে চলিবার জন্য, আমি এই বিষয়গুলি তোমাদের জন্য নির্বাচন করিয়াছি।

৫। কারণ, আমি ঈশ্বরের বাণীগুলি স্মরণ রাখিয়াছি, যাহাতে বলা হইয়াছে, তাহাদের কার্য দ্বারাই তোমরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। কারণ, তাহাদের কার্য যদি মঙ্গলজনক হয় তবে তাহারাও সুজন হইবে।

৬। কারণ ঈশ্বর বলিয়াছেন কোন ব্যক্তি যদি মন্দ হয়, তাহা হইলে সে মঙ্গলজনক কোন কার্য করিতে সক্ষম হয় না। কারন সে যদি সৎ উদ্দেশ্য না লইয়া কোন দান উৎসর্গ করে, এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা নিবেদন করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার কোনই উপকার হইবে না।

৭। কারণ দেখ, ধার্মিকতার জন্য, ইহা তাঁহার নিকট গন্য হইবে না।

৮। কারন দেখ, কোন ব্যক্তি যদি মন্দ হয়, তাহা হইলে সে অসন্তোষ লইয়া দান প্রদান করিবে; কাজেই ইহা তাঁহার নিকট, সে ঐ দান প্রদান না করিলে যেইরূপ হইত, সেইরূপ ভাবেই গণ্য হইবে। কাজেই সে ঈশ্বরের নিকট মন্দ বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। এবং যদি সে হৃদয়ের সদউদ্দেশ্য না লইয়া প্রার্থনা নিবেদন করে, তাহা হইলে সে জনগণের নিকটেও মন্দ রূপে গণ্য হইবে। এবং ইহা তাহার কোন উপকারেই আসিবে না কারণ, ঈশ্বর এইরূপ কিছু গ্রহণ করেন না।

১০। কাজেই কোন মন্দ ব্যক্তি কোন মঙ্গল জনক কার্য করিতে, অথবা একটি শুভ দান প্রদান করিতে সক্ষম হয় না।

১১। কারণ দেখ, একটি তিক্ত ঝরনা মিষ্ট জল প্রদান করে না। অথবা একটি ভাল ঝরনা তিক্ত জল প্রদান করে না। কাজেই কোন ব্যক্তি শয়তানের সেবক হইয়া, খ্রীষ্টকে অনুসরণ করিতে সক্ষম হয়। এবং যদি সে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে, তাহা হইলে সে শয়তানের সেবক হইতে পারে না।

১২। কাজেই সকল ভাল বস্তু ঈশ্বর নিকট হইতে লাভ করা হয়। এবং যাহা মন্দ তাহা আসে শয়তানের নিকট হইতে। কারণ, শয়তান হইল ঈশ্বরের শত্রু এবং সে অনবরত ভাবে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, এবং সে জন্য আমন্ত্রিত এবং প্রলোভিত করে এবং যাহা মন্দ তাহা অনবরত ভাবে করিবার জন্য উৎসাহিত করে।

১৩। কিন্তু দেখ, যাহা ঈশ্বরের তাহা অনবরত ভাবে মঙ্গল করিবার জন্য আমন্ত্রিত করে এবং উৎসাহিত করে, কাজেই সকল বস্তু যাহা ভাল কার্য করিতে, ঈশ্বরকে ভালবাসিতে এবং তাঁহাকে সেবা করিতে আহ্বান করে এবং উৎসাহিত করে সেই সকল বস্তু ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা দ্বারা সম্পাদিত হয়।

১৪। কাজেই আমার ভ্রাতাগণ, তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর, যাহাতে যাহা মন্দ তাহকে ঈশ্বরের কার্য বলিয়া ধারণা না কর, অথবা যাহা মঙ্গল জনক এবং ঈশ্বরের কার্য, তাহাকে শয়তানের বলিয়া ধারণা না কর।

১৫। কারণ আমার ভ্রাতাগণ তোমরা দেখ, তোমাদিগকে ইহা এইরূপে প্রদান করা হইয়াছে, যাহাতে তোমরা মন্দ হইতে ভালকে চিনিয়া লইতে পার; এবং ইহা

নির্বাচন করিয়া লইবার পথ খুবই সহজ হইয়াছে, যাহাতে তোমরা অন্ধকার রাত্র হইতে যেমন দিনকে চেনা যায় সেইরূপ সঠিক ভাবে উহা চিনিতে সক্ষম হও।

১৬। কারণ দেখ, যাহাতে সে মন্দ হইতে ভালকে চিনিয়া লইতে পারে সেইজন্য, সকল ব্যক্তিকে ত্রাণকর্তার আত্মা প্রদান করা হইয়াছে। কাজেই আমি তোমাদিগকে নির্বাচন করিবার পথগুলি প্রদর্শন করাইতেছি। কারণ সকল বস্তু যাহা মঙ্গল কার্য করিতে আহ্বান করে, খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্ররোচিত করে, তাহা খ্রীষ্টের ক্ষমতা দ্বারা এবং দান হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। যাহাতে তোমরা সঠিক ভাবে জানিতে সক্ষম হও যে, ইহা ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে।

১৭। কিন্তু যে সকল বস্তুগুলি মানুষকে মন্দ কার্য করিতে, খ্রীষ্টকে বিশ্বাস না করিতে, তাহাকে অস্বীকার করিতে এবং ঈশ্বরকে সেবা না করিতে প্ররোচিত করে, তখন তোমরা সঠিক ভাবে জানিতে পারিবে, শয়তান হইতে উহা আসিয়াছে। কারণ শয়তান এই ভাবেই তাহার কার্য করিয়া থাকে। কারণ, সে কোন মানুষকেই ভাল কার্য, এমনকি একটিও ভাল কার্য করিতে প্ররোচিত করে না। তাহার দেবদূতগণ, অথবা যাহারা তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহারা কেহই ভাল কার্য করে না।

১৮। এবং এখন আমার ভ্রাতাগণ তোমরা ইহা দর্শন করিয়া যে, যে আলোর দ্বারা তোমরা নির্বাচন করিবে, যাহা হইল খ্রীষ্টের আলো তাহা তোমরা জানিতে পারিয়াছ, এখন দেখিও তোমরা যাহাতে ভুল নির্বাচন না কর। কারণ, যেই ভাবে তোমরা বিচার করিবে, সেই একই ভাবে তোমরা বিচার লাভ করিবে।

১৯। কাজেই আমার ভ্রাতাগণ আমি তোমাদিগকে এই মিনতি করিতেছি যে, তোমাদের সর্বদা অধ্যবসায়ের সহিত খ্রীষ্টের আলো লইয়া অন্বেষণ করা উচিত, যাহাতে তোমরা মন্দ হইতে ভালকে চিনিয়া লইতে পার। এবং তোমরা যদি সকল ভাল বস্তু ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হও, এবং উহাদিগকে বাতিল করিয়া না দেও, তাহা হইলে তোমরা অবশ্যই খ্রীষ্টের সন্তান রূপে পরিগণিত হইবে।

২০। এবং এখন আমার ভ্রাতাগণ, সকল ভাল বস্তু কি রূপে ধরিয়া রাখা সম্ভব?

২১। এবং এখন আমি সেই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছি, যাহার জন্য তোমাদিগকে আমি বলিতে চাহি: এবং তোমাদিগকে সেই সকল উপায়ের কথা বলিব যাহার দ্বারা তোমরা সকল ভাল বস্তু ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইবে।

২২। কারণ দেখ, অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল ধরিয়া ঈশ্বর রহিয়াছেন, এবং তিনি এই সকল বস্তু অবগত রহিয়াছেন। দেখ, তিনি খ্রীষ্টের আগমনের বিষয় উপদেশ প্রদান করিবার জন্য, মনুষ্য সন্তানদিগের নিকট দেবদূত প্রেরণ করিয়াছেন। এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমেই সকল মঙ্গল আগমন করিবে।

২৩। এবং ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিত পুরুষদিগের নিকটেও তাঁহার নিজমুখে ঘোষণা করিয়াছেন যে, খ্রীষ্ট আগমন করিবেন।

২৪। এখন দেখ, যাহা মঙ্গলজনক, তাহার জন্য তিনি মনুষ্য সন্তানদিগকে বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন। এবং সকল বস্তু, যাহা মঙ্গলজনক তাহা খ্রীষ্ট হইতে আসিয়াছে; অন্যথায় মনুষ্যজাতি পতিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের জন্য কোন মঙ্গলজনক বস্তুর আবির্ভাব ঘটিতে পারিত না।

২৫। কাজেই দেবদূতদিগের পরামর্শের দ্বারা, এবং ঈশ্বরের মুখ হইতে যে সকল বাণী নির্গত হইয়াছে তাহার দ্বারা, মনুষ্যজাতি খ্রীষ্টের প্রতি আস্থাবান হইতে শুরু করিয়াছিল। কাজেই এইরূপে বিশ্বাস দ্বারা, তাহারা সকল মঙ্গলজনক বস্তু ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। এবং খ্রীষ্টের আগমন পর্যন্ত এইরূপ চলিতেছিল।

২৬। এবং তিনি আসিবার পর, মনুষ্যজাতি তাঁহার নামের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া, রক্ষা লাভ করিয়াছে। এবং বিশ্বাস দ্বারা, তাহারা ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে পরিগণিত হইতে সক্ষম হইয়াছে। তাঁহার অবস্থান কালে খ্রীষ্ট আমাদের পিতাদের নিকট নিশ্চয় করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন; যাহাই তোমরা আমার নামে পিতার নিকট প্রার্থনা করিবে, তাহা যদি মঙ্গলজনক হয় এবং এই বিশ্বাসের সহিত করা হয় যে, তোমরা উহা লাভ করিবে, তাহা হইলে দেখ, উহা তোমাদিগকে প্রদান করা হইবে।

২৭। কাজেই আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, যেহেতু ত্রাণকর্তা স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন এবং মনুষ্য সন্তানদিগের প্রতি তাঁহার দয়ার অধিকার দাবি করিবার জন্য, ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে উপবেশন করিয়াছেন সেই হেতু কি অলৌকিক ঘটনাগুলি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে?

২৮। যেহেতু তিনি আইনের শেষ উত্তর দান করিয়াছেন এবং যাহারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী তাহাদিগকে দাবি করিয়াছেন। এবং যাহারা তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা সকল ভাল বস্তু ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছে; যেহেতু তিনি মনুষ্য সন্তানদিগকে সমর্থন করিয়াছেন; এবং অনন্তকালের জন্য স্বর্গে অবস্থান করেন।

২৯। এবং আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ যেই হেতু তিনি এই সকল সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার জন্য কি অলৌকিক ঘটনা সমাপ্ত হইয়াছে? দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি উহা সমাপ্ত হয় নাই; এবং দেবদূতগণও মনুষ্য সন্তানদিগকে উপদেশ প্রদান করা হইতে বিরত হন নাই।

৩০। কারণ দেখ, তাঁহারা তাঁহার আদেশ বাণী অনুয়ায়ী তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এবং সকল প্রকার ঐশ্বরিক বস্তুর প্রতি তাহাদের অটল হৃদয় তাহাদিগকে প্রদর্শন করাইবার জন্য পরামর্শ দিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট দায়ী রহিয়াছেন।

৩১। এবং তাহাদের পরামর্শ দফতরের কার্য হইল, জনগণকে অনুতাপের পথে আহ্বান করা এবং পিতার চুক্তি পূর্ণ করা, এবং সেই চুক্তির বিষয় কার্য সকল, সম্পাদন করা। যাহা তিনি মনুষ্য সন্তান দিগের জন্য, তাহাদে মধ্যে পথ প্রস্তুত

করিয়া দিবার জন্য তৈয়ারী করিয়াছেন, তাঁহার নির্বাচিত পাত্রদের নিকট খ্রীষ্টের বাণী ঘোষণা করিয়া তিনি এইরূপ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা তাহার সাক্ষ্য বহন করিতে সক্ষম হয়।

৩২। এবং এইরূপ করিয়া প্রভু ঈশ্বর পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহাতে মানব সন্তানগণ ক্ষমতা অনুযায়ী খ্রীষ্টের প্রতি আস্থাবান হইতে পারে, যাহাতে তাহাদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মা স্থাপিত হইতে পারে। এবং এই রূপে পিতা, মনুষ্য সন্তানদিগের সহিত যে চুক্তি তিনি করিয়াছিলেন, তাহা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন।

৩৩। এবং ত্রাণকর্তা বলিয়াছেন: যদি তোমরা আমার প্রতি আস্থাবান হও, তাহা হইলে তোমরা আমার অনুরূপ সকল কিছু করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে।

৩৪। এবং তিনি বলিয়াছেন: পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সবাই তোমরা অনুতাপ কর, এবং আমার নিকট আগমন কর, দীক্ষা গ্রহণ কর এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যাহাতে তোমরা রক্ষা লাভ করিতে পার।

৩৫। এবং এখন আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, আমি তোমাদের নিকট যাহা বর্ণনা করিলাম তাহা যদি সত্য হয় এবং ঈশ্বর অনেক ক্ষমতা এবং মহিমা লইয়া শেষ বিচারের দিন এইগুলি যে সত্য, তাহার প্রমাণস্বরূপ তোমাদের দর্শন দান করিবেন, এবং এই সকলই যদি সত্য হয় তাহা হইলে কি সমস্ত অলৌকিক ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে মনে করিবে ?

৩৬। অথবা দেবদূতগণের, মানব সন্তানদিগের নিকট দর্শন দানের কি কোন পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে ? অথবা তিনি কি তাহাদের নিকট হইতে পবিত্র আত্মার ক্ষমতা তুলিয়া লইয়াছেন ? অথবা তিনি কি, যতদিন সময় থাকিবে, অথবা পৃথিবী অবস্থান করিবে অথবা পৃথিবীর বুকে একজন লোকও থাকিবে যাহাকে রক্ষা করা দরকার ততদিন পর্যন্ত বিরত হইবেন ?

৩৭। দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, না তাহা হইবে না, কারণ বিশ্বাস দ্বারাই অলৌকিক কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং বিশ্বাসের জন্যই, দেবদূতগণ মনুষ্য সন্তানদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য আগমন করেন। কাজেই এই সকল বস্তু যদি পরিসমাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে উহা মনুষ্য সন্তানদিগের জন্য হতভাগ্য, কারণ অবিশ্বাসের কারণেই ঐ সকল বস্তু ব্যর্থ হইয়া যায়।

৩৮। কারণ খ্রীষ্টের বাণী অনুযায়ী তাঁহার নামের প্রতি আস্থা স্থাপন করা ভিন্ন কেহ রক্ষা লাভ করিতে সক্ষম নয়। কাজেই এই সকল বস্তুর পরিসমাপ্তি ঘটিলে বুঝিতে হইবে বিশ্বাসেরও পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এবং মানুষের অবস্থা ভয়ংকর হইয়াছে, এইরূপ অবস্থা যেইস্থানে আর কোন যুক্তি সম্ভব নয়।

৩৯। কিন্তু আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ দেখ, আমি তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করি, কারণ তোমাদের নম্রতার জন্য আমি মনে করি খ্রীষ্টের প্রতি তোমাদের আস্থা রহিয়াছে। কারণ তাঁহার প্রতি যদি তোমাদের আস্থা না থাকে, তাহা হইলে তোমরা তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নও।

৪০। এবং পুনরায়, আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ আমি তোমাদিগকে আশার বিষয় কিছু বলিব। আশা ভিন্ন কিরূপে তোমরা বিশ্বাস লাভ করিবে ?

৪১। এবং কিসের জন্য তোমরা আশা পোষণ করিবে? দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে, এবং তাঁহার পুনরুত্থানের ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য তোমরা অনেক আশা পোষণ করিবে। এবং তাঁহার অঙ্গীকার অনুযায়ী তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারাই ইহা হইবে।

৪২। কাজেই কোন মানুষের যদি বিশ্বাস থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অবশ্যই আশাও রহিয়াছে। কারণ বিশ্বাস ভিন্ন কোন আশা থাকিতে পারে না।

৪৩। এবং দেখ, আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলিতেছি যে, সে যদি নম্র না হয় এবং তাহার হৃদয় যদি বিনীত না হয় তাহা হইলে তাহার বিশ্বাস এবং আশা থাকিতে পারে না।

৪৪। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে তাহার বিশ্বাস এবং আশা দুইই ব্যর্থ, কারণ নম্রতা এবং হৃদয়ের কোমলতা ভিন্ন, কেহই তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এবং কোন ব্যক্তি যদি নম্র হয় এবং তাহার হৃদয় কোমল হয়, এবং পবিত্র আত্মার ক্ষমতার দ্বারা এই সত্য স্বীকার করে যে, যীশুই ত্রাণকর্তা, তাহা হইলে তাহার অবশ্যই বিশ্বপ্রেম থাকিতে হইবে। কারণ বিশ্বপ্রেম ভিন্ন সে কিছুই নয়। কাজেই তাহার অবশ্যই বিশ্ব প্রেম থাকিতে হইবে।

৪৫। এবং এই বিশ্বপ্রেম অনেক দীর্ঘ, ইহা করুণাপূর্ণ, ইহা কাহাকেও হিংসা করে না, অহঙ্কারে স্ফীত হয় না, তাহার নিজের সুবিধা খুজিয়া বেড়ায় না, সহজে প্ররোচিত হয় না, এবং পাপ কার্যের মাঝে আনন্দ লাভ করে না বরং সত্যের কারণে আনন্দিত হয়, সকল কিছু বহন করে, সকল বিষয় বিশ্বাস করে, সকল বিষয় আশা পোষণ করে এবং সকল কিছু সহ্য করে।

৪৬। কাজেই আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, তোমাদের যদি বিশ্ব প্রেম না থাকে, তাহা হইলে তোমরা কিছুই নও। কারণ বিশ্বপ্রেম কখনও শেষ হয় না। কাজেই এই প্রেম, যাহা সকল বস্তু অপেক্ষা মহৎ, কারণ সকল বস্তুর অবশ্যই সমাপ্তি ঘটিবে, ইহাকে ধরিয়া রাখ।

৪৭। এই বিশ্ব প্রেমই হইল খ্রীষ্টের বিশুদ্ধ ভালবাসা, এবং ইহা চিরকালের জন্য রহিয়াছে। এবং যে ব্যক্তিকে দেখা যাইবে যে, সে এই গুণের অধিকারী, ইহা তাহার জন্য মঙ্গলজনক হইবে।

৪৮। কাজেই আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ তোমরা হৃদয়ের সকল শক্তি দ্বারা, পিতার নিকট প্রার্থনা নিবেদন কর যাহাতে তোমরা এই ভালবাসা যাহা, তিনি তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সঠিক অনুসরণকারী যাহারা তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে তোমরাও সেই ভালবাসায় পূর্ণ হইতে পার। যাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হইতে সক্ষম হও, যাহাতে, যখন তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে, তখন আমরা তাঁহার তনুরূপ হইতে পারি, কারণ, তিনি যেইরূপ, আমরা সেইরূপেই তাহাকে দর্শন করিব। যাহাতে আমরা তাঁহার মতই বিশুদ্ধ হইতে পারি। আমেন।

পরিচ্ছেদ ৮

মরনির নিকট মরমনের পত্র---শিশু সন্তানদিগের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিবার অথবা অনুতাপ করিবার প্রয়োজন নাই।

১। আমি মরনি, আমার নিকট লিখিত আমার পিতার একটি পত্র: আমার যাজকত্ব লাভের পর আমাকে এই পত্রটি লেখা হইয়াছিল। এবং এইরূপে তিনি আমার নিকট লিখিয়াছিলেন৷ তিনি বলিয়াছিলেন:

২। আমার প্রিয় পুত্র মরনি, তোমার প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে স্মরণ রাখিয়াছেন, তোমাকে তাঁহার যাজকত্বের জন্য আহ্বান করিয়াছেন, এবং তাহার প্রবিত্র কার্যগুলি সম্পাদন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

৩। আমি আমার প্রার্থনার মাঝে সর্বদাই তোমার কথা স্মরণ করি, পিতা ঈশ্বর এবং তাঁহার পবিত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নিকট, আমি অবিরত ভাবে প্রার্থনা জানাই যাহাতে তিনি তাহার অসীম মহিমা এবং করুণা দ্বারা, তোমাকে শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার নামের প্রতি বিশ্বাস রাখিতে সাহায্য করেন।

৪। এবং হে আমার পুত্র, আমি তোমাকে এখন সেই বিষয় কিছু বলিব যাহা আমাকে অতিশয় দুঃখ প্রদান করিয়াছে। ইহা আমাকে দুঃখ দিয়াছে কারণ, তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়াছে।

৫। কারণ, আমি যদি সত্য খবর পাইয়া থাকি, তাহা হইলে, তোমাদের মধ্যে শিশু সন্তানগণের দীক্ষার বিষয় লইয়া মতবিরোধ দেখা দিয়াছে।

৬। এবং এখন হে আমার পুত্র, আমার ইচ্ছা এইরূপ যে, এই সাংঘাতিক ভুল যাহাতে তোমাদের মধ্য হইতে দূরীভুত হয়, তাহার জন্য তুমি অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিবে; কারণ, এই কারণেই আমি তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি।

৭। কারণ তোমাদের এই ঘটনা সম্বন্ধে জানিবার সাথে সাথেই আমি এই বিষয় প্রভুর নিকট জানিতে চাহিয়াছি। এবং পবিত্র আতমার মাধ্যমে প্রভুর বাণী আমি লাভ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন:

৮। তোমার মুক্তিদাতা, প্রভু এবং তোমার ঈশ্বর খ্রীষ্টের বাণীগুলি, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। দেখ, আমি এই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছি পাপীদিগকে অনুতাপের পথে আনয়ন করিবার জন্য, ধার্মিকদিগকে নয়। যে অসুস্হ তাহার জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন রহিয়াছে, যে সুস্হ তাহার জন্য নয়, কাজেই শিশু সন্তানগণ সুস্হ, কারণ তাহারা কোন পাপ করিতে সক্ষম নয়, কাজেই আদমের অভিশাপ তাহাদের নিকট হইতে, আমি লইয়া লইয়াছি কাজেই তাহাদের উপর ইহার আর কোন ক্ষমতা নাই, এবং ত্বকচ্ছেদের আইন আমাতে শেষ হইয়াছে।

৯। এবং এইরূপে, পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের বাণীগুলি আমার নিকট প্রকাশ করিলেন। কাজেই আমার প্রিয় পুত্র, আমি জানিয়াছি যে, শিশু সন্তানদিগকে দীক্ষা প্রদান করা, ঈশ্বরের নিকট একটি সম্পূর্ণ উপহাস ভিন্ন আর কিছুই নয়।

১০। দেখ, আমি তোমাকে বলিতেছি যে এই বিষয় সমূহ তুমি শিক্ষা দিবে যে, তাহাদিগকেই দীক্ষা লইতে হইবে, যাহারা পাপ করিতে সক্ষম, এবং তাহার জন্য দায়ী। হাঁ পিতা মাতাগণকে এই শিক্ষা প্রদান করিবে যে, তাহাদিগকে অনুতাপ করিতে হইবে, দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাদের শিশু সন্তানদিগের মত কোমল হইতে হইবে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের শিশু সন্তানদিগের সহিত রক্ষা লাভ করিবে।

১১। এবং তাহাদের শিশু সন্তানদিগের জন্য কোন অনুতাপ করিবার, অথবা দীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ দেখ, পাপের মুক্তির জন্য আদেশ পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত, অনুতাপের এবং দীক্ষার প্রয়োজন।

১২। কিন্তু শিশু সন্তানগণ পৃথিবীর গোড়া হইতেই ত্রাণকর্তার মাঝেই জীবন্ত। ইহা না হইলে, ঈশ্বর একজন পক্ষপাতিত্বপূর্ণ ঈশ্বর এবং পরিবর্তনশীল ঈশ্বর, এবং মানুষের নিকট পক্ষপাতিত্বপূর্ণ হইবেন। কারণ কত শিশু সন্তান দীক্ষা লাভ না করিয়াই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে!

১৩। কাজেই দীক্ষা ভিন্ন শিশু সন্তানগণ যদি মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় সেই অনন্ত নরকে গমন করিয়াছে।

১৪। দেখ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি মনে করে শিশু সন্তানদিগের দীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহারা তিক্ততার গহ্বরে এবং পাপের বন্ধনের মাঝে রহিয়াছে, কারণ তাহার কোন বিশ্বাস, আশা অথবা বিশ্ব প্রেম নাই। কাজেই এই চিন্তার জন্য তাহাকে ধ্বংস হইতে হইবে, তাহাকে অবশ্যই নরকে যাইতে হইবে।

১৫। কারণ কোন শিশু সে দীক্ষা লাভ করিয়াছে বলিয়া ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিবেন এবং অন্যজন তাহার দীক্ষা নাই বলিয়া, সে ধ্বংস হইবে এইরূপ চিন্তা অতি জঘন্য পাপপূর্ণ চিন্তা।

১৬। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে এইরূপে যাহারা বিকৃত করিবে তাহারা হতভাগ্য, কারণ, অনুতাপ না করিলে, তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। দেখ ঈশ্বরের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, সাহস করিয়া আমি এই কথা বলিতেছি। এবং মানুষে কি করিবে, সেই কারণে আমি ভীত নই। কারণ বিশুদ্ধ প্রেম সকল প্রকার ভীতিকে দূরে সরাইয়া রাখে।

১৭। এবং আমি বিশ্বপ্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছি; ইহাই হইল চিরন্তন ভালবাসা। কাজেই সকল শিশু সন্তানই আমার নিকট একরূপ। অতএব শিশু সন্তানদিগকে আমি অন্তর দিয়া ভালবাসি। এবং তাহারা সকলেই একরূপ এবং মুক্তি গ্রহণকারী।

১৮। কারণ আমি ইহা জানি যে, ঈশ্বর কখনও পক্ষপাতিত্ব করেন না, এবং তিনি পরিবর্তনশীল ব্যক্তি নন। বরং অনন্ত কাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত তিনি অপরিবর্তনশীল।

১৯। শিশু সন্তানগণ অনুতাপ করিতে পারে না। কাজেই তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের বিশুদ্ধ দয়াকে অস্বীকার করা জঘন্য পাপ। কারণ তাঁহার দয়ার জন্য তাহারা সকলেই তাঁহার মাঝে জীবন্ত।

২০। এবং যে ব্যক্তি বলিবে যে, শিশু সন্তান দিগের দীক্ষা লইবার প্রয়োজন রহিয়াছে, সে ত্রাণকর্তার দয়া অস্বীকার করে, এবং তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত, এবং তাঁহার মুক্তিদানের ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করে।

২১। তাহাদের জন্য দুঃখ হয়, কারণ তাহারা মৃত্যু, নরক এবং অন্তহীন অত্যাচারের বিপদের মাঝে রহিয়াছে। আমি স্পষ্ট ভাষায় ইহা ঘোষণা করিতেছি কারণ ঈশ্বর আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। তাহাদের কথা শ্রবণ কর, এবং তাহাতে মনোযোগ দাও অন্যথায় তাহারা খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।

২২। কারণ দেখ সকল শিশু সন্তান, এবং যাহারা কখনও আইন লাভ করে নাই, তাহারা খ্রীষ্টের মাঝে জীবন্ত হইয়াছে। কারণ যাহাদের জন্য কোন আইন ছিল না, তাহাদের সকলের জন্য মুক্তির ক্ষমতা প্রযোজ্য হইবে। কাজেই যে ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় নাই, অথবা যে ব্যক্তি কোন দোষের মাঝে নাই সে অনুতাপ করিতে পারে না। এবং সেই দীক্ষার কোন অর্থ নাই।

২৩। বরং ইহাতে খ্রীষ্টের দয়া, এবং তাঁহার পবিত্র শক্তির ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া, উদ্দেশ্যহীন কার্যে আস্থা স্থাপন করিয়া, ঈশ্বরের সম্মুখে উহাকে উপহাস করা হয়।

২৪। হে আমার পুত্র দেখ, এইরূপ হওয়া উচিত নয়। কারণ অনুতাপ তাহাদের জন্য, যাহারা অপরাধের মাঝে এবং আইন অমান্য করার অভিশাপের মাঝে রহিয়াছে।

২৫। অনুতাপের প্রথম ফল হইল দীক্ষা। এবং দীক্ষা আসে, আদেশগুলি পালন করিবার জন্য যে বিশ্বাস, তাহার মাধ্যমে। এবং আদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন করিলে, তাহাতে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

২৬। এবং পাপের মুক্তি, নম্রতা এবং হৃদয়ের কোমলতা আনয়ন করে। এবং নম্রতা ও হৃদয়ের কোমলতার কারণে, পবিত্র আত্মার দর্শন লাভ করা হয়। যাহাতে আশা এবং বিশুদ্ধ ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়, যে ভালবাসা অধ্যবসায় সহকারে প্রার্থনা নিবেদনের মাধ্যমে, শেষদিন যেই দিন সকল সাধুপুরুষগণ ঈশ্বরের সহিত বসবাস করিবেন সেই দিন পর্যন্ত, উহা সহ্য করে।

২৭। হে আমার পুত্র দেখ, লামানাইতদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য, সত্বর বাহির হইয়া না গেলে পুনরায় আমি তোমার নিকট পত্র লিখিব। দেখ এই জাতি অর্থাৎ নেফাইতের লোকদিগের দাম্ভিকতাই তাহাদের ধ্বংসের কারণ হইবে, যদি তাহারা অনুতাপ না করে।

২৮। হে আমার পুত্র তাহাদের জন্য তুমি প্রার্থনা কর, যাহাতে তাহারা অনুতাপ করে। কিন্তু দেখ, আমি ভয় করিতেছি পাছে পবিত্র আতমা তাহাদের জন্য চেষ্টা করা হইতে বিরত হন। এবং দেশের এই অংশেও, তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল ক্ষমতা, এবং অধিকারকে দমন করিতে চাহিতেছে এবং তাহারা পবিত্র আতমাকে অস্বীকার করিতেছে।

২৯। এবং এত বেশী অস্বীকার করিবার ফলে হে আমার পুত্র তাহারা অবশ্যই অতি সত্বর প্রেরিত পুরুষগণ কর্তৃক যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল এবং ত্রাণকর্তা নিজে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সেই অনুযায়ী ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৩০। তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত অথবা তোমার নিকট পত্র লেখা পর্যন্ত হে আমার পুত্র বিদায়। আমেন।

পরিচ্ছেদ ৯

পুত্র মরনির নিকট মরমনের দ্বিতীয় পত্র।

লামানাইতগণ এবং নেফাইতগণ কর্তৃক নৃশংস কার্যসকল সম্পাদিত হইয়াছিল--- পিতার শেষ এবং স্নেহপূর্ণ বিশেষ উপদেশ প্রদান।

১। আমার প্রিয় পুত্র, আমি তোমাকে পুনরায় লিখিতেছি যাহাতে তুমি জানিতে সক্ষম হও যে, আমি জীবিত রহিয়াছি। কিন্তু আমি তোমার নিকট অতি দুঃখজনক ঘটনা লিখিতেছি।

২। কারণ দেখ, লামানাইতগণের সহিত আমার একটি নিদারুণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এবং ইহাতে আমরা জয়লাভ করি নাই। আরকিয়ানটাস তরবারী দ্বারা নিহত হইয়াছে এবং লুরাম ও এমরনও নিহত হইয়াছে। এবং হাঁ আমরা আমাদের বহু ভাল ব্যক্তি হারাইয়াছি।

৩। এবং এখন হে আমার পুত্র দেখ, আমি ভীত হইতেছি পাছে লামানাইতগন এই জনগণকে ধ্বংস করিয়া দিবে, কারণ তাহারা অনুতাপ করিতেছে না। এবং শয়তান তাহাদিগকে একে অন্যের প্রতি যাহাতে রোষ প্রকাশ করে সেই জন্য অনবরত উত্তেজিত করিতেছে।

৪। দেখ, আমি তাহাদিগকে লইয়া অনবরত ভাবে বহু চেষ্টা করিতেছি। এবং যখন আমি ঈশ্বরের বাণীগুলি স্পষ্ট ভাবে তাহাদিগের নিকট বর্ণনা করি, তখন তাহারা কম্পিত হয় এবং আমার বিরুদ্ধে রোষ প্রকাশ করে। যখন আমি স্পষ্ট ভাষায় কথা বলি না তখন তাহারা আমার বিরুদ্ধে তাহাদের হৃদয়কে কঠিন করিয়া তোলে। কাজেই আমি ভীত হইতেছি পাছে, ঈশ্বরের আতমা, তাহাদের জন্য চেষ্টা করা হইতে বিরত হয়।

৫। কারণ, তাহারা এতবেশী রাগান্বিত হইয়া ওঠে যাহাতে আমার নিকট এইরূপ মনে হয় যে, তাহাদের মৃত্যুর জন্য কোন ভয় নাই। এবং তাহারা একের প্রতি অন্যের যে ভালবাসা, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে। এবং তাহারা অনবরত ভাবে রক্ত পিপাসু এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে।

৬। এবং এখন, আমার প্রিয় পুত্র, তাহাদের কঠোরতা সত্ত্বেও, চল আমরা অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা চালাইয়া যায়। কারণ আমরা যদি চেষ্টা করা হইতে বিরত হই, তাহা হইলে, আমরাও দোষী প্রমাণিত হইব। কারণ, যখন আমরা এই মাটির দেহে অবস্থান করিব তখন আমাদের পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে, যাহাতে আমরা সকল ধার্মিকতার শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে পারি, এবং আমাদের আত্মাগুলিকে ঈশ্বরের রাজ্যে স্থাপন করিতে পারি।

৭। এবং এখন আমি এই লোকদিগের কষ্ট সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিব। কারণ আমরনের নিকট হইতে আমি যেই খবর লাভ করিয়াছি সেই খবর অনুযায়ী দেখ, লামানাইতগণ শেরিজাহ দুর্গ হইতে অনেক বন্দী লইয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে পুরুষ, নারী এবং শিশুগণ রহিয়াছে।

৮। এবং সেই নারী এবং শিশুদিগের স্বামী এবং পিতাগণ নিহত হইয়াছে। এবং তাহারা সেই নারীদিগকে তাহাদের স্বামীদের দেহের মাংস ভক্ষণ করাইয়াছে এবং শিশুদিগকে তাহাদের পিতাদিগের মাংস ভক্ষণ করাইয়াছে এবং এক বিন্দু ভিন্ন আর কোন জল, তাহারা তাহাদিগকে প্রদান করে নাই।

৯। লামানাইতগণের এই জঘন্য কার্যগুলি সত্ত্বেও ইহা আমাদের লোকেরা মরিয়ানটামে যাহা করিয়াছিল, তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই। কারণ দেখ, তাহারা লামানাইতগণের অনেক কন্যাদিগকে বন্দী হিসাবে লইয়া আসিয়াছিল; এবং তাহাদের নিকট সর্বাপেক্ষা মূল্যবান যে বস্তু ছিল সেই সতীত্ব এবং কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিল।

১০। এবং ঐ সকল করিবার পর তাহারা অতিশয় নিষ্ঠুরতার সহিত মৃত্যু পর্যন্ত তাহাদের দেহকে অত্যাচার করিয়া, তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিল এবং এই সকল সম্পন্ন করিবার পর তাহারা বন্য জন্তুর ন্যায় তাহাদের দেহের মাংস ভক্ষণ করিয়াছে। তাহাদের অন্তরের নির্দয়তার জন্যই এইরূপ হইয়াছে। এবং তাহারা সাহসিকতার নিদর্শন হিসাবে, এই সকল কার্য সম্পন্ন করিয়াছে।

১১। হে আমার প্রিয় পুত্র, মানুষ কিরূপে এই প্রকার অসভ্য হইতে পারে---

১২। (এবং কেবল মাত্র কিছুদিন পূর্বেও তাহারা সভ্য এবং সুখী জনতা ছিল।)

১৩। কিন্তু হে আমার পুত্র, কি রূপে যে ব্যক্তি এত আনন্দে ছিল, সে এইরূপ জঘন্যতায় লিপ্ত হইতে পারে---

১৪। কি রূপে আমরা ইহা আশা করিতে পারি যে আমাদের বিরুদ্ধে বিচারের বিষয়, ঈশ্বর তাহার হস্তকে থামাইয়া রাখিবেন।

১৫। দেখ, আমার হৃদয় ক্রন্দনরত হইয়া উঠিয়াছে। এই লোকদিগের জন্য দুঃখ হইতেছে। হে ঈশ্বর, তোমার সুবিচার লইয়া অগ্রসর হও এবং তাহাদের পাপগুলি, অপরাধগুলি এবং জঘন্যতাগুলি তোমার সম্মুখ হইতে, মুছিয়া ফেল।

১৬। এবং পুনরায় হে আমার পুত্র, অনেক বিধবা এবং তাহাদের কন্যাগণ শেরিজাহয় রহিয়া গিয়াছিল। এবং শর্তের সেই অংশগুলি লামানাইতগণ পূর্ণ করে নাই। দেখ, জেনেফির সৈন্যগণ চলিয়া গেল, এবং তাহাদিগকে, কোথা হইতে তাহার খাদ্য জোগাড় করিতে পারিবে সেই চিন্তার মধ্যে তাহাদিগকে ফেলিয়া গেল। এইরূপে অনেক বৃদ্ধা মহিলা জ্ঞান হারাইল, এবং মৃত্যু মুখে পতিত হইল।

১৭। আমার সহিত যে সৈন্য রহিয়াছে তাহারা দুর্বল। এবং লামানাইতদিগের সৈন্যগণ আমার এবং শেরিজাহর সৈন্যগণের দুইগুণ। এবং যত সৈন্য অ্যারোনের সৈন্যদলে পলাইয়া গিয়াছিল তাহারা জঘন্য নৃশংসতার শিকার হইয়াছে।

১৮। দেখ আমার লোকদিগের নৈতিক অধঃপতন তাহাদের কোন শৃঙ্খলা এবং কোন মায়া দয়া নাই। দেখ, আমি কেবল একজন মানুষ বিশেষ, এবং একজন মানুষের মতই আমার শক্তি, এবং আমি আর আমার আদেশ বলবৎ রাখিতে সক্ষম নই।

১৯। এবং তাহারা তাহাদের ন্যায়ভ্রষ্টতায় শক্তিশালী হইয়াছে। এবং তাহারাও একই ধরনের নিষ্ঠুর, এবং যুবক বৃদ্ধ কাহাকেও বাদ দেয় নাই। এবং তাহারা যাহা মঙ্গলজনক তাহা ভিন্ন আর সকল কিছুতেই আনন্দিত হইত। এবং এই ভূমিতে আমাদের মহিলাগণ এবং সন্তানগণের দুঃখ কষ্ট, সকল কিছুকে অতিক্রম করিয়াছে। হাঁ, ভাষায় ইহা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, এবং ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাও সম্ভব নয়।

২০। এবং এখন আমার পুত্র, আমি আর বেশী সময়, এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের মাঝে অবস্থান করিব না। দেখ, তুমি এই জনগণের পাপের সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছ। তুমি জান তাহাদের কোন নীতি, অথবা অতীতের জন্য কোন অনুভূতি নাই। এবং তাহাদের পাপ লামানাইতগণের পাপকেও অতিক্রম করিয়াছে।

২১। হে আমার পুত্র, দেখ আমি তাহাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করিতে সক্ষম নই, পাছে তিনি আমাকে আঘাত করেন।

২২। কিন্তু দেখ আমার পুত্র, আমি তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকট সুপারিশ করিতেছি, এবং আমি ত্রাণকর্তাকে বিশ্বাস করি যে, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন। এবং আমি ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা জানাই যে, তিনি তাহার লোকদিগের তাহার নিকট প্রত্যাগমন, অথবা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হইবার সাক্ষ্য বহন করিবার জন্য, তোমার জীবন রক্ষা করিবেন। কারণ আমি জানি তাহারা অনুতাপ না করিলে, এবং তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন না করিলে, তাহারা অবশ্যই ধ্বংস হইবে।

২৩। এবং তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের রক্তের পিপাসা এবং প্রতিহিংসার জন্য, তাহাদের হৃদয়ের এই বাসনার জন্য, ইহা জারেদাইতদের মত হইবে।

২৪। এবং যদি তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমরা জানি, আমাদের ভ্রাতাদিগের মধ্য হইতে অনেকেই লামানাইতদের মত সত্য ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, এবং আরো অনেকে তাহাদের মত বিচ্ছিন্ন হইবে। কাজেই যদি তুমি রক্ষা লাভ কর এবং আমি ধ্বংস হইয়া যাই, এবং তোমার সহিত সাক্ষাৎ না ঘটে তাহা হইলে, অল্প কিছু বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিও। তবে আমি বিশ্বাস করি তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিবে, কারণ, আমার নিকট যে পবিত্র ইতিহাস রহিয়াছে আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিব।

২৫। হে আমার পুত্র, খ্রীষ্টের প্রতি আস্থা রাখ, এবং আমি যাহা লিখিলাম তাহা যেন তোমাকে মৃত্যুর ভার চাপাইয়া দুঃখ না দেয়। বরং খ্রীষ্ট যেন তোমাকে তুলিয়া ধরেন, এবং তাহার কষ্ট সহ্য করা, তাহার মৃত্যু এবং আমাদের পিতাদের নিকট তাহার দেহ প্রদর্শন করান, এবং তাঁহার দয়া এবং দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করা, এবং তাহার অনন্ত জীবনের এবং মহিমার আশা তোমার হৃদয়ে চিরকাল যেন অবস্থান করে।

২৬। এবং পিতা ঈশ্বর, যাঁহার সিংহাসন ঐ উচ্চে স্বর্গে অবস্থিত তাঁহার এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিনি সকল বস্তু তাহার বিচারাধীনে আসিবার সময় পর্যন্ত তাঁহার দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিবেন তাঁহার করুণা যেন চিরকালের জন্য তোমার সহিত অবস্থান করে।

পরিচ্ছেদ ১০

লামানাইতদের নিকট হইতে মরনির বিদায়---যে শর্ত সমূহের দ্বারা মরমনের পুস্তকের ব্যক্তিগত সাক্ষ্য লাভ করা যাইতে পারে---মরনি তাঁহার লোকদিগের ইতিহাস সমূহ বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

১। এখন আমি মরনি, আমার নিকট যাহা উপযোগী মনে হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি; এবং আমি আমার ভ্রাতা লামানাইতগণদের উদ্দেশ্যে লিখিতেছি। এবং আমি বলিব যে, তাহাদের জানা উচিত যে, খ্রীষ্টের আগমনের সম্বন্ধে যে চিহ্ন সকল প্রদান করা হইয়াছিল, সেই সময় হইতে চারিশত বিশ বৎসরের অধিক অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।

২। এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে মিনতি করিয়া, কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া, ইহা আমি বন্ধ করিয়া রাখিতেছি।

৩। দেখ, আমি তোমাদের নিকট এই মিনতি করিব যে, তোমরা এই সকল বিষয়গুলি পাঠ করিবে, ঈশ্বর যদি এইরূপ ইচ্ছা করেন যে তোমরা উহা পাঠ করিবে, তখন তোমরা ইহা স্মরণ রাখিবে যে, আদমের সময় হইতে লইয়া, তোমরা যখন এই এই বস্তুগুলি লাভ করিবে তখন পর্যন্ত, ঈশ্বর মনুষ্য সন্তানদিগের জন্য কত করুণাশীল হইয়াছেন। এবং ইহা তোমরা হৃদয় দিয়া ভাবিয়া দেখিও।

৪। এবং আমি মিনতি করিব, যখন তোমরা এই বস্তুগুলি লাভ করিবে, তখন তোমরা খ্রীষ্টের নামে অনন্ত পিতা ঈশ্বরের নিকট এই সকল বিষয় সত্য কিনা, তাহা জানিবার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করিবে। এবং যদি তোমরা বিশ্বস্ত হৃদয় সৎ উদ্দেশ্য, এবং খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস লইয়া প্রার্থনা জানাও, তাহা হইলে তিনি পবিত্র আত্মার ক্ষমতার সাহায্যে, তোমাদের নিকট সত্য প্রকাশ করিবেন।

৫। এবং পবিত্র আত্মার ক্ষমতার সাহায্যে তোমরা সকল বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে জানিতে পারিবে।

৬। এবং যাহা মঙ্গলজনক তাহাই ন্যায় এবং সত্য। কাজেই যাহা মঙ্গলজনক তাহা খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেনা বরং তিনি আছেন তাহা স্বীকার করে।

৭। এবং পবিত্র আত্মার সাহায্যে তোমরাও জানিতে পারিবে যে তিনি আছেন। কাজেই আমি তোমাদিগকে এই মিনতি করিব যে, তোমরা ঈশ্বরের ক্ষমতাকে অস্বীকার করিও না। কারণ, তিনি মনুষ্য সন্তানদিগের বিশ্বাস অনুযায়ী, আজ, আগামীকাল এবং চিরকাল একইরূপ ক্ষমতা দ্বারা অনুযায়ী কার্য করিয়া থাকেন।

৮। এবং আমার ভ্রাতাগণ, আমি পুনরায় তোমাদিগকে এই অনুরোধ করিব যে, তোমরা ঈশ্বরের দান অস্বীকার করিও না, কারণ এইরূপ অনেক দান রহিয়াছে, এবং সেই সকলই ঈশ্বরের নিকট হইতে লাভ করা হইয়াছে। এবং বিভিন্ন নিয়মানুসারে সকল দানকার্য্য প্রশমিত হইয়াছে। কিন্তু সেই একই ঈশ্বর এই সকল কার্য সমাধা করিয়াছেন। এবং এই সকল মনুষ্য সন্তানদিগকে তাহাদের উপকারের জন্য ঈশ্বরের ক্ষমতা কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে।

৯। কারণ দেখ, ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা একজনকে জ্ঞানী গুণী শিক্ষা দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

১০। এবং সেই একই শক্তি দ্বারা অন্যজনকে সে যাহাতে দক্ষতার বাণী শিক্ষা দিতে পারে সেই ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

১১। এবং আর একজনকে অতিরিক্ত পরিমানে বিশ্বাস এবং অন্যজনকে রুগ্নকে আরোগ্য করিবার ক্ষমতা, সেই একই শক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

১২। এবং পুনরায় অন্যজনকে সে যাহাতে শক্তিশালী অলৌকিক কার্যগুলি সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়, সেই ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

১৩। আর একজনকে সকল বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমতা;

১৪। অন্য আরেক জনের উদ্দেশ্যে যে দেবদূতগণকে এবং উপদেশ প্রদান রত আত্মাদিগকে দর্শন লাভ করিতে পারে।

১৫। এবং পুনরায় অন্য আরেকজনকে সকল ভাষার ক্ষমতা;

১৬। এবং আবার, আরেকজনকে ভাষা অনুবাদ করিবার এবং বিভিন্ন ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা, প্রদান করা হইয়াছে।

১৭। এবং এই সকল দানই খ্রীষ্টের শক্তির মাধ্যমে লাভ করা হইয়াছে; এবং এইগুণগুলি তাহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী, প্রতিটি ব্যক্তি আলাদা আলাদা ভাবে লাভ করিয়া থাকে।

১৮। এবং আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ আমি তোমাদিগকে মিনতি করিব, যাহাতে তোমরা যে শুভ দানগুলি খ্রীষ্ট হইতে আসিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি তোমরা স্মরন রাখিতে পার।

১৯। আমি তোমাদিগকে আরো মিনতি করিব আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, যাহাতে তোমরা স্মরণ রাখ যে, তিনি পূর্বে, এখন এবং চিরকাল ধরিয়া একইরূপ রহিয়াছেন। এবং এই সকল দানগুলি যাহার কথা আমি বর্ণনা করিলাম, এবং যাহা হইল আধ্যাত্মিক, তাহা কেবল মাত্র মনুষ্য সন্তানদিগের অবিশ্বাস ভিন্ন পৃথিবী যতদিন আছে ততদিন পর্যন্ত কখনই শেষ হইবে না।

২০। কাজেই বিশ্বাস রাখিতে হইবে; এবং বিশ্বাস রাখিলে অবশ্য আশাও থাকিবে এবং আশা থাকিলে বিশ্বপ্রেমও অবশ্যই থাকিবে।

২১। এবং বিশ্বপ্রেম ভিন্ন তোমরা কোন মতেই ঈশ্বরের রাজ্যে রক্ষা লাভ করিতে পারিবে না। অথবা বিশ্বাস না থাকিলেও তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যে রক্ষা লাভ করিবে না, আশা ভিন্ন নয়।

২২। এবং কোন আশা না থাকিলে তোমরা অবশ্যই হতাশাপূর্ণ হইবে। এবং পাপের কারণে এই হতাশার সৃষ্টি হয়।

২৩। এবং খ্রীষ্ট সত্য সত্যই তোমাদের পিতাগণকে বলিয়াছেন: যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে, আমার পক্ষে যাহা সম্ভব সেই সকলই তোমরা করিতে পারিবে।

২৪। এবং এখন আমি পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সকলের উদ্দেশ্যে বলিতেছি যে-- যদি এমন দিন আসে যখন তোমাদের মধ্য হইতে ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং দান লোপ পায়, তাহা হইলে অবিশ্বাসের জন্যই উহা হইবে।

২৫। এবং এই সকল যদি লোপ পায় তাহা হইলে মানব সন্তানদিগের জন্য উহা হতভাগ্যের কারণ হইবে। কারণ তখন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ থাকিবে না যে ভাল কার্য করিবে, না একজনও নয়। কারণ যদি এমন একজনও থাকে যে মঙ্গলজনক কার্য করিবে, তাহা হইলে সে ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং দানের সাহায্যেই উহা করিবে।

২৬। এবং যাহারা এই সকল বস্তুগুলিকে ধ্বংস করিবে, এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইবে তাহাদের জন্য দুঃখ হয়, কারণ তাহারা তাহাদের পাপের মাঝেই মৃত্যু বরণ করিবে, এবং তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে রক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

২৭। এবং আমি তোমাদিগকে এই বিষয়গুলি স্মরণ রাখিবার জন্য মিনতি করিতেছি। কারণ সেই সময় অতি সত্বর আসিবে যখন তোমরা জানিতে পারিবে আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। কারণ তোমরা আমাকে ঈশ্বরের কাঠগড়ার সম্মুখে

দেখিতে পাইবে। এবং প্রভু ঈশ্বর তখন তোমাদিগকে বলিবেন তোমাদের নিকট কি আমি এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত বাণী সম্বন্ধে কিছু বলি নাই–মৃতদিগের মধ্য হইতে একজন আর্তনাদ করলে এমনকি একজন ধুলাবালির মধ্য হইতে কথা বললে যেমন হয় তেমন।

২৮। আমি ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পরিপূর্ণ করিবার জন্য তোমাদের নিকট এই সকল ঘোষনা করিয়াছিলাম। এবং দেখ, এইগুলি চিরঞ্জীব ঈশ্বরের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিবে। এবং তাহার কথা পুরুষ ধরিয়া উচ্চারিত হইতে থাকিবে।

২৯। এবং ঈশ্বর তোমাদিগকে ইহাই প্রদর্শন করিবেন যে আমি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা সকলই সত্য।

৩০। পুনরায় আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিব তোমরা খ্রীষ্টের পথে আগমন কর, এবং সকল ভাল দানগুলি ধরিয়া রাখ, এবং মন্দ দান এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না।

৩১। তোমরা জাগ্রত হও, হে জেরুজালেম তুমি উত্থিত হও, হাঁ, ওহে জাইয়ন কন্যা তুমি তোমার সুন্দর পোষাক পরিধান কর। তোমার খুঁটি শক্ত কর, এবং চিরকালের জন্য তোমার সীমানা বর্দ্ধিত কর, যাহাতে তুমি আর পরাভূত না হও, যাহাতে অনন্ত পিতা তোমার সহিত যে চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছিলেন, হে ইসরায়েলের পরিবার তাহা যেন পরিপূর্ণ হইতে পারে।

৩২। হাঁ, তোমরা খ্রীষ্টের নিকট আগমন কর এবং তাঁহার মাঝে তোমরা বিশুদ্ধ হও। এবং তোমাদের সকল নাস্তিকতা পরিত্যাগ কর। এবং তোমরা যদি তোমাদের সকলপ্রকার নাস্তিকতা পরিত্যাগ কর, এবং তোমাদের সকল শক্তি মন এবং ক্ষমতা দ্বারা ঈশ্বরকে ভালবাস, তাহা হইলে তাহার করুণা তোমাদের উপর প্রচুর পরিমানে তোমাদের জন্য প্রচুর বর্ষিত হইবে যাহাতে তাঁহার করুনা দ্বারা তোমরা খ্রীষ্টের মাঝে বিশুদ্ধ হইতে পার। ঈশ্বরের মহিমা দ্বারা, যদি তোমরা খ্রীষ্টের মাঝে বিশুদ্ধ হইতে পার, তাহা হইলে তোমরা কোনরূপেই ঈশ্বরের ক্ষমতাকে অস্বীকার করিবে না।

৩৩। এবং পুনরায় যদি তোমরা ঈশ্বরের মহিমা দ্বারা খ্রীষ্টের মাঝে পরিপূর্ণ হইতে পার, এবং তাহার ক্ষমতাকে অস্বীকার না কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের ক্ষমতার দ্বারা এবং খ্রীষ্টের রক্তপাতের দ্বারা তোমরা খ্রীষ্টের মাঝে পবিত্র হইবে। সকল চুক্তি অনুযায়ী তোমাদের পাপের মুক্তি লাভের জন্য এইরূপ হইবে, যাহাতে তোমরা কলঙ্কহীন, পবিত্র হইতে পার।

৩৪। এখন আমি তোমাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি। আমার আত্মা এবং দেহ পুনরায় মিলিত হওয়া পর্যন্ত, এবং জীবিত এবং মৃতের অনন্ত বিচারক মহান জেহোভার শান্তিপূর্ণ কাঠগড়ার সম্মুখে বিজয় উল্লাসে আনীত হওয়া পর্যন্ত, ঈশ্বরের পূণ্যলোকে বিশ্রাম লইবার জন্য অতি সত্বর আমি প্রস্থান করিব। আমেন।

BENGALI
4 02335 68242 3
33568 242